ক্ষীরোদপ্রসাদের

নর-নারায়ণ

পৌরাণিক নাটক

নাট্য-মন্দিরে প্রথম অভিনীত

উদ্বোধন রজনী---১লা ডিসেম্বর ১৯২৬

[বিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা সহ]

সম্পাদনা

ডঃ ভবানী গোপাল সান্যাল

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ—আগস্ট, ১৯৫১

মুদ্রাকর :

শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু
ডি. পি. প্রিণ্টার্স
৫১/ বি, সিকদার বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীমতী গীতা বসু, এম. এ.
জে. জি. প্রিণ্টার্স
৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

পরম ভক্তিভাজন—

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শিবানন্দ

স্বামীজীর করকমলে-

ভূমিকা

মহাভারতের কর্ণ চরিত্রের উপরে ক্ষীরোদপ্রসাদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। রবীন্দ্রনাথের ধারা অনুসরণে তিনি এই চরিত্রটিকে নাটকে চিরকালীন প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। পৌরুষদীপ্ত কিন্তু নিয়তিতাড়িত এই চরিত্র আমাদের অনিবার্যভাবে গ্রীক নাটকের নায়কদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে মনে পড়ে রাজা অয়দিপাউসের চরিত্র। ক্ষীরোদপ্রসাদের মনোভাবের কথা মনে রেখে এবং নাটকের রূপকল্প অনুযায়ী এই গ্রন্থটি আন্তরিকতা সহকারে সম্পাদনা করা হয়েছে।

বাংলায় এম. এ. পাঠরত স্নাতকোত্তর ছাত্র শ্রীসর্বনাথ ভট্টাচার্য গ্রন্থ প্রণয়নে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর সহযোগিতা ব্যতীত এই নাটক প্রকাশে বহু বিলম্ব ঘটতো, হয়ত সম্ভব হতো না। শ্রীমান্ সর্বনাথ পরিশ্রম করে গ্রন্থটিকে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেছেন। শ্রীমতী হাসি ভট্টাচার্য, এম. এ. বি. এডের সহযোগিতার কথা স্মরণ করি। অধ্যাপক ডঃ অমিয় বক্সীও নানাভাবে সহায়তা করেছেন। এঁদের স্নেহাশীর্বাদ জানাই। আমার চার বৎসরের তরুণী নাতনী শ্রীমতী এষা সান্যাল তার অনর্গল বাক্যস্রোতে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু প্রভূত আনন্দ দিয়ে পরোক্ষে সহায়তা করেছে।

শ্রীভবানী গোপাল স্যানাল

১৮, রাষ্ট্রগুরু এভেনিউ
নাগের বাজার, কলিকাতা-২৮

দ্বিতীয় সংস্করণ

এই সংস্করণ সম্পূর্ণ সংশোধিত, পরিমার্জিত ও স্থানে স্থানে পুনর্লিখিত হয়ে প্রকাশিত হলো। এই সংস্করণ প্রণয়নে শ্রীমতী হাসি ভট্টাচার্য ও শ্রীসর্বনাথ ভট্টাচার্য পূর্বের ন্যায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

শ্রীভবানী গোপাল স্যান্যাল

১৮, রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ
নাগের বাজার, কলিকাতা-২৮

নিবেদন

নানাকারণে স্বর্গীয় পিতৃদেবের এই জনপ্রিয় নাটকটির ষষ্ঠ সংস্করণ মুদ্রণে ন্ব হইল, সেজন্য নাট্যানুরাগী সুধীবৃন্দের নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা রিতেছি।

এই নাটক প্রণয়নের একটি ইতিহাস আছে - সেইজন্য আমার এই নিবেদন থার ধৃষ্টতা। নাট্যকার মহাভারত হইতে পাঁচটি চরিত্র বাছিয়া লইয়াছিলেন ঐ পাঁচটি চরিত্রের নাটকীয় ব্যক্তিত্ব ও ঘাত-প্রতিঘাতের উপর কেন্দ্র করিয়া জের মনোমত নাটক লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। চরিত্রগুলি এই :— ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও কৃষ্ণ। ১৯১২।১৩ সালে ৺কাশীধামে তিনি "ভীষ্ম" টক লেখা শেষ করেন, এবং তাহা নাট্যমোদিগণের নিকট বিশেষ সমাদর ভ করে। তারপর তিনি "দ্রোণ" ও "কৃপ" লেখা আরম্ভ করেন। কিছু ছু অংশ লেখার পর মহাভারতের "কর্ণ"-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য তাঁহাকে ভভূত করায় তিনি "কর্ণ" লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু বিভিন্ন লয়ের তাগিদে "কিন্নরী" প্রভৃতি ২।৩ খানি নাটক লিখিবার জন্য র্ণ" লেখা বন্ধ হয়। পরে যখন পুনরায় লেখা আরম্ভ করেন তখন নবগঠিত ট থিয়েটার লিমিটেড" কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় অপরেশচন্দ্রের র্জুন" নাটক অভিনয় আয়োজন সংবাদে "কর্ণ" লেখা বন্ধ করিয়া লমগীর" প্রভৃতি অন্যান্য নাটক লিখিতে বাধ্য হয়েন, কারণ "কর্ণ" অভিনয় রবার জন্য অন্যান্য রঙ্গালয়ের চাহিদা কমিয়া যায়।

পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে—নিজের মনোমত নাটক লিখিতে হইলে লয়ের অধ্যক্ষের মুখ চাহিয়া বা তত্রস্থ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর দিকে লক্ষ্য

করিয়া লিখিতে গেলে চলিবে না। অথচ এইরূপ সর্বপ্রকার প্রভাবমুক্ত হইয়া একখানি নিজ মনোমত যথার্থ নাটক লিখিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় তাঁহার সোদরপ্রতিম অকৃত্রিম সুহৃদ্ নিমতিতার নাট্যকলা ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহোদয়ের সাগ্রহ অনুরোধে ও আনুকূল্যে ১৯২৪ সালে তিনি পুনরায় একাগ্রভাবে "কর্ণ" লেখা আরম্ভ করেন।

গ্রন্থকার ১৭।১০।২৪ তারিখে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন —তাহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহা হইতেই নাট্যরসিকগণ নাট্যকারের নিজের উক্তিতেই "কর্ণ" নাটক লেখার ইতিহাস বুঝিতে পারিবেন।

"প্রিয় মহেন্দ্র ভাই, * * * তোমার কথামত সেই দৃশ্যগুলো লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। তৃতীয় অঙ্ক সত্বর শেষ করিয়া পাঠাইতেছি। * * * আমি পুস্তক শেষ না করিয়া এখন কোথাও যাইতে পারিতেছি না। আমি এবারে নিজের মনোমত করিয়া এ পুস্তক লিখিতেছি। অভিনব হউক বা না হউক কাহারো কোন suggestion লইতে ইচ্ছা নাই। এই পুস্তকই মনে হইতেছে আমার শেষ। দেহ স্বাভাবিকভাবেই দিন দিন দুর্বল হইতেছে। এখন বিশেষ দুর্বল।

"কর্ণ" সম্বন্ধে বহুদিন হইতে যে একটা ধারণা পোষণ করিয়া আসিতে-ছিলাম, সেইটাই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিবার বাসনা। এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবনকাহিনী। পয়সার জন্য তাহা কুণ্ঠিত করিতে ইচ্ছা নাই। কতকগুলা অর্বাচীনের মতের তলায় নিজের চিরপোষিত কল্পনাকে বিধ্বস্ত করিতে পারিব না। কেহ না লয় তুমি কাছে রাখিও, তোমার স্টেজে (বাড়ীর) নিশ্চয়ই তা উপাদেয় হইবে। এই তৃতীয় অঙ্ক পাইলেই আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। যখন বই ধরিয়াছি এবার ইহাকে

শেষ না করিয়া আমি অন্য বই লিখিতেছি না। কর্ণের মত আমিও এখন নিজেকে দৈব-নিগৃহীত বোধ করিতেছি। সুতরাং ভাই, তার চরিত্ররহস্যই আমার এখন প্রিয় বোধ হইতেছে। * * ইতি।"

১৯২৫ সালে "কর্ণ" লেখা শেষ হয়। ইতিপূর্বে স্বনামধন্য প্রথিতযশা নট-নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও এই নাটক রচনায় ও অভিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের সৌজন্যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের প্রযোজনা, অধ্যক্ষতা ও নাম-ভূমিকা অভিনয়ে "নর-নারায়ণ" নামে ইহা ১লা ডিসেম্বর ১৯২৬ তারিখে "নাট্যমন্দির লিমিটেড" কর্তৃক সর্বপ্রথম অভিনীত হয়।

পরে নাট্যকার "কৃষ্ণ" নাটকের প্রথম দৃশ্য মাত্র লেখেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাহত ও নিরুৎসাহ হইয়া এবং নিজের স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়ায় লেখা বন্ধ করেন। মৃত্যুর ২।১ দিন পূর্বে (জুলাই, ১৯২৭) তিনি বলিয়াছেন, কৃষ্ণ চরিত্র যতই উপলব্ধি করিতেছি, ততই অনুভব করিতেছি, "কৃষ্ণ"-চরিত্র এপারে লিখিবার নহে।" ইহাই নাটক সম্বন্ধে তাঁহার শেষ কথা।

আর এক কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নাটকখানিকে একাধিকবার বি. এ. পরীক্ষায়, বঙ্গভাষার অতিরিক্ত পাঠ্যতালিকা করিয়া গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। সেজন্য কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

নিবেদক

শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহালয়া—১১।১০।৫০

প্রথম অভিনয়

নাট্যমন্দির লিমিটেড কর্তৃক

বুধবার, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩ সাল

উদ্যোক্তা

প্রযোজক, শিক্ষক ও নাট্যাচার্য	...	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
মঞ্চ-মালাকার	...	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	..	শ্রীহরিগোপাল মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীত শিক্ষক	...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
নৃত্য-সঙ্গীত	...	শ্রীব্রজবল্লভ পাল

অভিনেতা

শ্রীকৃষ্ণ	...	শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
সূর্য ও সাত্যকী	...	শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
ইন্দ্র ও বিদুর	...	শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী
পরশুরাম ও অর্জুন	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
অকৃতব্রণ	...	শ্রীবিভূতিভূষণ গোস্বামী
সঞ্জয়	...	শ্রীমিহিরকুমার নন্দী
দ্রোণাচার্য	...	শ্রীঅমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
কৃপাচার্য	...	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
ভীষ্ম ও তাপস	...	শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
ধৃতরাষ্ট্র	...	শ্রীরামময় চক্রবর্তী

যুধিষ্ঠির	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
ভীম	...	শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
নকুল	...	শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
সহদেব	...	শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী
অভিমন্যু	...	শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
দুর্যোধন	...	শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য
দুঃশাসন	...	শ্রীসুহাসকুমার সরকার
শকুনি	...	শ্রীনৃপেশনাথ রায়
কর্ণ	...	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
বৃষকেতু	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
ঘটোৎকচ	...	শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী
বৈতালিক	...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)

অভিনেত্রী

গান্ধারী	...	শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
দ্রৌপদী	...	শ্রীমতী চারুশীলা
পদ্মাবতী	...	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
অস্তি ও শ্রীকৃষ্ণ-বেশী চারিণী	...	শ্রীমতী ঊষাবতী (পটল)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্রীকৃষ্ণ,

পরশুরাম, তাপস, অকৃতব্রণ, সাত্যকি,
ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অশ্বত্থমা, সঞ্জয়, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র,
শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীম,
অর্জুন, নকুল, সহদেব, কর্ণ, ঘটোৎকচ,
অভিমন্যু, বৈতালিক, প্রতিহারী প্রভৃতি

স্ত্রী

গান্ধারী, দ্রৌপদী, পদ্মাবতী,
অস্তি, চারণীগণ ইত্যাদি

[অভিনয় সৌকর্যার্থে পুস্তকের কোন কোন অংশ
পরিবর্তিত ও পরিবর্জিত হয়]

প্রস্তাবনা

ওই যে বিরাট আকাশ পুলক
ওই যে তারার আবরণ—
কোথায় তাদের কণক কিরণ
কাহারে করিছে অন্বেষণ ?
ওই যে ব্যাকুল সিন্ধু—
সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত ওই, সঞ্চিত নাদ-বিন্দু—
কাহার সূচনা, কাহার রচনা
কাহার অনাদি সম্বোধন ?
দৈব কিম্বা পুরুষকার—
বিশ্বরাজ্য কোন্ রাজার ?
কাহার বিরাট, কাহার স্বরাট,
কাহার প্রকাশ—সঙ্গোপন ?
দৈব কিম্বা পুরুষকার—
নিদান, বিধান কোন্ রাজার,
কর্ম-সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ ?

ভূমিকা

নাট্যকারের বক্তব্য—'নর-নারায়ণের' ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের পুত্র সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিবেদনে আমাদের জানিয়েছেন যে, তাঁর অর্থাৎ নাট্যকারের ইচ্ছা ছিল মহাভারত থেকে পাঁচটি চরিত্র নির্বাচিত করে ও তাঁদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিরূপকে পরিস্ফুট করা। তিনি চেয়েছিলেন নিজে মনোমত নাটক রচনা করতে। মনোমত কথাটির তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, তিনি তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী অন্তর্জীবনের আলোকে ব্যাখ্যা করবার অভিলাষী ছিলেন। 'নর-নারায়ণে' তিনি কর্ণ-চরিত্রকে সেইভাবে পরিস্ফুট করেছেন। একদিকে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রবল পুরুষকার সত্ত্বেও কর্ণ দৈবনিগৃহীত পুরুষ। দৈবের অপ্রতিহত প্রভাবে তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা পদে পদে ব্যর্থ হয়েছে। এর মূলে আছে তাঁর জন্ম-রহস্য। অধিরথ ও রাধাসুতরূপে পরিচয় তাঁর সর্বজন-জ্ঞাত হলেও তিনি কুন্তীর কানীন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। জন্মের এই রন্ধ্রপথে তাঁর জীবনে বর্ষিত হয়েছে জামদগ্ন্যের অভিশাপ। ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে তিনি পরশুরামের নিকটে অস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। যুদ্ধে তিনি হয়ে উঠবেন দেব-মানবের অজেয়। বজ্রকীটের দংশন তিনি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সহ্য করেন, তাঁর জানুর উপরে মস্তক রক্ষা করে শায়িত গুরুর নিদ্রাভঙ্গ করেননি। পরশুরাম তাঁকে অভিশাপ দেন দ্বিজপুত্ররূপে মিথ্যা পরিচয় দানের জন্য। সঙ্কটকালে বিনাশ সময়ে তিনি গুহ্যাস্ত্র বিস্মৃত হবেন। উপরন্তু, শব্দ-ভেদী বাণের ভুল প্রয়োগ হেতু তিনি তাপসের হোম-ধেনু বধ করেন। তিনিও তাঁকে অভিশাপ দেন যে, তাঁর প্রতিযোদ্ধার সঙ্গে দ্বৈরথ সময়ে তাঁর

রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে। তিনি বলেন যে, তাঁর প্রতিযোদ্ধাকে দেহ-ধারী নারায়ণ সতত রক্ষা করে চলেছেন। কর্ণ একথা বিশ্বাস করতে চান না যে, সর্বত্রগ, অনির্দেশ্য, কূটস্থ অচল ব্রহ্ম দেহ ধারণ করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে রক্ষা করে চলেছেন। এই অবিশ্বাস তাঁর মনে প্রবল। সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণ শুধু মনুষ্যের নয়, মায়া-মনুষ্য-নারায়ণেরও অবধ্য। তথাপি অর্জুনের বাণে যদি তাঁর মৃত্যু হয় সেই মৃত্যুমুখে তিনি দেহধারী নারায়ণকে প্রণতি জানাবেন। ভীষ্ম কৌরব সভায় জানিয়েছেন দুর্যোধনকে যে, ধনঞ্জয়-বাসুদেব মায়াতিমানব, 'পূর্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ'। তাঁরা এক আত্মা দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে। কর্ণ এই পুরাতন কথাকে অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন বলে মনে করেন। নরদেহে নারায়ণের আবির্ভাব আদৌ সম্ভব কিনা এই প্রশ্ন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসারূপে কর্ণের মনকে আন্দোলিত করেছে। নানা ঘটনা-প্রবাহের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় তাঁকে মহিষী পদ্মাবতীর নিকটে সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কৃষ্ণ অপূর্ব মানব, ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। তিনি পূর্ণ মানবতার প্রতীক। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি তাঁর প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম, সকল কার্য, বাক্য ও স্মরণ নারায়ণকে নিবেদন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে পেয়ে আনন্দিত, কারণ আদিত্য মণ্ডল তিনি ছিলেন অপূর্ণ।

কর্ণের সমস্ত শক্তি রাধেয় পরিচয়ে নিহিত। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর গৃহে এসে তাঁর প্রকৃত জন্মপরিচয় ব্যক্ত করায় তাঁকে উপলব্ধি করতে হলো :

নিয়তির কার্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত।

তাঁর জীবনে পুরুষকারকে অভিভূত করে নিয়তির প্রাধান্য প্রবল হয়ে উঠেছে। বীরত্বের অভিমান হেতু যতবার তিনি তাঁর অনুজ অর্জুনের বিরুদ্ধে মৃত্যুশর প্রয়োগ করতে গিয়েছেন ততবার দরবিগলিত আঁখি, ম্লানতা রূপিণী, ভিক্ষার অঞ্জলিধরা কৌমার্যময়ী মৃত্যুরূপা মাতা আবির্ভূতা হয়েছেন।

সেই তীব্র মাতৃ আবির্ভাবে তিনি তাঁর বীর খ্যাতির গৌরব-স্বপ্ন, অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছেন।

কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, জয়দ্রথ বধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষাকল্পে সুদর্শন চক্রের দ্বারা সূর্যকে আচ্ছাদন ও তার পুনঃপ্রকাশ, অর্জুনের উদ্দেশ্যে বাসুকী-প্রদত্তা শক্তির অব্যর্থ প্রয়োগ ও তার ব্যর্থতা, 'যে শক্তির স্পর্শে দেবেন্দ্র লুটাতো ভূমিতলে, বায়ুস্পর্শে মরিত মানব', কৃষ্ণ কর্তৃক কপিধ্বজ ভূতলে প্রোথিত করবার জন্য সেই জ্বালাময়ী শক্তি ফিরে আসে 'শুদ্ধমাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া," প্রভৃতি ঘটনার আলোকে কৃষ্ণকে মায়াতিমানব ব্যতীত অন্য কিছু ভাববার উপায় নেই। শ্রীকৃষ্ণও কর্ণের জীবনে নিয়তিরূপে কার্য করেছেন। তিনি কর্ণের জন্ম-রহস্য ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত সেই রন্ধ্রপথে মৃত্যু প্রবেশ করে তাকে গ্রাস করেছে :

জন্ম-জন্ম-একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল ওইখানে।

রাধেয় পরিচয় সত্য হলে তাঁর জীবনে পরশুরামের অভিশাপ কার্যকরী হতো না। তাপসও অভিশাপদানের প্রাক্কালে কর্ণের জীবনে দৈব-প্রভাব প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হয়েছেন। তিনিও বলেছেন :

নাহি জানি কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন
বিশ্বের বিধাতা, জীবন্ত চলন্ত এই
কাঞ্চন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হতে
করেছ প্রেরণ।

প্রস্তাবনায় সঙ্গীতের মাধ্যমে নাটকের মূল সুর উপস্থাপিত হয়েছে।

দৈব কিংবা পুরুষকার—
বিশ্বরাজ্য কোন রাজার?

পুনর্বার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, নিদান, বিধান কোন রাজার। গ্রীক নাটকে নিয়তির বৃহৎ ভূমিকা আছে। কিন্তু তা বিশ্ব-বিধানকে আঘাত করলে সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যেমন ঘটেছে অয়েদিপাউস বা অরেসটেসের ক্ষেত্রে। বিচারের ভুল, অজ্ঞানতা জনিত কোন অপরাধ বা চরিত্রের অহমিকা

নিয়তিকে দণ্ডবিধানের জন্য সক্রিয় করে তোলে। শেক্‌সপীরিয় নাটকেও দেখা যায় যে, নিয়তি মূলতঃ চরিত্রের ভ্রান্তি ও মূঢ়তার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু কর্ণের জীবনে নিয়তির কার্যকলাপ কর্ণের পৌরুষকে প্রতিহত করে বিশ্বরাজ্যে তার প্রতিষ্ঠা, জন্ম-রহস্যের রন্ধ্রপথে তার প্রবেশ, অন্ধ শক্তির নিকটে কর্ণের পরাজয়, তাঁর সম্পর্কে আমাদের মধ্যে ভীতি ও সহানুভূতি জাগ্রত করে তোলে। নাট্যকার এই দৈব-নিগৃহীত শক্তিধর পুরুষের অপরাজেয় মহিমা ও জীবনে ব্যর্থতার কাহিনী বিশ্বাসনিষ্ঠ ভাবে বর্ণনা করেছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ মহাভারত থেকে পাঁচটি চরিত্র নির্বাচন করেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও কৃষ্ণ। 'ভীষ্ম' নাটকটি কাশীধামে সমাপ্ত হয় ও এটি নাট্যামোদীগণের প্রশংসা লাভ করে। এর পরে তিনি 'দ্রোণ' ও 'কৃপ' নাটক-দ্বয় রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু কর্ণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য তাঁকে অভিভূত করায় তিনি কর্ণকে নিয়ে নাটক রচনা শুরু করেন। কিন্তু আর্ট থিয়েটার কর্তৃক অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন' অভিনয়ের কথা জেনে তিনি কর্ণ রচনা বন্ধ করে দেন ও 'আলমগীর' প্রভৃতি নাটক লেখেন। রঙ্গমঞ্চে 'কর্ণের' চাহিদাও কমে আসে। কিন্তু তার মধ্যে 'কর্ণ' চরিত্র নিয়ে নাটক সমাপ্ত করবার প্রবল প্রেরণা দেখা দেয়। মঞ্চের তাগিদে ও নির্দেশে নাটককে প্রয়োজনভিত্তিক না করে তিনি তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত ধারণাকে রূপ দিতে চান। তাঁর সেই ধারণা হলো যে, কর্ণ 'এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী'। তাঁর জীবন ও চরিত্র-রহস্য নাট্যকারকে অভিভূত করে। 'কর্ণ' নাটকটি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় ও এটি পরবৎসর ১লা ডিসেম্বর তারিখে নাট্যমন্দিরে নাট্যাচার্য শিশির কুমারের প্রযোজনায় অভিনীত হয়। তিনি কর্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অসাধরণ অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দেন। নাটকটি বহুদিন সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল।

'নর-নারায়ণ' নাটকে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট ভূমিকা আছে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে

ভারতভূমির ধ্বংস তাঁর কাম্য ছিল না বলে তিনি অর্ধরাজ্য প্রাপ্তিতে পাণ্ডবগণ সন্তুষ্ট হবে এই প্রস্তাব দিয়ে সন্ধি প্রার্থনা করেন। অধর্মের আশ্রয়ে তিনি শরণাগত পাণ্ডবদের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্য চান না, কিন্তু নিজের প্রাপ্য অধিকার পরিহার করতে অভিলাষী নন, কেননা পক্ষান্তরে তা সমাজ-বিধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দেয়। এই কারণে তিনি অর্জুনকে ক্লীবত্ব পরিহার করে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যে ন্যায়যুদ্ধ তা পালন করবার উপদেশ দেন। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ মায়াতিমানব হলেও মানবরূপে সকল কার্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে 'মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে'। কৃষ্ণ-চরিত্রের অপার রহস্য উপলব্ধি করে প্রস্তাবিত 'কৃষ্ণ' নাটকের তিনি একটি দৃশ্য রচনা করেন। মৃত্যুর দু' একদিন পূর্বে তিনি বলেছিলেন 'কৃষ্ণ-চরিত্র যতই উপলব্ধি করিতেছি, ততই অনুভব করিতেছি যে, কৃষ্ণ-চরিত্র এপারে লিখিবার নহে'।

'নর-নারায়ণ' নাটকে কৃষ্ণ-চরিত্রের অলৌকিক অংশ বা ঘটনাসমূহ যদি আমরা বর্জনও করি তথাপি তাঁর চরিত্রের রহস্য, মাধুর্য, শক্তি ও অপার করুণা আমাদের চমৎকৃত করে। মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনি নায়ক, উভয় পক্ষ সম্পর্কে তাঁর সমদর্শিতা ও ঔদার্য অতুলনীয়। তিনি চেয়েছিলেন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে।

নামকরণ—মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে, কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণ, পিতামহ ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতি যোদ্ধাগণ, রাজন্যবর্গ, নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণের উপস্থিতিতে মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। পাণ্ডবগণ বনবাসের দুঃখ ভোগ করেছেন। তাঁরা পিতৃকল্প ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি-পাল্য, তাঁর কর্তব্য হলো উভয় পক্ষের মঙ্গল কামনায় প্রজাবর্গকে ধর্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট না করা। বাসুদেবের কথায় সভ্যগণ স্তব্ধ হন। তখন জামদগ্ন্য আর্ষ বুদ্ধি গ্রহণ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি প্রসঙ্গত নর-নারায়ণ ও তাঁদের হস্তে রাজা দম্ভোদ্ভবের পরাজয়-

কাহিনী বর্ণনা করেন। মহাভারতে আছে যে, পূর্বকালে দম্ভোদ্ভব নামে এক সম্রাট ভূমণ্ডল অধিকার করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করতেন যে, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ, আছেন কি না যিনি যুদ্ধে তাঁর সমতুল্য। তিনি যোদ্ধার অনুসন্ধানে পৃথিবী পর্যটন করতেন। বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ তাঁকে দম্ভের পরিচয় না দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গর্বিত, সৌভাগ্যমত্ত মহীপাল দ্বিজ-গণকে বারংবার একই কথা জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন যে, দু'জন সমরে পারদর্শী মহাপুরুষ আছেন, তাঁদের পরাভূত করা রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। রাজা তাঁদের পরিচয় ও অবস্থানের কথা জানতে চাইলে ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, তাঁরা দুই মহাপুরুষ নর ও নারায়ণ। তাঁরা মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁরা গন্ধমাদন পর্বতে অনির্দেশ্য তপস্যায় নিমগ্ন আছেন। রাজা দম্ভোদ্ভব এই সংবাদ শুনে ষড়ঙ্গিণী সেনাসহ যাত্রা করে গন্ধমাদন পর্বতে অতিমাত্রায় কৃশ, বনবাসী, তপস্বী, শীর্ণকায়, শীতবাতাতপে ক্লান্ত নর ও নারায়ণকে দেখলেন। রাজা তাঁদের যুদ্ধে আহ্বান করলে তাঁরা বলেন যে, ক্রোধ, লোভ বিবর্জিত আশ্রমে শস্ত্র কোথায়, যুদ্ধ কোথায়, কুটিলতা বা কোথায়। তিনি রাজাকে ক্ষত্রিয় রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরামর্শ দেন। কিন্তু দম্ভোদ্ভব ক্ষান্ত না হয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধের অভিলাষ ব্যক্ত করতে থাকেন। তখন নর এক মুষ্টি ঈষিকা বা শরতৃণ গ্রহণ করে রাজাকে অস্ত্রাদি গ্রহণ ও সেনা সংযোজনের কথা বলেন। দম্ভোদ্ভব তাপসকে ধ্বংস করবার জন্য শর বর্ষণ করতে থাকেন। নিমিত্তবেধী তপস্বী নর ঈষিকা দ্বারা দম্ভোদ্ভব নিক্ষিপ্ত ভীষণ অস্ত্রসমূহ বিফল করে অপ্রতিসন্ধেয় ঐষিক-অস্ত্র ত্যাগ করলেন। এর ফলে দাম্ভিক রাজার সৈন্যগণের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা বিকৃত হলো। আকাশমণ্ডল ঈষিকাকীর্ণ ও শ্বেতবর্ণ প্রত্যক্ষ করে ভীত রাজা তাপসের চরণে পতিত হলেন। তখন নর তাঁকে ধর্মাত্মা ও ব্রহ্মপরায়ণ হবার উপদেশ দিলেন। তিনি যেন গর্বান্ধ হয়ে কাউকে আক্রমণ

না করেন, স্থিতপ্রজ্ঞ, নিরহঙ্কার, দান্ত, ক্ষমাবান হয়ে প্রজাপালন করেন। তাপস রাজাকে পরম সুখে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিলেন ও ব্রাহ্মণগণের কুশল জিজ্ঞাসা করতে বললেন। দম্ভোদ্ভব নর ও নারায়ণের চরণ বন্দনা করে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের পরে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত হলেন।

পরশুরাম দুর্যোধনকে উপদেশদানের মাধ্যমে বললেন যে, ভগবান নর অপেক্ষাও নারায়ণ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং, গাণ্ডীবে অস্ত্রযোজনা হবার পূর্বে তিনি যেন ধনঞ্জয় সমীপে যান। 'সকল লোকের নির্মাতা ও ঈশ্বর সর্বকর্মবিৎ নারায়ণ যাঁহার বন্ধু, ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই রণদুঃসহ অর্জুনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে? মহাবীর অর্জুন যুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অশেষ গুণসম্পন্ন'। পরশুরাম বললেন যে, নর ও নারায়ণের কথা পূর্বে কীর্তিত হয়েছে অর্জুন ও কেশব সেই দুই মহাপুরুষ। ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য হলো ধর্মবুদ্ধি অবলম্বন করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা।

'নর-নারায়ণ' নাটকে পিতামহ ভীষ্ম কৌরবসভায় দুর্যোধনকে রহস্য-কথা ব্যক্ত করেছেন।

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।
পূর্বদেহ দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
এক আত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্মের রক্ষণে—
যুগে যুগে হন তাঁরা অবতার।

কর্ণ এ-কথা বিশ্বাস করেননি। তাঁর নিকটে এটি পুরাতন কথা। 'নর-নারায়ণ—অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন' উক্তি। কর্ণ-মহিষী পদ্মাবতী বলেন যে, নররূপে বিভূ নারায়ণ। কিন্তু কর্ণের নিকটে এ এক অশ্রদ্ধেয় বাণী। পদ্মাবতী উত্তর দেন:

বলেছেন ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস
বলেছেন চির সত্যবাদী পিতামহ
বলেছেন সর্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয়।

আত্ম শক্তিতে বলীয়ান কর্ণ বলেছেন :

সৈন্য লয়ে একা আমি যাব রণস্থলে।
অর্জুন বধের ভার লইলাম আমি।

কর্ণ প্রথমে সন্দিহান হলেও পরে নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণ যে নারায়ণ তা সশ্রদ্ধচিত্তে মেনে নিয়েছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছেন :

এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম
অধিকারে, যা করেছি, যা বলেছি, যাহা
কিছু করেছি স্মরণ, সমস্ত—সমস্ত—
আমার সমস্ত লয়ে, আমাকে তোমার
করে দিলাম সঁপিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ আদিত্যমণ্ডল থেকে কর্ণকে হারিয়ে অপূর্ণ ছিলেন। তিনি বললেন : 'অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ—পরিপূর্ণ আমি'।

নর-নারায়ণ একাত্মা কিন্তু দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হলেও নাটকে অর্জুনের চরিত্রে মায়াতিমানবের কোন পরিচয় দেখা যায় না। তিনি বীর, যুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য কিন্তু একান্তরূপে কৃষ্ণনির্ভর। কৃষ্ণ নানাভাবে ভারত যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। কর্ণ অর্জুনের বাণে একমাত্র বধ্য, কিন্তু তাঁকেও কায়-বাক্য-মনে সত্যকে আশ্রয় করতে হবে। কণামাত্র মিথ্যা তাঁর মধ্যে থাকলে তিনি কর্ণের কোন ক্ষতি করতে পারবেন না।

কেন না তিনি :
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান
শত্রুর(ও) উপরে দয়াবান।

নাটকে অর্জুনের ভূমিকা গৌণ, কৃষ্ণ তাঁর সখাকে সর্বক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের তিনি নায়ক। অর্জুন ও অন্যান্য বীরদের বীরত্বের অবকাশ তিনি সৃষ্টি করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধন প্রমুখ একভাবে

গ্রহণ করেছেন, পাণ্ডবগণ অন্যভাবে। দুর্যোধনের নিকটে তিনি শঠ, তাঁর সন্ধির প্রস্তাব ছলনামাত্র। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেছেন :

অন্তরে বিগ্রহ-ইচ্ছা নিয়ে
এসেছেন বাসুদেব আপনার কাছে।

কিন্তু কৃষ্ণ বারংবার কৌরবসভায় ব্যাখ্যা করেছেন যে, রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা ও ধর্মরক্ষাহেতু তিনি সন্ধির প্রস্তাব এনেছেন। কিন্তু বীরত্ব সচেতন, রাজত্ব রক্ষায় অভিলাষী, অহমিকায় আচ্ছন্ন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে, কৃষ্ণের যুক্তি সত্ত্বেও পঞ্চগ্রাম দানে অনিচ্ছুক।

হয় যুধিষ্ঠির, নয় আমি।
এ ভারতে সম শক্তিধর
দুই রাজা পারে না থাকিতে।

দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধন করবার প্রয়াস করলে তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শনে কৌরবসভাকে অভিভূত করেন। দৌত্যকার্য তাঁর সফল হবে না জেনেও কৃষ্ণ হস্তিনার রাজসভায় গিয়েছিলেন, কারণ গীতায় উচ্চারিত তাঁর ভাষায় 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্ব যোগ উচ্যতে'। অর্জুন কৃষ্ণের মহৎ আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্দ্র 'রৈবতকে' ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ হলো ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করা। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত হয়ে প্রদর্শন করেছেন যে, কৃষ্ণ ন্যায়ের সমর্থক, অধর্মের শাস্তা। ন্যায়ধর্ম লঙ্ঘিত হলে সমাজ ধ্বংস হয়ে থাকে। ধর্মকে রক্ষা করা তাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। ঐশী শক্তির পরিচয় সংযত ও সংগুপ্ত রেখে তিনি মানবাদর্শের দিকটি অভিব্যক্ত করেছেন। কর্ণ তাই বলেছেন :

সৃষ্টি হতে আজিও পর্যন্ত একটি
আসে নাই আর—এই পূর্ণ মানবতা।

নর-নারায়ণ নামের তাৎপর্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ,

কিন্তু তিনি নররূপে মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হয়েছেন।

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই গীতোক্ত উক্তি নাট্যকারকে নামকরণে সহায়তা করেছে

বঙ্কিমচন্দ্র ও ক্ষীরোদপ্রসাদ

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' লিখেছেন :

মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারের রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য ; ইতিহাসের উপর নির্মিত কাব্য। অতএব এই কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান-বুদ্ধ্যাদির উপরে।

মহাভারতকে যদি ঐতিহাসিক কাব্যরূপে গ্রহণ করা হয় তবে তাহা জীবনাশ্রয়ী। স্বভাবতঃ কাব্যে অলৌকিক ঘটনাবলীর পরিচয় থাকা সঙ্গত নহে। আরিস্টটলের মতে এপিকে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর স্থান পেতে পারে, কারণ তা শ্রোতাদের মনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে। কাহিনী কিছুটা অতিরঞ্জিত হলে তা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। কিন্তু মহাভারত যেহেতু ঐতিহাসিক কাব্য ও তা ইতিহাসাশ্রয়ী, সেখানে অলৌকিকত্বের বা ঐশী শক্তির অবতারণা কাব্যধর্মের বিরোধী হয়ে পড়ে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই কাব্যে প্রধানত: দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তরের কবি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতাররূপে অঙ্কিত করেননি। কৃষ্ণ পুন:পুন: তাঁর মানবসত্তা ও প্রকৃতিকে পরিস্ফুট করেছেন। তিনি 'মানুষ শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য করেন'। কবিও সেইভাবে তাঁকে স্থাপিত করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণের ঐশী শক্তি প্রমাণের জন্ত সর্বদা সচেষ্ট। তিনি তাঁকে 'ঈশ্বরাবতার স্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত

করিয়াছেন'। তত্ত্বের অবতারণার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ব্যস্ত। জগৎ ঈশ্বরের অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করায় জগতে সুখদুঃখ, পাপপুণ্য দেখা যায়। সকলই মায়াজনিত। ভারতে যে ঐশী শক্তির কথা বলা হয়, য়ুরোপীয়রা তাকে বলেন Law.[১]

দ্বিতীয় স্তরের কবি যুদ্ধপর্বসমূহে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি আবার কৃষ্ণ-চরিত্রের কৌশল বা কূটনীতিজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক স্থানে তিনি তাঁর কল্পনার সহায়তায় দ্রোণহত্যা, জয়দ্রথবধ, কর্ণের রথচক্র ধরিত্রীর মধ্যে প্রোথিত হবার কাহিনী বর্ণনা করে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। মহাভারতের তৃতীয় স্তরের রচনা নানা ব্যক্তির দ্বারা গঠিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কৃষ্ণ-চরিত্রে মানুষের সকল বৃত্তিসমূহের স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য ঘটায় তা মনুষ্যত্ব ধর্মকে পরিস্ফুট করেছে। কৃষ্ণ শুধু আদর্শ পুরুষ নন, তিনি সর্বকর্মকৃৎ। এই হেতু তাঁর মাহাত্ম্য। গীতায় তিনি কাম্যকর্ম অপেক্ষা নিষ্কামকর্মের গৌরব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নিকটে কর্মই প্রধান।[২] কর্মানুষ্ঠান না করলে শুধু বেদপরায়ণ হলে ব্রাহ্মণগণ মোক্ষলাভ করতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কৃষ্ণের দুটি দিক উজ্জ্বল' একটি হল ধর্মরাজ্য সংস্থাপন এবং দ্বিতীয়টি হল

১। ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখেছেন ঃ

Stern daughter of the voice of God !
O Duty ! if that name thou love
Who art a light to Guide, a rod
To check the erring and reprove.
(ode to Duty)

২। বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতে দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।
নিষ্কাম কর্মযোগী পার্থিব জীবনে কাজ ও পুণ্য উভয় থেকে মুক্ত হন। তুমি নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান কর। কর্মের কৌশলই যোগ।

ধর্মপ্রচার। মহাভারতে প্রথমটির পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির পরিচয় আমরা তাঁর ব্যাখ্যাত গীতায় পাই।

কৃষ্ণ দৌত্যকার্যে হস্তিনায় কৌরবসভায় যাবেন। সহদেব ও সাত্যকি ব্যতীত সকলে তাঁর সন্ধিস্থাপনের প্রয়াসকে সমর্থন করলেন। দ্রৌপদী জানালেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করলে সেই পাপ হয়ে থাকে। অসিতাপাংগী দ্রুপদনন্দিনী সর্বগন্ধাদিবাসিত মহাভুজগ-সদৃশ কেশকলাপ ধারণ করে কৃষ্ণকে দুঃশাসন কর্তৃক তাঁর কেশ আকর্ষণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। যতদিন না দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ধরাতলে ছিন্ন হয়ে নিপতিত না হবে ততদিন তাঁর শান্তি নেই। ভীমার্জুন যদি ভয়ভীত হয়ে থাকেন তবে তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতা, পুত্রগণসমভিব্যাহারে তাঁর মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুসহ কৌরবগণকে সংহার করবেন। তিনি ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করে আছেন। নর-নারায়ণ নাটকেও এই দিকটি দ্রৌপদীর ভাষণে ব্যক্ত হয়েছে। দ্রৌপদী বলেছেন :

অগ্নিশিখা শিরে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন্ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চপুত্র মোর ?
ঘুমালি কি অভিমন্যু ?

নাটকে বর্ণিত হয়েছে যে, কৌরবসভায় দুর্যোধন 'শঠশ্রেষ্ঠ' কৃষ্ণকে বন্ধন করবার সংকল্প করেন। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি এবং জননী গান্ধারী তাঁকে পুনঃপুনঃ নিষেধ করা সত্ত্বেও দুর্যোধন তাঁর অভিপ্রায় চরিতার্থ করতে চান। তখন কৃষ্ণ দুর্যোধনের ভ্রান্তির কথা উল্লেখ করে বলেন :

আমি একা চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে,
আমি বহু—মুক্তিরূপ-জগতের বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু—

বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—বসে আছি বন্ধন সীমায়।

এই বিশ্বরূপ সভাস্থ সকলে এমন কি ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের আশীর্বাদে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই দৃশ্যকে অলীক উপন্যাসরূপে মন্তব্য করেছেন। দুর্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করেছিলেন বটে, কিন্তু কোন উদ্যম করেননি। পিতা এবং হিতৈষিগণ দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে তিনি নিরুত্তর হয়েছিলেন। কৃষ্ণ এতাদৃশ বলশালী যে, বলপ্রয়োগে তাঁকে নিগৃহীত করা যায় না। তাছাড়া সাত্যকি কৃতবর্মা প্রভৃতি মহাবলপরাক্রান্ত বৃষ্ণি বংশীয়েরা তাঁর সাহায্যের জন্য সৈন্য-দলসহ রাজদ্বারে যোজিত ছিলেন। যেহেতু কৃষ্ণ ক্রোধশূন্য ও দম্ভশূন্য তাঁর পক্ষে বিশ্বরূপ প্রকাশ অত্যন্ত অবাস্তব। বঙ্কিমের মতে কৃষ্ণ মানুষীশক্তি অবলম্বন করে কার্য করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নয়।

নর-নারায়ণে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন যে, কৃষ্ণ কর্ণগৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁকে তাঁর জন্ম-রহস্যের কাহিনী ব্যক্ত করেন। তিনি সূতপুত্র নন, আদিত্য ঔরসে জননী কুন্তীর কন্যাকালে তাঁর জন্ম। কিন্তু কর্ণ দারুণ অভিমান হেতু কৃষ্ণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েও পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের অক্ষমতা ব্যক্ত করেন। কারণ শৈশবে তিনি জননী পরিত্যক্ত, তাঁর ক্রন্দনে মাতা ধরিত্রীও সীতার ন্যায় তাঁকে তাঁর অংকে স্থান দেননি। তাঁর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হল যে, যাঁকে তিনি তাঁর প্রতিযোদ্ধারূপে জ্ঞান করে দ্বৈরথ সমরের পরিকল্পনা করেছেন, অদৃষ্টের পরিহাসে সে আজ তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর।

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা।

এই হল কর্ণ-জীবনের এক নিদারুণ সংকট। মহাভারতে আছে যে, কৃষ্ণ রথারূঢ় কর্ণকে তাঁর জন্মের কথা বলে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। শাস্ত্রমতে যিনি কন্যাকে বিবাহ করেন তিনি সেই কন্যার

সহোঢ় ও কানীন পুত্রের পিতা। কিন্তু অমিততেজা কর্ণ উত্তর দেন যে, দুর্যোধনের আশ্রয়ে তিনি ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভোগ করেছেন, সুতরাং তাঁকে ত্যাগ করে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলে লোকে তাকে ঐশ্বর্যলোলুপ অথবা ভীরু কাপুরুষ বলবে। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন যে, নিশ্চিতরূপে বসুন্ধরার সংহার-দশা উপস্থিত হয়েছে। 'নর-নারায়ণে' কৃষ্ণ বলেছেন :

পৃথ্বীর সংহারদশা এনো না কৌন্তেয়
বাক্যমম কর প্রণিধান।

কৌরবপক্ষের সৈনাপত্যের ভার পিতামহ ভীষ্মের উপরে অর্পিত হয়েছে। দুর্যোধনের প্রশ্নে তিনি উত্তর দিয়েছেন, যদি তিনি না মারা যান তবে একমাসে সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য বিনষ্ট করবেন। দুঃশাসন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, যদি তাঁর মৃত্যুর ইচ্ছা না হয় কে তাঁকে বধ করতে পারে? তিনি উত্তর দিয়েছেন :

রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীরে যদ্যপি দেখিতে
পাই অস্ত্র ত্যাগ করিব তখনি।
জীবন থাকিতে মহারাজ,
আর স্পর্শ করিব না তাহা।

বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত অবলম্বনে ব্যাখ্যা করেন যে, অর্জুন ভীষ্মকে শরশয্যা-শায়িত ও রথ থেকে নিপাতিত করেন, কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের কবি একটা সঙ্গতিশূন্য নিষ্প্রয়োজন আপাত মনোহর শিখণ্ডীর কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন। কৃষ্ণ-চরিত্রের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। নাটকে কর্ণ বলেছেন যে, ভীষ্মের জীবিতকালে তিনি অস্ত্রগ্রহণ করবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করে ভুল করেছেন। এর ফলে, দেবেরও অবধ্য মহাধনুর্ধর মহাসত্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্ষুদ্র বালকের বাণে নিহত হবেন। তিনি ব্যতীত তার আগমন রুদ্ধ করবার ক্ষমতা কোন ধনুর্ধরের নেই। নাটকের অন্য একস্থলে কর্ণ বলেছেন :

আর তুমি? হে বিশ্বে অজেয় মহাবীর

এক ক্ষুদ্র বালকের পুষ্পের প্রহারে
আনন্দে হইলে যেন শরশয্যাশায়ী।

নর-নারায়ণে কর্ণ-মহিষী পদ্মাবতীর কাছে জয়দ্রথের বধকাহিনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, সূর্য অস্তাচলে গেল, সন্ধ্যা হল। দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য, অর্জুনের সংকল্পের কথা স্মরণ করে বিলাপে হাহাকার করে উঠলেন। কর্ণেরও মনে হল যে, জয়দ্রথের ন্যায় এক পশুকে বধ করতে অশক্ত হয়ে "সত্যই কি অনলে পুড়িবে আজি বাসুদেব—প্রিয়সখা—নরশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয়!" কর্ণ বলেছেন, "মনে হয় আমারও আসিল চোখে জল"। সেই সময় অগ্নিতে পার্থের মরণ প্রত্যক্ষ করবার জন্য জয়দ্রথ কাছে এসে দাঁড়ালেন, তখনি সূর্যের প্রকাশ। অর্জুন সকলের সামর্থ্য ব্যর্থ করে জয়দ্রথকে বধ করলেন। কারও মতে উল্কার প্রবাহ রবিরশ্মির আগমনপথ রুদ্ধ করেছিল, কারও মতে অস্তমুখে রাহুর আক্রমণ ঘটেছিল।

কিন্তু অনেকেই বলে সূর্যে ঢেকেছিল
সুদর্শন।

পদ্মাবতীও শেষোক্ত কথা সমর্থন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত আলোচনা করে বলেছেন যে, সূর্যের আচ্ছন্নতা ও পুনরাবির্ভাব জয়দ্রথের ভ্রান্তির জন্য কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর মতে কৃষ্ণের যোগমায়া বিকাশের পূর্বে অর্জুন ও জয়দ্রথ যুদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং যোগমায়ার কল্পনা নিরর্থক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণ-চরিত্রে ঈশ্বরত্ব স্থাপনের জন্য এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনা কল্পনা করেছেন। এই কবির মতে ঈশ্বর থেকে জ্ঞান আবার জ্ঞানের অভাবে ভ্রান্তি। তিনি যোগমায়ার কল্পনা করে কৃষ্ণ-চরিত্রে ঐশী শক্তির দিকটি পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ঘটোৎকচ বধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দুর্যোধন-দুঃশাসনের একান্ত অনুরোধে কর্ণ অর্জুনবধের নিমিত্ত যে একাঘ্ন-শক্তিকে সযত্নে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সেই শক্তি তাকে রাক্ষস বধের জন্য প্রয়োগ করতে

হয়। এই কারণে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। ঘটোৎকচের মৃত্যু-সংবাদে অর্জুন শোকাভিভূত হলেও কৃষ্ণ রথের উপরে আনন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ-চরিত্রে লিখেছেন, "তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ। কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন।" কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন যে, তাঁর বধের জন্য যে অমোঘ শক্তি কর্ণের ছিল তা ব্যবহৃত হওয়ায় অর্জুন কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন। কিন্তু মহাভারতে অনেক স্থলে কর্ণ-অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে এবং কর্ণ পরাভূত হয়েছেন তখন কিন্তু ঐশী শক্তির কোন কথা কারও মনে হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "এই শক্তিঘটিত বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য।" যদি তিনি ঐশী শক্তির প্রয়োগ করেন তবে নরদেহে তাঁর অবতীর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল না। নাটকে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলেছেন :

একমাত্র বধ্য কর্ণ অর্জুনের বাণে—
তাও যদি সখা মোর কায়ে, বাক্যে, মনে,
সত্যের আশ্রয় করে।

কিন্তু কণামাত্র মিথ্যা অন্তরে থাকলে গাণ্ডীবের শত আকর্ষণেও "মহাপুরুষের অঙ্গ হইত না ক্ষত!"। কর্ণ শুধু ধনুর্ধর নন, কৃষ্ণের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি :

ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান,
শত্রুর(ও) উপরে দয়াবান।

এই কারণে কৃষ্ণ অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করে এবং আত্মস্তুতির মাধ্যমে অনুতাপবিদ্ধ তাঁর অন্তর বিধৌত করে তাঁকে কর্ণবধের উপযোগী করে তুলেছেন। এখানেও সেই ঐশী শক্তির প্রভাব—যা মানব জীবন কাহিনীর স্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করেছে।

দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব ঃ

'নর-নারায়ণ' নাটকের প্রস্তাবনা-গীতিতে একটি গভীর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে :

দৈব কিম্বা পুরুষকার—
বিশ্বরাজ্য কোন্ রাজার ?
দৈব কিম্বা পুরুষকার—
নিদান, বিধান কোন্ রাজার,
কর্ম্ম-সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ ?

জীবনে বিজয়লক্ষ্মী কাকে বরণ করেন, পুরুষকারকে না সেখানে দৈবের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা অপ্রতিহত, নাটকের অন্যতম নায়ক কর্ণকে কেন্দ্র করে এই প্রশ্ন উঠেছে। মহাবীর কর্ণ অধিরথ-সুত, রাধার গর্ভজাত বলে পরিচিত। সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী, নর ও দেবতার অবধ্য, পরশুরামের শস্ত্রশিক্ষায় দীক্ষিত মহাধনুর্দ্ধর এই বীর হীনবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন :

হীন বংশে জন্মিয়াছি আমি—
অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা—
অন্তরে বাহিরে করে ঘৃণা মোরে।

কর্ণের মুখে আমরা অভিযোগ শুনতে পাই :

কেবা সে দেবতা ? কেন সে দিয়াছে মোরে—
জন্মসঙ্গে এই মোর লজ্জা-অভিশাপ ?

আপন বাসভবনে কৃষ্ণের মুখে তিনি প্রথম অবগত হলেন :

পিতৃষসা-গর্ভে তুমি জন্মেছ ধীমান্,
কন্যাকালে জননীর—আদিত্য ঔরসে।

অপরের অবিদিত, রহস্যময় জন্মের সূত্র ধরে তাঁর জীবনে নিয়তি প্রবল হয়ে উঠে তাঁর প্রদীপ্ত পৌরুষকে অভিভূত করেছে।

জন্ম—জন্ম—একমাত্র রুদ্ধ রন্ধ্রপথ ছিল
ওইখানে!

এই গোপন পথ দিয়ে তাঁর জীবনে নেমে এসেছে ঋষি ও গুরুর অভিশাপ। শয্যাত্যাগ কালে যখন তিনি ইষ্ট দেবতা দেব দিবাকরকে স্মরণ করতে যান তখন তাঁর স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করে আবির্ভূত হন নররূপী নারায়ণ এবং তিনি বিস্মৃত হন অর্জুন-বধের জন্য সযত্নে রক্ষিত বাসব-প্রদত্ত এক-বিঘাতিনী শক্তির কথা। আবার যখন তিনি অর্জুনের বিরুদ্ধে মৃত্যুশর প্রয়োগ করতে যান তখন তাঁকে বাধাদানের জন্য আবির্ভূতা হন 'দরবিগলিত আঁখি, ম্লানতারূপিণী, ভিক্ষার অঞ্জলিধরা, যেন কত চৌর্য—অপরাধ-রূপা' মৃত্যুরূপা জননী কুন্তী। তিনি মিনতি করে জানান:

পথরোধ
ক'রে তাঁর—যাঁহার বাৎসল্যে পুষ্ট আমি—
দাঁড়ায়ো না—দাঁড়ায়ো না—ওগো—মাতা!

কর্ণের জীবনে পৌরুষকে ব্যর্থ করে নিয়তির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিয়তি উদ্ভূত হয়ে থাকে, যথা গ্রীক ট্রাজেডি নাটকে, বিশ্বের নৈতিক শক্তিকে জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ আঘাত করলে, কিংবা শেক্সপীরিয় নাটকের ন্যায় নায়ক-চরিত্রের মানসিক একদেশদর্শিতা হেতু সামঞ্জস্য বিঘ্নিত হলে অথবা শুভশক্তির সঙ্গে অশুভের গভীর দ্বন্দ্বের ফলে। কিন্তু কর্ণের জীবনে মূলতঃ এই নিয়তি তাঁর জন্ম-রহস্যের ছায়াচ্ছন্ন পরিচয় সূত্রে উদ্ভূত হয়েছে। তাঁর চরিত্রের কোন ত্রুটিকে এজন্য দায়ী করা যায় না। কৃষ্ণ দ্রৌপদীর নিকটে কর্ণ-চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনায় বলেছেন যে, তাঁর তুল্য ধনুর্ধর ধরায় আসেনি। উপরন্তু তিনি:

ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান,
শত্রুর (ও) উপরে দয়াবান।

তিনি একমাত্র অর্জুনের বধ্য, যদি তিনি কায়ে-বাক্যে-মনে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ

করেন। কিন্তু সেই অর্জুনের পক্ষেও কর্ণবধ সম্ভব হতো না যদি নিয়তি তাঁর প্রতিকূলতা না করতো। কর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন মহিষী পদ্মাবতীর নিকটে :

নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত।

এ-কথার তাৎপর্য হলো যে, পুরুষকারের দ্বারা নিয়তির গতিকে রুদ্ধ করা যায় না। অপ্রতিহত তার শক্তি, দুর্জ্ঞেয় তার রহস্য। এই নিয়তি কর্ণের পুরুষকারকে ব্যর্থ করেছে।

কর্ণ শব্দভেদী বাণের ভুল প্রয়োগে বনমধ্যে পদশব্দ শুনে মৃগভ্রমে তাপসের ধেনু বধ করেন। ক্রুদ্ধ তাপস তাঁকে অভিশাপ দেন। তাপসের কন্যা অস্তি পিতাকে অনুরোধ জানায় কর্ণের ভ্রম ক্ষমা করতে। সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী জ্যোতির্ময় সত্যবাদী দেবতারূপী নর ক্ষমার যোগ্য। তাপস তাঁকে নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করেন যে, বিশ্বের বিধাতা তাঁর কাঞ্চন মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হবার জন্য প্রেরণ করেছেন। কোন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরকে যুদ্ধে পরাজিত করবার জন্য তিনি বিচিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কিন্তু দৈব তাঁর প্রতিকূল। নিয়তি প্রেরিত কর্ম তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাপস অভিশাপ দিলেন :

কাল তব পূর্ণ হবে যবে
সেই মহাবীর সনে দ্বৈরথ সমরে
তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী।

কন্যাসদৃশ নৃত্যশীলা গাভীকে যেমন তিনি নিষ্ঠুর শরে নিহত করেছেন তেমনি তিনিও যুদ্ধে 'ছিন্নকণ্ঠ, মুক্ত-আঁখি—নির্ম্মম মেদিনী-কোলে লইবে আশ্রয়'। প্রতিযোদ্ধার নিকটে তিনি পরাভূত হবেন, কেন না, তাঁর রক্ষিরূপে দেহধারী নারায়ণ সর্বদা, সর্বথা সঙ্গে থাকেন। কর্ণের বিশ্বাস হলো যে, ব্রাহ্মণ গাভীশোকে আত্মহারা ও মোহাচ্ছন্ন। তাঁর অভিশাপে কোন ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া নরদেহধারী নারায়ণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে

রক্ষা করে চলেছেন, এ-কথা অবিশ্বাস্য। গুরু পরশুরাম কর্ণকে দেখতে পেয়ে বললেন যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত কারও প্রকৃত শব্দ জ্ঞান হয় না। এই জ্ঞান না হলে অনর্থ উৎপন্ন হতে পারে। ত্রেতাযুগে দশরথও শব্দভেদী বাণের অপপ্রয়োগে অন্ধ মুনির দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে পুত্র বিরহে অকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

গুরু পরশুরাম ক্লান্ত হয়ে কর্ণের জানুতে মস্তক রেখে নিদ্রাভিভূত হন। এক বজ্রকীট তাঁকে জানুর নীচে দংশন করে। গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে তিনি সেই দংশনের জ্বালা নীরবে সহ্য করেন। ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে কর্ণ এসেছিলেন অস্ত্রশিক্ষা লাভের জন্য। কীটের দংষ্ট্রার স্পর্শে বিচলিত গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হলো। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। কর্ণ কদাপি ব্রাহ্মণ নন, কেননা ক্ষত্রিয়ের সহিষ্ণুতা ব্রাহ্মণের নেই। কর্ণ শাস্ত্রকে ও তাঁকে প্রতারণা করেছেন, তিনি তাই অভিশাপযোগ্য।

নয়নে গায়ত্রী-দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—
দেবতার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ
দেহে ধ'রে জীবন প্রারম্ভ পথে—
সর্ব্বভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন !

কর্ণ সূতপুত্ররূপে তাঁর পরিচয় দিলেও তিনি তা বিশ্বাস করলেন না। যদি তিনি সত্যই সূতপুত্রের রক্তে অশুচি হয়ে থাকেন তবে পাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না। নচেৎ যে গুহ্যাস্ত্র তিনি দ্বিজপুত্র জ্ঞানে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন :

রে মূঢ়, সঙ্কট কালে—বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।

কর্ণ এই কথা ভেবে আশ্বস্ত হলেন 'সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি'। নিয়তির জয় এখানেও সম্পূর্ণ হলো। জন্ম-রহস্য তাঁর তখন অজ্ঞাত হলেও তিনি কুন্তী-পুত্র ও ক্ষত্রিয়। তাঁর জন্মের রন্ধ্রপথ দিয়ে নিয়তির প্রবেশ

ঘটলো। কর্ণ যখন তাঁর পুরুষকারের উপরে নির্ভর করেছেন তখনই ক্রূর নিয়তি তাঁর সংকল্প ও সাধনাকে ব্যর্থ করেছে।

নিয়তির আর এক পরিচয় কৃষ্ণের মধ্যে প্রকাশিত। তাপস তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, নরদেহধারী নারায়ণ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের দেহরক্ষী। এ-কথা তিনি বিশ্বাস করেননি, কেননা, অনির্দেশ্য, কূটস্থ অচল ব্রহ্ম নরদেহে আবির্ভূত, এ-কথা অবিশ্বাস্য। কিন্তু হস্তিনার রাজসভায় সত্যদ্রষ্টা ভীষ্ম ব্যাখ্যা করলেন :

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।
পূর্ব্ব দেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।

নারায়ণ ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন দুষ্কৃতের ধ্বংসসাধন ও ধর্মরক্ষার প্রয়োজনে। মূল মহাভারতে আছে যে, কর্ণ দুষ্কৃতকারী দুর্যোধনকে নানা-ভাবে প্ররোচনা দান ও সহায়তা করেছেন। কিন্তু ‘নর-নারায়ণ’ নাটকে তাঁর কোন আচরণ নিন্দনীয় নয় অথচ নানাভাবে এই দেবোপম, সর্বগুণাধার মানুষ নিগৃহীত। মহিষী পদ্মাবতী তাঁকে জানিয়েছেন যে, দুষ্ট ধ্বংসকারী জনার্দন নররূপে অর্জুনকে রক্ষা করে চলেছেন। কর্ণ এ-কথা বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু ‘আন্তরিক শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি’ উভয়কে করেন। ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য কৌরব-বংশ ধ্বংস অপরিহার্য হয়েছিল, কিন্তু এ-জন্য কর্ণকে মূল্য দিতে হয়েছে সমধিক। ভীষ্ম, বা দ্রোণকে বা কৃপাচার্যকে ক্ষত্রিয়ের গৌরব-জনক মৃত্যুর অধিক কোন মূল্য দিতে হয়নি। অথচ এঁরা সকলে, কৃপাচার্য-অশ্বত্থামাও, দুর্যোধনের সহযোগিতা করেছেন।

কৌরব পক্ষের পরাজয় সম্বন্ধে কর্ণ সচেতন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও তাঁর আত্মিক পরাভব ঘটেছে সেদিন যেদিন কৌরব সভায় রজঃস্বলা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হয়েছিল। তথাপি কর্ণ জানেন যে, তিনি দেবেরও অবধ্য। যদি তিনি রাধার নন্দন হন, অধিরথ যদি তাঁর পিতা হন তবে :

নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব
রণে নর-নারায়ণে।

পদ্মাবতীরও মনে ধারণা হয়েছে :

সংশয়ের মূল যেন নিহিত র'য়েছে,
প্রিয়তম, তোমার রাধেয় পরিচয়ে।

কর্ণও স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সমস্ত শক্তি ঐ রাধেয় পরিচয়ের উপরে নির্ভরশীল।

যত কিছু শক্তি মোর
সমস্ত নিহিত ওই 'রাধেয়' সংজ্ঞায়।

হস্তিনায় শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে কৃষ্ণ এলেন কর্ণগৃহে। কর্ণ তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর জন্ম-রহস্যের কথা ব্যক্ত করলেন।

তিনি কর্ণকে পাণ্ডবগৃহে জ্যেষ্ঠের মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠালাভের আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি ন্যায়তঃ সিংহাসনের অধিকারী, পঞ্চপাণ্ডব ভ্রাতা তাঁর সেবায় নিযুক্ত হবেন ও দিবসের ষষ্ঠ ভাগে দ্রৌপদী তাঁর অর্চনা করবেন। কিন্তু কর্ণ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না। তিনি কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দিলেন জননী পরিত্যক্ত হয়ে ক্রন্দনরত অসহায় শিশুর ইতিহাস। সীতাকে আশ্রয়দান করেছিলেন পৃথ্বী, কিন্তু তিনি হলেন মাতৃক্রোড় বঞ্চিতা, পৃথ্বীও তাঁকে স্নেহসিক্ত সমাদরে গ্রহণ করেননি। যে অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ তাঁর কাম্য, আজ নিয়তির পরিহাসে তিনি তাঁর অনুজ।

এক হস্ত
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্ম্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে!

বাস্তবিক কৃষ্ণও মর্মভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে বহন করে এনে তাঁকে শুনিয়েছেন নিদারুণ মনঃক্ষোভ কথা। জন্ম-রহস্যের প্রকাশে আমরাও অনুভব করি নিয়তির নিষ্ঠুর প্রভাবের কথা, যে প্রভাব পৌরুষকে অভিভূত করে। রাধার বাৎসল্য স্মরণ করে তিনি যে পৃথিবীর আধিপত্য, আভিজাত্য ও অস্তিত্ব পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন, সেই মহত্ত্বের কথা কৃষ্ণ চিরদিন স্মরণ করবেন।

কর্ণের নিকটে কুন্তী নিয়তিস্বরূপিণী, মৃত্যুরূপা জননী। যখন তিনি জননী রাধাকে তাঁর হৃদয়-বেদনা প্রশমিত করবার জন্য আহ্বান করেন তখন কুন্তী এসে আবির্ভূতা হন। তাঁকে তিনি চলে যেতে বলেন।

মাতা? মাতা—মৃত্যু মূর্তি—সে আমার মাতা?

দৌত্য-কার্যে কৃষ্ণ হস্তিনায় এলে দুর্যোধনকে কর্ণ উপদেশ দেন তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে। কিন্তু তিনি জানেন যে, মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহংকার রজ্জু মূর্তি দুর্যোধনের পক্ষে তাঁকে বন্ধন করা সম্ভব নয়। কর্ণ নিদ্রিত হলে দেব সবিতা তাঁকে দেখা দেন ও তাঁকে অপার মায়াবশে জানান যে, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র তাঁর নিকটে কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করবেন। যতদিন এ-দুটি তাঁর আছে ততদিন তিনি থাকবেন অপরাজিত।

গাণ্ডীবীর
পশ্চাতে রহিয়া যদ্যপি দেবেন্দ্র করে
রণ, তাঁহারেও মানিতে হইবে
পরাভব।

কিন্তু কর্ণ প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে তিনি দান করতে চাইলেন গো-শস্য-সম্পদপূর্ণ গ্রাম, সুবর্ণাভরণ-বিভূষিতা রূপসী ললনা, সাম্রাজ্য, কিন্তু ব্রাহ্মণ চান তাঁর দেহসংলগ্ন সহজাত কবচ-কুণ্ডল। আপন অঙ্গ ছেদে কর্ণ তা দান করলে অভিভূত দেবরাজ শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে তাঁকে দান করেন একঘ্ন শক্তি। এর আঘাতে অমরেরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু পদ্মাবতী দেবরাজের এই তস্করসুলভ কার্য, তাঁর পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করতে পারেননি।

নরে নরে
প্রতিদ্বন্দ্বী—দিবে রণে যে যার শক্তির
পরিচয়,—মাঝে হ'তে বাদী হ'ল
সব! ধিক্ দেবতায়—
ধিক্ তার সুরপতি নামে।

দেবরাজও নিয়তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কর্ণ-জীবনের শোকাবহ পরিণামকে ত্বরান্বিত করেছেন। কর্ণ দাতৃ-শিরোমণি, এই সুযোগ সুরপতি গ্রহণ করেছেন।

কর্ণের প্রধান সংশয় ছিল যে, নারায়ণ নররূপে আবির্ভূত হতে পারেন না। তিনি এই ধারণাকে অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন বলে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর সংশয় দূরীভূত হতে লাগলো। যে একঘ্ন শক্তি তিনি লাভ করেছিলেন তাকে তিনি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু এই অস্ত্রকে রণক্ষেত্রে অর্জুন বধের নিমিত্ত নিয়ে যেতে ভুলে যান। যখন শয্যা ত্যাগকালে ইষ্টের স্মরণ করতে চান তখন :

তোমার কেশব আসি' সম্মুখে দাঁড়ায়।
নবীন-নীরদ-শ্যাম সেই আবরণে,
ইষ্ট দিবাকর পড়ে যেন, দূরে, দূরে—
সুদূর পশ্চাতে। অমনি ত অস্ত্র-কথা
মুছে যায় স্মৃতি হ'তে।

মায়াতিমানব কৃষ্ণও তাঁর অলৌকিক মায়ায় ও কর্ণের জন্ম-রহস্য প্রকাশে তাঁর পৌরুষকে আচ্ছন্ন করে যেন নিয়তির ভূমিকা পালন করেছেন।

আসলে জন্ম-রহস্যের রন্ধ্রপথে নিয়তি প্রবেশ করে পুরুষকারের উপরে নির্ভরশীল এই চরিত্রকে পরাভূত করেছে।

মহাভারত ও নর-নারায়ণ

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ মহাভারত থেকে তাঁর নর-নারায়ণ নাটকের কাহিনী নির্বাচন করেছেন। মহাভারতের যুদ্ধ বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি একটি বিশেষ মনোভাব নিয়ে নাটকে কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। যেহেতু এটি নাটক সেইজন্য এখানে কাহিনীর মধ্যে পারম্পর্য রক্ষা করে ঘটনাগত ঐক্য রচনার প্রয়াস তাঁর মধ্যে দেখা দেয়। তিনি তাঁর নাটকে মূলত: কর্ণ-চরিত্রকে পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। কর্ণ মহাবীর, কিন্তু তিনি নিয়তির দ্বারা পদে পদে তিরস্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর মধ্যে পুরুষকারের প্রকাশ ঘটলেও তাঁর জীবনে দৈব প্রবল। একস্থানে তিনি মহিষী পদ্মাবতীকে বলেছেন :

'নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত'।

প্রস্তাবনার গীতিতে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে—

কর্ম্ম-সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন্ মহানে করে বরণ।

পুরুষপ্রধান কর্ণের জীবনে বারংবার দুর্লজ্ঘ্য দৈবের পদক্ষেপ ঘটেছে। তাঁর জন্ম-রহস্যের সূত্র ধরে নিয়তি প্রবল হয়ে উঠে তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে ব্যর্থ করেছে। কুন্তীর কানীন পুত্র হয়েও সমাজের কলঙ্ক ভয়ে তিনি পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার তাঁর ঘটেনি। তিনি অধিরথসুত রাধেয় রূপে সংসারে পরিচিত হন। দুর্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর করে তাঁর গৌরব রক্ষা করেন। কৌরব সভায় ভীষ্ম তাঁর শক্তিকে লঘু করবার জন্য অনেক স্থলে তাঁকে হীন সূতপুত্র নামে অভিযুক্ত করেছেন। পাণ্ডবগণও তাঁর বীরত্বের দিক ও দানমাহাত্ম্যের স্বীকৃতি যথোচিতভাবে না দিয়ে তাঁর বংশের হীনতাকে বড় করে দেখেছেন। তবে কর্ণজীবনের সংশয়ের মূলে হল তাঁর ঐ জন্ম-রহস্যের গ্লানি। তবুও রাধেয় পরিচয় যদি তাঁর সত্য

হয় তবে তাঁর শক্তিকে কেউ অস্বীকার অথবা লঘু করতে পারবে না। কিন্তু পদ্মাবতী বলেছেন :

মনে হয় দৈবের বিপাকে যদি নাথ,
একবার ভাঙে পরিচয়, তোমার ওই
তেজরাশি, সঞ্চিত পারদ-খণ্ড মত
কণা হ'তে কণা হ'য়ে
পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে।

কর্ণ স্বীকার করেছেন যে, তাঁর যতকিছু শক্তি সকলই রাধেয় সংজ্ঞায় নিহিত। তথাপি তিনি নিশ্চিত যে, নারী-শিরোমণি রাধা তাঁর জননী।

কর্ণ দৈবাহত পুরুষ। তিনি ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে প্রবৃত্ত হবার জন্য পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরশুরাম তাঁকে 'গুহ্যাস্ত্র' অর্থাৎ ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা দেন এবং শব্দভেদী বাণ ব্যবহারেরও দীক্ষা দেন। কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত শব্দজ্ঞান কারও হয় না, কারণ ব্রাহ্মণ নিত্য শব্দব্রহ্মের উপাসক। পরশুরাম এই শব্দভেদী বাণের শিক্ষা ভীষ্মকে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়, শব্দতত্ত্ব অধিগত করা তাঁর সাধ্যাতীত ; এই হেতু সেই অস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করেননি। কিন্তু কর্ণ সেই শিক্ষা গ্রহণ করে ত্রেতাযুগের দশরথের ন্যায় এই বাণ ব্যবহার করে এক তাপসের হোমধেনু বধ করেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে অভিশাপ দেন যে, ওই ছিন্ন কণ্ঠ ধেনুর ন্যায় যুদ্ধকালে প্রতিদ্বন্দ্বীর নিষ্ঠুর শরে তাঁকেও নির্মম মেদিনী-ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে হবে। তাপসের মনে হল যে, বিধাতা কোন অজ্ঞাত কারণে :

জীবন্ত চলন্ত এই
কাঞ্চন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হ'তে
ক'রেছে প্রেরণ।

যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত হবেন তাঁর রক্ষিরূপে নারায়ণ দেহ-ধারীরূপে সর্বদা ভ্রমণ করেন। মূল মহাভারতে আছে যে, তাপসের ক্রোধ-

শান্ত করবার জন্য কর্ণ তাঁকে প্রভূত ধন ও দ্রব্যাদি দান করতে চান। কিন্তু তাপস তাঁকে অভিশাপ দেন যে, যুদ্ধকালে তাঁর রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে। তাঁর বাক্য মিথ্যা হবে না এবং তাঁর প্রদত্ত-অভিশাপ ব্যর্থ করতে কেউ সমর্থ হবে না। নাটকেও মেদিনীকর্তৃক কর্ণের রথচক্র গ্রস্ত হবার কথা বর্ণিত হয়েছে।

পরশুরাম ক্লান্ত হয়ে কর্ণের জানুতে মস্তক রেখে একদা নিদ্রাভিভূত হন। কিন্তু এক বজ্রকীটের দংশনে কর্ণ পীড়িত হলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গ করেন না। কিন্তু সেই কীটের দংষ্ট্রাস্পর্শে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তখন তিনি কর্ণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন যে, শঠতাচারণপূর্বক তিনি যে ব্রহ্মাস্ত্র তাঁর নিকট থেকে লাভ করেছেন মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে তা তিনি বিস্মৃত হবেন। অব্রাহ্মণ কদাপি ব্রাহ্মণ হতে পারে না। নাটকে কর্ণ গুরুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং বলেন যে, তিনি সূতপুত্ররূপে জন্মের গ্লানি বহন করছেন। সুতরাং গুরুদেব তাঁকে যেন অভিশাপ না দেন। পরশুরাম বলেন সত্যই যদি তিনি সূতপুত্র হন তবে কোন পাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু দ্বিজপুত্ররূপে যে গুহ্যাস্ত্র তাঁকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যুদ্ধকালে বিনাশসময়ে সে অস্ত্র তিনি বিস্মৃত হবেন। জীবন আরম্ভের পূর্বে এই দুই অভিশাপ কর্ণকে বিড়ম্বিত করেছে। নাট্যকার তাঁর জীবনে নিয়তির প্রাধান্য পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। .

কর্ণজীবনে আর একটি দিক হল যে, তিনি নররূপী নারায়ণের সত্যতা স্বীকার করতে চাননি। তাপস যখন গাণ্ডীবীর রক্ষার্থে মনুষ্যদেহধারী নারায়ণের কথা উল্লেখ করেন তিনি তা অস্বীকার করেছেন। কৌরব সভায় ভীষ্ম বলেছেন যে, কৃষ্ণ ও অর্জুন মায়াতিমানব, "পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ," তাঁরা দ্বিধাভূত রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু কর্ণ ভীষ্মের কথা অশ্রদ্ধেয় বলেন! কর্ণ তাঁকে বলেন যে, যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবগণকে পরাভূত করবেন। ভীষ্ম কর্ণকে উপহাস করে বলেন যে, গন্ধর্বগণ যখন

কৌরবগণকে পরাভূত ও বন্দী করেন তখন কর্ণ তাঁর শক্তির পরিচয় দেননি কেন। কর্ণের উত্তর হল তাঁর হাতে গন্ধর্ববিলয়মুখী বাণ থাকাসত্ত্বেও কৌরবনারীবধের আশঙ্কা হেতু তিনি শর প্রয়োগ করেননি। কিন্তু মূল মহাভারতে আছে যে, কর্ণ আদৌ কোন বীরত্বের পরিচয় না দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। ভীষ্ম কৌরবসভায় বলেন যে, অর্জুনের ন্যায় সমকক্ষ ধনুর্ধর ত্রিভুবনে নেই। পাণ্ডবগণের যে ক্ষমতা আছে কর্ণের মধ্যে তার ষোড়শভাগের একভাগও নেই। কর্ণ বিদ্রূপ করে উত্তর দেন যে, এই অভিমত হল পাণ্ডবানুকূল জরাজীর্ণ গাঙ্গেয়ের। মহাভারতের অনেক স্থলে ভীষ্ম কর্তৃক শ্লাঘাপরতন্ত্র, পরনিন্দক, নীচ প্রকৃতি, হীনজাতি কর্ণের নিন্দা উচ্চারিত হয়েছে। সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদানের পরে কর্ণ আর রথী কিংবা অতিরথ নন। ভীষ্ম তাকে অর্ধরথ বলে বিদ্রূপ করেছেন। নাটকেও লেখা হয়েছে যে. কবচ-কুণ্ডল বঞ্চিত কুসুম কোমল দেহ নিয়ে কর্ণ

কল্য যে ছিল অমর সম
আজি সে সহজ বধ্য।

—কিন্তু কর্ণ বাসব-প্রদত্ত একাঘ্নী শক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, বিশ্বস্রষ্টাকেও তিনি এই অস্ত্রের দ্বারা নিহত করতে পারেন। ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রতকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হবে, যদি তিনি এই অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি তিনি কেশব বা কেশবনির্ভর ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে এই শক্তি প্রয়োগ করেন তবে তাদেরও মৃত্যুবরণ করতে হবে। ধনঞ্জয় ও অপর চার পাণ্ডবের শোকে :

পঞ্চম দিবস-শেষে তোমার কেশব
পঞ্চ পাণ্ডবের শোকে
অজস্র অশ্রুর ধারে রচিয়া তটিনী—
ভেসে ভেসে ফিরে যাবে দ্বারকায়।

মহাভারতে ভীষ্ম-কর্ণের মধ্যে পারস্পরিক আক্রোশ বহুস্থানে প্রকাশিত

হয়েছে। ভীষ্ম তাঁকে তাঁর শৌর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে, পার্থের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তাঁকে তিনি যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত দেখবেন। এই উপহাসের তাৎপর্য হল যে, জীবিত অবস্থায় তিনি ফিরে আসতে পারবেন না। বারংবার এইভাবে তিরস্কৃত হয়ে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করলেন যে, গাঙ্গেয় জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না।

জীবিত রবেন যতদিন গঙ্গাসুত,
রণক্ষেত্রে অস্ত্রে হাত দিব নাকো আমি।

কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্ণ দুর্যোধনকে বলেন যে, শান্তনু তনয় সমরে নিবৃত্ত হলে "আমি তাঁহার সমক্ষে সমুদয় পাণ্ডব ও সোমকগণকে সংহার করিব। ভীষ্ম সতত পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন; তিনি ঐ মহারথগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় কারিবেন। অতএব আপনি (দুর্যোধন) সত্বর ভীষ্মের শিবিরে গমনপূর্বক তাঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করুন"। দুর্যোধন ভীষ্মকে বলেন যে, তাঁর প্রতি "দ্বেষভাব বশত অথবা আমার মন্দ ভাগ্য প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাঙ্মুখ হন তবে সমর দুর্মদ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন, তিনি সমরে সবান্ধবে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবেন"।[১] কিন্তু নাটকে কর্ণ কর্তৃক এই জাতীয় কুমন্ত্রণা দানের কথা উল্লেখ করা হয়নি। বরং ভীষ্ম সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা কর্ণ-চরিত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি। অর্জুন বধের অসামর্থ্যের মূলে আছে যে, পিতামহের বাৎসল্য, সে কথার উল্লেখ করে তিনি শিখণ্ডীরূপ ক্ষুদ্র বালকের পুষ্পের প্রহারে সানন্দে শরশয্যা গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন। মহাভারতেও আছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্ম তাঁর শরাঘাতে বহুসংখ্যক যোদ্ধার মৃত্যু হেতু বিমর্ষ হন এবং ইচ্ছা মৃত্যুর কথা তাঁর মনে উদিত হয়। মৃত্যুর প্রাক্কালে কর্ণ ভীষ্মের নিকটে তাঁর বিরুদ্ধে মন্দ বাক্য ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। যদিও পাণ্ডবগণ ও বাসুদেব অপরাজেয় তথাপি কর্ণ

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ: মহাভারত।

জয়লাভের জন্য কৃতনিশ্চয় হয়েছেন। ভীষ্ম তাঁকে নিরহঙ্কার হয়ে ধর্মযুদ্ধ করবার কথা বলেন।

কৌরবসভায় কৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনের জন্য তাঁর অভিপ্রায়ের কথা উল্লেখ করেন। সহদেব ব্যতীত পাণ্ডব ভ্রাতাগণ সকলে তাঁহাকে সমর্থন করেন। সাত্যকিও সহদেবকে সমর্থন করে বলেন যে, সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস অযৌক্তিক। দ্রৌপদী, ভীম ও অর্জুনের সন্ধি স্থাপনের অভিলাষকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, তাঁরা যদি সন্ধির জন্য উৎসুক হন তবে তিনি অভিমন্যু ও পঞ্চপুত্রসহ কৌরব বিনাশে রণাঙ্গনে যাবেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁর মহাভুজগ সদৃশ কেশকলাপ হস্তে ধারণ করে কৃষ্ণকে বলেন যে, তিনি যেন কৌরবসভায় দুঃশাসন কর্তৃক তাঁর কেশ আকর্ষণের কথা স্মরণ করেন। "ভীমার্জুন সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হলেও তাঁর বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে।"[১] কৌরবসভায় কৃষ্ণের দৌত্য-কার্য ব্যর্থ হয়। কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন বাসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে প্রেরণ করতে। কিন্তু সাত্যকি এই পাপ অভি-সন্ধির কথা অবগত হয়ে কৃতবর্মাকে সৈন্যসহ সভাদ্বারে উপস্থিত থাকবার নির্দেশ দেন। বিদুর দুর্যোধনকে কৃষ্ণের বলবীর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাঁকে নিবৃত্ত হবার জন্য উপদেশ দেন। দুর্যোধন নিবৃত্ত না হলে কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেন। ভীষ্ম দ্রোণাদি ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রও দিব্যচোখে বিশ্বরূপ দর্শন করে অভিভূত হন। নাটকে এই ঘটনার তাৎপর্য হলো যে, কর্ণ দুর্যোধনকে বন্দী করবার পরামর্শ এক বিশেষ কারণ হেতু দেন। কৃষ্ণ দেহধারী নারায়ণ কিনা তা পরীক্ষা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। দুর্যোধনের প্রকৃতি জেনেও যখন তিনি স্বয়ং দৌত্যে এসেছেন তখন হয় তিনি জড় অথবা নারায়ণ।

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ: মহাভারত—উদ্যোগপর্ব।

দুরন্ত কৌরব কিভাবে কৃষ্ণকে বন্দী করেন তা দেখবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হবার নয়, কারণ সভাস্থলে তিনি যাবেন না। নিদ্রাভিভূত হয়ে তিনি বলেন :

মৃণাল তন্তুর স্পর্শে
কম্পিত তোমার তনু—হে কঠোর !
এতই কোমল তুমি ! তোমারে বাঁধিবে !
কে বাঁধিবে ? কে বেঁধেছে—কবে ? সেকি ওই—
মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহংকার-
রজ্জুমূর্ত্তি দুর্যোধন ?

কৃষ্ণের প্রতি কর্ণের মনে কোন বিদ্বেষ বা অসূয়া নেই। বরং আছে গভীর শ্রদ্ধা। কৃষ্ণ নরদেহধারী নারায়ণ কিনা এই সংশয় তাঁর মন থেকে ধীরে ধীরে অপসারিত হয়েছে। তিনি পদ্মাবতীর নিকটে বলেছেন যে, প্রত্যহ শয্যাত্যাগ কালে যখন তিনি ইষ্টকে স্মরণ করেন তখন নবীন-নীরদ-শ্যাম কেশব সম্মুখে এসে দাঁড়ান। তখন তিনি বিস্মৃত হন অস্ত্রের কথা। এই অস্ত্র তিনি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন অর্জুনের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। কিন্তু এটি ব্যবহার করতে হলো ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে। সর্বোপরি, তাঁর নিক্ষিপ্ত বাসুকী-প্রদত্ত শক্তি ব্যর্থ করার জন্য কৃষ্ণ যেভাবে কপিধ্বজ ভূতলে প্রোথিত করেছেন, তার পরে কৃষ্ণকে আর মানব বলা চলে না। তিনি তাঁর প্রয়াসকে ব্যর্থ করেছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে নর-নারায়ণের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি।

এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম্ম
অধিকারে, যা' ক'রেছি, যা' বলেছি, যাহা
কিছু ক'রেছি স্মরণ, সমস্ত, সমস্ত—

আমার সমস্ত ল'য়ে, আমাকে তোমার
করে দিলাম সঁপিয়া।

মূল মহাভারতে কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন কর্তৃক কর্ণ বধ ব্যতীত আর কোন সুর নেই। কর্ণ তাঁর প্রোথিত রথচক্র উদ্ধারের নিমিত্ত অর্জুনের নিকটে সময় প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ তাঁকে তাঁর অধর্মাচরণের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেন। ক্রুদ্ধ কর্ণের নিক্ষিপ্ত শায়কে অর্জুনের হস্ত থেকে গাণ্ডীব শিথিল হয়ে পড়ে। সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়ে অর্জুন অঞ্জলিক নামক ভয়ানক বাণে তাঁর মস্তক ছিন্ন করেন। 'অনন্তর সূতপুত্রের বধের নিমিত্ত ধনঞ্জয় কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরে উন্নত কলেবর ও কুলিশ বিদলিত গৈরিক ধরাস্রাবী গিরিশিখরের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিল'।[১] ভক্তের বিনম্র আত্ম-নিবেদনও ভক্তকে লাভ করে ভগবানের চরিতার্থতা ক্ষীরোদপ্রসাদ বর্ণনা করেছেন। নাটকে কৃষ্ণ বলেছেন:

আদিত্য মণ্ডল হ'তে তোমারে হারায়ে
অপূর্ণ ছিলাম সখা। হে চির-গোপন!
অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ—
পরিপূর্ণ আমি।

'কৃষ্ণ-চরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনের দুটি কাজ হলো ধর্মরাজ্য সংস্থাপন ও ধর্ম-প্রচার। কর্ণবধ প্রথম কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, কৃষ্ণ কর্ণকে রথে তুলে নিয়ে তাঁকে তাঁর জন্ম-ইতিহাস জ্ঞাপন করেন। তিনি যেহেতু জননীর কন্যকা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি তাই ধর্মতঃ পাণ্ডুর পুত্র। তিনি পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করলে 'তোমার ভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদীর পঞ্চকুমার, জয়শীল অভিমন্যু এবং সমাগত রাজা, রাজপুত্র ও অন্ধকবৃষ্ণিগণ তোমার পাদ গ্রহণ করিবেন। দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার সমীপে আগমন করিবেন'। কৃষ্ণ আরও বললেন 'হে বসুসেন! তুমি নক্ষত্রগণ পরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ: মহাভারত—কর্ণপর্ব।

পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ্যশাসন ও কুন্তীর আনন্দবর্ধন কর।' কর্ণ উত্তর দিলেন যে, জননী কুন্তী অমঙ্গল উদ্দেশ্যেই তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন। সারথি অধিরথ তাঁকে গ্রহণ করেন ও স্নেহবশতঃ রাধার স্তনে ক্ষীর সঞ্চার হয়েছিল। দুর্যোধনের আশ্রয়ে তিনি ত্রয়োদশ বৎসর অকণ্টকে রাজ্যভোগ ও সূতগণের সঙ্গে বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। কৃষ্ণ যে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর কথা জানাননি তা হিতকর হয়েছে। 'জিতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথম জাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্য গ্রহণ করিতেন না। আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্যোধনকেই প্রদান করিব'।[১]

কর্ণ ভীষ্ম জীবিত থাকা পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করবেন না, এই কথা জেনে কৃষ্ণ তাঁকে ভীষ্ম নিহত না হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। পরে তিনি যেন কৌরবপক্ষে যোগ দেন। কর্ণ উত্তর দেন 'হে কেশব! আমি কদাপি দুর্যোধনের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারিব না। নিশ্চয় জানিও, আমি দুর্যোধনের হিতার্থ প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিব'।[২] 'নর-নারায়ণ' নাটকে কর্ণ-গৃহে উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণ তাঁকে জন্ম-রহস্যের কথা অবগত করান ও পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। কর্ণ কৃষ্ণকে এই কাহিনী যুধিষ্ঠিরকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করেন, কেন না:

ঠেলিলাম বাসুদেব, তব অনুরোধ—
পারিব না উপেক্ষা করিতে তাঁরে।
চির-লোভনীয় সঙ্গ যার—

জননী ও মাতা ধরিত্রীর প্রতি দারুণ অভিমান হেতু, সদ্যজাত শিশুর প্রতি তাঁদের নিষ্ঠুর অবিচারের জন্য তিনি কৌন্তেয় নামে পরিচিত হতে চান না।

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ: মহাভারত

২। ঐ

পৃথিবীর আধিপত্য, আভিজাত্য, তাঁর অস্তিত্ব তিনি অনায়াসে বিসর্জন দিলেন, তার জন্য কৃষ্ণ তাঁর প্রশংসা করেন। কর্ণ শেষে বলেন :

যখন যাইবে কৃষ্ণ ফিরে, জানায়ো প্রণাম
ভ্রাতঃ মৃত্যুরূপা মাতারে আমার।

মহাভারতে কুন্তীর প্রতি কর্ণের বীতরাগ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ক্ষীরোদপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কর্ণের মাতৃস্নেহ কাতরতার দিকটি উজ্জ্বল করে তুলেছেন। নাটকে জয়দ্রথ বধ কহিনী ও কর্ণ কর্তৃক যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পরাজয় ও লাঞ্ছনা মহাভারতের অনুসরণে বর্ণিত হয়েছে। যোগমায়া প্রভাবে সূর্য আচ্ছন্ন হয়ে সন্ধ্যা-সমাগমের আভাস দিলে জয়দ্রথ ও কৌরবগণ অর্জুনের আসন্ন মৃত্যুর নিশ্চিত পরিণাম হেতু উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। সূর্য পুনর্বার প্রকাশিত হলে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেন। নাটকে কর্ণ পদ্মাবতীর নিকটে এই ঘটনা ব্যক্ত করে বলেন যে, কারও মতে উল্কাপ্রবাহ সূর্যরশ্মির আগমন পথ রুদ্ধ করেছিল, কারও মতে রাহুর আক্রমণ ঘটে, কিন্তু অনেকের মতে সুদর্শন চক্র সূর্যকে আবৃত করেছিল। পদ্মাবতী শেষের মত সমর্থন করেন। কৃষ্ণকে নারায়ণ রূপে স্বীকার না করলেও কর্ণ বলেন :

অপূর্ব্ব মানব !
ধরণীতে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

বঙ্কিমচন্দ্রও ‘কৃষ্ণচরিত্রে’ কৃষ্ণকে পূর্ণ মানবতার বিগ্রহ রূপে বর্ণনা করেছেন। মনে হয় বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত এই দিকটি নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছে।

পাণ্ডব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কর্ণ কর্তৃক পরাজয় ও লাঞ্ছনার কাহিনী নাটকে বর্ণিত হয়েছে। কুন্তীর নিকটে কর্ণ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, অর্জুন ব্যতীত অন্য কোন ভ্রাতার তিনি প্রাণ-সংহার করবেন না। যুধিষ্ঠির ও সহদেব কর্ণকে নমস্কার করে চলে যান। নকুল সূতপুত্রকে শ্রদ্ধা জানাতে অস্বীকার করেন। ভীম পূর্বে তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন ‘অস্ত্র ধরা কার্য্য তোর

নয়—অস্ত্র ফেলে বল্‌গা ধর হাতে'। কর্ণ তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তাঁকে 'স্থূলবুদ্ধি উদর-সর্ব্বস্ব' বলে ব্যঙ্গ করে ধনুকে আকর্ষণ করে তাঁর গণ্ডে চুম্বন করেন।

যাও এইবার।
আভিজাত্য গর্ব্বে তব দিলাম আক্ষেপ-
চিহ্ন! যতদিন জীবিত রহিবে, রেখো
জ্বলন্ত স্মৃতিতে তুলে।

মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে মানস করলে, কুন্তীকে প্রদত্ত বাক্য স্মরণ করে নিবৃত্ত হন। শল্যও তাঁকে বলেন, 'তুমি এই প্রধানতম নরপতিকে গ্রহণ করিও না। উহাকে গ্রহণ করিলেই তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন'। কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে বেদপাঠ ও যজ্ঞকর্ম অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়ে সংগ্রামেচ্ছা ত্যাগের কথা বলেন।

ভীমের সঙ্গে কর্ণের একাধিকবার যুদ্ধ হয়েছে ও কর্ণ পরাজিতও হয়েছেন। দ্রোণপর্বে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু উক্ত পর্বে বিবৃত হয়েছে 'মহাবীর কর্ণ নিশিত শরজাল বিস্তারপূর্বক নিতান্ত ব্যাকুল ও বারংবার মোহে অভিভূত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে আর্য্যা কুন্তীর বাক্য স্মরণ করিয়া সেই নিরস্ত্র ভীমসেনের প্রাণ সংহার করিলেন না'। কর্ণ তাঁকে বললেন, 'হে তুবরক! তুমি মূঢ়, উদরপরায়ণ, সংগ্রাম-কাতর ও বালক। তুমি অস্ত্রবিদ্যা কিছুমাত্র অবগত নহ; রণস্থল তোমার উপযুক্ত স্থান নহে'। কর্ণ তাঁকে আরও বলেন যে, তাঁর পক্ষে মহা বীরের সঙ্গে যুদ্ধ বিধেয় নয়।

কর্ণের জন্ম-রহস্যের কথা পাণ্ডবগণ বহুদিন পরে, যুদ্ধান্তে কুরুক্ষেত্রে শায়িত মৃত বীরগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়ে জানতে পারলেন। কুন্তী বললেন, 'তোমরা যাঁকে সূতপুত্র এবং রাধার গর্ভজাত মনে করতে, সেই মহাধনুর্ধর

বীরলক্ষণান্বিত কর্ণের উদ্দেশ্যেও তোমরা তর্পণ কর। তিনি তোমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সূর্যের ঔরসে আমার গর্ভে কবচ-কুণ্ডলধারী হয়ে জন্মেছিলেন'। যুধিষ্ঠির বললেন যে, কর্ণের জন্য তাঁরা শোকসন্তপ্ত হয়েছেন। 'আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অপ্রাপ্য হত না, এই কুরুকুল নাশক ঘোর যুদ্ধও হত না'।[১]

নাটকে বর্ণিত হয়েছে যে, রণাঙ্গনে কর্ণের ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখে তাঁর মানসিক সন্তাপ চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে রূঢ় বাক্য প্রয়োগের জন্য ভীম এসেছেন। নকুল এসে ধর্মরাজের নির্দেশ জানালেন ঃ

কোন মতে যেন
অশ্রদ্ধার বাণী বহির্গত নাহি হয় কর্ণের উদ্দেশে।

কর্ণের নিধন-বার্তা শুনে কুন্তী মূর্ছাগতা, পাঞ্চালী অশ্রুত্যাগ করছেন, ধর্মরাজ তাঁর পদতলে উপবিষ্ট ও 'পার্শ্বে তাঁর দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ধনঞ্জয়'।

কর্ণ জাগ্রত হয়ে ভীমকে তাঁর জন্ম-রহস্যের কথা ব্যক্ত করলেন। মহাভারতীয় উপাখ্যানের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ দৈব-নিগৃহীত পুরুষকারের প্রতীক কর্ণ জীবনের রহস্যময় কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

—

১। রাজশেখর বসু ঃ মহাভারত—স্ত্রীপর্ব।

কর্ণের জন্মরহস্য : রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ

'কর্ণকুন্তীসংবাদ' নামক নাট্যকাব্য ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ও 'কর্ণ' নাম পরিবর্তিত হয়ে 'নর-নারায়ণ' নামে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, সন্ধ্যা সবিতার বন্দনায় রত কর্ণের নিকটে কুন্তী তাঁর জন্ম-কাহিনীর রহস্য বর্ণনা করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে কুন্তী ও কর্ণের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হয়নি। কিন্তু কৃষ্ণ হস্তিনায় দৌত্য-কার্যে ব্যর্থ হয়ে কর্ণগৃহে যান। কর্ণ তাঁকে অসীম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতীতি হলো যে, কৃষ্ণ মানব হলেও পূর্ণ মানবতার প্রতীক। কৃষ্ণ তাঁর নিকটে ব্যক্ত করেন যে, তিনি আদিত্যের ঔরসজাত কুন্তীর কানীন পুত্র। সুতরাং, ধর্মতঃ তিনি পাণ্ডুর সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। তিনি মতি-মান সর্বশাস্ত্রবিশারদ, সত্যসন্ধ দাতৃশ্রেষ্ঠ করুণা-নিধান। তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য :

অনুতপ্তা জননী তোমার,
ব'সে আছে তোমার মিলন প্রতীক্ষায়।

কৃষ্ণ আরও জানান :

হে আর্য্য, মিনতি মোর—
ফিরে এসো নিজ গৃহে। অধিকার কর
তব—হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধর্ম্মানুমোদিত
সিংহাসন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে, কর্ণসকাশে কৃষ্ণ ও কুন্তী উভয়ের বক্তব্য সমন্বিত করেছেন। তাই কর্ণ-কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী, আন্তরিকতা ও কারুণ্যে পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ জননীর মুখে তার কৃতকর্মের জন্য গভীর অনুতাপ ও অতৃপ্ত সন্তান-স্নেহের কথা বর্ণনা করেছেন।

পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন ; তবু হায়,

তোরই লাগি বিশ্ব-মাঝে বাহু মোর ধায়
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতার।

মূল মহাভারতে কুন্তীর বক্তব্য পাঠ করলে মনে হয় যে, জননী কুন্তী কর্ণের শৌর্য-বীর্যের কথা শ্রবণে শঙ্কিতা হয়ে পঞ্চপাণ্ডবের, বিশেষতঃ অর্জুনের নিরাপত্তার জন্য কর্ণকে তাঁর জন্মের পরিচয় দিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে কর্ণের প্রতি অবরুদ্ধ ও অচরিতার্থ মাতৃ-স্নেহের দিকটি প্রকাশিত হয়নি। তিনি বলেছেন যে, তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে 'মোহবশতঃ স্বীয় ভ্রাতৃগণের সহিত সৌহার্দ্য না করিয়া এক্ষণে যে দুর্যোধনের সেবা করিতেছ, ইহা কি তোমার সমুচিত কার্য?' পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে মিলিত হলে 'মহাযজ্ঞে বেদীর উপরিস্থ দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইবে।' দেব সবিতাও কর্ণকে জননীর বচনানুরূপে সমুদয় কার্য করতে অনুজ্ঞা করলেন। কিন্তু কর্ণ তাঁর ক্ষাত্রধর্ম পরিহার করতে সম্মত হলেন না। তিনি তাঁর উপকারী মিত্র দুর্যোধনের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারলেন না। কুন্তী তাঁকে যে প্রলোভন দেখিয়েছেন সেই দিকটি কৃষ্ণ কর্ণের নিকটে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কুন্তীর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিকটে প্রকাশিত করেছেন।

রাজ্য আপনার
বাহুবলে করি লহো, হে বৎস, উদ্ধার।
ঢুলাবেন ধবল ব্যজন যুধিষ্ঠির,
ভীম ধরিবেন ছত্র, ধনঞ্জয় বীর
সারথি হবেন রথে, ধৌম্য পুরোহিত
গাহিবেন বেদমন্ত্র। তুমি শত্রুজিৎ

অখণ্ড প্রতাপে রবে বান্ধবের সনে
নিঃসপত্ন রাজ্য-মাঝে রত্নসিংহাসনে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যে কর্ণ কুন্তীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। লোকমুখে জননীর পরিত্যক্ত, এই কথা তিনি শুনেছেন। তাঁর হৃদয় মাতৃস্নেহ লাভের জন্য তৃষ্ণার্ত। কিন্তু ক্ষাত্রধর্মের জন্য তিনি জননীর স্নেহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর নিকটে রাজ্যের আশ্বাস নিতান্ত মূল্যহীন। মাতৃস্নেহ তাঁর নিকটে পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

যে ফিরালো মাতৃস্নেহ পাশ
তাহারে দিতেছ, মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!
একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।

মূল মহাভারতে আছে যে, কর্ণ কুন্তীকে অনুযোগ করেন যে, তাঁর নিষ্ঠুর কার্যের জন্য তিনি ক্ষত্রিয়সংস্কার প্রাপ্ত হননি। তিনি তাঁর হিতচেষ্টা না করে স্বকীয় হিতসাধনায় তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছেন। তবে তিনি আশ্বাস দেন যে, অর্জুন ব্যতীত অন্য কোন ভ্রাতার প্রাণসংহার করবেন না। হয় তিনি না হয় অর্জুন নিহত হবেন, কুন্তী পঞ্চপাণ্ডব জননীরূপে গৌরবান্বিতা থাকবেন। কুন্তী কর্ণকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রতি প্রতিশ্রুতি তিনি যেন রক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকে কর্ণের মুখ থেকে জননীর প্রতি কোন অশ্রদ্ধার বাণী নির্গত হয়নি। কর্ণ জননীকে অগৌরবে কুলশীল মানহীন মাতৃনেত্রহীন অন্ধ অজ্ঞাত বিশ্বে তাঁর নির্বাসনের কারণ জিজ্ঞাসা করেও বলেছেন:

মাতঃ, নিরুত্তর?
লজ্জা তব ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোরে সর্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু।

কুন্তীর দুর্ভাগ্য হলো যে, তাঁকে জীবিত থেকে কোন এক পুত্রের, কর্ণ বা অর্জুনের মৃত্যুর সন্তাপ ভোগ করতে হবে। তবুও মহাভারতের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের রচনায় কুন্তী তাঁর অনুতাপে ও দুঃখ সাধনায়, স্নেহপিপাসায় ও হৃদয়ের গভীর আর্তিতে সত্য হয়ে উঠেছেন। কর্ণ-চরিত্রও হয়ে উঠেছে সমুজ্জ্বল। মাতৃস্নেহলাভের কাতরতা হেতু তাঁর জীবনে যুদ্ধভেরী, জয়শঙ্খ, বীরখ্যাতি ও জয়-পরাজয় মিথ্যা। কুন্তী তাঁকে আহ্বান করলে তিনি প্রশ্ন করেছেন 'হোথা মাতৃহারা মা পাইবে চিরদিন'! কিন্তু পরে আত্মসচেতন হয়ে সূতজননীকে ত্যাগ করে রাজজননীকে গ্রহণ এবং রাজসিংহাসন লোভে কুরুপতির নিকটে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাননি। পরিশেষে তাঁর বক্তব্য হলো :

যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
জয়ী হোক রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে!

কর্ণের এই বক্তব্য আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'কৃষ্ণচরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য। তিনি বলেছেন 'কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর'।

'নর-নারায়ণে' কর্ণ তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করে ভ্রাতৃগণের সেবা ও দ্রৌপদীর অর্চনা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন। কর্ণ 'স্বপ্নহারা স্নেহের' কথা উল্লেখ করে কৃষ্ণকে গভীর স্নেহে চুম্বন করেন। মহাভারতে কৃষ্ণ বলেছেন যে, যখন তাঁর বাক্য কর্ণ গ্রহণ করলেন না তখন নিশ্চয়ই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হয়েছে। 'প্রাণিসকলের বিনাশকাল নিকটবর্তী হইলে ন্যায়বৎ প্রতীয়মান অন্যায়সকল তাহাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয় না'। নাটকেও কৃষ্ণ বলেছেন 'পৃথীর সংহার দশা এনো না কৌন্তেয়'। কর্ণের অভিমানপ্রসূত উত্তর হলো :

রসাতলে কবে সে যাইবে বাসুদেব?

নিষ্ঠুর জননী ত্যক্ত, সদ্যোজাত শিশু যেদিন অজ্ঞানে ভূমিতে পড়ে তারস্বরে ক্রন্দন করেছিল, সেদিন জননী পৃথ্বী তাকে বক্ষে ধারণ করেনি। কৃষ্ণের স্বর্গ মূল্যহীন করা উপহার, তাঁর ভ্রাতৃত্ব তিনি গ্রহণ করতে অশক্ত। অদৃষ্টের পরিহাস হেতু যাঁকে তিনি চিরকাল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিবেচনা করেছেন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর।

এক হস্ত
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্ম্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে!
মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা। বাসুদেব!
মর্ম্ম-ভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি,'
শুনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা!

রবীন্দ্রনাথের কর্ণও বলেছেন যে, অর্জুন-জননী কণ্ঠে তিনি কেন শুনতে পেলেন তাঁর মাতার কণ্ঠস্বর।

মোর নাম
তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া—চিত্ত মোর আচম্বিতে
পঞ্চপাণ্ডবের পানে ভাই বলে ধায়!

ভ্রাতৃস্নেহরসে সিক্ত হৃদয়, মাতৃস্নেহ লাভের জন্য উৎসুক কর্ণের চিত্ত চলে যেতে চেয়েছে সেই রাজ্যে যেখানে জননী-হৃদয় উদার আশ্বাস নিয়ে ধ্রুবতারার ন্যায় জাগ্রত। তবুও তাঁর পক্ষে পৌরুষ ও ধর্মের জন্য পাণ্ডবপক্ষে যোগদান সম্ভব নয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শান্তিময় শূন্য পরিণাম সম্পর্কে তিনি সচেতন। কুন্তীকে তিনি বলেছেন যে, যেমন তিনি তাঁকে জন্মরাত্রে ত্যাগ করেছিলেন ধরাতলে:

আজিও তেমনি
আমারে নির্ম্মম চিত্তে তেয়াগো, জননী,
দীপ্তিহীন কীর্তিহীন পরাভব-'পরে।

কৌরব পক্ষের নিশ্চিত পরিচয় জেনেও তিনি তাঁদের পরিত্যাগ করে ধর্মপথচ্যুত হতে পারবেন না।

ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটকে কর্ণ-চরিত্রের কয়েকটি দিক কৃষ্ণ কর্তৃক জন্ম-রহস্য ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। রাধেয় সংজ্ঞায় তাঁর সমস্ত শক্তি নিহিত। এই পরিচয় নিয়ে তিনি যুদ্ধে অজেয়, দেবতারও অবধ্য। কিন্তু সূতপুত্র পরিচয় মিথ্যা প্রমাণিত হলে পরশুরামের অভিশাপ কার্যকর হবে। তিনি ভিক্ষার্থী দেবরাজকে সহজাত কবচ-কুণ্ডল দান করেন। ভীষ্ম তাঁকে উপহাস করে বলেছেন :

কল্য যে ছিল অমর সম
আজি সে সহজ বধ্য।

কর্ণ কুন্তীপুত্র, এই কথা জেনে তাঁর সর্বেন্দ্রিয় শিথিল হয়ে পড়ে। তিনি বলেন :

জানিয়া পরম শত্রু মোরে
বধিতে কি এলে কৃষ্ণ? হেসো না—হেসো না—
এ হ'তে সুতীক্ষ্ম নয় গাণ্ডীবীর বাণ।

কৃষ্ণ তাঁকে ধর্মানুমোদিত সিংহাসন গ্রহণ, পঞ্চপাণ্ডবভ্রাতার সেবা, দিবসের ষষ্ঠভাগে দ্রৌপদীর অর্চনার প্রতিশ্রুতি দিলে, কর্ণ বলেন :

হে সর্ব্বজ্ঞ নরোত্তম প্রকৃতি আমার
এখনো কি তোমার অজ্ঞাত—

তিনি যুধিষ্ঠিরকে এ-কথা জানাতে নিষেধ করেন, কারণ তাঁর উপচার ও সাহচর্য উপেক্ষা করা কঠিন হবে। মূল মহাভারতে কর্ণের বক্তব্য এই-

ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'জিতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমাকে কুন্তীর প্রথম জাত পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলে রাজ্যগ্রহণ করিতেন না। আর আমিই যদি সেই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে দুর্যোধনকেই প্রদান করিব; অতএব ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই রাজ্যেশ্বর হইয়া থাকুন।'[১] কর্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণাম, কৌরববংশের পরাজয় ও ধ্বংস স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করে বর্ণনা করেছেন। 'দুর্যোধনের বশীভূত রাজা ও রাজপুত্রগণ এই সময়ে শস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া শমন সদনে গমন করিতেন'। মহাভারতে বর্ণিত কর্ণের বক্তব্য ক্ষাত্রধর্মের উপাসক মহাধনুর্ধরের উপযুক্ত সন্দেহ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর মানবিক দিকটি পরিস্ফুট করেছেন, মহাভারতকার কর্ণকে অঙ্কিত করেছেন ক্ষাত্রবীর্য অভিমানী যোদ্ধারূপে। এইভাবে তাঁকে চিরকালীন প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রদর্শন করেছেন কর্ণের ধর্মাদর্শের প্রতি আনুগত্য ও মাতৃস্নেহ কাতরতা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পৌরুষ ও ধর্মকে আশ্রয় করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণাম অবগত হয়েও তিনি ক্ষাত্রধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ দেখিয়েছেন যে, তিনি কৌন্তেয়, এই পরিচয় কর্ণকে বিচলিত করেছে। তিনি ধর্মাশ্রয়ী বলে পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করেননি। সদ্যোজাত শিশুর প্রতি জননীর আচরণ ও মাতা পৃথীর ঔদাসীন্য তাঁকে অভিমান-ক্ষুব্ধ করেছে। কুন্তী নিয়তিস্বরূপা; তাই কৃষ্ণকে তিনি অনুরোধ করেছেন:

যখন যাইবে কৃষ্ণ ফিরে, জানায়ো প্রণাম
ভ্রাতঃ মৃত্যুরূপা মাতারে আমার।

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ: মহাভারত—উদ্যোগপর্ব

পৌরাণিক নাটক ঃ

আরিস্টটলের মতানুযায়ী নাটক হলো জীবনাশ্রয়ী ও এই হেতু এর ঘটনার ধারা কার্য-কারণ সূত্রে বিধৃত হয়ে পারম্পর্যের পরিচয় দান করে থাকে। অলৌকিকতা অথবা অতিরঞ্জিত ঘটনাবলী এপিকে স্থান পেলেও নাটকে তা বাঞ্ছনীয় নয়। নাট্যকারের প্রধান ধর্ম হলো কাহিনীর বিন্যাস ও এই ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা প্রমাণিত হয়। কাহিনীর পরিণাম সম্ভাব্যতা ও অপরিহার্যতা অনুযায়ী প্রদর্শন করতে হবে। নাট্য-ঘটনাবলীর মধ্যে থাকবে ভাবগত অখণ্ড ঐক্য। নাটকে এই দিকটি অপরিহার্য।

পৌরাণিক নাটক আদৌ কোনো স্বতন্ত্র শ্রেণীর পরিচয় দেয় না। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার বা সাধুসন্তদের জীবন-কাহিনী নিয়ে য়ুরোপে নাটক রচিত হয়েছে। ইংলণ্ডে নাটকের আদি-পর্যায়ের মিরাকল্-প্লে বাদ দিলে, পরবর্তী কালে অধ্যাত্ম জীবন অথবা উক্ত জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে যে সকল নাটক রচিত হয়েছে, তারাও নাট্য-রচনার মূল সূত্র মেনে নিয়েছে। বার্নার্ড শ রচিত সেণ্ট জোয়ান নাটকে জোয়ান যে ঈশ্বরের বাণীর দ্বারা পরিচালিত, এটি তার নিজের আন্তরিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের সঙ্গে প্রচলিত গির্জার মত ও ধারণা ও বিদেশী সংরক্ষিত স্বার্থবাদিগণের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ যে সংঘাত সৃষ্টি করেছে, তাই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। গির্জার ভীতি হলো যে, জোয়ান তাদের ঐক্য বিনষ্ট করবে এবং স্বার্থবাদিগণ মনে করলেন যে, তিনি স্বদেশ-বৎসল ফরাসী জাতি গঠন করবেন। যাই হোক ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ান সন্ত বলে ঘোষিত হন। নাটকের উপসংহার দৃশ্যে জোয়ান আবির্ভূত হয়। বিশপ কশঁ, ডুনোয়া, সৈনিক, রাজা শার্ল, আর্চ বিশপ ওয়ারউইক প্রভৃতি জোয়ানের পুনরাবির্ভাবের ভীতিতে প্রস্থান করেন। জোয়ান বলেন :

O God that madest this beautiful earth, when will it be ready to receive thy Saints ? How long, O Lord, how long ?

টি. এস. এলিয়ট ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্টারবেরির আর্চবিশপ টমাস বেকেটের সঙ্গে রাজা হেনরির সংঘর্ষ নিয়ে তাঁর নাটক 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল' লেখেন। রাজার মনোগত অভিপ্রায় অনুযায়ী তাঁকে গির্জার মধ্যে ১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করা হয়। বেকেট ঈশ্বরের উপরে গভীর আস্থা স্থাপন করে, তাঁর ইচ্ছা ঈশ্বরে সমর্পণ করে শহীদ (martyr) হয়েছেন। ধর্মের সুর নাটকে প্রধান হলেও, এখানে মানব-জীবনের আশা ও আদর্শ, প্রতিষ্ঠা ও সংঘর্ষের কথা ব্যক্ত হয়েছে। নাটকের মর্মগত সুর হলো :

Action is suffering
And suffering is action. Neither does the agent suffer
Nor the patient act. But both are fixed
In an eternal action, an eternal patience
To which all must consent that it may be willed
And which all must suffer that they may will it,
That the pattern may subsist.

পরিশেষে, 'the wheel may turn and still be forever still'. এই সত্যটি নাট্যদেহের অঙ্গীভূত হয়েছে। অধ্যাত্ম-তত্ত্ব দৈব নির্দেশ-নির্ভর ও অতিলৌকিক না হয়ে বেকেটের জীবনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু গ্রীক নাটক ধর্মাশ্রয়ী। যদিও আরিস্টটল নাটককে জীবনাশ্রয়ী রূপে ব্যাখ্যা করে অলৌকিকতাকে পরিহার করেছেন, কিন্তু গ্রীক নাটকসমূহের পশ্চাতে ধর্মের প্রেরণা কাজ করেছে। মানব-জীবন ও ধর্মের নৈতিক শক্তি এই দুই কেন্দ্রে নাট্যকাহিনী আবর্তিত হয়েছে। রাজা অয়েদিপাউস বা রাজা ক্রেয়ন বিশ্বধর্মের নীতি লঙ্ঘন করবার জন্য বিধ্বস্ত হয়েছেন।

বাংলা পৌরাণিক নাটকে দেখা যায় যে, এখানে দৈব-শক্তি প্রবল এব তা নাট্য-ঘটনা ও মানব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। পাশ্চাত্ত্য কাব্য ও নাটকের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েও মধুসূদন তাঁর পৌরাণিক নাটক-দ্বয়ে, শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীতে দৈব-শক্তিকে মানব জীবনের অঙ্গীভূত করে প্রকাশ করতে পারেননি অথবা তাকে নূতন তাৎপর্য দান করেননি। শর্মিষ্ঠায় শুক্রাচার্য রাজা যযাতিকে জরাগ্রস্ত হবার অভিশাপ দিয়েছেন। পরে দুহিতা ও রাজ্ঞী দেবযানীর অনুরোধে বললেন যে, যদি তাঁর কোন পুত্র জরা গ্রহণ করেন তবে তিনি বিপদ থেকে নিস্তার পাবেন। এই ঘটনা বাস্তব জীবনাতিরিক্ত ও অবিশ্বাস্য সম্ভব। মূল পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলে নাট্যকার একে গ্রহণ করেছেন। মানব-জীবনের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের দিকে এই অভিশাপের দ্বারা ব্যাখ্যাত হলেও কার্য-কারণ বহির্ভূত এর আকস্মিকতা নাটকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। পদ্মাবতীর কাহিনী হোমার বর্ণিত গ্রীক কাহিনী থেকে গ্রহণ করে মধুসূদন একে ভারতীয় রূপ দান করেছেন। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে দেবীত্রয়ের অর্থাৎ শচী, মুরজা ও রতির কার্য-কলাপ ও প্রভাব রাজা ইন্দ্রনীল ও পদ্মাবতীর জীবনকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত করেছে। দৈবলীলা যেখানে প্রধান সেখানে মানব-জীবনের কোনো স্বাধীন ভূমিকা নেই। এই কারণে নাটকের মানবিক কোনো আকর্ষণ নেই। ভগবতী গিরিজার আদেশে শচী ও রতির দ্বন্দ্ব অবসান লাভ করেছে এবং নায়ক-নায়িকা পুনর্মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি স্মরণীয়। তিনি 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে লিখেছেন :

মহাভারত ইলিয়দ প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, পার্থিব নায়ক-নায়িকার চিত্তানুসঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনার রসহানির বিশেষ কারণ এই যে, যাহা মনুষ্য-চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না।

জলমধ্যে নিপতিত, অজগর সর্প কর্তৃক আক্রান্ত মানুষের বিপদ পাঠকমনে ভীতি সঞ্চারিত করে। তার মৃত্যুর আশঙ্কা ভীতি ও দুঃখের কারণ। কিন্তু যদি জানা যায় যে, বিপদাপন্ন ব্যক্তি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান তখন তাঁর সম্পর্কে ভয় বা কৌতূহল থাকে না।

সুতরাং নাটকে বর্ণিত দৈবলীলা, দেব-দেবীগণের অলৌকিক মাহাত্ম্য, মানব মনকে অভিভূত করলেও মানবিক সহানুভূতি লাভ করতে পারে না। 'মনুষ্য চরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না'। যা অতিপ্রকৃত বা দৈবলীলা তাকেও প্রকৃতের ন্যায় নিয়মাধীন হতে হবে।

মধুসূদনের নাম পূর্বে উল্লিখিত হলেও মহাভারতীয় কাহিনী নিয়ে তারাচরণ শিকদার ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপীয় নাটকের আদর্শে তাঁর 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনা করেন। এখানে নাট্য-ঘটনাবলীর গতি সঞ্চারিত হয়েছে এবং সংলাপের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সংলাপে অবশ্য গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণ আছে। কাহিনী মহাভারতের হলেও নাট্যকার তাকে বাঙ্গালী সমাজ ও জীবনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি সহজে অর্জুন ও সুভদ্রার মিলন না ঘটিয়ে বিবাহার্থী দুর্যোধনের অসম্মানে ও বলরামের ক্ষোভে নাটকটিকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন।

মনোমোহন বসু প্রধানতঃ গীতিনাট্যের রচয়িতা হলেও রামাভিষেক অথবা রামের অধিবাস ও বনবাস এবং সতী—এই দু'খানি পৌরাণিক নাটক লেখেন। প্রথমটি বিয়োগান্ত নাটক ও দ্বিতীয়টি দেবদেবীর লীলাজ্ঞাপক হলেও বাঙ্গালী জীবনের নানা বৈশিষ্ট্য, ঘটনা সৃষ্টিতে ও চরিত্র প্রকাশে পরিস্ফুট করেছেন। প্রথম নাটকে অর্থাৎ রামাভিষেকে দশরথের বিলাপ করুণরস উদ্বোধনে সহায়ক হয়েছে। এতে ত্রেতাযুগের কাহিনীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের চাষীদের সংলাপ সাধারণ দর্শকগণের উপভোগ্য হলেও তা রসসৃষ্টি বিঘ্নিত করেছে। মনোমোহন বসু গীতিকার, এই হেতু তাঁর নাটকে কবিত্বময় সংলাপ দীর্ঘ ও গীতের আধিক্য

বেশী। তাঁর মতে 'যে দেশের দিবাভিক্ষু ও পথ—ভিখারীরাও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি?'

রাজকৃষ্ণ রায় বড় নাট্যকার না হলেও পৌরাণিক নাটকে তরল ভক্তিরসের ধারা প্রবাহিত করেছেন। তিনি দেবলীলার শাস্ত্র নির্দিষ্ট মাহাত্ম্য আমাদের সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভক্তির সম্পর্ক আদৌ গভীর নয়। তাঁর 'অনলে বিজলী' অর্থাৎ সীতার অগ্নিপরীক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক।

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচনাসমূহ একদা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে'। 'পৌরাণিক নাটক' নামে প্রবন্ধে এর উক্তির সঙ্গে 'নাট্যকার' নামক রচনার বক্তব্যও উল্লেখযোগ্য। নাট্যকারকে স্বজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হতে হবে। তাঁর রচনাসমূহ যে জনসম্বর্ধনা লাভ করেছিল তার প্রধান কারণ হলো যে, দেশের মানসিকতা তখন ধর্ম ও ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তার দিকে প্রসারিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকসমূহের কাহিনী রামায়ণ ও মহাভারত থেকে নিয়েছেন। রামায়ণ কাহিনীর নানা প্রসঙ্গের নাট্যরূপ দানের জন্য তিনি কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু মূল মহাভারত অনুসরণে রচিত 'জনাকে' সকলে তাঁর শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত পৌরাণিক নাটক রূপে অভিহিত করে থাকেন। নাটকের পরিণতি নাটকের ক্রোড় অঙ্কের দেব-মহিমায় উপস্থাপনায় দেবলীলাজ্ঞাপক হয়ে উঠেছে। পার্থিব জগতে লীলা-প্রপঞ্চ প্রদর্শন হেতু নাটকটি হয়ে উঠেছে ধর্মাশ্রয়ী।

তাঁর ধর্মমূলক, তত্ত্বাশ্রয়ী নাটকে ভক্তিরসের ধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। 'চৈতন্য-লীলা' থেকে ভক্তিরসের সূচনা। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ এই নাটক দেখে মুগ্ধ হন ও বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেন। ভক্ত-ভৈরব

গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের শুদ্ধা ভক্তির রূপটি তাঁর বিল্বমঙ্গল, জনা ও পাণ্ডব-গৌরবে প্রকাশিত করেছেন। বিল্বমঙ্গলের পার্থিব প্রেম ভাগবত প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে ও এই রূপান্তর মানসিক সংঘাতের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সমাজের নানাস্তর থেকে গৃহীত হওয়ায় নাটকের মানবিক আবেদন হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিমূলক নাট্য-রচনার রীতি দুভাবে অগ্রসর হয়েছে। জনা নাটককে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করলে দেখা যায় যে, একদিকে চলেছে বাস্তব-জীবনাশ্রয়ী আনন্দ-বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্যদিকে প্রকাশিত হয়েছে দেবমাহিমার অপার্থিব লীলা। প্রথম পর্যায় নাটকের উপযোগী হলেও, দ্বিতীয় পর্যায় কোন কার্যকারণ সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না। মহাদেবের নিকটে প্রবীরের পতনের জন্য কৃষ্ণ ও অর্জুনের গমন, প্রবীরের মৃত্যু ও ক্রোড় অঙ্কে দৈবলীলায় প্রকাশ নাটকটিকে অতিপ্রকৃত মহিমা দান করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'যাহা প্রকৃত তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত'।

'নর-নারায়ণ' পৌরাণিক নাটক। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে এর আখ্যান গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণ এই নাটকের নায়ক; তাঁর অলৌকিক জীবন ও কার্য নাটকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁকে অবলম্বন করে নাটকের নামকরণ হয়েছে। ভীষ্ম কৌরবসভায় বলেছেন:

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।
পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।

কিন্তু নাটকে অর্জুনের সে-পরিচয় আচ্ছন্ন। তিনি কৃষ্ণের সখা, তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অভিভূত। কৃষ্ণ নাটকের নায়ক হলেও কর্ণ কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁর অসাধারণ পৌরুষদীপ্ত চরিত্র, সেই পুরুষকারকে ব্যর্থ করবার জন্য নিয়তির

প্রভাব, নর-রূপী নারায়ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে তাঁর সংশয় ও পরে নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর সংশয়ের দূরীকরণ এবং পরিশেষে মৃত্যুর প্রাক্‌কালে কৃষ্ণপদে তাঁর ভক্তি-বিনম্র চিত্তে আত্ম-নিবেদন, নাটকের প্রধান বিষয়বস্তু রূপে বর্ণিত হয়েছে। কর্ণ মহাধনুর্ধর, দ্বৈরথ-সমরে অর্জুনকে পরাভূত করা তাঁর একমাত্র ধর্ম। সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণ শুধু নরের অবধ্য নয়, মায়া-মনুষ্য নারায়ণেরও অবধ্য।

যদি তিনি যুদ্ধে অর্জুনের বাণে হত হন তবে তিনি বাসুদেবকে নারায়ণরূপে স্বীকৃতি জানাবেন।

প্রস্তাবনার সঙ্গীতে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, দৈব অথবা পুরুষকার, বিশ্বরাজ্য কোন শক্তির অধীন। কর্ণ-জীবনকে আশ্রয় করে এই প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। পরশুরামের নিকটে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে তিনি শস্ত্রবিদ্যায়, গুহ্যাস্ত্র প্রয়োগে যে পারদর্শিতা লাভ করেছেন তাতে তিনি হয়ে উঠেছেন অপরাজেয় বীর। পরশুরাম বলেছেন 'পূর্ব্ব হ'তেই তুমি দেবতারও অজেয়—তার উপর এই শিক্ষা'! কিন্তু শব্দভেদী বাণের ভুল প্রয়োগে কর্ণ এক তাপসের হোমধেনু বধ করেন। তাপস ভাগ্যহীন কর্ণকে অভিশাপ দেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে তাঁর রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে ও তিনিও নিহত হবেন। তাপস তাঁকে জানান যে, দেহধারী নারায়ণ তাঁর প্রতিযোদ্ধাকে সতত রক্ষা করে চলেছেন। কর্ণের উরুতে মস্তক রেখে বিশ্রামরত পরশুরাম বজ্রকীটের দংষ্ট্রার স্পর্শে জেগে ওঠেন ও সেই কীট দংশনে কর্ণের ধৈর্যের পরিচয় পেয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চান। সূতপুত্ররূপে পরিচয় দিলে গুরু বলেন যে, যদি তাঁর পরিচয় সত্য হয় তবে অভিশাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না। নচেৎ বিনাশ-কালে তিনি ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ বিস্মৃত হবেন। কর্ণের জীবনে নিয়তি তাঁর জন্মের রন্ধ্রপথে প্রবেশ করে তাঁর জীবনকে ব্যর্থ করেছে। পৌরুষ তাঁর নিষ্ফল হয়েছে। কৃষ্ণের নিকটে কর্ণ অবগত হন যে, তিনি কুন্তীর কানীন পুত্র, আদিত্যের ঔরসজাত। জন্মের

এই রহস্য কর্ণের শক্তি ও আত্ম-প্রত্যয়কে দুর্বল করেছে। গভীর সন্তাপের সুরে কৃষ্ণকে তিনি বলেছেন :

হে কেশব, ঐ সত্য তোমার আজি
ব্রহ্মাস্ত্রের বলে—
আমার এ মুক্তবক্ষে করিল প্রহার।
বধ্য আজি যেন সবাকার।

দানবীর কর্ণ তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোন ভিক্ষার্থীকে বিমুখ করতেন না। যোগনিদ্রায় অভিভূত কর্ণকে দেব সবিতা জানান যে, ইন্দ্র তাঁর নিকটে এসে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা চাইবেন। এ দুটি থাকলে তিনি হবেন অপরাজেয়। গাণ্ডীবীর পশ্চাতে থেকে বাসব যুদ্ধ করলেও তিনি পরাজিত হবেন। ভিক্ষার্থী দেবরাজকে কর্ণ গাত্রলগ্ন কবচ-কুণ্ডল দেহচ্ছেদ করে দান করলেন। বিস্মিত ও শ্রদ্ধায় অভিভূত বাসব তাঁকে দান করেন একঘ্ন অস্ত্র। এর প্রয়োগে অমরেরও মৃত্যু ঘটবে। অর্জুনের বিরুদ্ধে এই অস্ত্র তিনি ব্যবহার করবেন ; কিন্তু দুর্যোধনের অনুরোধে ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ করতে হলো। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধকালে নিক্ষিপ্ত বাসুকী-প্রদত্তা শক্তি ফিরে এলো, 'শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া' ! কর্ণের জীবন সত্যই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত। কুন্তী তাঁর জীবনে মৃত্যুরূপা জননী।

কৃষ্ণ যে নরদেহধারী নারায়ণ এ-কথা বলেছেন তাপস, ভীষ্ম ও কর্ণমহিষী পদ্মাবতী। কর্ণ এ-কথা বিশ্বাস করতে চাননি। কিন্তু কৌরবসভায় দুর্যোধন কর্ণের পরামর্শে কৃষ্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে গেলে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, জয়দ্রথ বধকালে যোগমায়া প্রভাবে বা সুদর্শন চক্রে সূর্যকে আচ্ছন্ন করা, যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের নিক্ষিপ্ত নাগ-প্রদত্ত, রাম-মন্ত্রে পূত মহাশক্তির হাত থেকে অর্জুনের জীবন-রক্ষাকল্পে, কপিধ্বজকে ভূতলে প্রোথিত করা প্রভৃতি কৃষ্ণের দেবত্ব সম্পর্কে কর্ণের মনকে সংশয়মুক্ত করেছে। তিনি বলেছেন : 'আর ত মানব বলা চলে না তোমায় বাসুদেব' !

পৌরাণিক নাটক হলেও ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণের জীবনকে প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতিতে বর্ণনা না করে তাঁর জীবন ও জীবন-জিজ্ঞাসাকে এক নূতন তাৎপর্যের আলোকে ব্যাখ্যার প্রয়াস করেছেন। এইক্ষেত্রে তাঁর মৌলিকতা পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু আবার, পৌরাণিক ঘটনাবলীকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে বিচার না করে তাদের গ্রহণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিক ঘটনাবলীকে অলীক বা উপন্যাস বলেছেন। কৌরব সভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, জয়দ্রথ বধকালে যোগমায়া বা সুদর্শনের প্রভাবে সূর্য-রশ্মিকে অবরুদ্ধ করা, শিখণ্ডী কাহিনী অথবা কর্ণের রথচক্র গ্রাস প্রভৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র অবিশ্বাস্য বলে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর মতে এগুলি কোনো দ্বিতীয় স্তরের কবির রচনা। কৃষ্ণের ঐশীশক্তি প্রমাণের জন্য তিনি এ সমস্ত বর্ণনা করেছেন। এগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ এগুলি নাটকে গ্রহণ করেছেন।

নায়ক বিচার

গুরুগম্ভীর নাটকে আমরা এমন একজন ব্যক্তির পরিচয় পাই যিনি অপর চরিত্রসমূহের উপরে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে বিশিষ্টতা দান করে থাকেন। কিন্তু এ-ও প্রত্যক্ষ করা যায় যে, কোনো কোনো নাটকে থাকে সক্রিয়, গুণশালী ও বলিষ্ঠ চরিত্র যাঁকে কেন্দ্র করে নাট্যধারা আবর্তিত হয়ে থাকে। এই চরিত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র (Protagonist) রূপে পরিচিত।

শেকস্পীয়রের জুলিয়াস সীজার নাটক সীজারের নামে নামাঙ্কিত। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, নিঃশঙ্ক ও আত্ম-প্রত্যয়শীল। তিনি তাঁর সঙ্কল্পে অটল ও নিজেকে ধ্রুবতারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু সীজারকে হত্যা

করা হয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে, কিন্তু নাট্য-প্রবাহ পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। অপর দিকে, ব্রুটাস কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র করে নাট্য-ঘটনাসমূহ আবর্তিত হয়েছে ও তাঁর মৃত্যুতে নাটক শেষ হয়েছে। এতে অনেকের মনে হয়েছে যে, ব্রুটাসের নামে নাটকের নামকরণ অধিকতর সঙ্গত হতো। কিন্তু এই ধারণা যুক্তিসঙ্গত নয়। সীজারের মৃত্যু হলেও তাঁর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব নাটকের ঘটনাবলী ও চরিত্রসমূহের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে ও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

নর-নারায়ণে কৃষ্ণ নায়ক। মায়াতিমানব হয়েও তিনি নরদেহ ধারণ করেছেন ও কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধের পরিণাম নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' বলেছেন যে, ধর্মরাজ্য স্থাপন ও ধর্মপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের প্রথম পর্যায় বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে। অর্জুন দ্রৌপদীকে বলেছেন যে, ধর্ম অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যদি নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন, তবে ধর্মকায়া তাঁর চূর্ণ হবে।

যে উদ্দেশ্যে কেশবের আগমন,
হ'য়ে যাবে মুহূর্তে নিষ্ফল।

নায়ক-চরিত্রে বিশিষ্ট গুণাবলীর কথা আরিস্টটল উল্লেখ করেছেন। শেকস্পীরীয় নাটকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ক্ষীরোদপ্রসাদও এই ধারা অনুসরণ করেছেন। কৃষ্ণ অসাধারণ গুণালঙ্কৃত পুরুষ। তিনি গোলোকপতি নারায়ণ হয়েও নররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আমরা তাপসের মুখে শুনতে পাই যে, কর্ণ যাঁকে প্রতিযোদ্ধারূপে কল্পনা করে বিচিত্র বিদ্যা গোপনে অর্জন করেছেন :

মনে লয়, সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তার—
রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ।

কৌরব-সভায় পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন :

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।

পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।

কৃষ্ণ তাই শুধু নানাগুণে অলঙ্কৃত পুরুষ মাত্র নন—তাঁর মধ্যে আছে ঐশী-শক্তির প্রকাশ। তাঁর ইচ্ছার দ্বারা জগৎ নিয়ন্ত্রিত। তিনি হস্তিনায় এসে-ছিলেন দৌত্য-কার্যে, শেষবারের মত কৌরব-পাণ্ডবের মধ্যে বিরাট ক্ষয়-ক্ষতি, বিনাশ ও রক্তপাত বন্ধ করতে। কিন্তু কর্ণের পরামর্শে, ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র, এমনকি জননী গান্ধারীর নির্দেশ অমান্য ক'রে দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধন করতে যান। কৃষ্ণ তাঁকে বলেন :

আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে,
আমি বহু—মুক্তিরূপ—জগতের বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু—
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।

কৌরব সভায় সকলে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শনে অভিভূত হন। দুর্যোধন গান্ধারীকে এই কুহককে মায়াজাল রূপে বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণ 'তোমাদের অন্ধ ক'রে চ'লে গেছে শঠ-শিরোমণি'। কর্ণও একে মোহিনী মায়ারূপে বর্ণনা করলেও অন্তরে তিনি বিশ্বাস করেন যে, বিধাতা সাক্ষী দিলেও তিনি কৃষ্ণকে মানব বলবেন। কিন্তু :

মুক্তকণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব্ব মানব!
ধরণীতে বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।
সৃষ্টি হ'তে আজিও পর্য্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর—এই পূর্ণ মানবতা।

জয়দ্রথ বধকালে, ঘটোৎকচ বধ ও অর্জুনের সঙ্গে কর্ণের যুদ্ধকালে কৃষ্ণ তাঁর ঐশীশক্তির পরিচয় দেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনাসমূহকে কল্পিত উপন্যাসের ঘটনাবলীর ন্যায় অলীক মনে করলেও, ক্ষীরোদপ্রসাদ

কৃষ্ণ-চরিত্রের দুটি দিক গ্রহণ করেছেন। মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবিও এই দুটি দিক প্রদর্শন করেছেন। এ দুটি দিক হলো, কৃষ্ণের ঐশীশক্তির ব্যবহার ও তাঁর চতুর রাজনীতি। দ্বিতীয় দিকের প্রমাণ হলো কর্ণগৃহে গিয়ে কৃষ্ণকর্তৃক তাঁর জন্মরহস্য বর্ণনা ও পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের সনির্বন্ধ আহ্বান ও শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে ভীষ্ম-বধ। কৃষ্ণের অলৌকিক মাহাত্ম্যের আর একটি দিক হলো যে, তাঁর পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে ও আত্ম-প্রশংসা করে অর্জুনের পাপ মুক্তি সাধন। কায়-বাক্যে-মনে সত্যের আশ্রয় না নিলে কর্ণবধ কদাপি সম্ভব হতো না।

নাটকের নায়ক কৃষ্ণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শের কথা নাটকে ব্যাখ্যাত হয়নি। তিনি নিয়ামক-নক্ষত্রের ন্যায় ঘটনাসমূহ নিয়ন্ত্রিত করেছেন, কিন্তু কোন্ পরিণতি তাঁর কাম্য বা উদ্দেশ্য তা আমরা জানতে পারি না। অর্জুন তাঁর প্রিয়সখা, দ্রৌপদী প্রিয়সখী, তথাপি কৃষ্ণ-চরিত্রের মানবিক দিকসমূহ পরিস্ফুট হয়নি। ঐশীশক্তির প্রতীক বলে তাঁর মধ্যে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই।

কর্ণ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কৃষ্ণের পরে তাঁর স্থান। নানাগুণে তাঁর চরিত্র অলঙ্কৃত। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলেছেন:

তার তুল্য
ধনুর্দ্ধর আসেনি ধরায়। শুধু তাই
কেন, শুধু ধনুর্দ্ধর কেন সখী, কর্ণ
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান,
শত্রুর(ও) উপরে দয়াবান।

তাঁর তুল্য দানবীরও পৃথিবীতে আসেনি। যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হলে দেব সবিতা তাঁকে দেবরাজের ভিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হবার কথা জানিয়ে তাঁকে সহজাত কবচ-কুণ্ডল দিতে নিষেধ করেন।

যতদিন এ দু'টি তোমার
ববে, ত্রিভুবন মধ্যে কেহ না পারিবে
তোমারে করিতে পরাজিত।

গাণ্ডীবীর পশ্চাতে দেবরাজ দাঁড়ালেও তাঁকে পরাভূত হতে হবে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কৃষ্ণ বলেছেন :

পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে
আঁখি। আজি দাতাকর্ণ চ'লে যায় নিঃস্ব
ক'রে তারে।

সবিতার নিষেধ বাণী শুনে কর্ণ বলেছিলেন যে, ব্রতভঙ্গে সত্যের আশ্রয়-চ্যুত হয়ে তিনি বাঁচতে চান না।

কর্ণ-জীবনে দুটি দিক লক্ষণীয়। পুরুষকারের জীবন্ত বিগ্রহ তিনি, কিন্তু তাঁর জীবন নিয়তি-তাড়িত। পদে পদে নিয়তি তাঁর সঙ্কল্প ও অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করেছে। গ্রীক নাটকে, বিশেষতঃ রাজা অয়দিপাউসে ও হিপ্পোলিটাসে নিয়তির প্রভাব অনতিক্রমণীয়রূপে পরিস্ফুট হয়েছে।[১] দ্বিতীয় দিকটি হলো যে, কৃষ্ণ দেহধারী নারায়ণ কিনা এ-সম্পর্কে তাঁর গভীর সংশয়। এই দুটি নাটকে মিলে-মিশে গিয়েছে।

কর্ণ কর্তৃক শব্দভেদী বাণের ভুল প্রয়োগ হেতু তাপসের হোমধেনু নিহত হলে তিনি তাকে অভিশাপ দেন,'নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম সব্ব শিক্ষা আজ তব করিল নিষ্ফল'! প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে তাঁর রথচক্র পৃথিবী গ্রাস করবে ও তীক্ষ্ণ বাণে তাঁর মৃত্যু হবে। তাপস আরও জানালেন যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে নারায়ণ দেহরক্ষীরূপে রক্ষা করে চলেছেন। দ্বিতীয় অভিশাপ হলো গুরু পরশুরামের। যুদ্ধকালে সঙ্কট মুহূর্তে তিনি গুহ্যাস্ত্রের

১। অধ্যাপক নিকল তাঁর The Theory of Drama গ্রন্থে লিখেছেন fate appears above the stage like of fourth actor playing a principal part' (পৃঃ ১১) শেক্সপীয়রের অনেক নাটকে নিয়তির প্রভাব সবীকৃত হয়েছে।

কথা বিস্মৃত হবেন। তবে তিনি সূতপুত্র হলে এই অভিশাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না। কর্ণের ধারণা হলো 'সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি'। পদ্মাবতীর নিকটে তিনি কিন্তু সংশয়ের সুরে বলেছেন :

হই যদি রাধার নন্দন,
অধিরথ যদি মোর পিতা, শুনে রাখো—
নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব
রণে নর-নারায়ণে।

নিয়তির কার্য পরেও প্রমাণিত হয়েছে। কৃষ্ণ তাঁর গৃহে এসে তাঁর জন্ম রহস্যের কথা জানান। এটি তাঁর জীবনে এক বিরাট আঘাত। কৃষ্ণের পাণ্ডব পক্ষে যোগদানের আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন ও মৃত্যুরূপা মাতা কুন্তীকে প্রণাম জানান। নিয়তির নিষ্ঠুর কার্য কর্ণের জন্মরহস্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই রন্ধ্রপথে নিয়তি তাঁর জীবনে প্রবেশ করেছে। অথচ তাঁর স্বকৃত কোন ত্রুটি নেই, বিচারবুদ্ধিও আচ্ছন্ন হয়নি।

ইন্দ্র কর্তৃক কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা, ঘটোৎকচের প্রতি একঘ্ন বাণের ব্যবহার, অর্জুনের প্রতি বাসুকীপ্রদত্তা শক্তির হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক কপিধ্বজকে ভূতলে প্রোথিত করা—এই সকল ঘটনা নিয়তির ভূমিকা পরিস্ফুট করেছে।

নারায়ণ কদাপি মনুষ্যদেহধারী হতে পারেন কিনা এই ছিল কর্ণের সংশয়। এই কারণে তিনি তাপস ও ভীষ্মের কথাকে অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করেছেন। তবে নানা ঘটনায় তাঁর অবিশ্বাস শিথিল হয়েছে। তথাপি তিনি ধনঞ্জয়-বাসুদেবকে শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি দান করেছেন। কিন্তু কৌরব সভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন, জয়দ্রথ বধকালে সূর্যকে আচ্ছাদন করা ও যুদ্ধকালে কপিধ্বজকে ভূতলে প্রোথিত করে অর্জুনের প্রাণরক্ষা, তাঁর মনের সকল সংশয় দূরীভূত করেছে। আর তাঁকে মানব বলা চলে না। মৃত্যুর প্রাক্কালে কর্ণ তাঁর প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম, তাঁর সকল কার্য, স্মরণ-মনন ও বাক্য তাঁর সমগ্র জীবন কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণ বলেছেন :

হে চির-গোপন !
অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি পরিপূর্ণ—
পরিপূর্ণ আমি।

কর্ণ-চরিত্রের দ্বন্দ্ব, সংশয় ও পৌরুষের পরাভব তাঁর চরিত্রকে আমাদের নিকটে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

কাব্যনাট্যরূপে 'নর-নারায়ণ'

প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে দেবতা ডায়োনিসিউসের মন্দিরে উৎসব হতো। ছাগ বলিদানকে কেন্দ্র করে নৃত্যের ও গীতের একটি বড় ভূমিকা ছিল। এই ডায়াথ্রাম্ব থেকে ট্রাজেডি নাটক সৃষ্ট হয়। পরবর্তী কালে কোরাসের সঙ্গীত ব্যতীত, নাটকের সংলাপে গীতি-কবিতার সুর পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সকল ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হবার পরে রাজা অয়েদিপাউস মর্মান্তিক বেদনায় বলে উঠেছেন :

O dark intolerable inescapable night
That has no day !
Cloud that no air can take away !
O and again
That piercing pain,
Torture in the flesh and in the soul's dark memory.

সত্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় রাণী ইওকাস্তে আত্মহত্যা করেছেন এবং অয়েদিপাউস নিজেকে অন্ধ করেছেন। যে মর্মান্তিক বেদনা ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে তার মধ্যে আছে লিরিকের সুর, যার প্রকাশ ঘটেছে কাব্য ভাষায়। প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা হলো গদ্য, সেই গদ্যে এমন হাহাকার মর্মস্পর্শী পরিণাম লাভ করতে পারতো না। শেকস্‌পীয়রও তাঁর ট্রাজেডি নাটকে ব্যবহৃত ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে এই জাতীয় সঙ্গীতের সুর ব্যক্ত করেছেন। নাটকের কাব্যসংলাপ তাই সঙ্গীতের নিকটে ঋণী।

ট্র্যাজেডি যেহেতু মানব-জীবনের গভীর রহস্য ও রূপের পরিচয় দেয়, সেখানে সংলাপ সুরাশ্রিত না হলে, চিত্র ধ্বনিময় না হয়ে উঠলে সেই রূপ ও রহস্যকে যথোচিতভাবে প্রকাশ করা যায় না। অয়েদিপাউসের হৃদয়মন্থনকারী আলোড়ন যেমন কাব্য সংলাপের মাধ্যমে ব্যক্ত হতে পেরেছে, হ্যামলেটের মৃত্যুর প্রাক্কালে উচ্চারিত গভীর বেদনাও কাব্য-সংলাপের আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি হোরাসিওকে বলেছেন :

If thou didst ever hold me in thy heart,
Absent thee from felicity a while,
And in this harsh world draw thy breath in pain,
To tell my story.

এখানে যুক্ত হয়েছে সঙ্গীতের ধ্বনি ও ভাষার চিত্ররীতি। সমালোচক এইচ. ডাবলু. গারডের মতে 'There are words made, not for, but with music.'[১]

নাটকে কাব্য-সংলাপের ব্যবহার সম্পর্কে অধ্যাপক আবারক্রম্বি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।[২] ট্র্যাজেডি নাটকে চরিত্রসমূহের পরিকল্পনা উচ্চস্তরের। তাঁদেরও আবেগ ও মানসিক আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চিত্রধ্বনিময় সংলাপ ব্যবহার করা হয়। সেখানে গদ্য ভাষা নিতান্ত আড়ষ্ট বলে মনে হয়। আমাদের প্রতিদিনের ভাষায় থাকে অস্পষ্ট ইঙ্গিত, গ্রাম্য রূপ ও অনুভূতির অনুপস্থিতি। এই ভাষার সহায়তায় কোন দূরপ্রসারী ব্যঞ্জনা, অর্থবহ ইঙ্গিত বা চরিত্রোপযোগী ভাষার রূপ সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু কাব্য-সংলাপে বাচ্য বা বিষয় এবং ভাষা ও অলঙ্কার এক প্রযত্নে সিদ্ধ হয়ে থাকে। 'ধ্বন্যালোকে' আনন্দবর্ধন বলেছেন :

১। The Profession of Poetry. 20th Century English Critical Esssays. Ist Series.

২। Function of Poetry in Drama. Do

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্ যত্ন নির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ॥

প্রতিভাবান কবির হৃদয় থেকে তারা বিনা প্রয়াসে নির্গত হয়। শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষা ও অলঙ্কার বাচ্য থেকে পৃথক নয়, তারা বাচ্যের অঙ্গ। রসের ঔচিত্য অনুযায়ী অলঙ্কার জন্ম নেয়। এই রূপ হয়ে ওঠে রসানুকুল।

ম্যাকবেথ নাটকে রাজা ডানকানকে হত্যা করবার পরে ম্যাকবেথের মন অনুশোচনায় পূর্ণ হয়। তিনি তাঁর রক্তরঞ্জিত হস্ত-দ্বয়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন যে, এই রক্তের চিহ্ন সমুদ্রজলের দ্বারা ধৌত করলেও যাবে না। কিন্তু তাঁর মনের গভীর আলোড়নকে গদ্য ভাষায় প্রকাশিত করা যায় না। স্বভাবত সেখানে অলংকৃত কাব্য ভাষা ম্যাকবেথের মনোভাবকে পরিস্ফুট করতে সহায়তা করেছে। ম্যাকবেথ বলেছেন—

No, this my hand will rather
The multitudinous seas incarnadine,
Making the green one red.

কিন্তু এর উত্তরে লেডি ম্যাকবেথ গদ্যধর্মী ভাষায় তাঁর স্বামীর ভীতি অপনোদন করবার জন্য বলেছেন—

A little water clears us of this deed;
How easy is it then.

সুতরাং কাব্য সংলাপে চরিত্রের রূপ সম্যকরূপে প্রকাশিত হয়, তাই এই সংলাপকে বলা চলে—"conceptual poetry". অর্থাৎ এই সংলাপ চরিত্রের রূপকে উদ্ভাসিত করে তোলে। নাট্য-সংলাপের কার্য দ্বিবিধ। একটি হলো তা চরিত্রকে পরিস্ফুট করে এবং অপরটি হলো নাট্য গতিকে ত্বরান্বিত করে দেয়। নাটকের উদ্দেশ্য হলো যে, তা আমাদের আত্ম সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেয়। আমরা ট্রাজেডি নাটক পড়ে নূতন করে নিজেদের উপলব্ধি করবার সুযোগ পাই। আমাদের বাস্তবজীবন এই কার্যে সহায়তা করে না; কিন্তু নাটক আমাদের অন্তর-স্বরূপের

সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়। এই অর্থে গদ্য-সংলাপ জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। একমাত্র কাব্যে সংলাপের মাধ্যমে মানব-জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। একদা কাব্য-সংলাপ রচিত হতো, চরণান্তিক মিলনের ছন্দে ; কিন্তু তা যথেষ্ট কার্যকরী বিবেচিত না হওয়ায়,—অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহায়তা গ্রহণ করা হয়, এই ছন্দে শেক্সপীয়র তাঁর নাটকের কাব্য-সংলাপ রচনা করেন। T. S. Eliot-এর মতে কাব্যে সংলাপ যেমন অলংকৃত হতে পারে, তেমনি আবার তাকে প্রাত্যহিক-জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করা যায়। শেক্‌সপীয়রে এই রীতি দেখা যায়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'নর-নারায়ণ' নাটক কাব্য-সংলাপে রচনা করেছেন। তিনি ব্যবহার করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, তাঁর চরণের মাত্রা সংখ্যা হলো চোদ্দ। যেখানে গভীর আবেগ ও অন্তরের আলোড়ন প্রকাশিত হয়েছে, ভাষা তথায় অলংকৃত, চিত্রধ্বনিময়। কিন্তু অন্যত্র তাঁর ভাষা নিরাভরণরূপে অবতরণ করেছে প্রাত্যহিক কথোপকথনের স্তরে।

কর্ণকে অভিশাপদানে উদ্যত পরশুরামের মনেও দ্বিধা পরিদৃষ্ট হয়। এই দ্বিধা তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করেছে আলোড়ন। কর্ণকে তিনি বলেছেন :

সহজাত কবচ-কুণ্ডল,
বিমল আদিত্য-জ্যোতি-মুখে,
নয়নে গায়ত্রী-দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—
দেবতার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ
দেহে ধ'রে জীবন প্রারম্ভ পথে—
সর্ব্ব ভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন !

আবার, তাঁর বক্তব্য সাধারণ স্তরে উপনীত হয়েছে।

করুণা—করুণা ? এই দেখ হতভাগ্য,
ক্ষীণ কঠোরতা আবরণে কত অশ্রু

রেখেছি সঞ্চিত। সূতপুত্র! সূতপুত্র
পরিচয়ে চাও ভিক্ষা করুণা আমার?

কর্ণ-পদ্মাবতীর কথোপকথন থেকেও ভাষার সাধারণ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়।

পদ্মা—কৌরব ম'রেছে বহুদিন।
কর্ণ—জানি—জানি। যেদিন কৌরব সভামাঝে
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর হ'য়েছে লাঞ্ছনা।
পদ্মা—সেদিন ম'রেছে ভীষ্ম, সেদিন ম'রেছে দ্রোণ।
কর্ণ—জানি—জানি। সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি।
পদ্মা—জানিয়া করিবে রণ?
কর্ণ—বড় প্রলোভন। প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়।

অথবা পরাভূত সহদেবের প্রতি কর্ণের উক্তি :

যাও ভাই, শীঘ্র যাও—
তুলে লও ধর্ম্মরাজে নিজ-রথে। ভগ্নরথ,
নিরস্ত্র তোমার জ্যেষ্ঠ। যদি দেখে রাজা
দুর্য্যোধন, তখনি করিবে বন্দী—যাও!
রাজ্যলোভে সংগ্রামের এত যে ক'রেছ
আয়োজন, সমস্তই পণ্ড হবে।

অলঙ্কৃত কাব্যভাষার প্রয়োগ নাটকে দ্রৌপদী, কর্ণ ও কৃষ্ণের মুখে পাওয়া যায়। সন্ধি স্থাপনের জন্য কৃষ্ণ সহদেব ব্যতীত অন্য পাণ্ডব ভ্রাতাগণের সম্মতি নিয়ে যাত্রার প্রাক্কালে দ্রৌপদী তাঁকে বলেছেন :

যে অশ্রু হে কমললোচন,—প্রবাহিয়া
ধারায় ধারায়, ধরিয়া বসন মূর্ত্তি
সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার—

সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়,
কে ভুলাল আজি মোর ?

অথবা দ্রৌপদীর উক্তি যেখানে রৌদ্ররাগ বিকীর্ণ করেছে :

অগ্নিশিখা শিরে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন্ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর ?
ঘুমালি কি অভিমন্যু ?

কৃষ্ণ কর্ণকে তাঁর জন্মের পরিচয়দানের পরে তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু কর্ণ সে প্রস্তাব গ্রহণ না করায়, কৃষ্ণ তাঁকে বলেন 'পৃথ্বীর সংহার দশা এনো না কৌন্তেয়'। অভিমান-ক্ষুব্ধ কর্ণ উত্তর দিলেন :

নিষ্ঠুর জননী-ত্যক্ত, সদ্যোজাত শিশু,
অজ্ঞানে অবস্থা বুঝে ভূমিতে পড়িয়া
যে সময় তারস্বরে করিল ক্রন্দন,
বিদীর্ণ হইয়া পৃথ্বী—সীতারে যেমন—
কেন তারে সে সময় লুকালো না কোলে ?

কর্ণ কুন্তীপুত্র অথচ অর্জুনের সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তিনি তাঁর অন্তরের গভীর আলোড়নের কথা কৃষ্ণকে জ্ঞাপন করেছেন। ভাষা হয়ে উঠেছে গভীর অনুভূতিপ্রবণ, লিরিকের প্রগাঢ়তায় ঐশ্বর্যসম্পন্ন।

মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা। বাসুদেব !
মর্ম্ম-ভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি',
শুনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা !

মৃত্যুর পূর্বে কর্ণ তাঁর জীবনরহস্য ও দ্বৈরথ-সমরে পরাভবের কারণ ভীমকে

বলেছেন। মৃত্যুরূপা জননীর আবির্ভাবে তিনি অমরত্ব দান করেছেন, অস্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রেখেছেন ও 'অন্তরে বিস্মৃতি ঢেলেছি ভারে ভার'। জননী পরিত্যক্ত শিশু অন্য এক অনন্ত বাৎসল্য ভরা জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছিল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তাঁকে অনুজ সহোদরের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলো। কর্ণের এই দীর্ঘ সংলাপ আন্তরিকতায় পূর্ণ ও আবেগে দীপ্ত। কর্ণ তাঁর পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

জন্ম—জন্ম—একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল
ওইখানে !

মৃত্যুও তাঁর জন্মের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারেনি, তাই তাঁর জীবনে 'ব্যঙ্গ করে বিরাট শূন্যতা'।

ভাষা ব্যবহারে ত্রুটি-বিচ্যুতি চোখে পড়ে। কোথাও ঘটেছে অযথার্থ উপমার ব্যবহার বা অপপ্রয়োগ, কোথাও দুঃসাহসিক সমাসের প্রচলন। কর্ণ কৌরব সভায় ভীষ্ম প্রভৃতির আক্রমণে দুর্যোধনকে সম্বোধন করে বলেছেন :

আজিও পর্যন্ত ক'রেছি কি কোনদিন
মনেরও অক্ষর দিয়া অনিষ্ট তোমার ?

অস্পষ্টতা হেতু ভাষা কোন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেনি। কৌরব সভায় গমনোদ্যত কৃষ্ণকে দ্রৌপদী তাঁর দুঃসহ বেদনার কথা ব্যক্ত করে বলেছেন যে, তিনি নিত্য সহ্য করে চলেছেন :

অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ
মৃত্যুর নিশ্বাসে।

এখানে উপমার ভাষা কষ্টকল্পিত ও অতিরঞ্জিত। অন্যত্র, জননী গান্ধারী দুর্যোধনের সংকল্পকে বাধা দিয়েছেন। দুর্যোধনের সংকল্প হল "শঠশ্রেষ্ঠে করিব বন্ধন"। গান্ধারী বলেছেন—

অহঙ্কার-পরবশ, মর্য্যাদা-ঘাতক !
পারিবি না—কেশবে বাঁধিতে পারিবি না।"

এখানে সমাসের প্রয়োগ সচেষ্ট ও কৃত্রিম বলে মনে হয়। পঞ্চপাণ্ডব পিতামহ ভীষ্মের অসীম স্নেহের পাত্র। তথাপি তিনি যখন সৈন্যের ভার গ্রহণ করেছেন তখন যুদ্ধ করতে আর কার্পণ্য করবেন না। তিনি বলেছেন—

হ'ক প্রিয়, প্রিয় হতে প্রিয়,
অসীম প্রিয়তা-সেব্য সে পঞ্চপাণ্ডব।

এখানে 'অসীম প্রিয়তা-সেব্য' কথাটির কোন গূঢ় অর্থ প্রকাশ করেনি। মনে হয়, যে ভাষা প্রয়োগের মৌলিক প্রয়াস তাকে আকৃষ্ট করেছে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত কর্ণের নিকটে কৃষ্ণ ও ভীম দণ্ডায়মান। নকুল এসে জননী কুন্তীর মূর্চ্ছার কথা ভীমের নিকটে জ্ঞাপন করলেন। তিনি বলেছেন--

জীবনের
সঙ্গে গাঁথিয়া মরণ জেগেছে জননী।

এই ভাষা প্রয়োগ নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অলঙ্কৃত বলে মনে হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীম কর্ণের নিকটে পরাভূত হন। কর্ণ ভীমের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন—

দূর-ক্ষিপ্ত গদা—
মগ্ন-আঁখি আলেখ্য-নিশ্চল—সর্ব্ব শক্তি
রুদ্ধ দেব-গৃহে অস্তিত্ব-প্রকাশ-শক্তি
ছিল মাত্র মুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের পথে।

এখানেও ভাষা কৃত্রিম ও কষ্টকল্পিত। যুদ্ধক্ষেত্রে এই জাতীয় আলংকারিক ভাষা প্রয়োগের কোন অবকাশ থাকে না। তবে মৃত্যুর প্রাক্কালে কর্ণ তাঁর অন্তরের অবরুদ্ধ আবেগকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে সেই ভাষা অলঙ্কার সমৃদ্ধ হতে পারে। কিন্তু তাকেও ঔচিত্যের সীমা মেনে চলতে

হবে। ঔচিত্যের বড় কথা হল যে, বর্ণনা এমন যেন না হয় যা পাঠকমনে বিশ্বাস বা কাব্য সংস্কারকে আঘাত করে। আরিস্টটল বলেছেন যে, ভাষাকে প্রাত্যহিকতার জড়তা থেকে মুক্তি দিতে গেলে 'A certain admixture of the familiar terms is necessary'। ভাষা ব্যবহারেও ঔচিত্যের ধর্ম বিস্মৃত হওয়া চলে না।

কাব্যের আধারে যে নাটক রচিত হয় তাই হলো কাব্যনাট্য। এখানে নাট্যগুণ প্রধান, তার প্রাধান্যও স্বীকৃত। কিন্তু সে প্রকাশের জন্য কাব্যের আশ্রয় নির্বাচন করে। তথাপি কাব্যের মাধুর্য বা প্রসাদগুণ বা তার চিত্ররীতি নাট্যধর্মকে অতিক্রম করতে পারবে না। যেখানে এই অতিক্রমের প্রয়াস দেখা যায় সেখানে সে নাট্যধর্ম-বিরোধী গীতিকাব্যের জলাজমি রচনা করে। নাট্যকাব্যে কাব্যের প্রতিষ্ঠা মেনে নিতে হয়। নাটকের ভাব বা গুণ কাব্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়ে থাকে।

চরিত্র-চিত্র

কৃষ্ণ—বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষ্য করেছেন। প্রথম দুটি স্তরের রচনায় কাব্যগুণাবলীর প্রকাশ ঘটেছে। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণ-চরিত্রের দুটি দিক পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন, এক, তাঁর কূটকৌশল ও রাজনৈতিক চতুরতা এবং দুই, তাঁর ঐশীশক্তি। তিনি ধরাতলে দেহধারী নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর ঐশী-শক্তির ব্যবহার করে থাকেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র কৃষ্ণের দেবমহিমা ব্যাখ্যা করেছেন।

বনমধ্যে তাপস কর্ণকে বলেছেন, যে ধনুর্ধরকে তিনি পরাভূত করতে চান ও সেই উদ্দেশ্যে বিচিত্র বিদ্যাশিক্ষা করেছেন :

মনে লয়, সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তার—

রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ।

কিন্তু নারায়ণ নরদেহধারী এই কথা কর্ণের নিকটে অবিশ্বাস্য বলে মনে হল, কারণ যিনি সর্বত্রগ, কূটস্থ অচল, সেই ব্রহ্ম যিনি অনন্ত ভুবন আচ্ছাদিত করে আছেন তিনি মানবদেহে প্রকাশিত একথা কর্ণের কাছে প্রগল্‌ভ উক্তি বলে মনে হয়। পুনর্বার কৌরব সভায় পিতামহ ভীষ্ম বলেছেন,–

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।

পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।

একআত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।

কিন্তু এ-কথাও কর্ণের নিকট প্রলাপ বাক্যের অতিরিক্ত কিছু নয। তবে কর্ণ-মহিষী পদ্মাবতী দেহধারী নারায়ণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। অর্জুনের সঙ্গে কর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবেন একথা শুনে পদ্মাবতী বলেছেন যে, ধনঞ্জয়ের পশ্চাতে আছেন দুষ্টধ্বংসকারী জনার্দন। কর্ণ বলেন যে তিনি বিভুরূপে—কর্ণের পশ্চাতেও থাকতে পারেন কিন্তু অর্জুনের ক্ষেত্রে তিনি ন-র দেহধারী নারায়ণ। কর্ণ কৃষ্ণের ঐশীশক্তিকে বিশ্বাস না করলেও কৃষ্ণার্জুনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণ এসেছেন সন্ধির শেষ প্রয়াস নিয়ে কৌরব সভায়। কর্ণ দুর্যোধনকে অনুরোধ করলেন কৃষ্ণকে বন্ধন করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে। তিনি যে নারায়ণ এই পরীক্ষা তিনি করতে চান। দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধনের আদেশ দিলে কৃষ্ণ বললেন :

আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে,

আমি বহু—মুক্তিরূপ—জগতের বন্ধন

ভিতরে। আমি অণু—

বন্ধন আমাকে কভু খুঁজিয়া না পায়,

আমি মহৎ—ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।

কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করলে কৌরব সভায় সকলে অভিভূত হয়ে

পড়েন। কৃষ্ণের আশীর্বাদে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর অধ্যাত্ম দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করলেন।

পদ্মাবতীর নিকটে কর্ণ জয়দ্রথের নিধন-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অর্জুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, সূর্যাস্তের পূর্বে তাকে নিধন করতে না পারলে তিনি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন। সূর্য অস্তাচলে গেল। জয়দ্রথ যেমনি কুণ্ডের সমীপবর্তী হলেন সূর্য পুনঃপ্রকাশিত হল। অর্জুন তাকে বধ করলেন। কর্ণ বলেছেন হয় উল্কার প্রবাহ রবিরশ্মির আগমন রুদ্ধ করেছিল অথবা অস্তকালে রাহুর আক্রমণ ঘটেছিল, "কিন্তু অনেকেই বলে, সূর্য্যে ঢেকেছিল সুদর্শন"। পদ্মাবতী বিশ্বাস করেন যে, সুদর্শনচক্র সূর্যকে আচ্ছাদিত করেছিল। কর্ণ কখনও তাঁর ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস না করলেও বলেছেন :

অপূর্ব্ব মানব !
ধরণীতে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
সৃষ্টি হ'তে আজিও পর্য্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর —এই পূর্ণ মানবতা।

কর্ণ পদ্মাবতীকে আরও বলেছেন যে, শয্যা ত্যাগ করে যখন তিনি ইষ্টের স্মরণ করতে যান তখন নবীন-নীরদ-শ্যামমূর্তি তাঁর নিকটে এসে দাঁড়ায়। তখন ইষ্ট এবং বাসব প্রদত্ত একঘ্ন অস্ত্রের কথা তিনি বিস্মৃত হন। কৃষ্ণ যদি ঐশীশক্তির অধিকারীও হন তথাপি তিনি তাঁর সখার মৃত্যু রোধ করতে পারবেন না।

কর্ণ ও অর্জুনের দ্বৈরথ সমরে কর্ণ পরাভূত ও নিহত হন। কর্ণ অর্জুনকে লক্ষ্য করে বাসুকী প্রদত্তা শক্তি ব্যবহার করেন। এর স্পর্শে "দেবেন্দ্র লুটাতো ভূমি তলে, বায়ুরস্পর্শে মরিত মানব"। কিন্তু কৃষ্ণ অর্জুনের কপিধ্বজকে ভূতলে প্রোথিত করেন। তার ফলে পূর্বোক্ত শক্তি "ফিরে এলো শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া"।

ক্ষীরোদপ্রসাদ কৃষ্ণের ঐশীশক্তি ব্যবহারের কথা মহাভারত অনুসরণে

ব্যাখ্যা করেছেন। এটি পৌরাণিক নাটকের উপযোগী হয়ে উঠেছে, কেননা দৈবশক্তির আবির্ভাব ও ব্যবহার মানবজীবনের ঘটনাবলীর ন্যায় কার্যকারণ সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু এর ফলে নাটকের মানবিক গুণের অভাব ঘটে এবং অতি অলৌকিক ঘটনাবলী পাঠকের মনকে অভিভূত করলেও তাদের বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারে না।

নাট্যকার কৃষ্ণ-চরিত্রের রাজনীতিজ্ঞতার দিকটি পরিস্ফুট করেছেন। দৌত্যকার্য বিফল হবার পরে কৃষ্ণ কর্ণগৃহে এসে তাঁর জন্মরহস্যের কথা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য অনুতপ্তা জননী প্রতীক্ষারতা। তিনি এসে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবরূপে ধর্মানুমোদিত সিংহাসন গ্রহণ করতে পারবেন। যুধিষ্ঠির হবেন যুবরাজ, ভীমসেন তার মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র ধরবেন, ধনঞ্জয় হবেন তার রথের সারথি এবং মাদ্রী সুতদ্বয় হবেন তাঁর অনুচর। দিবসের ষষ্ঠভাগে দ্রৌপদী এসে তাঁর অর্চনা করবেন। নাটকে কৃষ্ণের রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় থাকলেও ত্যাগীশ্রেষ্ঠ কর্ণের প্রতি কৃষ্ণের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বললেন—

হে আর্য্য, প্রণতি করি' বলি আপনারে,
আজি হ'তে দান বাক্য
চিরদিন সংযুক্ত রহিবে তব নামে।

দ্রৌপদীর নিকটে কৃষ্ণ বলেছেন যে, কর্ণ অর্জুনের বাণে নিহত হবেন যদি কায়-বাক্য-মনে তিনি সত্যের আশ্রয় নেন। কিন্তু কণামাত্র মিথ্যা থাকলে গাণ্ডীবের শরপ্রহারে কর্ণের কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষীরোদপ্রসাদ কৃষ্ণ-চরিত্রের মানবিক দিক পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন। তাই কর্ণ প্রসঙ্গে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। অর্জুন কৃষ্ণের প্রিয়সখা হলেও তিনি বলেছেন যে, কর্ণের ন্যায় ধনুর্ধর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি। তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী তপস্বী-প্রধান এবং শত্রুর উপরেও দয়াবান। কর্ণ একঘ্ন শক্তির অধিকারী। এর প্রহারে অমরেরও মৃত্যু হবে। কৃষ্ণ তাই সুকৌশলে অর্জুনকে সরিয়ে

নিয়ে ঘটোৎকচকে কৌরব সৈন্যের ধ্বংসে ব্যবহার করেছেন। এক নগণ্য বর্বর রথীকে বধ করবার জন্য এই শক্তির অপপ্রয়োগ তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। ঘটোৎকচের মৃত্যু সংবাদে কৃষ্ণ রথের উপরে আনন্দে নৃত্য করেন। ঘটোৎকচের মৃত্যু অর্জুনের জীবনকে নিরাপদ করে দিয়েছে।

দ্রৌপদী কৌরব সভায় তাঁর লাঞ্ছনার কাহিনী কৃষ্ণের নিকটে পুনর্বার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

যে অশ্রু হে কমললোচন,—প্রবাহিয়া
ধারায় ধারায়, ধরিয়া বসন মূর্তি
সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার—
সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়,
কে ভুলাল আজি মোরে ?

দ্রৌপদীর অভিযোগ হল যে, কৃষ্ণ কেন সন্ধির জন্য দৌত্যকার্যে চলেছেন। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বলেছেন যে, বিধাতা দানব-মানবকৃত সর্ব উপদ্রব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু পারেন না

—অনাথ ক্রন্দন,
অনশনে জাতির-মরণ,
আর পারে না পারে না—কোনমতে—
কার্য্যে, বাক্যে, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা।

কর্ণ—মহাভারতে কর্ণ-চরিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর চরিত্রে গুণাবলীও যেমন অসাধারণ ত্রুটিও অনুরূপ পর্যায়ের। রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, প্রাচীন মহাকাব্যে বা এপিকে আমরা প্রধান চরিত্রসমূহের মধ্যে শিভালরির পরিচয় পাই। শিভালরি হল বীরত্বের সঙ্গে বর্বরতার সংমিশ্রণ। যে কর্ণ পাণ্ডবগণকে বারণাবতে দগ্ধ করবার পরামর্শ দুর্যোধনকে দিয়েছিলেন কিংবা কৌরব সভায় রজঃস্বলা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, অভিমন্যু বধে সপ্তরথীর

একজন ছিলেন—তিনিই আবার অসাধারণ দানবীর ও যোদ্ধা। ভিখারী ব্রাহ্মণরূপে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর নিকটে সহজাত কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করলে তিনি তা বিনা দ্বিধায় দান করেন। যদি এই কবচ-কুণ্ডলের অধিকারী তিনি থাকেন তবে নর কেন তিনি দেবেরও অবধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অপরাজেয় ধনুর্ধর। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁর পৌরুষ ব্যর্থ হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কর্ণ-চরিত্রে অসাধারণ মহত্ব ও গুণাবলী প্রত্যক্ষ করে বলেছেন "কর্ণ-চরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর"। তাঁর এই মন্তব্য নিছক উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, এক যোগ্য মহাবীরের যথার্থ মূল্যায়ন। কর্ণ দানবীর। নাটকে তাঁর মৃত্যুশয্যায় কৃষ্ণ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন যে, তিনি বীরত্বের অভিমানী কর্ণের মৃত্যুতে অশ্রু বর্ষণ করতে আসেননি,

পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে
আঁখি। আজি দাতাকর্ণ চ'লে যায় নিঃস্ব
ক'রে তারে।

কৃষ্ণ এই নরোত্তমের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। দ্রৌপদীকে তিনি বলেছেন যে, তাঁর তুল্য ধনুর্ধর পৃথিবীতে আসেনি। শুধু তাই নয়, কর্ণ :

ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান,
শত্রুর(ও) উপরে দয়াবান।

এই মহাবীর একমাত্র বধ্য অর্জুনের শরাঘাতে। কিন্তু :—

তাও যদি সখা মোর কায়ে, বাক্যে, মনে,
সত্যের আশ্রয় করে।

নাটকে পরিস্ফুট কর্ণ-চরিত্রের দুটি দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি হল তিনি নিয়তি-নিগৃহীত পুরুষ। পৌরুষের তিনি দীপ্ত বিগ্রহ। কিন্তু পদে পদে সেই পৌরুষ তাঁর আচ্ছন্ন, খণ্ডিত ও ব্যর্থ হয়েছে। অপ্রতিরোধ্য নিয়তির বিরুদ্ধে তিনি অসহায়। তাঁর চরিত্রের অপর একটি

দিক হল কৃষ্ণের ঐশী লীলা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ। যে ব্রহ্ম সর্বত্রগ, অনির্দেশ্য, কূটস্থ অচল, অনন্ত ভুবন যিনি আচ্ছাদন করে আছেন তিনি নরদেহে প্রকাশিত—একথা কর্ণ বিশ্বাস করতে চান না। শব্দভেদী বাণের ভুল প্রয়োগ হেতু তাপসের হোমধেনু নিহত হয়। কর্ণ সেইস্থান থেকে পালিয়ে যাননি; বরং তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করে ব্রাহ্মণকে প্রভূত স্বর্ণ রত্ন ও সহস্রাধিক ধেনু দানে প্রতিশ্রুত হন। তাপস সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী জ্যোতির্ময় সুঠাম সুন্দর দেবতারূপী নরকে প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেন যে, বিশ্বের বিধাতা এই সচল কাঞ্চন-মন্দির ধ্বংসের জন্য ধরাতলে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করবার জন্য তিনি গুহ্যাস্ত্র প্রয়োগের দীক্ষা নিয়েছেন তাঁর দেহরক্ষীরূপে নারায়ণ সর্বদা, সর্বথা তাঁর সঙ্গে বিচরণ করেন। তাপস তাঁকে অভিশাপ দেন যে, মহাবীর প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে তাঁর রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে এবং তাঁর মৃত্যু হবে। জীবনের সূচনায় এই যে অভিশাপ তা যেন নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। বাস্তবিক কর্ণ হতভাগ্য, বীরত্বের প্রতীক হয়েও নিয়তির চক্রান্তে তিনি পদে-পদে বিড়ম্বিত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে যে, তাঁর বহু আয়াসলব্ধ শিক্ষা ব্রাহ্মণের শাপের প্রলাপে ব্যর্থ হতে পারে না। তাছাড়া নারায়ণ নরদেহ-ধারী এই প্রগল্ভ উক্তিও অবিশ্বাস্য। গুরু পরশুরামের নিকটে যখন তাঁর অস্ত্রশিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, গুরু তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেছেন তাঁর তুল্য বীর পৃথিবীতে আর হয়নি, হবে না, হতে পারে না। তখন দৈবের চক্রান্তে ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁকে অভিশাপ দেন। তাঁর জানুতে মস্তক রেখে গুরু নিদ্রাভিভূত হলে এক বজ্র কীট কর্ণকে দংশন করে। তিনি নীরবে প্রচণ্ড যন্ত্রণা সহ্য করেন। সেই কীটের দংষ্ট্রাস্পর্শে পরশুরাম বিচলিত হন। কর্ণ ব্রাহ্মণপরিচয়ে গুরুর নিকটে এসেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পরে তিনি তাঁকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে বজ্র কীটের দংশন সহ্য করা সম্ভব নয়। কর্ণ সূতপুত্ররূপে তাঁর পরিচয় দেন। পরশুরাম বলেন, যদি তিনি সত্যই সূতপুত্র

হন তবে তার অভিশাপ কর্ণকে স্পর্শ করবে না। নচেৎ যে গুহ্যাস্ত্রের শিক্ষা-দানে ও প্রয়োগকৌশলে তিনি তাঁকে ধরাতলে অজেয় করে তুলেছেন—

রে মূঢ়, সঙ্কট কালে—বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।

পরশুরামও কর্ণকে প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ের সুরে বলেছেন—

বুঝিতে নারিনু এ অপূর্ব্ব তোমার সৃজনে—
কি উদ্দেশ্য ছিল বিধাতার।

জীবনের প্রারম্ভ পথে কর্ণ যে সর্বভাগ্য বিসর্জন দিলেন এজন্য নিয়তিকে দায়ী করা চলে। এই নিয়তির নিকটে পুরুষকার প্রতিহত ও পরাজিত। কর্ণের দৃঢ় বিশ্বাস যে, "যথাব্রহ্ম সূতপুত্র আমি," এই বিশ্বাসও ভুল প্রতিপন্ন হয় এবং গুরুর অভিশাপ তাঁর জীবনে নির্মমভাবে সত্য হয়ে ফলে।

কৌরব সভায় পিতামহ ভীষ্ম মায়াতিমানব কৃষ্ণের কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ধনঞ্জয় ও বাসুদেব পূর্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ। তাঁরা একাত্মা কিন্তু দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে। তাঁরা যুগে যুগে দুষ্কৃতের ধ্বংস করে ধর্ম সংস্থাপন করেন। কর্ণ একে অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন কথা রূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণ দেবের অবধ্য। তবে যদি তিনি অর্জুনের বাণে নিহত হন তবে মৃত্যুমুখে বাসুদেবকে নারায়ণরূপে স্বীকৃতি জানাবেন। কর্ণ-মহিষী পদ্মাবতী বিশ্বাস করেন যে, নারায়ণ নররূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন একথা বলেছেন চিরসত্যবাদী পিতামহ, বলেছেন সর্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয়। কর্ণ ঋষিমুখে একথা শুনলেও তা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ধনঞ্জয় বাসুদেবকে তিনি

আন্তরিক—
শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি করি দুইজনে।

যদি তিনি সত্যই রাধেয় হন অধিরথ যদি তাঁর পিতা হন তবে যুদ্ধে তিনি নিশ্চিতরূপে নর-নারায়ণকে পরাভূত করবেন।

কর্ণ সপ্তরাত্র নিদ্রাহীন থাকাবার পরে নিদ্রাভিভূত হন। সূর্যের বরে তিনি যোগনিদ্রা আলম্বন করেন। তিনি কর্ণকে জানান যে, ভিক্ষার্থীরূপে ইন্দ্র তাঁর নিকটে এসে কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করবেন। এটি যদি তার দেহ সংলগ্ন থাকে তবে:

গাণ্ডীবীর
পশ্চাতে রহিয়া যত্তপি দেবেন্দ্র করে
রণ, তাঁহারেও মানিতে হইবে
পরাভব।

কিন্তু কর্ণ কীর্তিধ্বংসে, ব্রতভঙ্গে সত্যের আশ্রয়চ্যুত হয়ে জীবিত থাকতে চান না। তাই ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে তিনি অনায়াসে কবচ-কুণ্ডল দান করলেন। তাঁর অপূর্ব মহত্ত্ব দেবরাজকে অভিভূত করে। তিনি শ্রদ্ধার অঞ্জলিরূপে দান করেন একঘ্ন নামে এক শক্তি। এর প্রহারে অমরেরও মৃত্যু হবে। দেবতার এই অভিসন্ধিমূলক কার্যকে পদ্মাবতী সমর্থন করতে পারেননি। নরের প্রতি দুর্বলতা হেতু বাসবের এই তস্কর সদৃশ কার্য নিন্দার যোগ্য। দৈবের চক্রান্তে কর্ণের পরাজয়ের ভূমিকা রচিত হল। পুনর্বার যে কঠোর সংকল্প নিয়ে তিনি প্রতিযোদ্ধা অর্জুনের বিরুদ্ধে দ্বৈরথ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কৃষ্ণ তাঁর গৃহে এসে তার জন্মরহস্যের কথা ব্যক্ত করেন।

পিতৃষ্বসা-গর্ভে তুমি জন্মেছ ধীমান্,
কন্যাকালে জননীর—আদিত্য ঔরসে।

কর্ণের নিকটে এই সংবাদ মর্মান্তিক। তিনি সংযত ভাষায় তাঁর গভীর বেদনার কথা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, কৃষ্ণের উচ্চারিত এই সংবাদ ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় তাঁকে আঘাত করেছে। তিনি যেন সত্যই সকলের বধ্য। পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের আহ্বান কিন্তু উপেক্ষা করেছেন। সদ্যোজাত শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর জননীর ব্যবহার তাঁর মনে গভীর অভিমান সৃষ্টি করেছে। জননী বসুন্ধরাও তাঁকে কোলে তুলে নেননি। কর্ণের জীবনে এসেছে অগ্নি পরীক্ষার কাল।

যে অর্জুনকে এতদিন তিনি প্রতিযোদ্ধারূপে জ্ঞান করেছেন অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ-সহোদর।

এক হস্ত
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্ম্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে !

প্রকৃতপক্ষে জননী কুন্তী তাঁর মৃত্যুরূপা মাতা। তাঁকে তিনি কৃষ্ণের মাধ্যমে প্রণাম জানিয়েছেন। কর্ণ পদ্মাবতীকে বলেছেন—

নিয়তির কার্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত।

যে একঘ্নবাণ তিনি অর্জুন বধের জন্য সযত্নে রক্ষা করে রেখেছিলেন অদৃষ্টের পরিহাসে সেই অমোঘ মৃত্যুবাণ তাঁকে প্রয়োগ করতে হল ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়তির নিকটে পুরুষকারের পরাজয় সম্পূর্ণ হল। বাসুকী প্রদত্তা-শক্তি তিনি অর্জুনের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ কপিধ্বজকে ভূতলে প্রোথিত করায় তা ভৈরব হুঙ্কারে ছুটে গিয়েও ফিরে এল,

শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া !

জন্মের রন্ধ্রপথ দিয়ে নিয়তির জয় সম্পূর্ণ হল। তাঁর জীবনে সত্য হয়ে উঠল বিরাট শূন্যতা। কৃষ্ণের অলৌকিক কার্য দর্শন করে কর্ণ তাকে নারায়ণ রূপে প্রণাম জানালেন।

এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি ধর্ম্ম
অধিকারে, যা' ক'রেছি, যা' বলেছি, যাহা
কিছু ক'রেছি স্মরণ, সমস্ত, সমস্ত—
আমার সমস্ত ল'য়ে আমাকে তোমার
করে দিলাম সঁপিয়া।

কৃষ্ণ তাঁকে লাভ করে পূর্ণ হলেন। চির গোপনকে অন্তরে পেয়ে তিনি আজ পরিপূর্ণ।

নর-নারায়ণ নাটকের নায়ক কৃষ্ণ। তাঁর অলৌকিক চরিত্র মহিমা সম্পূর্ণ নাট্য-ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। নাটকের সকল চরিত্রের উপরে তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কর্ণ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। মূলতঃ তাঁকে আশ্রয় করে নাটকে বর্ণিত ঘটনাসমূহ আবর্তিত হয়ে পরিণামের দিকে প্রধাবিত হয়েছে। নাট্যকার কর্ণ-চরিত্রে দৈব প্রভাব এবং নররূপী নারায়ণ সম্পর্কে তাঁর সংশয়ের কথা আলোচনা করেছেন। মূল মহাভারতে কর্ণ-চরিত্রের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতির কথা আমরা অবগত হই। তাঁর মতানুযায়ী দুর্যোধন কর্তৃক ভীমকে বিষান্ন ভোজন, বারণাবতে জতুগৃহ দগ্ধ, সভামধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা এবং কর্ণের অশালীন উক্তি, শকুনিকে প্ররোচিত করে দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন, অভিমন্যু বধ প্রভৃতি ঘটনা কর্ণ-চরিত্রে অধর্মাচরণের দিকসমূহ প্রকাশিত করে। ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণ-চরিত্রকে ত্রুটিমুক্ত করে প্রদর্শন করেছেন। একবার মাত্র দ্রৌপদীর মুখে আমরা কর্ণের পাপ আচরণের পরিচয় পাই। তিনি পাঞ্চালীকে বলেছিলেন—

হে পঞ্চ স্বামীর আদরিণী,
সে দম্ভ কোথায় রেখে এলে ?
আজ তুমি কোথা ?
কোন্ দাসে করিতে এসেছ ভাগ্যবান্ ?

কর্ণের ভাষা এখানে অশালীন নয় বরং মার্জিত এবং ব্যঙ্গের সুরে তীক্ষ্ণ। কর্ণ নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে সচেতন। কৌরব সভায় যেদিন রজঃস্বলা দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা ঘটেছে সে সময় পদ্মাবতী বলেছেন যে,

সেদিন ম'রেছে ভীষ্ম, সেদিন ম'রেছে দ্রোণ।

কর্ণ উত্তর দিয়েছেন, জানি—জানি। সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি।

কারণ কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বিধাতা দানব-মানবের সকল উপদ্রব সহ্য

করলেও অনাথের ক্রন্দন, অনশনে জাতির মরণ এবং সর্বোপরি "কার্যে-বাক্যে-কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা" সহ্য করেন না। ক্ষীরোদপ্রসাদ কর্ণের মানবিক গুণ-রাজির পরিচয় দিয়ে আমাদের নিকটে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। দাম্পত্য জীবনের প্রতি প্রীতি এবং পুত্র বৃষকেতুর উপরে তাঁর ভালবাসা, জন্মের পরিচয় জানবার পরে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের উপরে তাঁর স্নেহ—এই সকল ঘটনা কর্ণ-চরিত্রকে মহাকাব্যের জগৎ থেকে এনে আমাদের পারিবারিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নাটকে তাঁর আচরণ বীরোচিত, ধর্মবোধ জাগ্রত ও অনুভূতিসমূহ গভীর ও মানবোচিত।

ধৃতরাষ্ট্র—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গান্ধারীর আবেদনে' ধৃতরাষ্ট্রের একান্তরূপে অন্ধ পিতৃস্নেহের কথা উল্লেখ করেছেন। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে ন্যায় বিচারের মর্যাদা রক্ষা করে পাপীপুত্রকে ত্যাগ করবার কথা বলেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য হলো—

পাপী পুত্র ত্যাজ্য বিধাতার,
তাই তারে ত্যজিতে না পারি—আমি তার
একমাত্র। উন্মত্ত তরঙ্গ-মাঝখানে
যে পুত্র সঁপেছে অঙ্গ, তারে কোন্ প্রাণে
ছাড়ি যাব?

ধৃতরাষ্ট্র অদৃষ্টনির্ভর, তিনি বলেছেন, "ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার, ফলিবে যা ফলিবার আছে।" বাস্তবিকপক্ষে ধৃতরাষ্ট্র অন্তরে-বাহিরে অন্ধ। অন্তরে অন্ধত্বের কারণ হলো তাঁর বিচারহীন অন্ধ পুত্রস্নেহ। এই কারণে তিনি যেমন নিজের ক্ষতি করেছেন, তেমনই কৌরব বংশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রের আদর্শ অনুযায়ী ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে অন্ধরাজার চিত্র অঙ্কিত করেছেন। পাণ্ডবদের নিকট থেকে প্রত্যাগত হয়ে সঞ্জয় তাঁদের বক্তব্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে ব্যক্ত করেছেন; তিনি লিখেছেন যে, যুধিষ্ঠিরের অনুমতি নিয়ে যুদ্ধার্থী অর্জুন কৃষ্ণের সম্মুখে বলেছেন যে,

মৃত্যু আসন্ন সূতপুত্র এবং অন্যান্য রাজগণের এবং যাঁরা পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান, তাঁদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ধনঞ্জয় জানিয়েছেন যে, দুর্যোধন যুদ্ধ কামনা করলে, পাণ্ডবগণ তাতে আপ্তকাম হবেন। পিতামহ ভীষ্ম কৌরব সভায় বলেছেন যে, ধনঞ্জয়-বাসুদেব মায়াতিমানব। তাঁরা এক আত্মা, কিন্তু দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে। কর্ণ এই বক্তব্যকে অশ্রদ্ধেয় বলে মনে করেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁদের হিতৈষিগণ তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হতে বলেছেন। কিন্তু দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য কৃত সংকল্প। যুধিষ্ঠির যুদ্ধের জন্য কেমন আয়োজন করেছেন একথা জানতে চাইলে, সঞ্জয় জানালেন যে, তিনি বলেছেন দুযোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হলেও ধর্ম তাঁর সহায়, দুর্যোধন তাকে ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী প্রদান করুন, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হন। দুর্যোধনকে কৃতসংকল্প দেখে ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, "আত্মীয় স্বজন-নাশ—দুর্যোধন, বড় ভয়—বড় ভয়।" তিনি পুত্রকে বিচার করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। দুর্যোধন উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনিও দৈববলে বলীয়ান, হুতাশন তাঁর সহায়।

ইচ্ছা যদি করি, চক্ষুর নিমেষ মাত্রে
রসাতলে দিতে পারি সসাগরা ধরা।

কৃষ্ণ দৌত্যকার্যের জন্য কৌরব সভায় এসেছেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে বলেছেন যে, হিতকারী কেশবের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা দুর্যোধনের পক্ষে অসঙ্গত হবে। "বাসুদেব সর্ব্বদা আমার হিতকামী"। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি দুযোধনকে শান্তি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। বিদুরও তাঁদের কথা সমথন করেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে বলেন তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকটে গিয়ে পঞ্চভ্রাতাসহ যেন হস্তিনায় ফিরে আসেন। কৃষ্ণের দৌত্য প্রত্যাখ্যান করলে কৌরববাহিনী পরাজিত হবে। কৃষ্ণকে তিনি বলেন যে, দুর্যোধন তাঁর অবাধ্যপুত্র, তিনি হিতোপদেশ উপেক্ষা করেন। কৃষ্ণ প্রস্তাব দেন যে, পিতামহ ভীষ্ম দ্রোণাচার্য কিংবা কৃপাচাযকে অনুরোধ করলে তাঁরা অনায়াসে দুর্যোধনকে বন্ধন করে পঞ্চপাণ্ডবের নিকটে প্রেরণ করতে পারেন। দুর্যোধনকে শাসন না করায়

তাঁরা প্রত্যেকে তাঁর দুষ্কর্মের অংশভাগী হয়ে পড়ছেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজসভায় জননী গান্ধারীকে আনবার প্রস্তাব করেন। তার উপদেশে দুর্যোধনের মতি পরিবর্তিত হতে পারে। এদিকে কর্ণ ও শকুনির পরামর্শে দুর্যোধন শঠশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে বন্ধন করবার আদেশ করেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের নিকটে আবেদন করেন যে, কৃষ্ণ দূতরূপে এসেছেন, সুতরাং তাঁকে বন্ধন করা চলে না। তখন কৃষ্ণ রাজসভায় তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকেও ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিশক্তি দান করেন, অন্তরের প্রদীপ্ত আলোকে তিনি কৃষ্ণের বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

নাটকে ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা ক্ষুদ্র হলেও, তা তাৎপর্যমণ্ডিত। তিনি যে পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতা, ন্যায়াধীশ হয়েও সুবিচারে অপরাগ, অধর্মাচারী পুত্রকে শাসন করবার ক্ষমতা তাঁর নেই, শুধু আছে অসহায় ক্রন্দন, চরিত্রের এই দিকসমূহ ক্ষীরোদপ্রসাদ পরিস্ফুট করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে লোকমাতা গান্ধারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করবার অনুরোধ করেছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে, অধর্মের বিনিময়ে পুত্রসুখ, রাজ্যসুখ ভোগ করা যায় না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বক্তব্য হলো যে, কোন ব্যক্তি ধর্মাধর্ম দুই তরীর উপরে পা দিয়ে বাঁচতে পারে না। সুতরাং কুরুপুত্রগণ যখন পাপে নিমজ্জিত, তখন ধর্মের সংগে সন্ধি করা মিথ্যা।

ক্ষীরোদপ্রসাদ এই আলোকে অসহায় ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন।

ভীষ্ম—পিতামহ ভীষ্মের চরিত্র নাটকে সুঅংকিত হয়েছে। নাটকের তাৎপর্য পরিস্ফুট করবার পক্ষে তাঁর চরিত্র যতটুকু প্রয়োজন নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করেছেন। ভীষ্ম জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী ও মহা ধনুর্ধর। তাঁর গুরু পরশুরাম পর্যন্ত দ্বৈরথ সমরে তাঁর নিকটে পরাভূত হয়েছেন। শরশয্যা গ্রহণের পরে কর্ণ ভীষ্মের চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা,

দেবতা-ত্রাস অস্ত্রের প্রহার অর্জুনের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ—

বাৎসল্য তোমার অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রমুখে
তোমারেও যেন লুকাইয়া,
আঘাতের ছলে, শুধুই করিল যেন
গাণ্ডীবীর গণ্ডস্থলে অজস্র চুম্বন !

এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী মনে হয় যে, অর্জুনের প্রতি মমতা বশতঃ ভীষ্ম তাঁর প্রাণসংশয় অস্ত্রসমূহ ব্যবহার করেননি। আবার পিতামহ ভীষ্ম এক ক্ষুদ্র বালকের পুষ্পের প্রহারে আনন্দে শরশয্যা গ্রহণ করেছেন। এই বালক হলো শিখণ্ডী।

নর-নারায়ণের উপরে ভীষ্মের প্রবল বিশ্বাস। কিন্তু কর্ণ এই কথাকে অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন বলে মনে করেন। ভীষ্ম কৌরব সভায় ব্যাখ্যা করেছেন,—

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।
পূর্ব্ব দেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।

কর্ণ এই কথাকে প্রলাপবাক্য বলে উপহাস করলে ভীষ্ম তা'র উপরে ক্রুদ্ধ হন। তিনি দুর্যোধনকে হীন জাতি সূতপুত্র, শকুনি এবং দুঃশাসনের সংগ পরিহার করবার উপদেশ দেন। ভীষ্ম কর্ণের আত্মশ্লাঘায় অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তিনি কঠোর ভাষায় তাঁর অহমিকা প্রকাশের জন্য নিন্দা করেছেন। দুর্যোধন প্রভৃতি ব্যক্তিগণের দুর্মতির মূলে আছে সূতপুত্র কর্ণের প্ররোচনা। কর্ণকে পিতামহ প্রশ্ন করেন যে, ঘোষযাত্রার সময়ে গন্ধর্বগণ যখন তাঁর পুত্রদের হরণ করেছিল, তখন তিনি বীরত্বের কোন্ পরিচয় দিয়েছেন? কর্ণ উত্তর দেন যে, গন্ধর্ব-বিলয়-মুখী বাণ হাতে নিয়েও তাঁকে নিশ্চল থাকতে হয়, কারণ—

হাতে গন্ধর্ব বিলয় মুথী বাণ—
সহসা উঠিল, উল্লাস ভেদিয়া নারী-
আর্ত্তনাদ। আবার—আবার—নারীহত্যা।
এ হ'তে অধিক কথা বলিতে কি হবে
পিতামহ ?'

ভীষ্ম কৌরব সেনাপতিরূপে বৃত হলে কৌতূহলী দুর্যোধন তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, তিনি কতদিনে পাণ্ডবদের সপ্ত-অক্ষৌহিণী ধ্বংস করতে পারবেন। ভীষ্ম ও দ্রোণের উক্তি হলো যে, তাঁরা পারেন একমাসে। কৃপাচার্য বলেন যে, তিনি পারেন দু'মাসে, অশ্বত্থামা জানালেন যে, তিনি পারেন দশ দিনে, আর কর্ণ বললেন যে, তিনি পাঁচদিনে পাণ্ডব সৈন্যগণকে পরাভূত করতে পারেন। আত্মশ্লাঘাকারী হীন সূতের নন্দনের মুখে এই জাতীয় দম্ভোক্তি শুনে ভীষ্ম তাঁকে শ্লেষ করে বললেন যে, সহজাত কবচ-কুণ্ডল দানের পরে তিনি আর রথী পদবাচ্য নন। কর্ণ উত্তর দিলেন যে, বাসবের নিকট থেকে যে সংহার শক্তি তিনি লাভ করেছেন, তাতে অমরও তাঁর বধ্য।

'ইচ্ছা মৃত্যু
শান্তনুনন্দন, আপনারো প্রাণ যদি
ল'তে ইচ্ছা করি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু—
সেই দণ্ডে আচ্ছন্ন করিবে আপনারে।'

কেশব-নির্ভর ধনঞ্জয়কে শরাঘাতে বিদ্ধ করলে এবং পরে চার ভ্রাতাকে নিহত করলে পঞ্চ দিবসে কৃষ্ণ অজস্র অশ্রুর ধারে তটিনী রচনা করে ফিরে যাবেন দ্বারকাতে। ভীষ্ম তথাপি রুষ্ট হয়ে দুর্যোধনের নিকটে সৈনাপত্যভার ত্যাগ করবার প্রস্তাব করলে কর্ণ উত্তর দেন যে, তিনি এত হীন নন যে, পিতামহ বর্তমানে তিনি সেনাপতি হবেন। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যুর অধিকারী। কিন্তু দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করেছেন যে, তাঁর সে ইচ্ছা এখনও জাগেনি। তবে তাঁর জীবন সুদুর্ভর হয়েছে। তিনি জানালেন যে, রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে তিনি যদি

দেখতে পান, তখনই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করবেন এবং আর তা স্পর্শ করবেন না। কর্ণ যথার্থ অনুমান করেছেন—

'মহাধনুর্দ্ধর, মহাসত্ত্ব, নরশ্রেষ্ঠ
ক্ষুদ্র বালকের বাণে হইবে নিহত !'

তিনি ব্যতীত এই শিখণ্ডীর আগমনকে কেউ রুদ্ধ করতে পারবে না। ভীষ্ম কর্ণের বীরত্বকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। কিন্তু তিনি তার দম্ভ এবং দুর্যোধনের প্রতি তার কুমন্ত্রণাকে ক্ষমা করতে পারেন না। এইহেতু কর্ণকে তিনি নানাস্থানে তাঁর হীন বংশের কথা উল্লেখ করে তাঁকে কটূক্তি করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে গাঙ্গেয় উদার বীরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সকলের প্রতি সমধর্মী।

দ্রোণ—

কৌরব সভায় ভীষ্ম ধনঞ্জয়-বাসুদেবকে মায়াতিমানব এবং পূর্ব-দেহের দুই ঋষি নর-নারায়ণরূপে ব্যাখ্যা করলে কর্ণ একে প্রলাপ বলে অভিহিত করেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে সূতপুত্র কর্ণ, নীচ আত্মা শকুনি এবং দুঃশাসনকে উপদেশ পরিহার করে চলবার নির্দেশ দেন।

অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে, তাঁর বক্তব্য হলো, পিতামহের উপদেশ পালন করা। তিনি যেন অর্থলিপ্সুদের কথায় কান না দেন। তিনি বললেন, "আমার জ্ঞানের দিক থেকে আমিও বলছি, ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ ধনুর্ধর ত্রিভুবনে নাই।" কৃষ্ণ দৌত্যকার্যের জন্য হস্তিনায় এসেছেন। তিনি চান না যে, আত্মীয়গণের মধ্যে বিরোধ ভারতব্যাপী যুদ্ধে পরিণত হোক। দুর্যোধন কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসনের পরামর্শে কেশবের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে বলেছেন যে, গাঙ্গেয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করে কৃষ্ণের অবমাননা তাঁর পক্ষে অনুচিত হবে। অর্জুনের যে বীরত্বের কথা তিনি পূর্বে বর্ণনা করেছেন, তার চাইতে অর্জুন অনেক গুণে তেজস্বী। তাঁর বীরত্বের

নিকটে কৌরবপক্ষের একাদশ অক্ষৌহিণী "মুহূর্তে বিলয় পাবে"। দুর্যোধনের বন্ধুবর্গ দুঃশাসন, সৌবল শকুনি এবং রাধেয় কর্ণ কেউ রক্ষা পাবে না। দুর্যোধন সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের উপদেশ অগ্রাহ্য করলেন। তার মনে ধারণা হলো যে, তাঁর হিতকামী বৃদ্ধগণ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। দুর্যোধন সভাকক্ষ ত্যাগ করলে দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন যে, তাঁর উদ্ধত পুত্র শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করে সভাকক্ষ ত্যাগ করেছেন। কৃষ্ণের পরামর্শমত দ্রোণাচার্য ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন যে, তাঁর আদেশ পেলে তিনি দুর্বৃত্ত দুর্যোধনকে বন্ধন করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদতলে নিক্ষেপ করে আসবেন। কৃপাচার্য এসে জানালেন যে, শকুনির পরামর্শে ও কর্ণের সম্মতিতে দুর্যোধন কৃষ্ণকে বন্ধন করবার জন্য আসছেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ কৃষ্ণের বন্ধনদৃশ্য সহ্য করতে অপরাগ। তাই তাঁরা সভাগৃহ ত্যাগ করে গেলেন। দ্রোণ সহ ভীষ্ম পুনর্বার প্রবেশ করে দুরাত্মা দুর্যোধনকে নিবৃত্ত হবার জন্য অনুরোধ করেছেন।

ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণের পরে সৈনাপত্য ভার দ্রোণাচার্যের উপরে অর্পিত হলো। কর্ণ বর্ণনা করেছেন :—

'একদিকে বার্দ্ধক্যে, দাসত্বে
নিত্য মৃত্যুকামী দ্বিজ, অন্যদিকে
পুত্র হ'তে প্রিয়, তীব্র তেজস্বী ক্ষত্রিয়।
এবারে দ্বিতীয় যবনিকা। মধ্যে তার
রঙ্গমঞ্চ-ভরা শুদ্ধমাত্র কৌরবের
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।'

ঘটোৎকচের দ্বারা কৌরবসৈন্য বিমথিত হলে দুর্যোধন দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণ এই উভয়ের উপরে নির্ভর করে ভুল করেছেন। আহত দ্রোণাচার্য উত্তর দেন যে, তিনি চক্রব্যূহ রচনা করে

বালক অভিমন্যুবধের ব্যবস্থা করেন। অর্জুনের বধের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়েছিল। কিন্তু জয়দ্রথ আলোক-পিপাসী পতঙ্গের ন্যায় স্বেচ্ছায় অনলে ঝাঁপ দেয়। ঘটোৎকচ যদি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে পতিত হয়, তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু কোনো অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে, তার পক্ষে তাকে বধ করা সম্ভব নয়। তিনি কদাপি নীতি-বিগর্হিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন না। তবে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যদি তারা বিফল হন তাহলে যে-কোনো উপায়ে তিনি তার বিনাশ সাধন করবেন।

নাটকে দ্রোণাচার্যের ভূমিকা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি প্রধানত ভীষ্মের পরিপূরক চরিত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। মহাভারতে তাঁর বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। নাটকে বীরত্ব প্রদর্শনের কোনো অবকাশ সৃষ্ট হয়নি, তবে দুর্যোধনের সঙ্গে কথোপকথনকালে তাঁর বীরত্বের প্রকাশ আমাদের চমকৃত করে।

দুর্যোধন—

দুর্যোধনের চরিত্র ব্যাখ্যাকল্পে একস্থানে নাটকে কর্ণ বলেছেন, "মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহংকার রজ্জুমূর্তি দুর্যোধন"। দুর্যোধন রাজোচিত দাম্ভিকতার প্রতিমূর্তি, তিনি কারও নিকটে বশ্যতা স্বীকার করেন না। পাণ্ডবগণের প্রার্থিত রাজ্য তাঁদের দান করতে তিনি পরাঙ্মুখ। তাঁর বক্তব্য হলো যে, বিনাযুদ্ধে তিনি সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি পাণ্ডবদের দান করবেন না।

'কর্ণকুন্তী সংবাদে' দুর্যোধনের অহংকার ও অধিকার বোধ এবং নিঃসপত্ন প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি বলেছেন যে, তিনি সুখের প্রত্যাশী নন, তিনি চান জয়, এই জয়গৌরবে তাঁর আত্মা তৃপ্ত। তাঁর মতে রাজধর্ম ও লোকধর্ম এক নয়। রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়, তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়। এই রাজধর্মের মধ্যে ভ্রাতৃধর্ম বা বন্ধুধর্ম নেই,

আছে শুধু জয়ধর্ম। পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁর ঈর্ষা সকলের নিকটে সুবিদিত। কিন্তু দুর্যোধনের মতে এই ঈর্ষা বিষময়ী ভুজঙ্গিণী নয়, তা হলো বৃহতের ধর্ম।

'নর-নারায়ণ' নাটকে কৌরব সভায় কৃষ্ণ এসেছেন দৌত্যকার্যে। তাঁর ইচ্ছা কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু শকুনি ও কর্ণ দুর্যোধনকে পরামর্শ দিলেন কৃষ্ণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে প্রেরণ করতে। কর্ণের প্রশ্নে দুর্যোধন জানালেন যে, তাঁর অতিথি-সৎকারের সকল উপচার প্রত্যাখ্যান করে কৃষ্ণ দরিদ্র বিদুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। দুর্যোধন প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, গাঙ্গেয়ের 'নারায়ণ' হস্তিনার অন্ধ কারাগৃহে আশ্রয় লাভ করবেন।

মূল মহাভারতে আছে যে, দুর্যোধনকে কর্ণ তার হিতকামীরূপ কৃষ্ণকে বন্ধন করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু নাটকে দেখা যায় যে, কর্ণ কৃষ্ণকে পরীক্ষা করতে চান যে' সত্যই তিনি নরদেহধারী নারায়ণ কি না। তাঁর নরদেহে ঐশীশক্তি সত্যই প্রকাশ ঘটেছে কি না। তিনি দেখতে চেয়েছেন যে, দুরন্ত কৌরব দুর্যোধন তাঁকে কেমন করে বন্দী করে।

কৌরব সভায় কৃষ্ণের দৌত্যকার্য ব্যর্থ হলো, কারণ দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে কোনো কিছু প্রদান করতে চান না। ভীষ্ম তাঁকে বারংবার কৃষ্ণের ধর্ম-সুসংগত উপদেশ মান্য করবার কথা বলেছেন। উত্তেজিত হয়ে তিনি যেন কৌরবকুল ধ্বংস না করেন। দ্রোণাচার্যও বলেছেন যে, দুর্যোধন যেন বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কবচ ধারণ করবার অবকাশ না দেন, প্রকৃতপক্ষে অর্জুনের বীরত্ব তাঁদের প্রশংসার তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু দুর্যোধনের বক্তব্য হলো—

'হয় যুধিষ্ঠির, নয় আমি।
এ ভারতে সম শক্তিধর
দুই রাজা পারে না থাকিতে।
উগ্রকর্ম্মে, ভীষণ বচনে ভীত হ'য়ে

হে আচার্য্য ; পিতামহ, রাজা দুর্যোধন
বাসবেরো সন্নিধানে শির না করিবে নত।'

রবীন্দ্রনাথের দুর্যোধনও তাঁর পিতাকে বলেছেন যে, 'শর্বরীর শশধর মধ্যাহ্নের তপনেরে দ্বেষ নাহি করে'।

'কিন্তু প্রাতে এক পূর্ব উদয় শিখরে
দুই ভ্রাতৃ-সূর্য-লোক, কিছুতে না ধরে।'

দুর্যোধন ব্যাখ্যা করেছেন যে, তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের কোনো অংশ কারো অনুরোধে পাণ্ডবদের দান করবেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে কেশবের সন্ধির প্রার্থনা গ্রহণ করবার জন্য বলেন। কেননা প্রত্যাখ্যান তাঁর পক্ষে হবে পরাজয়ের কারণ। কিন্তু দুর্যোধন সদম্ভে উত্তর দেন যে, অপরে তাঁর সহায় না হলেও তিনি, কর্ণ ও দুঃশাসন এবং পৃষ্ঠদেশে মাতুল শকুনি এই চারজন অনায়াসে পাণ্ডবগণকে পরাভূত করতে পারবেন। দুঃশাসন দুর্যোধনকে বোঝান যে, কেশবের দৌত্যকার্যের উদ্দেশ্য হলো যে, স্বেচ্ছায় পাণ্ডবগণের সংগে সন্ধি না করলে, দুর্যোধনের যাঁরা অন্নভোক্তা তাঁরা তাঁকে বন্দী করে যুধিষ্ঠিরের সন্নিকটে প্রেরণ করবেন। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন এই কথায় তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আভাস পান এবং তিনি প্রহরীদের কৃষ্ণকে বন্ধন করবার আদেশ দেন। কৃষ্ণ কৌরব সভায় তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করে সকলের মনকে বিস্মিত ও অভিভূত করেন।

ভীষ্ম সৈনাপত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পরে কৌতূহল পরবশ হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, কত দিনে তিনি পাণ্ডবদের সপ্ত অক্ষৌহিণী বিনাশ করতে পারেন। ভীষ্ম উত্তর দেন যে, যদি তাঁর মৃত্যু-ইচ্ছা না জাগে, এবং রণক্ষেত্রে যদি শিখণ্ডী দেখা না দেয়, তবে তিনি একমাসের মধ্যে পাণ্ডব সৈন্য নির্মূল করতে পারেন। যদি দুঃশাসন বা শকুনি শিখণ্ডীকে রুদ্ধ করতে পারেন তবে—

'এক মাস মাত্র কালে,
ভূমিশায়ী হবে ওই সপ্ত অক্ষৌহিণী।'

আচার্য দ্রোণও জানালেন যে, তিনি ঐ সময়ের মধ্যে পাণ্ডব সৈন্য বিনষ্ট করতে পারবেন। কৃপাচার্য পারেন দুই মাসে; কিন্তু কর্ণ জানালেন যে, তিনি মাত্র পাঁচ দিনে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে পারেন। ভীষ্ম তাঁর শক্তি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে, তিনি জানান যে, দেবরাজের কৃপায় তিনি যে সংহারশক্তি লাভ করেছেন, তাতে যে-কোনো অমর এমন কি ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রতেরও ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু হতে পারে। কর্ণ পিতামহ জীবিত কালে অস্ত্রধারণ করবেন না, এই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করবেন। কর্ণের নিকটে বাসবপ্রদত্ত অসংখ্য বিদ্যুৎধারামুখী একঘ্ন শক্তিকে প্রত্যক্ষ ক'রে দুর্যোধন কর্ণকে অনুরোধ করলেন যে, যতদিন তিনি তাঁর কাছে এই অস্ত্র ভিক্ষা না করেন, ততদিন তিনি যেন একে সযত্নে রক্ষা করেন,—

'কেশবের দেহ ভেদ করি',
একদিনে পাণ্ডব-সংহার নাহি চাই।
পাঁচদিনে পঞ্চভ্রাতা।

ঘটোৎকচের যুদ্ধে যখন কৌরব সৈন্য বিমথিত ও বিপর্যস্ত, তখনই দুর্যোধন আচার্য দ্রোণকে এর প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু দ্রোণ জানালেন যে, তাঁর সম্মুখে যদি সে আসে, তবে তার মৃত্যু নিশ্চিত। কিন্তু তাঁর পক্ষে নীতি-বিগর্হিত কোনো যুদ্ধ সম্ভব নয়। দুর্যোধন প্রভৃতি তৃতীয়বার ঘটোৎকচকে আক্রমণ ক'রে যদি তাঁরা ব্যর্থ হন, তবে যে-কোনো উপায়ে তিনি সেই রাক্ষসের প্রাণ বধ করবেন। শকুনি দুর্যোধনকে আশ্বস্ত করে জানালেন যে, তাঁর অনুরোধে, অঙ্গরাজ কর্ণ সেই একঘ্নবাণ সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসছেন। কিন্তু অঙ্গরাজ তখনও জানেন না যে, কার বিরুদ্ধে এই বাণ প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং তিনিও যেন সাবধান হয়ে কর্ণের সঙ্গে কথা বলেন। দুর্যোধন যখন কর্ণকে ঘটোৎকচ বধের কথা বললেন, তখন বিস্মিত

কর্ণ তাঁকে জানালেন যে, তিনি অর্জুনবধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। দুর্যোধনের বক্তব্য হলো যে, ভীমার্জুনের নিকটে থেকে তাঁর কোনো ভয় নেই। কেননা, তিনি তাদের পরাজিত করতে সমর্থ। কর্ণ দুর্যোধনের তুষ্টির জন্য সব কিছু দিতে প্রস্তুত।

কর্ণ ঘটোৎকচবধের জন্য নিষ্ক্রান্ত হলে শকুনি দুর্যোধনকে রথশূন্য অস্ত্রশূন্য যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার পরামর্শ দেন। যদি তাঁকে তিনি ধরে আনতে পারেন, তবে পুনর্বার পাশা খেলায় তাঁকে পরাভূত করে, তিনি চিরকালের জন্য তাঁকে দেশান্তরে পাঠাবেন। কিন্তু শকুনির আশা পূর্ণ হল না। কারণ সাত্যকি এসে দুর্যোধন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার প্রয়াস ব্যর্থ করে দিলেন। ক্ষুব্ধ শকুনি পিতৃ-অস্থি-নির্মিত পাশা হিরণ্বতীর জলে নিক্ষেপ করবার জন্য বহির্গত হলেন।

কৌরবপক্ষের সর্বাধিনায়করূপে দুর্যোধনের চরিত্র নাটকে সুঅংকিত হয়েছে। মহাভারতের এই সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রের কোনো পরিবর্তন না ক'রে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ দুর্যোধনের প্রতি সুবিচার করেছেন। এই চরিত্রটি তাঁর স্বকীয় মানসিকতার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

যুধিষ্ঠির—

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নাম মূল মহাভারতে বহু-বন্দিত, কারণ তিনিই ধর্মের প্রতীক। নাটকে তাঁর ভূমিকা বিস্তৃত নয়, তথাপি স্বল্প অবকাশের মধ্যে নাট্যকার তাঁর চরিত্রকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন।

পাণ্ডব শিবিরে সঞ্জয় এসে কৌরব পক্ষের কথা জানিয়েছেন যে, দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-প্রমাণ ভূমিদানে অসম্মত। শান্তি-অভিলাষী যুধিষ্ঠির মাত্র পঞ্চক্ষুদ্র গ্রাম প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন সে প্রার্থনাও প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুধিষ্ঠিরের ভীতির কারণ হলো যে, তিনি যখন যুদ্ধের পরিণতির কথা চিন্তা করেন, তখন তাঁর চিত্ত অশান্ত হয়ে পড়ে। কুরুক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত

প্রান্তরে বিনষ্ট কৌরবকুলের চিত্র তাঁকে অশান্ত ক'রে তোলে। কৃষ্ণ শেষ বারের মত শান্তি-প্রতিষ্ঠার দূতরূপে হস্তিনায় যেতে চান। যুধিষ্ঠির তাঁকে দুর্যোধন কর্তৃক অনিষ্টের সম্ভাবনা স্মরণ করিয়ে দিলে কৃষ্ণ জানালেন যে, তাঁর সংকল্প স্থির। সহদেব ব্যতীত পাণ্ডব ভ্রাতাগণ সকলে কৃষ্ণের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। তিনিও আশ্বাস দেন যে, বাক্যে, কার্যে, সন্ধি-স্থাপনে তিনি যথাশক্তি কাজ করবেন। যুধিষ্ঠির প্রসন্ন মনে তাঁকে বিদায় দিলেন—

'তোমার প্রসাদে ভাই,
কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্ত চিত্তে
একত্র মিলিয়া পরমানন্দে কাল যেন
করে হে যাপন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পুনর্বার আমরা যুদ্ধের প্রারম্ভে কৃষ্ণ ও অর্জুনের সঙ্গে কথোপকথনে রত দেখতে পাই। চরের মুখে কৌরব শিবির থেকে যে সংবাদ তিনি পেয়েছেন, তা তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছে। ভীষ্ম ও দ্রোণ পাণ্ডব-পক্ষের সপ্ত অক্ষৌহিণী এক মাসে, কৃপাচার্য দুই মাসে, অশ্বত্থামা দশদিনে এবং কর্ণ পাঁচদিনে ধ্বংস করতে পারেন। যুধিষ্ঠিরের ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষ করে, কৃষ্ণ তাঁকে বললেন যে, দৈব বিরূপ না হলে কর্ণ একদিনে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে সমর্থ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রশ্নে অর্জুন উত্তর দিলেন যে, যদি কেশব ইচ্ছা করেন তবে, তিনি অর্থাৎ অর্জুন চক্ষুর নিমিষে ত্রিলোক ধ্বংস করতে পারেন। কিরাতবেশী মহাদেবের প্রদত্ত অস্ত্রে তাঁর পক্ষে এটি সম্ভব। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বললেন যে, তিনি স্বয়ং ধর্ম। তিনি ইচ্ছা করলে রসাতল ধ্বংস করতে পারেন। তাঁর ক্রুদ্ধদৃষ্টি কারও উপর পতিত হলে তার বিনাশ অপরিহার্য। দ্রৌপদী ধর্মরাজকে দুরাত্মাগণের উপরে ন্যায্য ক্রোধ প্রদর্শনের কথা বললে যুধিষ্ঠির স্মিতভাবে চলে যেতে উদ্যত হন। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের প্রতি তাঁর অসংগত আচরণের কথা উল্লেখ ক'রে তাঁর উপরে ক্রোধ প্রদর্শনের কথা বললে যুধিষ্ঠির

দ্যূতক্রীড়ার কথা উল্লেখ ক'রে উত্তর দিলেন, "একবার ক্রোধ করি নিজের উপরে"। কিন্তু কৃষ্ণার্জুনের কল্যাণের কথা চিন্তা ক'রে তিনি যে ক্রুদ্ধ হতে পারেন না, একথা দ্রৌপদীকে জানালেন। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে শীঘ্র চণ্ডিকার পূজা করবার কথা বললেন। কারণ, ধর্ম সংক্ষুব্ধ হয়েছে। অর্জুনও জানালেন যে, ধর্ম যদি নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন তবে ধর্মকায়া ভেঙে পড়বে, এবং কেশবের আগমন নিষ্ফল হবে।

যুধিষ্ঠির কর্ণ কর্তৃক পাণ্ডব সৈন্য দলিত হওয়ার জন্য সন্ত্রস্ত হয়েছেন। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন। একমাত্র অর্জুন কর্ণকে বাধা দিতে পারেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে না পাঠিয়ে যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থে তিনজন পাণ্ডব ভ্রাতাকে পাঠালেন। কৃষ্ণ সাত্যকিকেও রাজাকে রক্ষা করবার প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে বললেন। কোনো অবস্থাতেই দুর্যোধন যেন সূর্যোদয়ের পূর্বে কর্ণকে সাহায্য করতে না পারেন। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের নিকটে পাণ্ডব ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পরাজয় ঘটল। ধর্মরাজ কর্ণকে বিজয়ীর প্রাপ্য নমস্কার দিয়ে প্রস্থান করলেন।

পরাভূত ধর্মরাজকে বন্দী করবার জন্য শকুনি দুর্যোধনকে নির্দেশ দিল, দুর্যোধন দ্রুত প্রস্থান করলো, কিন্তু শকুনি বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেছে যে, যুধিষ্ঠিরের নিধনকথা তাঁর মুখ থেকে একটি বারের জন্যও বহির্গত হয়নি।

কর্ণের হস্তে পাণ্ডব ভ্রাতাদের পরাভূত ও নিগৃহীত হবার কথা যুধিষ্ঠির গভীর ক্ষোভের সুরে কৃষ্ণার্জুনকে জানিয়েছেন। অর্জুন কর্ণকে তখনও পর্যন্ত বিনষ্ট করতে পারেননি, এই সংবাদে যুধিষ্ঠির তাঁকে তিরস্কার ক'রে বলেছেন যে, কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তাঁর অন্যায় হয়েছে। তিনি যেন তাঁর গাণ্ডীব অন্য কোনো বীরকে প্রদান করেন। ক্রুদ্ধ যুধিষ্ঠির তাঁর বাহুবল, তাঁর গাণ্ডীব, এবং অগ্নিপ্রদত্ত কপিধ্বজ রথকে ধিক্কার দিয়েছেন। অর্জুন জ্যেষ্ঠকে বধ করবার জন্যে অস্ত্র ধারণ করলে কৃষ্ণ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় অর্জুন

তাঁকে তাঁর উপাংশু ব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি তাঁকে বলেন যে, অর্জুন যেদিন গাণ্ডীব ধারণ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেদিন তাঁর মনে ধর্মরাজ কর্তৃক উচ্চারিত তার বীরত্বের নিন্দার কথা বহির্গত হবে, একথা তিনি কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন। কৃষ্ণ তাঁকে জ্যেষ্ঠের প্রতি অপমানসূচক কথা ব্যবহারের উপদেশ দেন।—

'দেহ নাশে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু নহে,
মৃত্যু অপমানে।'

কৃষ্ণের কথায় অর্জুন ধর্মরাজকে পাণ্ডব পক্ষে বিপর্যয় ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী করেন। তিনি রণক্ষেত্র থেকে প্রাণভয়ে পলায়নের জন্য তিরস্কার ক'রে মন্তব্য করেন যে, তাঁর সাহচর্যে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ আদৌ সুখী নন। যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আহত হয়ে তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করলেন। তিনি অর্জুনের হস্তে মৃত্যু প্রার্থনা করলেন। তিনি যেন আর তীব্র বাক্য উচ্চারণ না করেন, কারণ তিনি আর সহ্য করতে পারবেন না। যুধিষ্ঠির প্রস্থানোদ্যত হলে কৃষ্ণার্জুন তার পদযুগল ধারণ করলেন। কৃষ্ণ তাকে অর্জুনের উপাংশু ব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে যুধিষ্ঠির উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর অপরাধের জন্য কৃষ্ণ এই মৃত্যুর বিধান দান করেছেন। কৃষ্ণের আদেশে অর্জুন আত্মপ্রশংসায় রত হলেন। কারণ তা আত্মহত্যার তুল্য। যুধিষ্ঠির অর্জুনকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা ক'রে তাঁকে ও কৃষ্ণকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করলেন।

কর্ণ বা অন্যকৌরব বীরগণের তুলনায় যুধিষ্ঠির যোদ্ধা নন। কিন্তু যেহেতু তিনি মূর্তিমান ধর্ম, সেই হেতু পাণ্ডবগণ জয়লাভ করেছেন। কৌরব পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান। যুধিষ্ঠির সম্পর্কে কারও মুখে কোনো বিরূপবাক্য বা মন্তব্য শোনা যায় না। তিনি তাই পাণ্ডব ও কৌরব, এই উভয় পক্ষের গভীর শ্রদ্ধালাভ করেছেন।

শকুনি—

শকুনি মহাভারতের বহুখ্যাত চরিত্র। তার দ্যূতক্রীড়ার ছলনায়—পাণ্ডবগণ নির্বাসিত হন এবং এক বৎসর তাঁদের অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হয়। 'নর-নারায়ণ' নাটকে কৌরব সভায় তাকে আমরা দুর্যোধনের অসৎ পরামর্শদাতা রূপে দেখি। অন্য একটি দৃশ্যে আমরা দেখি যে, সে দুর্যোধন ও দুঃশাসন সহ কর্ণ সদনে এসেছে। তার কথাবার্তার মধ্যে বিদূষকের ন্যায় হাস্যপরিহাসের সুর আছে, কিন্তু কুমন্ত্রণা-দানে সে সিদ্ধহস্ত। দুর্যোধন তার ভ্রাতাসহ কর্ণগৃহে সৎপরামর্শের জন্য এসেছে। কৃষ্ণ হস্তিনাপুরীতে দৌত্যকার্যে এলে কৃষ্ণের প্রতি কি জাতীয় ব্যবহার কর্তব্য, দুর্যোধন তা জিজ্ঞাসা করলে, কর্ণের উত্তর হলো—"সুদৃঢ় বন্ধন—নিভৃত অন্ধকারময় হস্তিনার কারাগার।" কর্ণের পরামর্শে শকুনি উল্লসিত, কেননা, অনুরূপ পরামর্শ যে দুর্যোধনকে দান করেছিল। সে শুধু ও তাঁর ভ্রাতাগণের মাতুল মাত্র নন, সে যথার্থ বুদ্ধিদান হেতু আচার্যরূপে সম্মানিত হওয়ার যোগ্য। শুক্রাচার্য তার যোগ্য অভিধান হ'ত, যদি ভাগ্যদোষে তিনি এক চক্ষুহীন না হতেন। শকুনি কৃষ্ণকে শঠ চূড়ামণি বলে মনে করে। কারণ দুর্যোধনের রাজ আতিথ্য পরিহার ক'রে তিনি দরিদ্র বিদুরের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণকে বন্ধন করলে, শকুনির মতে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সহ পুনর্বার বনবাসে যাবেন। দুর্যোধন শকুনি ও কর্ণের পরামর্শ শিরোধার্য করলেন।

রাজসভায় দুর্যোধন রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতামহ ভীষ্ম, শস্ত্রগুরু দ্রোণ, কৃপাচার্য, বিদুর প্রভৃতির উপদেশ প্রত্যাখ্যান ক'রে জানালেন যে, বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি পাণ্ডবদের দান করতে তিনি অপারগ। যদি ভীষ্ম-দ্রোণাদি তাঁর সহায়তা না করেন, তবে কর্ণ সহায়। তিনি ও দুঃশাসন এবং পৃষ্ঠদেশে মাতুল শকুনি এই চারজন পাণ্ডব সংহারে সমর্থ। শকুনি দুর্যোধনকে জানালেন যে, ভীষ্ম প্রভৃতি পাণ্ডবানুকুল। বৃদ্ধদের ইচ্ছা হলো, তাঁকে বন্দী

ক'রে যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করা। এর ফলে এইসব মহাত্মাদের চিরচক্ষুশূল শকুনিকেও বন্দী করা হবে। কৃষ্ণকে দুর্যোধন বন্দী করবার আদেশ দিলে শকুনি ব্যঙ্গের সুরে জানাল—

'ধীরে—অতি—ধীরে—
ওরে, নবনীত হ'তে
অতি যে কোমল অঙ্গ তার!'

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শনকে দুর্যোধন কুহকরূপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শকুনি তা কিভাবে গ্রহণ করেছে, সেই প্রতিক্রিয়ার কথা নাট্যকার আমাদের জানাননি। সম্ভবত সেও একে ইন্দ্রজাল বলে মনে করেছে।

যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দুর্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে প্রশ্ন করেছে যে, তাঁরা তাঁদের সামর্থ্য নিয়ে কতদিনে পাণ্ডবদের পরাজিত করতে পারেন। ভীষ্ম বিনা দ্বিধায় জানিয়েছেন যে, তাঁর ইচ্ছামৃত্যু না হলে তিনি একমাসে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংস করতে পারেন। দুঃশাসন পিতামহের ইচ্ছামৃত্যুর কথা জানালে ভীষ্ম উত্তর দেন যে, রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে দেখলে তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন। শকুনির নিকট এই নারীমূর্তি বীরের প্রসঙ্গ অত্যন্ত হাস্যকর। সে তার বিনাশের ভার নিজে গ্রহণ করতে চায়। দুঃশাসনও জানাল যে, শিখণ্ডী কদাপি তাঁর নিকটে উপস্থিত হতে পারবে না। কিন্তু কর্ণ প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি ক'রে দুর্যোধনের নিকটে বলেছেন—

'মনে লয় মহারাজ, আমি ভিন্ন আর
কোনোও ধনুর্দ্ধর পারিবে না।'

ঘটোৎকচের শরপ্রহারে কৌরব পক্ষ বিপর্যস্ত হয়। দ্রোণের নিকটে দুর্যোধন শরণাগত হলে, তিনি নীতি-বিগর্হিত যুদ্ধ করতে অসম্মত হন। তখন শকুনি কর্ণকে তাঁর একাঘ্নী অস্ত্রসহ যুদ্ধক্ষেত্রে আসবার জন্য দুর্যোধনের নামে তাঁকে আহ্বান করেন। শকুনি কর্ণের নিকটে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেনি। তার একমাত্র চিন্তা ঘটোৎকচের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। কর্ণ দুর্যোধনের

মুখে যখন শুনলেন যে, ধনঞ্জয় বধ নয়, তাঁকে ঘটোৎচকচকে বধ করতে হবে, তখন তিনি মর্মাহত হলেও দুর্যোধনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। শকুনি বিকর্ণকে দেখে ভীত হলো। বিকর্ণের মুখে যখন সে শুনতে পেলো যে, সে এবং কর্ণ ঘটোৎকচের লক্ষ্য তখন আত্মরক্ষার জন্য সে দ্রুত পলায়নের ব্যবস্থা করলো। তার প্রস্তাব হলো যে, কর্ণ যদি যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করতে পারে, তবে বিনা আয়াসে কৌরবগণ যুদ্ধ জয় করতে পারবেন। তাঁর আশা যখন সফল হলো না, তখন সে আশাহত হয়ে পিতৃ-পঞ্জিতে নির্মিত পাশা হিরণ্বতীর জলে নিক্ষেপ করবার সংকল্প করলো।

নাটকে শকুনির কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেই। একমাত্র বুদ্ধির চাতুর্যে পাশাখেলার ছলনায় যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত ক'রে সে পাণ্ডবদের বনবাসে পাঠিয়েছে। আর তার পরামর্শে দুর্যোধন পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দান করতে সম্মত হননি।

অর্জুন—

মহাভারতে অর্জুন অসাধারণ ধনুর্ধররূপে খ্যাত। তিনি ও কর্ণ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়ে দ্বৈরথ সমরের কল্পনা করেছেন এবং হয় যুদ্ধে জয়, না হয় মৃত্যু, এই সংকল্প তাঁদের মনকে অনুপ্রাণিত করেছে।

পিতামহ ভীষ্মের নিকট শোনা যায় যে, ধনঞ্জয় বাসুদেব মায়াতিমানব। তাঁরা পূর্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ। এক আত্মা, কিন্তু দ্বিধা-ভূত ভিন্নরূপে। দুষ্কৃতের ধ্বংস এবং ধর্মের রক্ষণে যুগে যুগে তাঁরা অবতীর্ণ হন। গাঙ্গেয় ভীষ্ম একথা সত্য বলে মনে করলেও কর্ণ একে প্রলাপ বাক্য বলে উপহাস করেন।

যাই হোক নাটকে কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমা প্রদর্শিত হলেও অর্জুন যে মায়াতিমানব এবং তিনি 'পূর্ব্ব দেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ' এই দিকটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে,

তিনি কতদিনে কৌরব সৈন্য ধ্বংস করতে পারেন, তার উত্তরে তিনি বলেছেন—

'কেশব যদ্যপি ইচ্ছা করে,
একদণ্ডে পারি মহারাজ। তাই কেন,
চক্ষুর নিমেষে।

তিনি তাঁকে বলেছিলেন যে, যুধিষ্ঠির স্বয়ং ধর্মের মূর্তি। তিনি ইচ্ছা করলে রসাতল চক্ষুর নিমেষে উৎসন্ন করতে পারেন। কৃষ্ণও বলেন যে, তাঁর রুষ্ট দৃষ্টির প্রহারে যিনি অমর, তাঁকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। দ্রৌপদী তাঁর ন্যায় অযোগ্য জায়ার উপরে ক্রোধ প্রকাশের কথা বললে অনুতপ্ত যুধিষ্ঠির উত্তর দেন যে, দ্রৌপদী হলেন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান। তিনি মূল ভিত্তি ও মূল শক্তি। প্রকৃতপক্ষে দ্যূতক্রীড়ায় তিনি তাঁর লাঞ্ছনা করেছেন। তিনি মনে করেন 'একবার ক্রোধ করি নিজের উপরে'। অর্জুন দ্রৌপদীর কার্যের জন্য তাঁকে তিরস্কার করেন। কৃষ্ণ বলেন শীঘ্র চণ্ডিকার পূজা করতে, কারণ 'সংক্ষুব্ধ হয়েছে ধর্ম্ম'। অর্জুন বলেন যদি ধর্মরাজ তাঁর নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন, তবে তাঁর ধর্মকায়া ভেঙ্গে যাবে। আর যে উদ্দেশ্যে কেশবের আগমন, তা নিষ্ফল হবে।

অর্জুন শুধু কৃষ্ণ-নির্ভর নন। তিনি তাঁর ঐশীশক্তিতে বিশ্বাসী। তাই কোনা সংকল্প গ্রহণের পূর্বে, অথবা তাঁর সামর্থ্যের পরিচয় দান প্রসঙ্গে তিনি কৃষ্ণের অনুমোদন প্রার্থনা করেন।

কৃষ্ণ অর্জুনের সখা, দ্রৌপদী তাঁর প্রিয় সখী। পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ তাঁর উপরে একান্তরূপে নির্ভরশীল। অর্জুন নিজেকে কৃষ্ণসত্তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন না। কৃষ্ণ দৌত্যকার্যে শেষবারের মত হস্তিনায় গমনের সংকল্প করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন যে, তাঁর মৈত্রী-কার্য সিদ্ধ না হলে তিনি যেন কৌরব সভার সকলকে জানান—

'কপিধ্বজ-
সারথি-সহায়, প্রচণ্ড গাণ্ডীব-ধম্বা
তৃতীয় পাণ্ডব এক প্রাণী রাখিবে না
কৌরবের বংশে দিতে বাতি।

এখানে অর্জুন কৃষ্ণের সহায়তা ও নির্ভরতার কথা উল্লেখ করেছেন। দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কৌরব সভায় তাঁর লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, কৃষ্ণ অভিভূত হন; কিন্তু অর্জুন বলেন যে, তিনি যেন নারীর লোচন-জলে মুগ্ধ না হন। কৌরবগণের মধ্যে বহু নরনারী আছেন যাঁরা তাঁকে জীবনসর্বস্ব বলে জ্ঞান করেন। তবে ধর্মার্থ মঙ্গলবাক্য যদি তাঁরা না শোনে তবে তাদের অদৃষ্ট অনুযায়ী কার্য সম্পন্ন হবে।

পাণ্ডব শিবিরে কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে জানালেন যে, তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধির সকল প্রয়াস নিষ্ফল করেছে। কৃষ্ণ স্বীকার করলেন যে, বিধাতা কদাপি কার্যে, বাক্যে, কল্পনায় নারী-লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারেন না। অর্জুন প্রবেশ ক'রে কৃষ্ণকে জানালেন যে, তাঁদের এখনি যাত্রা করতে হবে। যতদিন যুদ্ধ শেষ না হয়, ততদিন দ্রৌপদীকে রাজার আদেশে উপপ্লব্য নগর-প্রাসাদে অবস্থান করতে হবে। তাঁর রণস্থল দেখবার বাসনা আছে কিনা, এই কথা অর্জুন জিজ্ঞাসা করলে, তাঁর হয়ে কৃষ্ণ উত্তর দেন যে, বাসনা তাঁর আছে। অর্জুন তাঁকে জানাল যে, কর্ণের সঙ্গে যেদিন তাঁর দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে, সেদিন কৃষ্ণ স্বয়ং এসে তাঁকে নিয়ে যাবেন।

এরপর যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে, অর্জুন তাঁকে বলল যে, ভীষ্ম, দ্রোণ বা কর্ণের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাণ্ডব সৈন্য ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি শুনে ভীত হবার কোনো কারণ নেই। যদি কেশবের ইচ্ছা হয়, তবে তিনিও একদণ্ডে নয়, চক্ষের নিমেষে কৌরব সৈন্য ধ্বংস করতে পারেন। শুধু তাই নয়:—

'স্থাবর জঙ্গমাত্মক ত্রিলোক নাশিতে পারে।
সত্য সত্য জনার্দ্দন যদি ইচ্ছা করে'

ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
ত্রিকাল বিনাশে, হে আর্য্য, সমর্থ আমি।

তিনি কিরাতবেশী শংকরের নিকট থেকে যে অস্ত্র লাভ করেছেন, তা যুগান্ত কালে সর্বভূত সংহারের জন্য প্রয়োজন হয়। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে কর্ণ পরাভূত ও নিহত হন। জন্মরন্ধ্র-পথে অভিশাপ প্রবেশ করে তাঁকে অভিভূত ও পরাস্ত করে। তাঁর পৌরুষ ব্যর্থ হয়। বিশ্বরাজ্য যে দৈবের অধিকারে এ-কথা প্রমাণিত হলো।

ভীম—

মধ্যম পাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় শৌর্য, দুর্যোধন, দুঃশাসনের প্রতি প্রতিহিংসা স্পৃহা এবং ঔদরিকতার জন্য খ্যাত। 'নর-নারায়ণ' নাটকে ভীমের ভূমিকা সীমাবদ্ধ। কৃষ্ণ যখন শেষবারের মত দৌত্যকার্যে হস্তিনাপুরীতে যাবার সংকল্প করলেন তখন যুধিষ্ঠির সংশয় প্রকাশ করে জানালেন যে, দুর্যোধন হিতকথা শ্রবণ করবেন না। তিনি ও তাঁর অনুগামিগণ অনিষ্ট সাধনের প্রয়াস করতে পারেন; তাঁর পাপাভিনিবেশ সম্পর্কে কৃষ্ণ সবিশেষ জ্ঞাত, তথাপি তিনি তাঁর কর্মসাধনে দৃঢ়সংকল্প, ভীম তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—

আছে ঘৃণ্য দুঃশাসন—
অতি ঘৃণ্য কূটবুদ্ধি মাতুল শকুনি।

অর্জুন স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সকলের উপরে আছে দুষ্টবুদ্ধিদাতা আত্ম-শ্লাঘাকারী রাধার নন্দন। কৃষ্ণের সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত ভীম কৃষ্ণকে জানালেন, 'তুমি যে লোচন ভাই, পাণ্ডবের'। যুধিষ্ঠির তাঁকে আশীর্বাদ করে যাবার অনুমতি দিলেন। তিনি যেন কৃতার্থ হয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারেন। কৃষ্ণ ভীমের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি উত্তর দিলেন, 'ধর্মরাজ ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রিয়তম'। তিনি আরও জানালেন যে, তিনি কদাপি ইষ্টসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতের বিরোধিতা করেননি। তিনি যেন কৌরব সভায় যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠিয়ে কৌরবগণকে সন্ত্রস্ত না করেন। দুর্যোধনকেও কটূক্তি

না করে সান্ত্বনাবাক্যে তুষ্ট করেন। দুর্যোধন কোপন স্বভাববিশিষ্ট, পাপপরায়ণ, ক্রূর-কর্মা, কর্তৃত্ব অভিমানী ও কারও কাছে মস্তক অবনত করতে অভিলাষী নন। ভীমের শান্তি স্থাপনের প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে কৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনিই কি সেই ভীম—ব্রতধারী ভীমসেন। তিনি পাছে তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হন, সেইহেতু ন্যুব্জদেহে ত্রয়োদশ বৎসর পর্যন্ত রাত্রিকালে জেগে থাকেন। তিনি কি সেই বিশ্বনাশ শক্তিধর দ্বিতীয় মারুতি? ক্রুদ্ধ ভীম উন্মত্তের মতো দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান ও দুর্যোধনের উরুভঙ্গের অভিনয় করে তাঁকে ধর্মরাজ আদেশ পালনে অনুরোধ করেন।

তথাপি—তথাপি—কৃষ্ণ,
কর তুমি ধর্ম্মরাজ-আদেশ পালন।

দ্রৌপদী ভীমসেনের মুখে শান্তির বাণী শ্রবণ করে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন যে, দুঃশাসন তাঁর কেশ সবলে আকর্ষণ করেছিলেন, তাঁকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করতে কৃষ্ণ কি হস্তিনায় যাচ্ছেন? বীর বৃকোদর কি দাম্ভিক দুর্যোধনের উরু সেবা করে কৃতার্থ হবেন?

যুধিষ্ঠির রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে এসে অর্জুনের নিকটে তাঁর দুঃখের কথা নিবেদন করলেন। অদ্যকার যুদ্ধে কর্ণ ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করেছেন। তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বীরগণ 'অনাথের মতো করিতেছে আর্তনাদ'। অর্জুন তাঁকে আশ্বস্ত করে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণ এসে নকুল ও সহদেবকে যুধিষ্ঠিরের পৃষ্ঠরক্ষার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাক্ষস অলায়ুধকে বধ করে ঘটোৎকচ তার পিতার জীবন রক্ষা করেছে। কৃষ্ণ ভীমকে যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থে পাঠালেন। ভীম কৃষ্ণের কথায় যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার কথা বললেন।

কর্ণের সঙ্গে যুধিষ্ঠির ও তাঁর তিন ভ্রাতা পরাজিত হয়েছেন। কর্ণ যুধিষ্ঠিরকে ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। বন্দী অবস্থা থেকে নকুল ও সহদেবও মুক্তি

লাভ করলেন। কিন্তু কর্ণ ভীমকে পরুষবাক্যে বিদ্ধ করে জানালেন যে, তাঁর ন্যায় শক্তিধরের সঙ্গে ভীমের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে। ভীমের অভিযোগ হলো যে, কর্ণ অধর্মের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে স্তম্ভন বাণে নিশ্চেষ্ট করেছেন। কর্ণ উত্তর দিলেন যে, তাঁর যুদ্ধ ধর্ম কি অধর্ম এর তাৎপর্য স্থূলবুদ্ধি উদরসর্বস্ব বৃকোদর যেন যুধিষ্ঠিরের নিকট থেকে জেনে নেন। শর মুখে তিনি ভীমের প্রতি যে স্নেহের আরোপ করেছেন, তা তাঁকে নিশ্চেষ্ট করেছে। তাঁর ন্যায় যোদ্ধার প্রাণ নষ্ট করে কোনো গৌরব নেই। তিনি তাঁকে মুক্তি দিলেন। ভীম অপমানের জ্বালায় বললেন যে, মুক্তি অপেক্ষা মৃত্যু তাঁর নিকটে অধিকতর কাম্য। কর্ণ ভীমকে আকর্ষণ করে তাঁর গণ্ডদেশে চুম্বন করলেন। তিনি বললেন—

যাও এইবার।
আভিজাত্য গর্বে তব দিলাম আক্ষেপ-
চিহ্ন! যতদিন জীবিত রহিবে, রেখো
জ্বলন্ত স্মৃতিতে তুলে।

কর্ণের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ভীম রণক্ষেত্রে ছুটে এসেছেন। তিনি তাঁর ভূলুণ্ঠিত দেহ দেখে আনন্দ লাভ করতে চান—

দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, বিষ দিয়া করি
বিষক্ষয়—সে দুরাত্মার রক্ত দিয়া
মুছে লই জ্বালা।

কৃষ্ণের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ প্রত্যক্ষ করে, বিস্মিত ভীম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পাণ্ডবের চিরশত্রু রাধার নন্দনের মৃত্যুতে তিনি কেন কাতরতা প্রদর্শন করছেন। নকুল প্রবেশ করে তাঁকে ধর্মরাজের আদেশ জ্ঞাপন করে বললেন যে, কর্ণের উদ্দেশ্যে যেন কোনো অশ্রদ্ধার বাণী তিনি উচ্চারণ না করেন। কৃষ্ণ ভীমকে বললেন যে, কর্ণ রাধার পুত্র নন, তিনি কৌন্তেয়। তাই তিনি শ্রদ্ধা ও প্রণামের যোগ্য। মৃত্যুর প্রাক্কালে কর্ণ তাঁর জীবন-রহস্যের বিচিত্র

বিষাদপূর্ণ কাহিনী ভীমকে জানালেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর গণ্ডে যে চুম্বন দান করেছিলেন, রাধেয় বিদ্বেষ হেতু তিনি তার মধুর মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁর এই বিদ্বেষহেতু স্নেহরসে পূর্ণ অমৃত বিষে পরিণত হয়েছে। ভীম তাঁর রাধেয় বিদ্বেষ হেতু একথা উপলব্ধি করতে পারেননি।

পদ্মাবতী—

কর্ণের মহিষী পদ্মাবতী নাটকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা অধিকার করে আছেন। তিনি কর্ণের গৃহিণী, সচিব ও সখী। তাঁর নিকটে কর্ণ তার অন্তরের সকল কথা অকপটে ব্যক্ত করেন। কর্ণকে অন্যমনা এবং আকাশ-পথে নিবদ্ধ দৃষ্টি প্রত্যক্ষ করে, তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে কর্ণ উত্তর দেন যে, তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে সকল কথা অকপটে জানাতে চান। কর্ণ বিবৃত করেন যে, স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। যুধিষ্ঠিরের উচ্চারিত খেদোক্তি গ্রহণ করে দ্রৌপদী সূতপুত্রকে বরণ না করবার সংকল্প ঘোষণা করেন; তবুও পদ্মাবতী বলেন যে, কৌরব সভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা অনপনেয় কলঙ্করূপে বিরাজ করবে। এখানে কর্ণেরও ভূমিকা ছিল। তিনি ঈশ্বরী প্রেরিত বাণী অবগত আছেন যে, "জগতে সমস্ত নারী আমি"। তিনি তা স্বীকার করেন। কর্ণের জীবনের একমাত্র কাম্য হলো অর্জুনের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ। কর্ণ সহজাত কবচ-কুণ্ডলের গুণে দেবতা এবং মানবের অবধ্য। পদ্মাবতী মন্তব্য করেন যে, কৌরব বহুদিন হল মৃত। রাজসভায় যেদিন রজঃস্বলা দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হয়েছেন, সেদিন ভীষ্ম ও দ্রোণের মৃত্যু ঘটেছে। কর্ণ উত্তর দিয়েছেন, "সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি"। নররূপে বিভু নারায়ণ আবির্ভূত, একথা পদ্মাবতী আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন। কারণ, ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস, সত্যবাদী পিতামহ এবং সর্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয় একথা বলেছেন। কর্ণের বক্তব্য হলো, যদি তা সত্য হয়, তাহলে তিনি বাসুদেব

সখা ধনঞ্জয়কে জীবন-মরণ যুদ্ধে দ্বিগুণ উৎসাহে আহ্বান করবেন। যদি তিনি রাধার নন্দন হন, তবে তাঁর জয় অনিবার্য। পদ্মাবতীর মনে হলো যে, অন্তর আকুল-করা এই যে সন্দেহ, তা সত্যই ভীতির কারণ। তিনিও বিশ্বাস করতে চান যে, তাঁর স্বামী সূতপুত্র, কারণ যদি তাঁর জন্ম-পরিচয় অন্যভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তবে তাঁর পক্ষে যুদ্ধে জয়লাভ করা আর সম্ভব হবে না।

কৃষ্ণ শান্তি স্থাপনের আশায় কৌরব সভায় এসেছেন। এই সংবাদ দুর্যোধনের মুখে শুনে এবং তাঁর কর্তব্য কি, এই কথা কর্ণকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন যে, কৃষ্ণকে বন্ধন করে হস্তিনায় অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে দুর্যোধনের রাজধর্ম। সপ্তরাত্রি নিদ্রাহীন থাকবার পরে কর্ণ নিদ্রাভিভূত হন। বৃষকেতুর মুখে কৃষ্ণের বন্ধনের কথা শুনতে পেয়ে পদ্মাবতী কর্ণের নিকটে ছুটে আসেন। নিদ্রার মধ্যে কর্ণের কথা তিনি শুনতে পান :—

কে বাঁধিবে ? কে বেঁধেছে—কবে ? সেকি ওই—
মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহঙ্কার-
রজ্জুমূর্তি দুর্য্যোধন ?

পদ্মাবতী উল্লসিত হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে স্বচ্ছন্দ গতিতে স্বপ্নরাজ্যে যাত্রা করবার কথা বলেন। স্বামীর মঙ্গলচিন্তা তাঁর মনে যেরূপ প্রবল, তেমনি লক্ষ্য করা যায় তাঁর ওপরে একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা। পদ্মাবতী ও কর্ণের হৃদয় যেন এক অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। নিদ্রায় কর্ণকে দেব সবিতা তাঁর নিকটে ভিক্ষার্থীরূপে দেবরাজের আগমনের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে তাঁকে কবচ-কুণ্ডল দান করতে নিষেধ করেন। কিন্তু কর্ণ সত্যের আশ্রয়-চ্যুত হয়ে জীবন রক্ষা করতে চান না, অথবা অর্জুনকে পরাভূত করতে চান না। সূর্য যে মায়াবশে তাঁর নিকটে এসেছেন, সেইটি কর্ণের মনকে উৎসুক করে তোলে। নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় তিনি পদ্মাবতীকে গৃহমধ্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অনুসন্ধান করবার কথা

বলেন। পদ্মাবতী ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে নিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি অন্য কোনো দান চান না, শুধু প্রার্থনা করেন কবচ-কুণ্ডল, 'সহজাত—লগ্ন যাহা তব দেহে'। স্বামীর আদেশে পদ্মাবতী তাঁকে শাণিত ছুরিকা দান করে বলেন যে, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ কি তার জীবন ভিক্ষা করবার উদ্দেশ্যে এসেছেন। দেবরাজ কর্ণের দানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একঘ্ন নামে অস্ত্র দান করেন এবং আশীর্বাদ করেন যে, দেহচ্ছেদে তাঁর কোনো সৌন্দর্য হানি হবে না। পদ্মাবতীকে আহ্বান করে কর্ণ বলেন—

'স্নেহস্পর্শে মুছাও রক্তাক্ত কলেবর।'

দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে বিষণ্ণ পদ্মাবতীকে কর্ণ সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস করেন। পদ্মাবতীর অভিযোগ হলো যে, দেবরাজ অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভিক্ষার নামে তাঁর জীবন লুণ্ঠন করতে এসেছিলেন। কর্ণ তাঁকে বোঝাবার প্রয়াস করেন যে, সহজাত কবচ-কুণ্ডল দানের সঙ্গে তাঁর মনের অশান্তিও দূরীভূত হয়েছে। হীন বংশের জন্য ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ—তাঁকে ঘৃণা করেন ও কটূক্তি করেন। তিনি পদ্মাবতীকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, পরশুরামের শিষ্যকে পরাজিত করতে পারেন, এমন কেউ এ জগতে নেই। কিন্তু পদ্মাবতী তাঁর মনের সংশয় ব্যক্ত করে বলেছেন যে, রাধেয় পরিচয় সত্য হলে ভীত হবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু যদি তা সত্য না হয়, তবে,—

তোমার ওই
তেজরাশি, সঞ্চিত পারদ-খণ্ড মত
কণা হ'তে কণা হ'য়ে
পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে।

কারও পক্ষে সেই বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহকে একত্র করা সম্ভব হবে না। কর্ণও পদ্মাবতীর সংশয়ে বিশ্বাস করেন। পদ্মাবতী তাঁকে জানান যে, কৃষ্ণ

যশোদার স্নেহে পরিবর্ধিত হলেও দেখা গেল যে, তিনি দেবকী-নন্দন। কর্ণ তাঁকে ভীত হতে নিষেধ করে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে বলেন। তিনি নিশ্চিত—

'নারী-শিরোমণি, রাধা জননী আমার।'

পদ্মাবতীর নিকটে কর্ণ জয়দ্রথবধের পরম রহস্য-কাহিনী ব্যাখ্যা করেন। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদি সূর্যাস্তের পূর্বে তিনি তাকে বধ করতে না পারেন, তবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তিনি আত্মাহুতি দেবেন। আচার্য দ্রোণ এমন সুকৌশলে সূচীব্যূহ নির্মাণ করলেন যে, তাকে ভেদ করে দিক্‌পালসম অষ্ট সেনানী রক্ষিত জয়দ্রথকে সূর্যাস্তের পূর্বে বধ করা অসম্ভব। অথচ বিস্মিত পদ্মাবতীর প্রশ্ন হলো, 'সেই জয়দ্রথ হ'ল হত'? পদ্মাবতী জয়দ্রথ বধের রহস্য তাঁকে জানাতে বললে কর্ণ তাঁকে ঈষৎ লঘু সুরে বলেন যে, কাহিনী বর্ণনা করলে তিনি তাঁর নারায়ণের উদ্দেশ্যে মস্তক প্রহার করতে থাকবেন। সূর্য অস্ত গেল; কৌরব পক্ষে দ্রোণ ও কৃপাচার্য হাহাকার করে উঠলেন, কর্ণও শোকে ও ক্ষোভে আত্মহারা হলেন। জয়দ্রথের ন্যায় এক বন্য পশুর বধে অশক্ত হয়ে কৃষ্ণসখা নরশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয় কি প্রাণত্যাগ করবেন? উল্লাসে মত্ত হয়ে জয়দ্রথ যখন অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন পুনর্বার সূর্যের প্রকাশ ঘটল, এবং অর্জুন সকলের সামর্থ্য ভেদ করে তাকে বধ করলেন। কারও মতে উল্কার প্রবাহ সূর্যরশ্মির আগমন পথ রুদ্ধ করেছিল, কারও মতে অস্ত-মুখে রাহুর আক্রমণ ঘটেছিল। কিন্তু অনেকের মতে সুদর্শন সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। কর্ণ পদ্মাবতীর নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বিদায় নিতে চাইলেন। অর্জুনবধের নিমিত্ত যে বাসব-প্রদত্ত অস্ত্র তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন, তা-ই নিয়ে তিনি রণক্ষেত্রে যাবেন। যাত্রার পূর্বে কর্ণ তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে জানিয়ে গেলেন যে, পদ্মাবতী সর্বজ্যেষ্ঠা পাণ্ডব-মহিষী। তিনি কুন্তীপুত্র; আদিত্য ঔরসে কন্যাকালে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পদ্মাবতীর মনে প্রচণ্ড আঘাত এসে নামে। রাধেয় কথাটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায়

কর্ণেরও শক্তি লোপ পেয়েছে। পরশুরামের অভিশাপ তাঁর জীবনে কার্যকর হয়ে উঠবে, তাপসের অভিশাপও সত্য হবে।

দ্রৌপদীর সঙ্গে কৃষ্ণের কথোপকথনকালে হঠাৎ তিনি সমাধিস্থ হন। ভীতা দ্রৌপদী তাঁকে ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ আকাশ জ্বলে উঠছে, ছুটে চলেছে ঝঞ্ঝার ন্যায় বায়ু এবং দ্রৌপদী নিজেকে এই বিরাট বিশ্বে নিতান্ত নিঃসঙ্গরূপে কল্পনা করছেন। কৃষ্ণ যাঁকে অভিমানিনী রূপে সম্বোধন করলেন, সেই ভাগ্যে ভাগ্যবতী তিনি নন। তিনি তাঁকে কোন কিছু প্রার্থনা করবার জন্য অনুরোধ করলেন। দ্রৌপদী বুঝতে পারলেন যে, সত্যই কর্ণ-পত্নী পদ্মাবতী নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী। পদ্মাবতীও অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে অনুযোগ করেছেন যে, তিনি তাঁর মিলনাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতৃজায়া। কিন্তু তাঁর পক্ষে দ্বৈরথ সমরে দেবরের পরাজয় ভিক্ষা করা সম্ভব নয়। পদ্মাবতী তাঁর পুত্রকে পাণ্ডবের জয়ধ্বনি করতে ও তাঁদের রক্ষা করতে বাসুদেবকে অনুরোধ করতে বললে সে বিস্মিত হলো। পদ্মাবতী তাঁকে বোঝালেন যে, কৃষ্ণ শুধু পাণ্ডবের সখা নন, তিনি তাঁর, কর্ণ ও বৃষকেতুরও সখা। তাঁর পিতা ত্রিজগতে তাঁর যা কিছু ছিল সকলই দান করেছেন। অবশিষ্ট একমাত্র বৃষকেতু।

'আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কৃষ্ণে
সমর্পণ।'

পদ্মাবতী তাঁর দেহ-মন-প্রাণ কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেছেন। এই আত্মনিবেদন তাঁর চরিত্রকে বিশেষ মহিমা দান করেছে। পদ্মাবতীকে বাদ দিলে কর্ণ-চরিত্র অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এই চরিত্রটি নাট্যকারের এক অপূর্ব সৃষ্টি।

দ্রৌপদী—

পঞ্চপতি-ধন্যা দ্রৌপদী-চরিত্রকে নাট্যকার কর্ণ-মহিষী পদ্মাবতীর বৈপরীত্যে স্থান দিয়েছেন। তবে উভয় চরিত্রের মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য বর্তমান। দ্রৌপদী কৃষ্ণের সখী, কৃষ্ণের উপরে তাঁর একান্ত নির্ভরতা। কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদী যখন দুঃশাসন কর্তৃক লাঞ্ছিতা হন, তখন তাঁর আকুল আবেদনে কৃষ্ণ এসে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করেন। দ্রৌপদী সে অপমানের জ্বালা বিস্মৃত হতে পারেননি।

অন্যদিকে পদ্মাবতীও কৃষ্ণের ওপরে নির্ভরশীল। কৃষ্ণ তাঁকে জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃ-বধূ জ্ঞানে সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি আহ্বান করলে কৃষ্ণ তাঁর কাছে উপস্থিত হন।

হস্তিনাপুরে কৃষ্ণ প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি কৌরব সভায় শেষবারের মত সন্ধির প্রয়াস করবেন। কিন্তু তাঁর সাফল্য সম্পর্কে পাণ্ডবগণের মনে সংশয় আছে। ভীম তাঁকে বলেছেন যে, তিনি পাণ্ডবগণের লোচনস্বরূপ। দ্রৌপদী কৌরব সভায় তাঁর একবস্ত্রা হয়ে দুর্গতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সহদেব ব্যতীত পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ সকলেই কৃষ্ণের দৌত্যকার্য সমর্থন করেছেন। কৃষ্ণও বলেছেন, 'বাক্যে কার্য্যে, সন্ধির স্থাপনে করিব প্রয়াস যথাসাধ্য—যথাশক্তি'। সহদেব ও সাত্যকির বক্তব্য হলো যেন কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি কিছুতে সম্পন্ন না হয়। কৃষ্ণার রাজসভায় লাঞ্ছনার কথা যুধিষ্ঠির ধর্ম আবরণে আবৃত রাখতে পারেন, ভীমার্জুন ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর নিকটে সে ইতিহাস আজ জ্বলন্ত। দ্রৌপদী ধর্মরাজ, যুদ্ধভীত দ্বিতীয় পাণ্ডব, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, তাঁদের নমস্কার করে বলেছেন যে, সহদেব যদি সন্ধির প্রস্তাবে আপত্তি না জানাতেন, সাত্যকি যদি তাঁকে সমর্থন না করতেন, তবে—

'ভূমি-লগ্ন মস্তক আমার
হে গোবিন্দ ভূমি হ'তে আর না উঠিত— ।'

কৃষ্ণ তাঁকে ব্যাকুল না হবার জন্য অনুরোধ করলে তিনি জানালেন যে, তিনি

জগতে অতুল সৌভাগ্যবতী রমণী। মুক্ত কেশরাশি ত্রয়োদশ বৎসর ধরে তিনি পৃষ্ঠদেশে বহন করেছেন।

'অগ্নি জিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ
মৃত্যুর নিঃশ্বাসে। ব্যাকুল দেখিলে তুমি
মোরে? কখন কোথায় জনার্দ্দন?'

তিনি স্মরণ করেছেন যে, তাঁর অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে বসনমূর্তি গ্রহণ করেছে, এবং সভাস্থলে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছে। কৌরব সভায় পঞ্চ-পাণ্ডব উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও দুঃশাসন তাঁর কেশ আকর্ষণ করেছেন, ভীম কি তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করতে এবং দুর্যোধনের উরু-সেবা করতে কৃতসংকল্প হয়ে উঠেছেন?

'যে কর করিল এই
কেশ আকর্ষণ, সেই করে কত দিয়ে
প্রেমবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় দুঃশাসনে
বাঁধিতে কি চলেছ কেশব?'

মূল মহাভারতেও আছে যে, দ্রৌপদী বলেছেন যে, পার্থের ধনুর্বিদ্যা এবং ভীমসেনের বলে ধিক: কারণ দুর্যোধন এখনও জীবিত আছেন। অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী তাঁর ভুজগ-সদৃশ বেণীবদ্ধ কেশকলাপ বাম হস্তে ধারণ করে কৃষ্ণের নিকটে গিয়ে বলেছিলেন যে, যদি শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তিনি যেন দুঃশাসন কর্তৃক ধৃত তাঁর কেশ-কলাপের কথা স্মরণ করেন। তিনি আরও বলেছেন যে, যদি ভীমার্জুন সন্ধিকামী হন, তবে তাঁর বৃদ্ধা পিতা মহারথ পুত্রগণসহ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তাঁর মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করে, কৌরব-গণকে সংহার করবে। যতক্ষণ তিনি দুঃশাসনের শ্যামল বাহু সংছিন্ন ও পাংশুগুণ্ঠিত না দেখবেন, ততক্ষণ তাঁর হৃদয়ে কোনো শান্তি থাকবে না।

'যদি ভীমার্জুনো কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্ মহারথৈঃ ॥
পঞ্চ চৈব মহাবীর্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ ॥
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্য হন্ত ন পশ্যামি কা শান্তিরহৃদয়স্য মে ॥"

'নর-নারায়ণ' নাটকে দ্রৌপদী বলেছেন—

'অগ্নিশিখা শিরে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন্ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর ?
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর ?
ঘুমালি কি অভিমন্যু ?'

কৌরব সভায় কৃষ্ণ বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। দ্রৌপদী সহাস্যে তাঁর প্রিয় সখাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি নাকি দুরাত্মার বন্ধনের ভয়ে বিরাট রূপ ধারণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন যে, কৌরব সভার সকলে ধন্য, কারণ তাঁরা তাঁর বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু দ্রৌপদী তাঁর এত প্রিয় হয়েও সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত। কৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করেন—'দেখিতে কি ইচ্ছা করে সখি?' দ্রৌপদী উত্তর দেন যে, তিনি কৃষ্ণের দুটি চরণ-কমল হৃদয়ে ধারণ করে আছেন, বিরাটকে কোথায় তিনি স্থান দেবেন। তিনি ক্ষুদ্র ঘট, স্বল্প জলে তৃপ্তিলাভ করেন। তৃষ্ণা নিবারণ-হেতু মহাসাগরে যাবার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। দ্রৌপদী পুনর্বার স্মরণ করেন কৌরব সভায় তাঁর লাঞ্ছনার কাহিনী। তাঁর মনে পড়ে দুঃশাসন ও দুর্যোধনের আচরণে ও কর্ণের কুটিলনয়ন ও বিষাক্ত ভাষা। একদা স্বয়ংবর সভায় তিনি দম্ভ করে বলেছিলেন যে, সূতপুত্রকে তিনি বরণ করবেন না। কিন্তু সে দম্ভ আজ তাঁর কোথায়? তিনি নিতান্ত অসহায়া ও

একাকিনী। তাঁর সকাতর আহ্বানে লজ্জাহারী মধুসূদন এসে আবির্ভূত হন, কৃষ্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, বিধাতা দানব-মানব-কৃত সকল উপদ্রব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু পারেন না অনাথের ক্রন্দন, অনশনে জাতির মরণ;

'আর পারে না পারে না—কোন মতে—
কার্যে, বাক্যে কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা।'

অর্জুন এসে কৃষ্ণকে যুদ্ধযাত্রার জন্য আহবান জানালেন। দ্রৌপদীকে তিনি বললেন যেদিন তাঁর সঙ্গে কর্ণের দ্বৈরথ সমর হবে, সেদিন কৃষ্ণ এসে তাঁকে রণক্ষেত্রে নিয়ে যাবেন। যুধিষ্ঠির উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণার্জুনকে তাঁর ভীতির কথা জানালেন। কৌরব সভায় ভীষ্ম ও দ্রোণ এক মাসে, কৃপাচার্য দুই মাসে এবং কর্ণ পাঁচদিনে পাণ্ডবসৈন্য সংহারের সংকল্প ঘোষণা করেছেন। অর্জুন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, যদি জনার্দন ইচ্ছা করেন, তবে তিনি চক্ষুর নিমিষে কৌরব সৈন্যসহ ত্রিলোক ও ত্রিকাল ধ্বংস করতে পারেন। দ্রৌপদী বললেন যে, যেখানে ধর্মের স্থিতি সেইখানে জয়। কৃষ্ণ বললেন যে, যুধিষ্ঠির যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তাঁর দৃষ্টির আঘাতে অমরের মৃত্যুও অনিবার্য। দ্রৌপদী রাজাকে তাঁর উপরে ক্রুদ্ধ হবার জন্য অনুরোধ জানালেন, কেননা তিনি সর্বতোভাবে জায়া হবার অযোগ্যা। অনুতপ্ত সুরে যুধিষ্ঠির তাঁকে জানালেন যে, তিনি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি ও মূল শক্তি। কিন্তু তিনিই তাঁর লাঞ্ছনার জন্য দায়ী। তাই তাঁর মনে হয় যে, কৃষ্ণার্জুনের সম্মুখে তিনি নিজের উপরে ক্রোধ করেন। কিন্তু তাঁদের কল্যাণহেতু ক্রোধ করতে পারেন না। অর্জুন শঙ্কিত কণ্ঠে দ্রৌপদীকে তিরস্কার করে জানালেন যে, মুগ্ধার মত তিনি কার্য করেছিলেন। ধর্ম যদি নিজের উপরে ক্রুদ্ধ হন, তবে ধর্ম কায়া ভেঙ্গে যাবে ও কেশবের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। কৃষ্ণ তাঁকে রণ-অভিযান মুখে চণ্ডিকার পূজার আয়োজন করতে বলেন, কারণ ধর্ম সংক্ষুব্ধ হয়েছে।

রণক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির এবং তাঁর তিন ভ্রাতা কর্ণ কর্তৃক পরাজিত ও

লাঞ্ছিত। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত অর্জুনকে যুধিষ্ঠির কর্ণ বধ না করবার জন্য তাঁকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। তিনি অনুচিত বাক্য ব্যবহার করে বলেন যে, অর্জুন যেন অন্য কোন বীরকে তাঁর গাণ্ডীব প্রদান করেন। উপাংশু ব্রতের কথা স্মরণ করে অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ করবার জন্য প্রস্তুত হন। কৃষ্ণ তাকে তাঁর মনোভাবের কঠোর তিরস্কার করে তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তিনি ধর্মরাজের প্রতি অশ্রদ্ধার বাক্য বর্ষণ করুন। কারণ ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু দেহনাশে নয়, অপমানে। দ্রৌপদীর সম্মুখে অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করেন। অপ্রত্যাশিত অর্জুনের এই আচরণে দ্রৌপদী অবনত মস্তকে বসে পড়েন। যুধিষ্ঠির বনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে দ্রৌপদীও তাঁর সঙ্গে যেতে চান। এই সময়ে অর্জুন তাঁর পদযুগল ধারণ করে ক্ষমা ভিক্ষা করেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে এইভাবে বধের প্রায়শ্চিত্তরূপে স্বগুণ কীর্তন করে আত্মহত্যার উপদেশ দেন। যুধিষ্ঠির অভিভূত হয়ে তাঁকে নিষ্পাপ রূপে গ্রহণ করেন। দ্রৌপদী কৃষ্ণের নিকটে তাঁর এই লীলারহস্য জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন যে, কর্ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বীপ্রধান, শত্রুর উপরেও দয়াবান। একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করে তাঁকে বধ করা যায়। কিন্তু বিন্দুমাত্র পাপ অন্তরে থাকলে সেই মহাপুরুষের কোনো ক্ষতি হবে না, জ্যেষ্ঠের কৃপায় অর্জুন আজ পাপমুক্ত। পদ্মাবতীর আহবানে কৃষ্ণ সমাধিস্থ হলে দ্রৌপদী বিচলিতা হয়ে উঠলেন, তাঁর মনে হলো এই ভীম বিশালতা মাঝে তিনি একা, মৃত্যু তাঁর শুব্ধ গম্ভীরতা দিয়ে তাঁকে গ্রাস করতে এসেছে। তিনি কৃষ্ণের সম্বোধন শুনে বুঝতে পারলেন যে, তিনি ভাগ্যবতী নন, ভাগ্যবতী কর্ণ-মহিষী যিনি বহু দূর থেকে পরম পুরুষকে আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রতি কৃষ্ণের কি গভীর ভালবাসা! তিনি দুর্ভাগিনী, কারণ সহস্র ক্রোশ দূরে তিনি বিনিক্ষিপ্তা। কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবতীকে তাঁর সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করলেন। অকস্মাৎ সমাধি ভঙ্গের পরে তিনি অর্জুনের শঙ্খধ্বনি

আহবানে রণক্ষেত্রে যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হলেন। দ্রৌপদী বললেন যে, ধর্মরাজ ও ধনঞ্জয় সহ তিনিও আজ মৃতা। 'সেই সঙ্গে মরিলা পাঞ্চালী'। দ্রৌপদী ভাগ্যবতী সূতকন্যা নরশ্রেষ্ঠের ঘরণীর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন।

গান্ধারী—

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য 'গান্ধারীর আবেদনে' বর্ণিত হয়েছে যে, লোকমাতা গান্ধারী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে বিচারপ্রার্থিণী হয়ে দুর্যোধনকে ত্যাগ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। দুর্যোধন রাজসভায় নারীর অমর্যাদা করেছে, এই হেতু সে পরিত্যাগের যোগ্য।

নাটকে গান্ধারীকে এই জাতীয় কোনো বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা দান করা হয়নি। কৌরব সভায় কৃষ্ণ দৌত্যকার্যের জন্ম শেষ বারের মত এসেছেন। কিন্তু দুর্যোধন প্রধানত কর্ণ ও মাতুল শকুনির পরামর্শে কৃষ্ণকে বন্দী করতে চান। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

'ওরে বৎস দুর্য্যোধন, এনোনা ও কথা
আর মুখে—কৃষ্ণ আজি দূত।'

কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করলেন যে, রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা এবং ধর্মরক্ষা অবশ্যকর্তব্য। যদি তিনি দ্রোণাচার্যকে আদেশ করেন, তবে তিনি দুর্যোধনকে বন্ধন করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পদতলে নিক্ষেপ করে আসতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে নির্দেশ দিলেন, রাজসভায় জননী গান্ধারীকে আনতে। তাঁর হিতবাক্যে দুরাত্মার মতি পরিবর্তন হতে পারে। দুর্যোধন দূতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার জন্ম কৃতসংকল্প। জননী গান্ধারী তাঁকে এই নৃশংস কাজ না করতে অনুরোধ করলেন, কারণ যিনি জগতের হিতকামী, তাঁর প্রতি এরূপ উন্মত্ত আচরণে জগৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে। দুর্যোধন তাঁর কার্য সম্পন্ন করবার সংকল্প প্রকাশ করলে গান্ধারী তাঁকে তিরস্কার ক

করে বলেন যে, তিনি কদাপি একার্যে সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। “পারিবি না—কেশবে বাঁধিতে পারিবি না।” কৃষ্ণ এর পরে তাঁর বিশ্বরূপ কৌরব সভায় প্রদর্শন করেন। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি স্বল্পকালের জন্ম আত্মিক দৃষ্টি দান করেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে গান্ধারী বাসুদেবের হিতবাক্য গ্রহণ করবার কথা দুর্যোধনকে বলেছেন। অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র আতঙ্কে বিহ্বল, ‘প্রাণহীন দেহ যেন ল’য়ে র’য়েছেন কল্য হ’তে তিনি শয্যাগত’। দুর্যোধন জননীকে বলেছেন যে, তিনি যেন তাঁদের পুত্রের জয়লক্ষ্মী বহন করে আনবার আশ্বাস বাক্য তাঁকে শোনান। গান্ধারী উত্তর দেন যে, পুত্র-মমতায় তিনি ধর্ম বিসর্জন দিতে পারেন না।

‘হর্ষ-বিষাদের তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে
করিতে পারি না স্বামী-হত্যা।’

সুদীর্ঘকাল পাণ্ডবগণের যে অপবাদ দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতৃগণ করেছেন, তাঁদের গর্ভধারিণী হয়ে তিনি সেই পাপের ভাগী হয়েছেন। তাই তিনি দুর্যোধনকে বলেছেন—

‘অনুরোধ করে তব মাতা,
ধর্ম্মরাজে রাজ্য দিয়া সুখী কর তারে।’

কিন্তু দুর্যোধন অর্থহীন উপদেশ শুনতে আদৌ প্রস্তুত নন, কেননা তিনি নির্জনে বসে পাণ্ডবগণের বধের উপায় চিন্তা করছেন। যেদিন তিনি যুদ্ধে জয়ী হয়ে মাতৃচরণ বন্দনার জন্ম আসবেন, সেদিন জননী যেন অর্থহীন বাক্য তাঁকে শোনান। গান্ধারী তাঁকে বলেন যে, ভীষ্ম-দ্রোণকে সহায় পেয়ে তার পক্ষে পাণ্ডবসংহার সম্ভব হবে না। এটি অভিশাপ নয়, এ হল সত্য কথা। দুর্যোধন গান্ধারী-বর্ণিত বিশ্বরূপ প্রসঙ্গে মন্তব্য করলেন যে, তা শঠ শিরোমণি কৃষ্ণের মায়াজাল মাত্র। তিনিও ইচ্ছা করলে মায়াবলে আকাশ ভ্রমণ করতে পারেন, রসাতলে প্রবেশ করতে পারেন। প্রয়োজন হলে, কুহকী কৃষ্ণের মতো,

তিনিও তাঁর দেহে অসংখ্য বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করতে পারেন। জননী যেন কদাপি তাঁকে নিরস্ত করবার উপদেশ না দেন। তিনি পূর্বেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

'একপণ—হয় পঞ্চপাণ্ডব সংহার,
নয়, তব শত সন্তানের
বীরাশাস্য রণাঙ্গন-ধূলিতে শয়ন।'

গান্ধারী দুর্যোধনকে ধর্মানুমোদিত যুদ্ধের উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করলেন।

ধর্ম ও নাটক—

নাটক যদিও অতীতে ধর্মানুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, এবং নাটকে ধর্মের প্রাধান্য বিশেষরূপে লক্ষ্য করা যায়, তথাপি কালক্রমে নাটক পার্থিব কাহিনী নিয়ে রচিত হতে থাকে। এতে মনে হয় যে, ধর্মের সঙ্গে নাটকের কোনো আত্মিক বন্ধন নেই।

প্লেটো তাঁর The Republic গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, কবিগণ ঈশ্বরের ভাবমূর্তি কলুষিত করে। তাঁরা যেভাবে দেবদেবীগণের চিত্র অঙ্কিত করেন, তাতে দেবতার মহিমা বিকৃত হয়ে ওঠে। মানব জীবনের সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেবগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। আরিস্টটল এই অভিযোগের উত্তর বিশদরূপে দেননি, কেননা, নাটকে দেবতাগণের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা তিনি প্রসন্নচিত্তে মেনে নিতে পারেননি। লোকমত দেবতাগণকে যেভাবে গ্রহণ করেছে, তিনি তা সমর্থন করেছেন। আরিস্টটলের মতে নাটক হবে জীবনাশ্রয়ী। অবিশ্বাস্য বা অলৌকিক কোনো ঘটনা নাটকে স্থান পাবে না, তবে তা এপিকে পেতে পারে। শ্রুতিকাব্যে এই জাতীয় ঘটনার অবতারণা পাঠক-চিত্তকে আনন্দ দান করে।

তিনি লিখেছেন যে, ট্রাজেডির নায়ক-চরিত্র সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনাদর্শ থেকে পৃথক। এতে বোঝা যায় যে, তিনি বহু গুণবিশিষ্ট

নায়কের কথা চিন্তা করেছেন। তাঁর বিচার-বুদ্ধির ত্রুটি অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত কার্য হেতু তাঁর জীবনে অপ্রতিরোধ্য রূপে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে। এই কারণে তিনি নাটককে মানবিক গুণসম্পন্ন রূপে বিচার করতে চেয়েছেন। রাজা অয়দিপুসের কাহিনী তার নিকটে সম্পূর্ণ মানবভিত্তিকরূপে মনে হয়েছে। তিনি তাই এই নাটককে চরিত্র-কেন্দ্রিক বলে অভিহিত করেছেন।

তবুও নায়ক চরিত্রে যে বিপর্যয় ঘটে, আরিস্টটলের ব্যাখ্যা তার সুসংগত পরিচয় দেয় না। কেননা কোন স্বকৃত ত্রুটি ছাড়াও তাঁদের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। অয়দিপুস স্বেচ্ছা নির্বাসনে কলোনাসে গিয়ে রাজা থিসিউস ও রাজা ক্রেয়নকে বলেছেন যে, তাঁর দুর্ভাগ্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ আছে, তিনি নিজে নিষ্পাপ, তাঁর মধ্যে কোন অপরাধমূলক রহস্য বা ত্রুটি ছিল না। তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং কোনো দিক থেকে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আন্তিগোনে ক্রেয়নের রাজাদেশ লঙ্ঘন করায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। কিন্তু তিনি তার মৃত ভ্রাতার সৎকার ক'রে বিধাতার নির্দেশকে মেনেছেন। তাঁর দুঃখ, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর জন্য কোনোক্রমে তিনি দায়ী নন।

ধর্মীয় নাটকে দেখা যায় যে, মানব-জীবন স্বতন্ত্র মূল্যে উজ্জ্বল নয়। নাট্যকার নায়ক চরিত্র ব্যতীত দৈবের উপরে আলোকসম্পাত করেন। স্বভাবত সমালোচক অধ্যাপক কিটো মন্তব্য করেছেন, "The real tragic hero is humanity itself."

গ্রীক নাটকের পশ্চাতে আছে ধর্মের প্রেরণা। সেখানে ঈশ্বর, বিশ্ববিধান এবং সর্বকালীন নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে থাকে। সুতরাং ব্যক্তি-চরিত্রের ক্ষয়ক্ষতির জন্য বিশ্ববিধানের কোন দায়িত্ব নেই। কেননা, তাকে কোনোভাবে আঘাত করলে সে নির্মম হয়ে ওঠে এবং প্রত্যাঘাত করে।

এই দিক থেকে রাজা অয়দিপুস বা আন্তিগোনের বিপর্যয়ের কাহিনী ব্যাখ্যা করা চলে। স্বভাবতঃ শেক্সপীরিয় নাটকের ন্যায় গ্রীক ট্রাজেডি নাটককে চরিত্রকেন্দ্রিকরূপে অভিহিত করতে মনে সংশয় সৃষ্ট হয়। কিন্তু ইউরিপিদেস এর ব্যতিক্রম।

শেক্সপীয়র জীবনানুরাগী নাট্যকার। তিনি জীবনের বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রাখেন; সাধারণ জীবনযাত্রা তাঁর নাটকে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে এবং এটি নাটককে বাস্তব প্রতিষ্ঠা দান ক'রে থাকে। গ্রীক ট্রাজেডি যেমন জীবনস্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে মনোনিবেশ করে, শেক্সপীরিয় নাটক মূলত হোলো চরিত্রকেন্দ্রিক। যেহেতু ধর্মনীতি বা বিশ্ববিধান গ্রীক ট্রাজেডি নাটকের পশ্চাতে সক্রিয়, সেইজন্য শেক্‌সপীরিয় নাটকের পরিণাম দর্শক মনে করুণা ও ভীতি সৃষ্টির পরিবর্তে বিস্ময়মিশ্রিত বিহ্বলতা এবং বিশ্বাত্মবোধ সৃষ্টি করে থাকে। চরিত্রকেন্দ্রিক নাটকে ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের প্রতীক। কিন্তু গ্রীক নাটকে ধর্মের প্রেরণা প্রবল বলে তার বিশ্বগত নৈতিক অপরিবর্তনীয় আদর্শের পরিচয় দান করে। স্বভাবত বলা যায় যে, ধর্মীয় নাটকে দৈবের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অনেক বেশী। চরিত্র তার জীবনে সৌভাগ্যের জন্য আনন্দিত হয়, অথবা বিপর্যয়ে পতিত হয়। কিন্তু যে কার্যাবলীর জন্য তাদের জীবনে বিপর্যয়, তার উপরে তাদের কোনো হাত থাকে না। বিশ্ববিধানের পটভূমিকায় আমরা অনায়াসে মানুষের মনের সুখ-দুঃখের কারণ অনুভব করতে পারি। আন্তিগোনে নাটকে দূত বলেছেন:

What is the life of man?
A thing not fixed for good or evil, fashioned for
praise or blame.
Chance raises a man to the heights, chance casts him odwn.
And none can fortell what will be from what is.

'নর-নারায়ণ' নাটক পৌরাণিক রচনা রূপে খ্যাত। এর পশ্চাতে আছে ধর্মের প্রেরণা। যেহেতু ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, সেইহেতু তার জাতীয়তার মূলে

আছে ধর্ম। গিরিশচন্দ্র বলেছেন, 'হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম। মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে গেলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।' তাঁর মতে যাঁরা পৌরাণিক নাটকের বিরোধী, তাঁরা পৌরাণিক আদর্শ এবং চরিত্র উপলব্ধি করতে পারেননি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ 'নর-নরনারায়ণ' নাটকে পৌরাণিক আদর্শ অনুসরণ করেছেন। এর তাৎপর্য হোলো যে, তিনি মানব জীবনে ঈশ্বরের প্রভাব যে কত দূর ব্যাপ্ত, তা ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু নিছক তত্ত্বের উপরে নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। সেই তত্ত্বকে রসরূপ দান করবার প্রয়োজনীয়তা আছে। নাট্যকার জীবনাশ্রয়ী কাহিনী ও সংঘাতপূর্ণ চরিত্রের পরিচয় দান ক'রে থাকেন। এর মধ্যে তত্ত্ব অঙ্গীভূত হয়। এই স্থানে তাঁর সার্থকতা পরীক্ষিত হয়ে থাকে।

'নর-নারায়ণ' নাটকে প্রস্তাবনা অংশে একটি গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। এই প্রশ্ন হেলো—

'দৈব কিংবা পুরুষকার
বিশ্ব রাজ্য কোন্ রাজার।'

পুনবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, বিজয়লক্ষ্মী পৌরুষনির্ভর চরিত্রকে বরণ করেন কিনা। কর্ণ-জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি দৈব-নিগৃহীত পুরুষ। তাঁর মধ্যে চারিত্র্যশক্তি প্রবল, পৌরুষের দীপ্তি অসাধারণ। তিনি ত্যাগীশ্রেষ্ঠ, বীর্যবান এবং যোদ্ধারূপে আত্মনির্ভরশীল। প্রতিপক্ষের প্রতি তাঁর মনে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তিনি একমাত্র অর্জুনের বধ্য; তাও যদি অর্জুন কায়ে-বাক্যে-মনে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে থাকেন। কিন্তু কণামাত্র মিথ্যা তাঁর অন্তরে যদি থেকে যায়, তাহলে কর্ণের অঙ্গ গাণ্ডীবীর বাণে বিদ্ধ করা যাবে না।

তাপসের হোমধেনু ভুলক্রমে বধ করবার জন্য তিনি তাঁকে মর্মান্তিক অভিশাপ দান করেছেন। তাপস বলেছেন যে, 'নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম সর্ব্ব শিক্ষা আজ তব করিল নিষ্ফল'। পরশুরাম প্রিয়শিষ্য কর্ণের জানুতে মস্তক

রক্ষা করে নিদ্রাভিভূত হয়েছিলেন। বজ্রকীটের মর্মান্তিক দংশন কর্ণ অসীম সহিষ্ণুতায় সহ্য করেন। তার দংষ্ট্রার স্পর্শে গুরুর নিদ্রা ভেঙ্গে যায়, এবং কর্ণ যেহেতু ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করেছেন, তাই তিনি এই মিথ্যা আচরণের জন্য তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। কর্ণ সূতপুত্ররূপে নিজের পরিচয় দান করেন, কিন্তু এই পরিচয় মিথ্যা, এইহেতু পরশুরাম তাঁকে অভিশাপ দেন। তাপসের অভিশাপ-দানের ক্ষেত্রে কিছু যুক্তি ছিল। কারণ কর্ণ তাঁর শব্দভেদী বাণে হোমধেনু বধ করেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরশুরাম মিথ্যা পরিচয়দান হেতু সন্দিগ্ধ হয়ে তাঁকে কঠোর অভিশাপ দেন। তবে যদি তিনি সত্যই সূতপুত্র হন, তবে তাঁর অভিশাপ কর্ণকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু এই স্থানে আছে জন্মরহস্যের গোপন লাঞ্ছনা। কর্ণ কুন্তীর পুত্র। কিন্তু জননী লোক-লজ্জার ভয়ে নিজ অঙ্কে স্থান না দিয়ে তাঁকে জলে ভাসিয়ে দেন। তিনি অধিরথ-গৃহে স্থান পান, এবং রাধা সন্তানের ন্যায় তাঁকে পালন করেন ও স্নেহ-ধারায় তাঁকে অভিষিক্ত করেন। স্বভাবত কর্ণের বিপর্যয়ের মূলে আছে এই জন্মের রহস্য-কথা। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু এসেও তাঁর জন্মের লাঞ্ছনা-স্মৃতি মুছিয়ে দিতে পারেনি। 'আমার অন্তরে প্রবেশিয়া ব্যঙ্গ করে বিরাট শূন্যতা'। তবে যে ভুল বালিকার এবং দেবতার মত্ত কৌতূহল তার জন্য কর্ণকে অপরাধী করা যায় না। তাঁর জীবনে তাঁর বিপর্যয়ের কারণ কোনো বিচার-বুদ্ধির ভুল বা অজ্ঞতার জন্য অনুষ্ঠিত হয়নি। অথবা তিনি অজ্ঞাতসারে রাজা অয়দিপুসের ন্যায় বিশ্বনীতিকেও আঘাত করেননি। মনে হয় যেন অয়দিপুসের ন্যায় তাঁর জীবন পূর্ব হতে নির্দিষ্ট ও নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত।

গ্রীক নাটক ব্যাখ্যায় এই কথা বলা হয়েছে যে, বিশ্বের সামঞ্জস্য কোনো মানুষের কার্যের দ্বারা বিঘ্নিত হলে তাঁকে কঠিন আঘাত সহ্য করতে হয়। রাজা ক্রেয়ন পলিনিকেসের সৎকার বন্ধ ক'রে দিয়ে বিশ্বনীতির প্রতিকূলতা করেছেন। তাকে তাই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। এই শাস্তির জন্য নিষ্পাপ চরিত্রকেও প্রাণ বিসর্জন করতে হয়। এর ফলে আন্তিগোনে, হীমন এবং তার মা ইউরিদিকেকে প্রাণ বিসর্জন করতে হয়েছে।

কিন্তু কর্ণের ক্ষেত্রে বিবেচনার বিষয় হোলো যে, তাঁর ত্রুটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। কর্ণ প্রথমাবধি সন্দিহান যে, কৃষ্ণ নরদেহধারী নারায়ণ কিনা। পিতামহ ভীষ্ম ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে বলেছেন মায়াতিমানব, 'এক আত্মা দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে'। কৃষ্ণ ধর্মরক্ষা হেতু যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। কৃষ্ণ এসেছেন ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে। কৌরবকুল ধ্বংস না হলে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। এর বড় বাধ্য হোলো মহা ধনুর্ধর কর্ণ। সুতরাং তার বিনাশ অপরিহার্য কারণরূপে দেখা দিয়েছে। কর্ণ নিজেও ধর্মনিষ্ঠ, তপস্বীপ্রধান ও সত্যবাদী। কিন্তু যেহেতু তিনি দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন ক'রে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শকে বাধা দিয়েছেন, তাই তাঁর কার্য বিশ্ববিধানের প্রতিকূলতা সাধন করেছে। জন্মের রহস্যও সেই পথে তাঁর লাঞ্ছনা, তাঁর পরাজয়ের জন্য একটি উপলক্ষ রচনা করেছে।

নাট্যকার বিশ্ববিধানের এই দিকটি গ্রহণ করা সত্ত্বেও কর্ণ-চরিত্রকে অসাধারণ মাহাত্ম্য দান করেছেন। কর্ণের পৌরুষ ও চারিত্র-শক্তি তাঁর পার্থিব কার্যাবলীর মাধ্যমে পরিস্ফুট হওয়ায় মানব জীবনের দিকটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আমরা ধর্মের কথা বিস্মৃত হয়ে মানব জীবনের রূপ ও রহস্যের দিকে বিস্মিত মন দিয়ে প্রত্যক্ষ করে থাকি। ক্ষীরোদপ্রসাদ তাই পৌরাণিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রেখেও তাকে জীবন-সত্যে রূপান্তরিত করবার প্রয়াস করেছেন।

'পাণ্ডব গৌরব' পৌরাণিক নাটক। এখানে মানবজীবনের মহিমা ব্যাখ্যা অপেক্ষা দেবতার অলৌকিক শক্তির পরিচয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানব জীবন যে একান্তরূপে দৈবী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই সত্যের পরিচয় নাটকে পরিস্ফুট। দুর্বাসার অভিশাপে স্বর্গলোকের অপ্সরা উর্বশী শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্যলোকে প্রেরিতা হয়েছে। ঋষির অভিশাপ হোলো—

'বনে রহ অশ্বিনী হইয়ে, যামিনীতে হও নারী ;
অষ্টবজ্র দর্শনে হইবে পূর্ববৎ।'

দুর্বাসার যেহেতু শিব-অংশে জন্ম, তাঁর বাক্য তাই কদাপি বিফল হবার নয়। দ্বাপর যুগেও দুর্বাসার অভিশাপ পুনর্বার সত্যরূপে পরিস্ফুট হবে।

উর্বশীর রূপ প্রত্যক্ষ করে দণ্ডীরাজ তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ দণ্ডীর কাছে অশ্বিনী দাবী করেন, কিন্তু দণ্ডী তাঁকে তা প্রদান করতে অসম্মত হন। সুতরাং কৃষ্ণ এই প্রত্যাখ্যান সহজে মেনে নেননি। এদিকে তিনি পাণ্ডব-ঘরণী ভদ্রাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যিনি অসহায়কে আশ্রয় দেন, তাঁর জন্য ধন-প্রাণ-মান বিসর্জন দেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ধর্ম পালন করেন। উর্বশীর মনের ক্ষোভ হোলো যে, তিনি মর্তলোকে দণ্ডীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছেন, কিন্তু তিনি যেতে চান শাপমুক্ত হয়ে পুনর্বার স্বর্গলোকে। এ দিকে দণ্ডী অশ্বিনী সহ কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এসেছেন প্রাণবিসর্জনের জন্য গঙ্গাতীরে। সুভদ্রা তাঁকে আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পাণ্ডবগণ যদিও কৃষ্ণের আশ্রিত, তথাপি ধর্মরক্ষায় তাঁরা সদা তৎপর। দণ্ডীকে আশ্রয় দিলে পাণ্ডবের যশোগাথা সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হবে, সুভদ্রার কথায় ভীম দণ্ডীকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হলেন, অর্জুনও তাঁর সম্মতি দিলেন। যুধিষ্ঠিরও ভীমার্জুনকে আশ্বাস দিয়ে জানালেন—'প্রাণভয়ে নাহি দিব ধর্ম্মে বিসর্জন'। উর্বশী বারংবার স্বর্গলোকের কথা উচ্চারণ করলে দণ্ডী সন্তপ্ত চিত্তে উত্তর দিলেন যে, স্বর্গলোক যতই সুন্দর হোক, সেই স্থান প্রেমহীন, নচেৎ তিনি উর্বশীর নিকট থেকে প্রেমের প্রতিদান লাভ করতেন। পাণ্ডবগণকে সাহায্য করবার জন্য কৌরবগণও অগ্রসর হলেন। এদিকে দেবতাগণের সঙ্গে কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দিলো, কিন্তু এই যুদ্ধে দেবতাগণ বারংবার পরাজিত হলেন। কৃষ্ণ বললেন যে, তিনি ও দেবমণ্ডলী 'পরিহার মানিতে নারিব, বধিব দুর্মদ অরি'। কিন্তু ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ। দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র অস্ত্র পাণ্ডবদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, এমনকি, 'পঞ্চানন পরাভব রণে'। ক্রুদ্ধ মহাদেব শূল নিক্ষেপের জন্য বদ্ধপরিকর। শেষ পর্যন্ত রণক্ষেত্রে

সুভদ্রা দেবী মহেশ্বরীর সিন্দুররঞ্জিত রক্তবর্ণ পতাকা প্রদর্শন ক'রে ব্যাখ্যা করলেন যে, দেবমণ্ডলীর অস্ত্রসমূহ নিস্তেজ। এমন কি, মহাদেবের শূল প্রভাহীন, এবং সুদর্শনচক্র আভাহীন। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তবীজ বিনাশিনীর আবির্ভাবে সকলে জগজ্জননীর জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। মহাদেব উপলব্ধি করলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তাধীন, তিনি পাণ্ডবের গৌরববৃদ্ধির জন্য পিনাকধারীকে নিস্তেজ করেছেন। তবে তাঁর গৌরব হোলো যে, কৃষ্ণপ্রেমে তাঁর পরাভব ঘটেছে। কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করলেন যে, সকলই মহামায়ার মায়া। তিনি লীলার আধার মাত্র। রণক্ষেত্রে যাঁরা নিহত হয়েছিলেন, জননীর চরণ-প্রভায় সকলে বেঁচে উঠলেন।

নাটকে মহাশক্তিরূপিনী মহাদেবীর জয়গান করা হয়েছে। তাঁর কৃপায় অষ্টবজ্রসম্মেলন ঘটেছে। উর্বশী মুক্তিলাভ করেছেন। দণ্ডীরাজেরও জীবনে পরম সৌভাগ্য দেখা দিয়েছে। নাটক সম্পূর্ণরূপে ধর্মাদর্শে রচিত। মানব-জীবন যে একান্তরূপে দৈবের অধীন, নাটকে তাই-ই পরিস্ফুট হয়েছে। লীলার আধার শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সকল ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি পাণ্ডবগণকে নতুন ক'রে পরীক্ষা ক'রে তাঁদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। নাটকটি একান্তরূপে ধর্মের প্রেরণায় রচিত বলে, মানব জীবনের কাহিনী তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারেনি। এই স্থানে "নর-নারায়ণে"র সঙ্গে "পাণ্ডব গৌরব" নাটকের পার্থক্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। একটি নাটক ধর্মাশ্রয়ী হলেও মানবজীবনের মহিমাকে ব্যাখ্যা করেছে এবং অপরটি মানবজীবনের উর্ধ্বে ধর্মের আদর্শকে চিরন্তন সত্যরূপে গ্রহণ করেছে।

———

নর-নারায়ণ

সূচনা

আশ্রম-সান্নিধ্য

তাপস

তাপস। তোমার বধের ব্যবস্থা না ক'রে আমি জলগ্রহণ ক'রব না—দুরাত্মা গো-বধকারী রাক্ষস! (চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ।)

তাপস-কন্যা অস্তির প্রবেশ ও তাপসের হস্তধারণ

ছাড়্—হাত ছাড়্—হাত ছেড়ে দে, অস্তি!

অস্তি। এমন ধারা পাগলের মত কোথায় ছুটে চ'লেছেন?

তাপস। ত্রিভুবন। এ পৃথিবীতে না পাই স্বর্গে যাব, স্বর্গে না পাই রসাতলে প্রবেশ ক'রব। সে গো-বধকারী দুরাত্মাকে শাস্তি না দিয়ে আমি আর আশ্রমে ফিরবো না। ছাড়্ অস্তি, হাত ছাড়্।

অস্তি। এরূপ অসম্ভব কথা কইবেন না বাবা, সে কি আপনার অভিশাপ নেবার জন্য পথের মাঝে মাথা পেতে দাঁড়িয়ে থাকবে? গো-বধ ক'রেই আপনার অভিসম্পাতের ভয়ে সে পালিয়েছে। সে চোর—

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। না দেবি, সে চোর নয়।

অস্তি। বাবা—বাবা! (কর্ণকে বিস্মিত নেত্রে দেখিল)

তাপস। দেহধারী অংশুমালী সম
স্বতেজে স্বরূপে সুপ্রকাশ
কে আপনি পুরুষ প্রধান ?

কর্ণ। নহি অংশুমালী,
তাঁহার সেবক আমি দ্বিজ।
কর্ণ মোর নাম, হস্তিনা নগরবাসী ;
বনমধ্যে পদশব্দ করিয়া শ্রবণ
দূর হ'তে নিক্ষেপিনু শব্দভেদী বাণ।
না ছিল গোচর, দ্বিজবর,
এ অরণ্য মধ্যে ছিল তোমার আশ্রম।
মৃগভ্রমে বধিয়াছি ধেনু।

অগ্নি। চ'লে এসো পিতা।
সহজাত কবচ-কুণ্ডল,
জ্যোতির্ম্ময় সুঠাম সুন্দর দেহধারী,
সত্যবাদী, নির্ভীক, দেবতারূপী নর।
অনুরোধ পিতা, ক্ষমা কর ভ্রম তার।

কর্ণ। সংহর সংহর ক্রোধ ঋষি ! একমাত্র
ধেনু গেছে, প্রতিশ্রুতি করিতেছি,
পরিবর্ত্তে তার—রত্ন স্বর্ণ দিব
ভারে ভার, সহস্র সহস্র দিব ধেনু।

তাপস। (গম্ভীরভাবে) কি বলিলে নাম---কর্ণ ?

কর্ণ। 'বসুসেন' পিতৃদত্ত নাম—
লোক মুখে কর্ণ নামে প্রসিদ্ধি আমার।
হস্তিনা-নিবাসী আমি।

তাপস। হস্তিনা-নিবাসী তুমি ?

অস্তি । শুনিয়াছি, সে ত বহুদূরে—
শতাধিক যোজন অন্তর ।
হস্তিনা ত্যাজিয়া ভদ্র, ঘটাতে আপদ,
কি হেতু এ সুদূর দক্ষিণে ?
কর্ণ । ভগবান রামের নিকটে
শিখিতে এসেছি ধনুর্বেদ ।
অস্তি । তুমি কি রাজার পুত্র ?
কর্ণ । নহি ।
তাপস । রাজার আত্মীয়-পুত্র ?
কর্ণ । নহি ।
তাপস । তবে ?
কর্ণ । ইহার অধিক প্রশ্ন ক'র না ব্রাহ্মণ !
হ'লেও সমর্থ, আমি দিব না উত্তর ।
বলিবার—সমস্তই বলিয়াছি আমি ।
প্রাণভয়ে করি নাই সত্যের গোপন ।
অভিশাপ—সত্য যদি তোমার বিচারে,
প্রাপ্তিযোগ্য হই আমি—
অভিশাপ ভয়ে নহি ভীত ।
তাপস । নাহি জানি কি উদ্দেশ্য করিতে সাধন,
বিশ্বের বিধাতা, জীবন্ত চলন্ত এই
কাঞ্চন-মন্দির ধরাতলে চূর্ণ হ'তে
ক'রেছে প্রেরণ । মনে লয়, এই বিশ্ব
মাঝে কোন শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধরে
পরাজিত করিতে সমরে
গোপনে বিচিত্র বিদ্যা শিখিয়াছ তুমি ।

মনে লয়, সর্ব্বদা সর্ব্বথা সঙ্গে তার—
রক্ষিরূপে দেহধারী ভ্রমে নারায়ণ :
শুন, হে নিতান্ত ভাগ্যহীন,
নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম সর্ব্ব শিক্ষা আজ
তব করিল নিষ্ফল ! মনে মনে যারে
তুমি রণাঙ্গনে প্রতিযোদ্ধা করিয়াছ
স্থির, কাল তব পূর্ণ হবে যবে
সেই মহাবীর সনে দ্বৈরথ সমরে
তোমার রথের চক্র গ্রাসিবে মেদিনী।
যেই প্রমত্ততা বশে তুমি
আজি মোর হোম-ধেনু ক'রেছ বিনাশ,
সেই প্রমত্ততা, মৃত্যু-আজ্ঞা শিরে লয়ে,
তোমারে ঘেরিবে সেই দিন।
কন্যার সদৃশ গাভী, নৃত্যশীলা,
আসিতে নিকটে তোমার নিঠুর বাণে
ছিন্নকণ্ঠ—প্রাণহীন যেই মত
মুক্ত আঁখি—পড়িল ভূতলে, রে নিঠুর !
তুমিও তেমনি—ছিন্নকণ্ঠ, মুক্ত-আঁখি—
নির্ম্মম মেদিনী-কোলে লইবে আশ্রয়।
আয় অস্তি, চলে আয়।
অভাগ্যের মুখ নিরীক্ষণে
নিজেরে ক'র না ভাগ্যহীনা !

উভয়ের প্রস্থান

কর্ণ। তীব্র অভিশাপ !
অস্ত্রশিক্ষা পূর্ণ যেই দিনে

সেই দিনে লভিলাম মৃত্যু-আশীর্ব্বাদ।
ভাল—ভাল। নিয়তি-প্রেরিত কর্ম্ম যদি,
যদ্যপি আমার নাশ অভিপ্রায় তার,
অভিমান করি কার 'পরে?
কিন্তু মোহাচ্ছন্ন যদ্যপি ব্রাহ্মণ?
গাভী-শোকে আত্মহারা—অভিশপ্ত ক'রে
থাকে মোরে? বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাহি হবে!
মোহাচ্ছন্ন দ্বিজ তাতে নাহিক সংশয়।
প্রতিদ্বন্দ্বী মোর ধনঞ্জয়—
সমরে পাড়িতে তারে
এত ক্লেশে আয়ত্ত ক'রেছি ধনুর্ব্বেদ।
মূর্খ ব্রাহ্মণের এই শাপের প্রলাপে
সেই শিক্ষা হইবে নিষ্ফল?
বলে কিনা—নারায়ণ নরদেহ-ধারী!
দেহরক্ষী গাণ্ডীবীর! সর্ব্বত্রগ,
অনির্দ্দেশ্য, কূটস্থ অচল যেই ব্রহ্ম—
আচ্ছাদন ক'রে আছে অনন্ত ভুবন,
বলে কিনা—
সে পশেছে চৌদ্দপোয়া পঞ্জর-পিঞ্জরে।
মূর্খ—মুগ্ধ—ক্ষিপ্ত সে ব্রাহ্মণ।

প্রস্থান

(নেপথ্যে) পরশুরাম। কর্ণ, কর্ণ!

কর্ণ ও পরশুরামের উভয় দিক দিয়া প্রবেশ

রাম। এই যে, এই যে, তুমি এসেছ, তোমার অন্বেষণে হারীতকে ইতঃপূর্ব্বে পাঠিয়েছি। বালকটাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছি।

কর্ণ। কি জন্য, গুরুদেব, তাকে আমার অম্বেষণে পাঠিয়েছিলেন ?

রাম। শুধু তাকে ? অকৃতব্রণ পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণে গিয়েছিল। সমস্ত দিন আমার উদ্বেগে কেটে গেছে !

কর্ণ। কেন গুরুদেব ?

রাম। কেন, এই স্থানে পদচারণ ক'রতে ক'রতে শোন। প্রকৃষ্ট শব্দজ্ঞান এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কারও হ'তে পারে না। কেন না, ব্রাহ্মণ নিত্য শব্দ-ব্রহ্মের উপাসক। ক্ষত্রিয় বাহুর অধিকারী—জ্যোতির্ব্রহ্ম তার উপাস্য। এইজন্য কোন ক্ষত্রিয় এই শব্দভেদী বাণ-শিক্ষায় সুফল লাভ করেনি। ত্রেতায় রাজা দশরথ এই বাণপ্রয়োগ শিক্ষা ক'রেছিলেন। তার ফলে হস্তী মনে ক'রে তিনি একটি তাপস-কুমারকে হত্যা ক'রেছিলেন। হাঁ বৎস, তাপস-কুমার। তার পিতা-মাতা ছিলেন অন্ধ। বালক তাঁদের সেবার জন্য, কুম্ভ নিয়ে নদী থেকে জল আনতে গিয়েছিল। ঘোরারণ্য, তাতে রাত্রিকাল। বালকের ভাগ্যদোষে কোনও কারণে সেই কুম্ভে আঘাত লেগে গম্ভীর শব্দ হয়েছিল। সেই শব্দ হস্তীর ধ্বনি মনে ক'রে রাজার বাণপ্রয়োগ। ফলে সেই ননীর মত কোমল বালকের মৃত্যু। পুত্রশোকে অন্ধ মুনিদম্পতি অচিরে দেহত্যাগ ক'রলেন। তাদের অভিশাপে রাজা দশরথেরও পুত্রবিরহে শোচনীয় মৃত্যু। তা হ'লে বোঝ, বৎস, শব্দতত্ত্ব জানা না থাকলে, এ বাণ থেকে কত অনর্থ উৎপন্ন হ'তে পারে। একি কর্ণ, একথা শুনে তোমার মুখ মলিন হ'ল কেন ? তোমার ভয় কি ? তুমি ভার্গব। হাঁ—মুখ প্রফুল্ল কর। প্রকৃত শব্দজ্ঞান এখনো লাভ করনি যদি মনে কর, এ বাণ প্রয়োগ ক'র না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারী বুঝে আমি গঙ্গানন্দকে এই অস্ত্রবিদ্যা শেখাতে চেয়েছিলুম। ভীষ্ম শিক্ষা করেন নি। ব'লেছিলেন, "আমি ক্ষত্রিয়, বাহুর উপরই আমার সর্ব্বদা নির্ভর। ও শব্দতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানা আমাদের সাধ্য নয়। কি জানি কোন দিন শব্দ শুনে বাণ ছুঁড়তে গিয়ে বন্য জন্তুর পরিবর্ত্তে গো-বধ ক'রে

ফেলবো।" একি বৎস, তুমি এসব কথা শুনে বিচলিত হ'চ্ছ কেন? তোমার ভয় কি? তুমি ভার্গব।

কর্ণ। হারীতের ক্লেশের কথা শুনেই আমার মনে কষ্ট হ'চ্ছে। তার উপর আর্য্য অকৃতব্রণকে ক্লেশ দিলেন কেন প্রভু?

রাম। শুধু তোমার জন্য বৎস, তোমার জন্য। মমতা বশে তোমাকে এই অতি গুহ্য অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি। দিয়েই কিন্তু মনে হঠাৎ একটা শঙ্কা জেগে উঠল! তুমি যে বালক! তোমাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া ত হ'ল না। তাই তোমাকে আমার প্রয়োজন হ'ল। আশ্রম থেকে বেরিয়ে দেখি, তুমি আশ্রমে নেই। তাই তোমার অন্বেষণে হারীতকে প্রেরণ করেছিলুম। ব'লেছিলুম, যে অবস্থায় তোমাকে পাবে, আমার কাছে নিয়ে আসবে। কেন না, একথা ত তাকে ব'লতে পারিনি!

কর্ণ। হাঁ গুরুদেব, আমি আপনার অভয় চরণতলে ফিরে এসেছি।

রাম। বেশ ক'রেছ। তুমি রামের সগোত্র—ভার্গব। ধনুর্ব্বেদের সমস্ত জ্ঞান তোমাকে দিয়ে আমি ভাণ্ডার শেষ ক'রেছি। কর্ণ, সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী তুমি—ধরাতলে সূর্য্যের সচল প্রতিমূর্ত্তি! পূর্ব্ব হ'তেই তুমি দেবতারও অজেয়—তার উপর এই শিক্ষা! ভার্গব! এ ভুবনে তোমার তুল্য বীর আর হয়নি, হবে না, হ'তে পারে না।

কর্ণ। আমি কি এখন ইচ্ছা ক'রলে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হ'তে পারি?

রাম। একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রতে হয় ভার্গব—এত কথা শোন্‌বার পর? (কর্ণ বার বার রামকে প্রণাম করিল) নাও, ব'স দেখি —এইখানে একটু ব'স। আমি আজ বড় ক্লান্ত হ'য়েছি। তোমার জানুতে মাথা দিয়ে একটু শয়ন করি।

কর্ণের উপবেশন ও তাহার জানুতে মস্তক রাখিয়া রামের শয়ন

রাম। জান না ভার্গব—কি উদ্বেগে গেছে মোর
দিন ! চিরকাল বিচার-বিহীন আমি।
মনে পড়ে, পিতৃবধে ল'তে প্রতিশোধ
একাধিক বিংশ বার কি নির্ম্মম ভাবে
নিঃক্ষত্রিয়া ক'রেছি ধরণী।
কি নির্ম্মম ভাবে করিয়াছি—হে ভার্গব,
কত ক্ষুদ্র—দুগ্ধপোষ্য বালক সংহার।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে যত মত্ত-দৃষ্টি মাতা,
নিম্নদৃষ্টি স্তব্ধীভূত যতেক দেবতা।
মুহূর্ত্ত স্মরণে এখনো প্রচণ্ড তেজে
তীব্র প্রতিক্রিয়া তার ছুটে আসে এ মর্ম্মে
করিতে ভস্মরাশি। শুনিতেছ প্রিয়তম ?

কর্ণ। শুনিতেছি গুরু !

রাম। এই ধরাতলে আসিয়াছিলাম আমি
দেবত্ব লইয়া। কর্ণ ! শুনিতেছ ?

কর্ণ। ব'লে যান প্রভু !

রাম। এই মন্দির ভিতরে (বক্ষে হস্ত দিয়া) বৈকুণ্ঠপতির
ছিল ষষ্ঠ অধিষ্ঠান ! বিচার অভাবে
সে দেবত্ব দিছি ডালি সুকোমল
রাঘব রামের পদতলে ! বিষ্ণুলোক-
পথ তার ফলে—চির জীবনের তরে
নিরুদ্ধ আমার ! তারপর—কত ক্ষুদ্র
ভ্রম, অম্বার ক্রন্দনে—ভীষ্মসনে—রণ,
কত ক্ষুদ্র—সর্ব্বশেষে—ক্ষুদ্র (নিদ্রিত হইলেন)

কর্ণ। যাক, গুরু ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কইলে হয় ত সত্য গোপন রাখ্‌তে পারতুম না। কোনও প্রকারে আজকের রাত্রিটা কাটাতে পারলে হয়। প্রভাত হ'তে না হ'তে গুরু-দক্ষিণা দিয়ে এ স্থান ত্যাগ! উঃ—উঃ! (মুখে বিষম যন্ত্রণা প্রকাশ) একি ভীষণ কীট! শত বৃশ্চিকের এক সঙ্গে দংশন! উঃ! হে ভাস্কর, ধৈর্য্য দাও—গুরুর নিদ্রাভঙ্গ না হয়—ধৈর্য্য—ধৈর্য্য।

রাম। উঃ! (উত্থান ও গলদেশে হস্ত দিয়া রক্ত পরিদর্শন) একি?

কর্ণ। রক্ত!

রাম। কার রক্ত?

কর্ণ। আমার।

রাম। আঃ! আমি অশুচি হলুম। তোমার রক্ত আমার গলায় কি ক'রে এলো!—তুমি কি কর্ম্ম ক'রেছ? বলতে সঙ্কোচ কেন?

কর্ণ। আমার জানু থেকে বেরিয়েছে।

রাম। বুঝতে পারলুম না! ভয় ত্যাগ ক'রে শীঘ্র বল।

কর্ণ। আপনার যেমন নিদ্রা এসেছে, অমনি এক ভীষণ কীট কোথা থেকে কেমন ক'রে আমার জানুর নিচে এসে আমাকে দংশন ক'রতে আরম্ভ ক'রল। প্রভু, এরূপ যাতনা আমি জীবনে আর কখন পাইনি! মনে হ'তে লাগল, যেন শত সহস্র বৃশ্চিক এক সঙ্গে দংশন ক'রছে; কিন্তু পাছে আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত হয়, এই জন্য আমি অচঞ্চল হ'য়ে সমস্ত যাতনা সহ্য ক'রেছি। সেই কীট আমার জানুর মাংস ভেদ ক'রে আপনার গলদেশ আক্রমণ ক'রেছে—ওই গুরু, সেই কীট।

রাম। এ যে বজ্রকীট! (পদতলে কীট দলন) এই ভীষণ কীটের দংশন তুমি নীরবে সহ্য ক'রেছ! যার দংষ্ট্রার স্পর্শ-মাত্র আমি পাগলের মত লাফিয়ে উঠেছি!—তুমি কে!

কর্ণ। আমি আপনার দাসানুদাস শিষ্য।

রাম। (সক্রোধে) তা নয়, তুমি কি ?

কর্ণ। প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারছি না যে প্রভু !

রাম। বুঝতে পারছ না মূর্খ ? তুমি ঐ কীট দংশনে যে কষ্ট সহ্য ক'রেছ, ব্রাহ্মণ কখনও সেরূপ দেহের কষ্ট সহ্য ক'রতে পারে না, ক্ষত্রিয়ের মত তোমার সহিষ্ণুতা দেখছি। এখনি তুমি আমাকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। (কর্ণ নতজানু হইলেন) ও কি ক'রছ ? শীঘ্র আমাকে সত্য পরিচয় প্রদান কর। ব্রাহ্মণ তুমি কখন হ'তে পার না। কে তুমি ? ভূমি ত্যাগ ক'রে ওঠ—বল।

কর্ণ। ব্রাহ্মণ ! আমি সূতপুত্র।

রাম। অকৃতব্রণ !

কর্ণ। প্রসন্ন হ'ন, প্রসন্ন হ'ন। আমি অস্ত্রলোভে আপনার শিষ্য হ'য়েছি। বেদ বিদ্যা-দাতা গুরু পিতার তুল্য। এই জন্য আপনার নিকটে আমি ভৃগুবংশ-জাত ব'লে পরিচয় দিয়েছি।

রাম। মিথ্যাবাদী !

কর্ণ। হে ভার্গব ! প্রসন্ন হয়ে একবার চিন্তা ক'রে দেখুন, শাস্ত্রমতে আমি মিথ্যা কইনি।

রাম। মিথ্যা—মিথ্যা—শাস্ত্রকে ক'রেছ প্রতারণা।
আরও মিথ্যা—হীন—প্রতারণা ! সত্যের এ
তুচ্ছ আবরণে অন্তরের সব কথা
করিয়া গোপন, সরল-বিশ্বাসী দেখে
মোরে মিথ্যাবাক্য হ'তে হীন—
এ বৃদ্ধে ক'রেছ প্রতারণা। রে অভাগা,
বুঝিতে নারিনু এ অপূর্ব্ব তোমার সৃজনে—
কি উদ্দেশ্য ছিল বিধাতার।

সহজাত কবচ-কুণ্ডল,
বিমল আদিত্য-জ্যোতি-মুখে,
নয়নে গায়ত্রী-দীপ্তি, বুদ্ধির জননী—
দেবতার আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য্য-সম্পদ
দেহে ধ'রে জীবন প্রারম্ভ পথে—
সর্ব্বভাগ্য দিলি বিসর্জ্জন !

কর্ণ। রক্ষা কর হে গুরু ভার্গব,
করুণায় কর সিক্ত কঠোর নয়ন।

রাম। করুণা—করুণা ? এই দেখ হতভাগ্য,
ক্ষীণ কঠোরতা আবরণে কত অশ্রু
রেখেছি সঞ্চিত। সূতপুত্র ! সূতপুত্র
পরিচয়ে চাও ভিক্ষা করুণা আমার ?
'সূত' যে তোমার হ'তে শ্রেষ্ঠ পরিচয়।
'চণ্ডাল' বলিয়া যদি—শিক্ষা আশে
দাঁড়াইতে সম্মুখে আমার,—মায়াবশে
বুঝি আমি—সর্ব্বস্ব দিতাম ঢেলে
চণ্ডাল-নন্দনে। দাঁড়াও—প্রস্তুত হও।

কর্ণ। ক্ষমা নাই ? অভিশাপ দিতে হবে গুরু ?

রাম। তব কর্ম্ম দিতেছে তোমারে অভিশাপ।

কর্ণ। কর ক্ষমা, সূতপুত্র জন্ম সঙ্গে হীন—
তা হ'তে হীনতা গুরু দিয়ো না আমারে।

রাম। এখনো—এখনো প্রতারণা ?
ওরে মিথ্যাবাদী ! বৃদ্ধ রাম দৃষ্টিহীন
নহে। সূতপুত্র কভু নও তুমি।

কর্ণ। সূতপুত্র, সূতপুত্র আমি। সূতকন্যা রাধা

মোর মাতা, মহারাজ পাণ্ডুর সারথি—
সূতশ্রেষ্ঠ অধিরথ জনক আমার।
স্বদেশে 'রাধেয়' নামে পরিচয় মম।

রাম। কোথা হে অকৃতব্রণ?

অকৃতব্রণের প্রবেশ

শীঘ্র আনো জলপূর্ণ কমণ্ডলু।

অকৃত। একি গুরু! রক্তাক্ত কি হেতু বস্ত্র তব?
একি—একি! রক্তচিহ্ন কেন কণ্ঠদেশে?

রাম। উত্তরের সময় নাই—অগ্রে আনো—
শীঘ্র আনো কমণ্ডলু।

অকৃতব্রণের প্রস্থান

কর্ণ। আর মিথ্যা বলি নাই।
হে ব্রহ্মজ্ঞ, হে ঋষি মহান্!
সত্য—সত্য—যথাব্রহ্ম, সূতপুত্র আমি!

অকৃতব্রণের কমণ্ডলু হস্তে পুনঃপ্রবেশ

রাম। হস্তে অগ্রে দাও জল—শুচি হই আমি।

মস্তকে জল স্পর্শ করিয়া কমণ্ডলু গ্রহণ ও অকৃতব্রণাকে প্রস্থানের ইঙ্গিত—তাহার প্রস্থান

সূতপুত্র তুমি?

কর্ণ। সত্য—সত্য—যেই মত তোমারে সম্মুখে
দেখি গুরু, এই মত—সত্য—সত্য!

রাম। ভাল, সত্যই—সত্যই যদি
সূতপুত্রের শোণিতে
অশুচি হইয়া থাকি আমি,

এ পাপ না স্পর্শিবে তোমারে।
নহে, দ্বিজ-পুত্র জ্ঞানে জগৎ কল্যাণে,
যে গুহ্যাস্ত্র শিক্ষা দানে, প্রয়োগ সংহারে,
তোমারে ক'রেছি আমি অজেয় ধরায়,
রে মূঢ়, সঙ্কট কালে--বিনাশ সময়ে
সে অস্ত্র বিস্মৃত হবে তুমি।

প্রস্থান

কর্ণ। ... আশ্রমে আবদ্ধ রাখ তব অভিশাপ।
বিষাদে বিপুল হর্ষ—
সত্য—সত্য—যথার্থ সূতপুত্র আমি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনা—সভামণ্ডপ

একদিক দিয়া ভীষ্মাদিসহ ধৃতরাষ্ট্র, অন্যদিক দিয়া কর্ণাদিসহ দুর্য্যোধনের প্রবেশ
সকলে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে দ্বারবান সঞ্জয়ের আগমন
বার্ত্তা জানাইল ও ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞাক্রমে সঞ্জয় প্রবেশ করিল

বৈতালিক

গীত

মণিময় আসনে মণিময় মন্দির মাঝে
মণিকোটি মনোহর কেও পুরুষবর মনোমদ স্বরূপে বিরাজে।
কমনীয় কণ্ঠে কত যে কান্তমণি
তারকার হারে হারে গাঁথা,
মোহিত দরশে, ধ্যান মগন মুনি
ছন্দে ছন্দে গাহে গাথা।
বিশ্ব পুলক ল'য়ে পড়িয়াছে ওই পায়ে—
উছলিত কোটি দ্বিজরাজে।
"অভীঃ" "অভীঃ" রবে গম্ভীর আরাবে
অনাহত দুন্দুভি বাজে।

সঞ্জয়। হে কৌরবগণ, আমি পাণ্ডবগণের নিকট হ'তে প্রত্যাগত হয়েছি। সমস্ত পাণ্ডব সমুদয় কৌরবগণকে বয়ঃক্রম অনুসারে প্রত্যাভি-

বাদন ক'রেছেন! তাঁরা বয়োবৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়স্যোচিত সম্ভাষণ ও যুবদিগকে প্রতিপূজা ক'রেছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের যে সকল কথা ব'লতে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি ব'লেছি।

ভীষ্ম। এইবার প্রশ্ন কর মহারাজ।

ধৃত। বৎস দুর্য্যোধন, তুমি প্রশ্ন কর।

দ্রোণ। আপনি প্রধান, আপনি এস্থানে বর্ত্তমান থাকতে অন্য কেহ সঞ্জয়কে প্রশ্ন ক'রতে অধিকারী নয়।

ভীষ্ম। বিশেষতঃ রাজা যুধিষ্ঠির, যা কিছু বক্তব্য তাঁর, তোমারই কাছে নিবেদন ক'রেছেন।

ধৃত। ধনঞ্জয় কি ব'লেছেন সঞ্জয়?

দুঃশা। ধনঞ্জয় কেন, সে অনেক বড় বড় কথা ব'লতে পারে।—পিতা, যুধিষ্ঠির কি ব'লেছে—জিজ্ঞাসা করুন।

ধৃত। হে সঞ্জয়! অদীনসত্ত্ব যোদ্ধৃগণের নেতা, দুরাত্মাগণের সংহর্ত্তা মহাত্মা ধনঞ্জয় কি ব'লেছেন? আমি রাজগণ সমক্ষে তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি।

শকুনি। (অনুচ্চস্বরে) হ'য়েছে দুর্য্যোধন—রাত্রিকালে বিদুরের আগমন—রাজার সঙ্গে কথোপকথন—আর অমনি রাজার মস্তিষ্ক আলোড়ন।

দুঃশা। ওই ভক্তবিটেল বিদুর রাজাকে অর্জ্জুন সম্বন্ধে হয় ত কোন একটা গোলমেলে কথা শুনিয়ে দিয়েছে।

শকুনি। আবার 'হয় ত' কেন দুঃশাসন, 'নিশ্চয়' বল।

সঞ্জয়। তাঁরই কথা আগে বলব মহারাজ?

বিদুর। সর্ব্বাগ্রে তাঁরই কথা শুনতে রাজার ইচ্ছা হ'য়েছে সঞ্জয়।

সঞ্জয়। মহারাজ, যুদ্ধার্থী নির্ভীক অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি অনুসারে কেশবের সম্মুখে আমাকে ব'লেছেন, যে দুর্ভাষী, দুরাত্মা, অতিমূঢ়, আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র আমার সঙ্গে যুদ্ধার্থী হ'য়েছে, আর যে সকল রাজা

পাণ্ডবগণের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার জন্য আনীত হ'য়েছে, তাদের ও কুরুগণের সমক্ষে দুর্য্যোধন আর তার অমাত্যগণকে ব'লবে, 'যদি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করে—'

দুর্য্যো। বোঝা গেছে, বোঝা গেছে—তাহলে দুর্য্যোধনের মস্তক—

শকুনি। খণ্ড-বিখণ্ড-চূর্ণ-বিচূর্ণ—ভূপতিত—আর শকুনি পক্ষ-সঞ্চালনে ঊর্দ্ধগত।

দুর্য্যো। সে দাম্ভিক বহুভাষী অর্জ্জুনের কথা আমাদের শোনবার প্রয়োজন নেই। যুধিষ্ঠির কি ব'লেছে শুনিয়ে দাও।

সঞ্জয়। কি বলিব মহারাজ ?

ধৃত। দুর্য্যোধন, বহু বিজ্ঞ তোমার সম্মুখে—

দুর্য্যো। দেখেছি—জেনেছি মহারাজ !

ধৃত। বলহে সঞ্জয় তুমি,
কি ব'লেছে বীর ধনঞ্জয়।

সঞ্জয়। "অপহৃত রাজ্য যদি দুষ্ট
দুর্য্যোধন না করে অর্পণ—মহারাজে,
ভীষ্মে, দ্রোণে, কৃপে করিয়া প্রণাম, আমি
অবতীর্ণ হব রণস্থলে। যুদ্ধ যদি
চায় দুর্য্যোধন, বিন্দুমাত্র ক্ষতি নাই,
হলে যুদ্ধ, আপ্তকাম হইবে পাণ্ডব ;
কিন্তু যুদ্ধ যেন নাহি চায় দুর্য্যোধন,
জ্ঞাতির সংহারে তার নাহি অভিলাষ।"

দুর্য্যো। (হাস্য) সখা, সখা কি বিরাট বিভীষিকা !

কর্ণ। স্থির হ'য়ে শুন সখা—এ নহে সময়
উত্তরের। সঞ্জয়ের এখনো বক্তব্য আছে।

ভীষ্ম। বক্তব্যের আর নাহি প্রয়োজন,

শুন দুর্য্যোধন, আমার রহস্য কথা—
ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।
পূর্ব্বদেহে দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
একআত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্ম্মের রক্ষণে—
যুগে যুগে হ'ন তাঁরা অবতার।
আমি শুনিয়াছি বেদবিৎ নারদের মুখে—

কর্ণ। সেই এক পুরাতন কথা—
নর-নারায়ণ—অশ্রদ্ধেয় মূল্যহীন।
সখা দুর্য্যোধন, এ সব প্রলাপবাক্য
শুনিতে আসিনি সভাস্থলে।

ভীষ্ম। মিথ্যা নহে—বুঝিয়া উত্তর দাও। ওই
হীনজাতি সূত্রপুত্র, সুবলনন্দন,
ক্ষুদ্রাশয় নীচ-আত্মা ওই তব ভাই
দুঃশাসন—হে বৎস, যদ্যপি চল তুমি
এ তিন সর্ব্বথা ত্যাজ্য উপদেষ্টা মতে—

কর্ণ। অন্যায় অযথা তিরস্কার—তব মুখে
শোভন না হয় পিতামহ! সত্য বটে
ক্ষাত্রধর্ম্ম ক'রেছি আশ্রয়, কিন্তু আমি
স্বধর্ম্ম করিনি পরিহার। সেই রঙ্গস্থলে,
যে প্রতিজ্ঞা ক'রে আমি দুর্য্যোধনে করিয়াছি
সখা সম্বোধন—বল রাজা, এই সব—
পরম হিতৈষী—এই সব সত্যধর্ম্মী সুবিজ্ঞ প্রবীণে,
আজিও পর্য্যন্ত ক'রেছি কি কোনদিন
মনেরও অক্ষর দিয়া অনিষ্ট তোমার?

দুর্য্যো। ক্ষুব্ধ হইয়ো না সখা, পিতামহ উনি।

কর্ণ। এরূপ অন্যায় কথা, আর যেন কভু,
তব মুখে শুনিতে না পাই পিতামহ!
নিশ্চিন্ত থাকহে সখা,—জেনো স্থির তুমি,
যুদ্ধে আমি বিনাশিব সমস্ত পাণ্ডবে।

দ্রোণ। মহারাজ, ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যা ব'লেছেন, তাই আপনি শুনুন, অন্যের কথায় কান দেবেন না। গাঙ্গেয় যা বল্‌লেন, আমিও তা শুনেছি; অর্থলিপ্সুদের কথা শুনে কার্য্য ক'রবেন না। আমার জ্ঞানের দিক থেকে আমিও ব'লছি, ধনঞ্জয়ের সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর ত্রিভুবনে নাই।

ভীষ্ম। পাণ্ডবগণকে সংহার ক'রব ব'লে কর্ণ সর্ব্বদা আত্মশ্লাঘা ক'রে থাকে, কিন্তু আমি ব'লছি পাণ্ডবগণের যে ক্ষমতা, কর্ণে তার ষোড়শ ভাগের একভাগও নাই।

কর্ণ। পাণ্ডবানুকূল জরাজীর্ণ গাঙ্গেয়ের মতে।

ভীষ্ম। তুমি নিশ্চয় জানবে মহারাজ, তোমার দুরাত্মা পুত্রগণের যে দুর্গতি উপস্থিত হবে, সেটা দুর্মতি সূতপুত্র কর্ণের কর্ম্ম। মহাত্মা পাণ্ডবগণ যে সমস্ত দুষ্কর কর্ম্ম ক'রেছে, কর্ণ কি সেরূপ কোনও একটা কর্ম্ম করেছে?

কর্ণ। প্রয়োজন হয়নি।

ভীষ্ম। প্রয়োজন হয়নি? ধনঞ্জয় যখন বিরাট নগরে কর্ণের প্রিয়তম ভ্রাতাকে বিনষ্ট করেছিল, তখনও কি তার পুরুষোচিত কর্ম্মের প্রয়োজন হয়নি?

কর্ণ। নারীবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ, যেটা পিতামহও ক'রতে পরাঙ্মুখ।

ভীষ্ম। এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন ক'রছেন। মহারাজ! কর্ণকে একবার জিজ্ঞাসা কর ঘোষযাত্রার সময়ে গন্ধর্ব্বগণ যখন তোমার পুত্রদের হরণ ক'রেছিল, তখন উনি কোথায় ছিলেন?

কর্ণ। সেই স্থানেই।

ভীষ্ম। তবে! তখনও কি দুষ্কর কর্ম্ম করবার প্রয়োজন হয়নি?

কর্ণ।　হ'য়েছিল পিতামহ। ইচ্ছা হ'য়েছিল
নিমেষে গন্ধর্ব্বকুল করিতে নির্ম্মূল।

ভীষ্ম।　কি হেতু দমিলে ইচ্ছা? বলো—বলো—বলো,
বলিতে সঙ্কোচ কেন রাধার নন্দন?

কর্ণ।　সেই সঙ্গে হ'ত হত আর্ত্তনাদকারী
যত কৌরব রমণী। শব্দ—শব্দ—চারি
দিক হ'তে ছুটে এলো অসংখ্য শব্দের
রাশি। হাতে গন্ধর্ব্ব-বিলয়-মুখী বাণ—
সহসা উঠিল, উল্লাস ভেদিয়া নারী-
আর্ত্তনাদ। আবার—আবার—নারীহত্যা।
এ হ'তে অধিক কথা বলিতে কি হবে
পিতামহ?—

ভীষ্ম।　(চিন্তিতভাবে বসিলেন)

ধৃত।　হে সঞ্জয়, কি বলিল প্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির?

কৃপ।　রাজা,—রাজা—প্রশ্নে ক্ষান্ত দিন, আদেশ করুন
পুত্রে—পাণ্ডবে ন্যায্যাংশ দিতে দান।
প্রাজ্ঞ-সুসম্মত কার্য্য কর মহামতি।

ধৃত।　যুধিষ্ঠির যুদ্ধের কিরূপ আয়োজন ক'রেছেন সঞ্জয়?

সঞ্জয়। সভাস্থলে সকলের সম্মুখে এক কথায় বলি মহারাজ, তিনি যা উদ্যোগ ক'রেছেন তাতে, যদি যুদ্ধ হয়, কৌরবকুলের বিনাশ অপরিহার্য্য। তিনি আপনাকে অনুরোধ ক'রেছেন, পুত্রকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত ক'রতে। ব'লেছেন, দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক হ'লেও একমাত্র ধর্ম্ম আমার সহায়। সেই ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে আমি সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছি। আপনার পুত্রকে ব'লতে ব'লেছেন, হয় আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ-পুরী প্রদান কর, না হয় যুদ্ধে অগ্রসর হ'ও।

ধৃত। সঞ্জয়, সঞ্জয়, মন্দমতি পুত্র মোর—
শুনে না আমার কথা। বুঝি কুরুবংশ
ধ্বংস হয় একমাত্র তার অপরাধে !

কর্ণ। বৃথা তিরস্কৃত হ'তে সখা, কেন এলে ?
অকারণ তিরস্কৃত দেখিতে আমারে,
মোরেই বা কি হেতু আনিলে ? বৃথা তর্কে
কালক্ষেপ নীতিজ্ঞের হয় না উচিত।
বক্তব্য তোমার যদি থাকে, বল রাজা,
সাহস করিয়া বল সবার সম্মুখে।

দুর্য্যো। বৃথা ভয়ে ভীত হয়ে আমাকে কেন তিরস্কার করছেন পিতা ?

ধৃত। আত্মীয়-স্বজন নাশ—দুর্য্যোধন, বড় ভয়—বড় ভয় !

দুর্য্যো। আত্মীয়-স্বজন নাশ কার ? আমার নয়—ছন্নমতি হ'য়ে তারা যদি যুদ্ধ ক'রতে চায়, আত্মীয়-স্বজন নাশ পাণ্ডবের !

ধৃত। হিতৈষিগণ তোমাকে যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হ'তে ব'লছেন।

দুর্য্যো। যারা আমার ন্যায্য প্রাপ্য রাজ্য ভয় দেখিয়ে পাণ্ডবগণকে ফিরিয়ে দিতে বলে, পিতা, হিতৈষী নয় তারা—পাণ্ডবদের চাটুকার। দেবতারা পাণ্ডবগণের সহায়, এই কথা শুনে আপনার যে ভয় হ'য়েছে, সে ভয় আপনি পরিত্যাগ করুন।

তারা যদি দৈববলে হয় বলীয়ান—
আমিও সে দৈববলে বলীয়ান পিতা।
হুতাশন সহায় আমার। নিত্য তাঁরে
করি আমি গৃহে আমন্ত্রণ। কেহ নাহি
জানে। চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পিতা,
ভস্মীভূত করিবারে শত্রুর বাহিনী
প্রশান্ত আছেন তিনি আমার ইচ্ছায়।

ইচ্ছা যদি করি, চক্ষুর নিমেষ মাত্রে
রসাতলে দিতে পারি সসাগরা ধরা।
সমুন্নত গিরিশৃঙ্গে করিয়া আহ্বান
দর্শক সম্মুখে এখনি আনিতে পারি।
জলস্তম্ভ এরূপ বিরাট, মহারাজ,
মুহূর্ত্তে রচিতে পারি আমি, যার গর্ভে
প্রবিষ্ট হইয়া বিলীন হইতে পারে
পাণ্ডবের কতশত সপ্ত-অক্ষৌহিণী।

ধৃত। সঞ্জয়—সঞ্জয়, কি ব'লেছে ভীমসেন?

দুর্য্যো। শুনিবার কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।
আত্মশ্লাঘা করা নহে উদ্দেশ্য আমার।
হীন আত্মশ্লাঘা কখনো করিনি আমি
অর্জ্জুনের মত। আজ বলি মহারাজ,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য—চাহি না সহায়
এই তিনে। তাঁরা সুখে লউন বিশ্রাম।
এক কর্ণ—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের সমান।
আমি, কর্ণ, ভাই দুঃশাসন—উপদেষ্টা
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মাতুল শকুনি—এই চারি
জনে মিলি', ভুবন করিতে পারি জয়।
এই চারি মিলি', নিশ্চয় নিশ্চয় পিতা,
সবন্ধু পাণ্ডবগণে করিব সংহার।
হে সঞ্জয়! ফিরে যাও বিরাট নগরে,
বলে' এস যুধিষ্ঠিরে, বিনা যুদ্ধে আমি
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে!

কর্ণ ও শকুনি সাধুবাদ করিলেন

ধৃত। বিচার—বিচার কর বৎস দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। বিচার বিতর্কে আমি করিয়াছি স্থির—
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

কর্ণ। স্বগৃহে করুন অবস্থান হে রাজন
লয়ে সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপে।
সৈন্য লয়ে একা আমি যাব রণস্থলে।
অর্জ্জুন-বধের ভার লইলাম আমি।

ভীষ্ম। ওরে কাল-হত-বুদ্ধি কর্ণ! ওরে হীন
সূতপুত্র, আত্মশ্লাঘা কর কা'র কাছে?
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুরাত্মা শকুনি,
আর ওই পুত্র মোহে আত্মহারা রাজা—
হ'তে পারে এরা মুগ্ধ তোমার প্রলাপ-
বাক্য শুনি। মুগ্ধ না হইবে ভীষ্ম, মুগ্ধ
নাহি হইবেন শস্ত্র-গুরু দ্রোণ। আমি
বুঝিয়াছি কি শক্তির তুমি অধিকারী।
তথাপি তোমারে বলি—বুঝেছি বলিয়া।
বলি শুন, এই মোর শেষ উপদেশ,
শুনিয়া—তোমার এই মোহান্ধ বান্ধব-
গণ সনে নিজাত্মাকে কর সুসংযত।
নিজের অকাল মৃত্যু করি আবাহন
অকালে কৌরব কুল নিক্ষেপ ক'র না
মৃত্যুমুখে। বাণ ও নরকহন্তা ওই
বাসুদেব পশ্চাতে যাহার, এ জগতে
কেহ নাই হেন শক্তিধর—পরাজিত
করে ধনঞ্জয়ে।

কর্ণ। শুন রাজা দুর্য্যোধন,
প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি এই সভাস্থলে
করিলাম অস্ত্র পরিহার। যতদিন
জীবিত রবেন পিতামহ, ততদিন
কেহ না দেখিবে মোরে কৌরব সভায়,
কেহ না দেখিবে দাঁড়াইতে রণাঙ্গনে।
যেই দিন সমরে পড়িবেন পিতামহ,
সেইদিন অস্ত্র পুনঃ করিব গ্রহণ।
সেইদিন হ'তে কর্ণের পৌরুষ রাজা,
দেখিবে জগৎ-বাসী। ক্ষুব্ধ হইয়ো না
সখা, আশঙ্কার কণা আনিয়ো না মনে।
সমরে, অর্জ্জুন-নাশ সঙ্কল্প করিয়া
আজি হ'তে আমি ব্রতধারী। দেব, নর,
দ্বিজ, দ্বিজেতর—যে কেহ—যে কেহ প্রার্থী
আসিয়া আমার বাসে, যে বস্তু করিবে
ভিক্ষা, থাকিতে আমার দেয়, না করিব
নিরস্ত তাহারে।

প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়

পিতামহ! হীন জাতি
সূতপুত্র বলে' প্রতিদিন সভাস্থলে
হেয়জ্ঞানে আমারে করেন তিরস্কার।
শুনি, অমি মনে মনে হাসি। আমি জানি
আমি নহি হেয়, হীন। তিরস্কারে নিত্য
গর্ব্ব করি অনুভব, রাধেয় জানিয়া
আপনারে। তবে সত্য করুন শ্রবণ

সর্ব্ব সভাস্থ মণ্ডলী—
সত্য যদি হই আমি রাধার নন্দন,
সত্য যদি অধিরথ পিতা, বজ্রহস্তে
বাসব দাঁড়ান যদি পুত্রের পশ্চাতে
সুদর্শন ক'রে আচ্ছাদন, বেদ যথা
সত্য, সেই মত সত্য—সত্য—এই সূতপুত্র-
কর-ক্ষিপ্ত বাণের প্রহারে, ওই
তব গাণ্ডীবীর নিশ্চয় বিনাশ।

প্রস্থান।

দুর্য্যো। এ কি করিলেন পিতামহ?

ভীষ্ম। কোন ভয় নাই
বৎস দুর্যোধন! গাঙ্গেয় জীবিত আছে,
সে তোমার উপচার ক'রেছে গ্রহণ।
জীবিত থাকিতে ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রত—
কখন পাণ্ডব জয়ী হবে না সংগ্রামে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

যুধিষ্ঠিরাদি, কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

যুধি। হে মাধব, দূত-মুখে এসেছে উত্তর—
সঞ্জয় শুনায়ে গেল মোরে, বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিবে না কৌরব।

কৃষ্ণ। আমিও সঞ্জয় মুখে শুনেছি রাজন।

যুধি। চাহিলাম প্রাপ্য অধিকার, অন্ধ রাজা
পুত্রমোহে প্রাপ্য রাজ্য দিল না আমারে !
শান্তি-অভিলাষে চাহিলাম পঞ্চগ্রাম—
ভিক্ষুকের মত, ক্ষুদ্র পঞ্চ জনাবাস,
আসিল উত্তর, প্রিয়তম, বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি পাবে না পাণ্ডব।

কৃষ্ণ। মহারাজ ! এ কথাও শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে ;

যুধি। কি কর্ত্তব্য কৃষ্ণ ? এই মহাভয় হ'তে
পরিত্রাণ করিতে আমারে, একমাত্র তুমি।

কৃষ্ণ। ভয় ! আপনার ? নাম
যুধিষ্ঠির। শত যুদ্ধে, সহস্র বিপদে
সুমেরু অচলসম স্থিরত্ব যাহার,
আজ তার কারে ভয়, ধর্ম্মরাজ ?

যুধি। ভয়, ভয়,
মহাভয়—মুহূর্ত্তচিন্তায়, হে কেশব,
এ হৃদয় মুহুর্ম্মুহুঃ হ'তেছে কম্পিত।
ক্ষাত্রধর্ম্ম—নষ্ট রাজ্য করিতে উদ্ধার
পলে পলে আমারে করিছে উত্তেজিত।
কিন্তু প্রাণাধিক, সঙ্গে সঙ্গে ফুটে চোখে—
যেমনি মানসে ভীম-যুদ্ধ করিহে কল্পনা,—
ফুটে ওঠে ভীম-দৃশ্য লয়ে—নিয়তির
ঘনতম অন্তরাল হ'তে, ছিন্ন, ভিন্ন,
বিক্ষিপ্ত প্রান্তরে, বিনষ্ট কৌরবকুল।
স্মরণে শিহরে অঙ্গ। তাহার ভিতরে
কত যে বালক—নির্ম্মল, কোমল, শুভ্র,

কন্দ-পুষ্পমত, জাগরিত বিকশিত
প্রান্তে—মুদিত সন্ধ্যায়—নিষ্ঠুর নিয়তি
গলে যেন রক্ত-রাগ করবীর মালা।
অন্যদিকে কৌরব আত্মীয়—পাণ্ডবের
গুরুজন—চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মোর তাঁরা।
আছেন মহান্ পিতামহ!

কৃষ্ণ। জানি আমি মহারাজ!

অর্জ্জুন। আছেন আচার্য্য—

কৃষ্ণ। জানি আমি। সখা! জানি আমি তোমার
নিষ্ঠুর বাণে সকলে লুটাবে ধরাতলে।

যুধি। কি কর্ত্তব্য জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। কৌরব সভায় আমি যাব মহারাজ!

যুধি। তুমি যাবে!

কৃষ্ণ। অনন্ত উপায়—
সর্ব্বশেষে কর্ত্তব্য বিধান, যদি পারি,—
একবার যেতে হবে মোরে হস্তিনায়
দূতরূপে। আপনার স্বার্থ অব্যাঘাতে
যদ্যপি করিতে পারি শান্তির স্থাপন,
একবার প্রয়াস করিব আমি।

যুধি। দুর্য্যোধন হিতকথা তুলিবে কি কানে?

কৃষ্ণ। না তুলুক, তথাপি যাইব মহারাজ!

যুধি। যদ্যপি অনিষ্ট করে?

কৃষ্ণ। প্রচেষ্টা করিতে পারে। পাপাভিনিবেশ
তার সবিশেষ জ্ঞাত আছি আমি।
তথাপি সঙ্কল্প মোর স্থির।

যুধি। তবে যাও ইচ্ছাময়, কিন্তু অভিপ্রেত
নহে মোর। ছদ্মমতি দুর্য্যোধন—আর
ঘেরিয়া তাহারে চারিধারে ছদ্মমতি
যতেক পার্ষদ—

ভীম। আছে ঘৃণ্য দুঃশাসন—
অতি ঘৃণ্য কূটবুদ্ধি মাতুল শকুনি—

অর্জ্জুন। সবার উপর ঘৃণ্য দুষ্ট-বুদ্ধি দাতা
আত্মশ্লাঘাকারী সেই রাধার নন্দন।

ভীম। কমললোচন! তুমি যে লোচন ভাই,
পাণ্ডবের!

দ্রৌপদী। (নতমস্তকে) বিশেষতঃ দ্রৌপদীর।
সভাস্থলে একবস্ত্রা—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ,
বাহ্লীক, সৌগর্ত্ত—কত রাজা! আরো দুঃখ—
পঞ্চ-ইন্দ্র তুল্য পঞ্চ স্বামীর সম্মুখে
মুক্তকেশে ধরা—মুক্তচোখে সারা বিশ্ব
অন্ধতায় ভরা—বিশেষতঃ দ্রৌপদীর।
যদি ইচ্ছা জাগিয়াছে যাওহে মাধব।
কৃতার্থ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে এখানে পুনঃ
কর আগমন। তোমার প্রসাদে ভাই,
কৌরব পাণ্ডব আবার প্রশান্ত চিত্তে
একত্র মিলিয়া পরমানন্দে কাল যেন
করেছে যাপন। আমাদের ভ্রাতা তুমি,
অর্জ্জুন তোমার প্রিয় সখা! কি বলিব?
মঙ্গল নিদান! আশীর্ব্বাদ—সুমঙ্গল
হউক তোমার।

কৃষ্ণ। বলিয়াছি ধর্ম্মরাজ,
আপনার অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বার্থ, শান্তি
প্রতিষ্ঠার, যথাসাধ্য করিব প্রয়াস।
যদিও বিশ্বাস মোর সফল হ'ব না দৌত্যে—
কিছুতেই কৌরব না হইবে সম্মত,
তথাপি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে রাজন!
জগতের চোখে—হবেন অনিন্দনীয়
মহারাজ যুধিষ্ঠির।—দাদা বৃকোদর?

ভীম। ধর্ম্মরাজ-ইচ্ছা পূর্ণ কর প্রিয়তম!

কৃষ্ণ। এই মত আপনার?

ভীম। কভু হই নাই,
ইষ্টসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-মতের বিরোধী।
কর কৃষ্ণ, কর ভাই শান্তির স্থাপন।
সভায় যুদ্ধের কথা তুলি' করিয়ো না
যেন সন্ত্রস্ত কৌরবে। কটূক্তি ক'র না
দুর্যোধনে। সান্ত্ববাদে তুষ্ট ক'র তারে।
সাতিশয় কোপন স্বভাব, শ্রেয়োদ্বেষ
পাপ-পরায়ণ, ক্রূরকর্ম্মা, হীনমতি,
নীচ, শঠ, নিষ্ঠুর, কর্ত্তৃত্ব-অভিমানী—
জীবন করিবে ত্যাগ তথাপি কাহারো
কাছে হইবে না নত। সান্ত্ববাদে শান্ত
রূপে সন্তুষ্ট করিয়ো তারে। এই মত
আমার কেশব। শুধুই আমার নয়,
এই মত—পরম দয়াল অর্জ্জুনের।

কৃষ্ণ। দাদা বৃকোদর এ কথা তোমার মুখে?

ক্রূরকর্ম্মা কুরুগণ সংহার মানসে,
সর্ব্বদা যাঁহার মুখে প্রশংসা যুদ্ধের
আপনি কি সেই বৃকোদর ?
ভীম প্রতিজ্ঞার কথা—পাছে স্বপ্নে হয়
বিস্মরণ---এই আশঙ্কায় ন্যুব্জদেহে
করিয়া শয়ন, জাগিয়া আছেন যিনি
ত্রয়োদশ বৎসর রজনী—আপনি কি
সেই ভীমসেন—ভীমব্রতধারী !
অপ্রশান্ত, সতত দারুণ—নিত্য যাঁর
মুখ হ'তে অবিশ্রান্ত হয় বিনির্গত
সধূম অনলমত ক্রোধের ফুৎকার,
ক্রোধোচ্ছাসে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় !
উন্মত্ত ছুটিতে পথে যাঁর পদাঘাতে
নির্ম্মূল হইয়া বৃক্ষ পড়ে ভূমিতলে,
সেই কি আপনি বিশ্বনাশ শক্তিধর
দ্বিতীয় মারুতি ?

ভীম। (দ্রুতবেগে কিয়ৎক্ষণ গমনাগমন করিয়া উন্মত্তের মত বক্ষ-রক্ত পান ও উরুভঙ্গের অভিনয় করিলেন। পরে ফিরিয়া বলিলেন—)
তথাপি—তথাপি—কৃষ্ণ,
কর তুমি ধর্ম্মরাজ-আদেশ পালন।

অর্জ্জুন। ধর্ম্মের রহস্যজ্ঞাতা, মহাত্মা পাণ্ডব-
শ্রেষ্ঠ রাজা করিলেন যে আজ্ঞা তোমারে,
কৌরব সভায় গিয়া, প্রতি বাক্যে, কার্য্যে
সে আদেশ পালন করিয়ো তুমি সখা।

কৃষ্ণ। বাক্যে, কার্য্যে, সন্ধির স্থাপনে

করিব প্রয়াস যথাসাধ্য—যথাশক্তি।
কিন্তু বিশ্বাস আমার সখা—

অর্জ্জুন। কৃতকার্য্য হইবে না তুমি। তোমার মধুর সখ্যে—
আমিও তা জানি বাসুদেব! জানি—জানি,
তথাপি—তথাপি—সখা—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—কৌরবের তথা পাণ্ডবের
সমান আত্মীয় তুমি—আমার সাগ্রহ
অনুরোধ—প্রথমে দেখাবে তুমি মৈত্র।

কৃষ্ণ। অবশ্য দেখাব মহাত্মন্।

অর্জ্জুন। কিন্তু মৈত্রে যদি কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয়,—

কৃষ্ণ। বল সখা?

অর্জ্জুন। তখন শুনাবে মোর পণ।
শুনাইবে প্রতি দুরাত্মায়, শুনাইবে
সভাগত প্রতি মহাত্মায়, কপিধ্বজ-
সারথি-সহায় প্রচণ্ড গাণ্ডীব-ধন্বা
তৃতীয় পাণ্ডব এক প্রাণী রাখিবে না
কৌরবের বংশে দিতে বাতি।

কৃষ্ণ। তাই বল, হে গাণ্ডীবী, আগে হ'তে তুমি
যারে বধ্য ব'লে করিয়াছ জ্ঞান,
জানিও নিশ্চয় অগ্রেই সে হতভাগ্য
হয়েছে নিহত। প্রিয় ভ্রাতঃ চতুর্থ পাণ্ডব!
আছে কিহে তোমার বক্তব্য কিছু?

নকুল। বক্তব্য অনেক
ছিল, জনার্দ্দন, শুনাইতে আপনারে
প্রকাশ্যে—গোপনে। সন্ধি ইচ্ছা কিছুমাত্র

ছিল না আমার। তবে—জ্যেষ্ঠ ইষ্টসখ
বদান্য, ধর্ম্মের মূর্ত্তি সন্ধির প্রয়াসী।
বক্তব্য আমার আর্য্য, যেরূপে সম্ভব
সর্ব্ববিধ কুশল চেষ্টায় হিতবাক্যে
করিবেন দুর্য্যোধনে সন্ধিতে সম্মত।

কৃষ্ণ। সাধ্যের সামান্য ত্রুটি করিব না ভ্রাতঃ।
হে তাত সাত্যকি, সত্বর প্রস্তুত হও,
প্রভাতে যাইব আমি হস্তিনা নগরে।

সহ। হে পাণ্ডব-সখা, শুনিতে কি ইচ্ছা নাই
আমার কি মত ?

কৃষ্ণ। বল প্রিয় শুনি আমি—
জীবন-মরণ প্রশ্ন, সম-অধিকার
সকলেরি মত দানে। শুন্মন সকলে—
বল তুমি। হেঁটমুণ্ডে সখী মোর—দাও
ভাই, শুনাইয়া তাঁরে বক্তব্য তোমার।

সহ। যেন, কোনমতে সন্ধি নাহি হয়! ভিক্ষা,
এইটি আমার একমাত্র—পদমূলে তব জনার্দ্দন!
যদ্যপি কেশব, আপনার কাছে তারা
স্বেচ্ছায় করিতে আসে সন্ধির প্রস্তাব—
তথাপি, তথাপি যুদ্ধ—যুদ্ধ। হে অরাতি-
নিপাতন কৃষ্ণ! কৃষ্ণার সে অপমান
রাখিতে পারেন জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম আবরণে,
পারেন ভুলিতে মহামতি ভীমার্জ্জুন,
আমি ভুলিব না। আর চরণে মিনতি,
তুমি যেন ভুলিয়ো না—তুমি ভুলিয়ো না।

দুঃশ্রাব্য নিষ্ঠুর বাক্যে—যে কোন উপায়ে
উত্তেজিত করি' সেই নীচাত্মা কৌরবে
যুদ্ধের সংবাদ লয়ে এস কৃষ্ণ ফিরে।

সাত্যকি। হে পুরুষোত্তম, যা বলিলা সহদেব,
করজোড়ে আমিও তোমারে তাই বলি।
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত যতদিন প্রভু,
বৃকোদর-শ্রীঅধর না করে রঞ্জিত,
যতদিন সেই পাপমতি দুর্য্যোধন,
উরুভঙ্গে ভূতলে না হয় বিলুণ্ঠিত,
আমারো না হবে শান্তি—নিদ্রা নাহি হবে,
এ জীবন রবে প্রভু মরণে জড়িত।

দ্রৌপদী। করিতে সন্ধির ভিক্ষা, হস্তিনা নগরে
এখনি কি যাইবে গোবিন্দ ?

কৃষ্ণ। রজনী-প্রভাতে সখী।—

দ্রৌপদী। ধর্ম্মরাজে শত নমস্কার। শান্তিপ্রিয়
যুদ্ধভীত দ্বিতীয় পাণ্ডব, তাঁহারেও
করি নমস্কার! তৃতীয় তোমার সখা—
নমস্কার তিরস্কার সমান তাঁহার।
চতুর্থ বালক—অগ্রজে ভক্তির বশে—
মর্ম্ম ছিঁড়ে সন্ধির সম্মতি মুখ হ'তে
ক'রেছে বাহির। সহদেব যদি সখা
নাহি কহিত কথা, যদি, বিবেক-প্রেরণে
মহাত্মা সাত্যকি তার বাক্য না করিত
সমর্থন, ভূমি-লগ্ন মস্তক আমার
হে গোবিন্দ-ভূমি হ'তে আর না উঠিত।

কৃষ্ণ। ধর্ম্ম-রাজ-বাক্য সখী, কর প্রণিধান।
অনুরোধ, হ'য়োনা ব্যাকুল।

দ্রৌপদী। ব্যাকুল আমারে তুমি কোথায় দেখিলে
হে মাধব? দ্রুপদনন্দিনী আমি, দীপ্ত—
বহ্নিশিখা সম ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী,
বাসুদেব প্রিয়সখী, পাণ্ডুরাজ স্নুষা,
ভূমণ্ডলে অতুল সৌভাগ্যবতী নারী—
সেই আমি, এই মুক্ত কেশরাশি ল'য়ে,
ত্রয়োদশবর্ষ ধ'রে এই পৃষ্ঠদেশে
সহিতেছি হে মাধব—নিত্য সহিতেছি—
প্রতিপলে—অগ্নিজিহ্ব সহস্র ফণার
বজ্রজ্বালা প্রচণ্ড দংশন, চিররুদ্ধ
মৃতার নিশ্বাসে। ব্যাকুলা দেখিলে তুমি
মোরে? কখন কোথায় জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। কেঁদোনা, কেঁদোনা সখি!

দ্রৌপদী। এই ত শুনিনু কর্ণে,
দুঃশাসন-বক্ষরক্ত-পান-পণকারী
ভীমসেন মুখ হ'তে শান্তির বচন।
এই ত শুনিনু হে দয়াল, তব সখা,
পরম দয়াল, কি কোমল স্বর ল'য়ে
গাহিল শান্তির গান।—কি বিচিত্র—তবু
বল সখা, চঞ্চল কি দেখিলে আমারে?
কুরুসভাস্থলে ভূবিজয়ক্ষম পঞ্চ
স্বামীর সম্মুখে, একবস্ত্রা—আর, থাক্—
আর বলিব না—যে কর করিল এই

কেশ আকর্ষণ, সেই করে কর দিয়ে
প্রেমবদ্ধ আলিঙ্গনে প্রিয় দুঃশাসনে
বাঁধিতে কি চ'লেছ কেশব ? দুর্য্যোধন-
পার্শ্বে বসে' শান্তি-স্নিগ্ধ করের পরশে,
সে বিজয়ী নৃপতির, সদম্ভ চালিত
উরু-সেবা করিবে কি ধীর বৃকোদর ?
বলহে গোবিন্দ—বল—রাত্রি সুগভীর,
শুনে নিশ্চিন্ত ঘুমাই আমি।

কৃষ্ণ। অনুরোধ করজোড়ে কেঁদোনা কেঁদোনা
তুমি—ওগো প্রিয়তম-প্রিয়া !
এনোনা আমারো চোখের জল।

দ্রৌপদী। কাঁদিতে কি জান হৃষীকেশ ?
না—না—হে সখে গোবিন্দ, কি ভ্রম আমার !
যে অশ্রু হে কমললোচন,—প্রবাহিয়া
ধারায় ধারায়, ধরিয়া বসন মূর্ত্তি
সভাস্থলে লজ্জা রক্ষা করেছে আমার—
সেই করুণার অশ্রু, হে করুণাময়,
কে ভুলাল আজি মোরে ?

কৃষ্ণ। কেঁদোনা কেঁদোনা,
কৃষ্ণে, এনো না কৃষ্ণের চোখে জল।

অর্জ্জুন। নারীর লোচন-জলে হইয়ো না মুগ্ধ
বাসুদেব ! কৌরবের তথা পাণ্ডবের
প্রধান আত্মীয় তুমি, কৌরবের মধ্যে
আছে বহু নরনারী, যাহারা তোমারে
জীবন-সর্ব্বস্ব করে জ্ঞান। ধর্ম্মরাজ-

আজ্ঞা তুমি যথাসাধ্য করিবে পালন।
ধর্ম্মার্থ মাঙ্গল্য বাক্য যদি না সে শুনে,
তাই হবে,—অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে॥

দ্রৌপদী। এই বটে—এই বটে—পাণ্ডবের এই
বটে অভিমান-তীব্রতার পরিণাম।
"তাই হবে অদৃষ্টে তাহার যাহা আছে"
কি মিষ্ট আশ্বাসবাণী শুনালে কৃষ্ণারে
তব, কৃষ্ণ-সখা ধনঞ্জয়! যাও, যাও
সবে নিশ্চিন্তে ঘুমাও—নিশ্চিন্ত সন্ধির
ওই মধুর বিশ্বাসে করিয়া ভ্রান্তির
উপাধান। আর তুমি? তোমাকে ধিক্কার
দিতে, সাহস না হয় বৃকোদর! সত্য
দেখিয়াছি আমি ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী
অনিদ্রা তোমার—দেখিয়া কেঁদেছি। যাও,
পার যদি—পার যদি—তুমিও ঘুমাও—
বৃকোদর, ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী সেই
অনিদ্রার অন্তরাত্রে কর প্রতিকার।
কি করিব? এই সব কথা শুনে, এই
সমস্ত আশ্বাসবাণী সম্বল করিয়া
হতাশ নিশ্বাসে বক্ষ বিচূর্ণ করিব?
কেন—কেন? অগ্নিশিখা শিরে যদি
জনম আমার, উত্তাপ ভিক্ষায় আমি
কোন্ দীপশিখা মুখে বাড়াইব কর?
আমি যাব। ঘুমালি কি পঞ্চ পুত্র মোর?
ঘুমালি কি অভিমন্যু? ওরে অগ্র; ওরে

আর্য্য, ওরে শ্রেষ্ঠ সন্তান আমার ! তোর
পঞ্চ অনুচর সনে তুইও কিরে আজি
অজ্ঞ আত্মহারা মত পড়িয়া শয্যায় ?
আয়—উঠে আয়—তোদের সকলে সঙ্গে
ল'য়ে কৌরববিনাশে নিজে যাব আমি ।

সদ্য নিদ্রোত্থিত অভিমন্যুর প্রবেশ ও দ্রৌপদীসহ প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—বিশ্রাম কক্ষ

বৃষকেতু

গীত

একেলা মন্দিরে ব'সে
কথা কয় সে হেসে হেসে
অনুরাগে আসে সুর বাহিরে ।
শুনে আমি ছুটে যাই,
দেখা যেন পাই পাই,
আমি যে তাহার দেখা চাহি রে ॥
তাহার কানের কাছে
আমার কি কথা গেছে ?
কেন সে লুকিয়ে আছে ?
আমি ত একেলা আছি আর কেহ নাহিরে ।
আমি যে তাহারি সুরে গাহিরে ॥

বৃষ । হে গোবিন্দ, চারিদিকে লোকমুখে শুনি
তুমি নাকি আসিতেছ হস্তিনা নগরে,

বড় ইচ্ছা দেখিব তোমারে। হে গোবিন্দ,
কেমনে দেখিব !

কর্ণের প্রবেশ ও বৃষকেতুকে প্রস্থানের ইঙ্গিত, বৃষকেতুর প্রস্থান

কর্ণ। অন্তর্য্যামী বিভু নারায়ণ ! বাসুদেব !
তুমি যদি সেই নারায়ণ, যদি এই
অসম্ভব সত্যই সম্ভব হয়,—ওই
ক্ষুদ্র দেহের ভিতরে সত্যই যদি হে
বিরাট পশিয়া করে লীলা, এ অন্তরে
কি আছে আমার, সমস্ত অবশ্য জান
তুমি। এই যে আমার দেহ-আবরণ—
এই বর্ম্ম—সহজাত, দেবের (ও) অচ্ছেদ্য—
এ ত পারিবে না—-কোন মতে পারিবে না,
এ হৃদয়ে তোমার দর্শনে দিতে বাধা !
এই সত্য অবিষ্কারে ক'রেছি সর্ব্বস্ব
দান পণ। এই সত্য আবিষ্কারে, আমি
জীবন-মরণ যুদ্ধে করিতে চ'লেছি
একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী তোমার সখায়।
হে স্বরাট্, যদ্যপি বিরাট সত্য তুমি,
নিশ্চয় একথা জান—নরের অবধ্য
হ'য়ে এসেছি ধরায়। শুধু নর ? শ্রেষ্ঠ
ঋষি ব্রহ্মজ্ঞ রামের সে কথা যদ্যপি
সত্য হয়, হে মায়া-মনুষ্য-নারায়ণ
তোমারও অবধ্য আমি। সেই আমি
কবচ-কুণ্ডলধারী রাধার নন্দন
যদি মরি অর্জ্জুনের বাণে—যদি—যদি

মরি, তবে, সেই মৃত্যু-মুখে বাসুদেব,
তোমারে বলিব নারায়ণ।

পদ্মাবতীর প্রবেশ

আজি, বহুদিন—বহুদিন পরে প্রিয়তমে !
পদ্মা। বহুদিন পরে—কি প্রাণেশ
বহুদিন পরে তোমাতে আমাতে দেখা ?
বা ! বা ! কহিতে কহিতে নিরুত্তর ? শূন্য
দৃষ্টি আকাশে নির্ভর—এত অন্যমনা ?
কারণ কি শুনিতে অযোগ্যা আমি ?
কর্ণ। একমাত্র যোগ্য তুমি—তোমারে বলিব পদ্মা
যেদিন প্রথম এই শ্রীকর গ্রহণে
তোমারে ক'রেছি আমি জীবন-সঙ্গিনী,
সেই দিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিনু—
পদ্মা। নাথ ! জানি আমি
সে প্রতিজ্ঞা। তাই কি বলিতে চাহ তুমি ?
কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত কখন তোমারে,
গুহ্যকথা শুনিবারে করিনি পীড়ন !
কর্ণ। সেই হেতু বলিব তোমারে।
পদ্মা। কত কথা
জানিতে আমার জেগেছিল কতদিন
কৌতূহল, প্রশ্নে—পাছে হে বিপন্ন হও
তুমি, সে সমস্ত ক'রেছি দমন।
কর্ণ। সেই হেতু বলিতে তোমারে
প্রস্তুত হ'য়েছি পদ্মাবতী !

পদ্মা। তীব্র ইচ্ছা হ'য়েছিল জানিতে রাজন
জগতে অতুল শক্তিধর, এই মোর
হৃদয়-ঈশ্বর বর্ত্তমানে, স্বয়ম্বর
সভামধ্যে বিস্মিত নিশ্চল নেত্র শত
শত রাজন্য সম্মুখে, লক্ষ্যবিদ্ধ করি'
কেমনে লভিল, প্রভু, সে অপূর্ব্ব নারী
পাঞ্চালীরে দীন দ্বিজবেশী ধনঞ্জয়!

কর্ণ। বৃথোত্তম দেখিয়া রাজন্যগণে পদ্মা,
সত্বর তুলিয়া শরাসন—যেই আমি
তাহাতে ক'রেছি জ্যারোপণ, কে অমনি
যেন কোথা হ'তে অনুচ্চ দুঃখের সুরে
উঠিল বলিয়া, "হায়, দেবভোগ্যা নারী
পাঞ্চালী পড়িল আজি সূতপুত্র করে।"
চমকিত হইলাম সে স্বর শ্রবণে,
ঠিক যেন রাজা যুধিষ্ঠির—মর্ম্ম হ'তে
আক্ষেপ করিল পদ্মাবতী। তাই শুনি,
অমনি পাঞ্চালী, সভামধ্যে উচ্চকণ্ঠে
উঠিল বলিয়া, রাজগণে শুনাইয়া,
"সূতপুত্রে কভু না বরিব আমি।"

পদ্মা। আর প্রশ্ন করিব না রাজা!—তবে—তবে কুরু—

কর্ণ। সভামধ্যে! বল বল—কৌরব-সভায়?
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, সবারি সম্মুখে
হইল যেদিন মহীয়সী দ্রৌপদীর
প্রচণ্ড লাঞ্ছনা? বল—কি হেতু সংকোচ—বল—বল।

পদ্মা। মহীয়সী রমণী দ্রৌপদী—

নারীত্বের আদর্শ—গৌরব। কিন্তু নাথ
মহীয়সী নাইবা হইল নারী! নারী
মাতৃত্বের মূর্ত্তি—দেবতা উদ্ভব নারী
হ'তে। সূর্য্য-ইন্দ্র-মাতা কশ্যপ-গৃহিণী
অদিতিও নারী।

কর্ণ। জানি আমি প্রিয়তমে!
আমি জানি মহাবাক্য, ঈশ্বরী-প্রেরিত,
"জগতে সমস্ত নারী আমি।" জানি আমি,
সমগ্র জগৎ-বাসী কভু করিবে না।
আমার সে কার্য্য সমর্থন,—করিবে না,
করিতে পারে না। তথাপি তোমারে বলি,
দ্যূত-পণে মত্ততায় সহধর্ম্মিণীরে
দাসীত্বে নিক্ষেপ করি', সে অশুভ দিনে
সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী রাজা যুধিষ্ঠির।

পদ্মা। আর প্রশ্ন করিব না রাজা!

কর্ণ। শুন রাণী
যা কিছু আমার কথা বলিবার আছে,
বলিব তোমায় আমি সময় অন্তরে;
আজ শুন, বহুদিন পরে এক কথা—
বহুদিন পরে কহিব তোমারে, এক
অত্যন্ত নিগূঢ় মোর অন্তরের কথা
যেদিন দ্বৈরথ-যুদ্ধে নিধন করিব
আমি তৃতীয় পাণ্ডবে, সেদিন জানিব
পদ্মাবতী! শস্ত্র-শিক্ষা সফল আমার!

পদ্মা। শান্ত, শিষ্ট, ধর্ম্মনিষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব—

কি হেতু জন্মিল প্রভু, এমন বিদ্বেষ
তার 'পরে !

কর্ণ। বিদ্বেষ কিছুই নাই—পদ্মা,
শ্রদ্ধা করি ধনঞ্জয়ে অন্তরে অন্তরে,
শ্রদ্ধা করি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হ'তে,
দেখিলে সম্প্রীতি জাগে, ইচ্ছা জাগে
বাহুর বন্ধনে—তথাপি তথাপি হয়
মরিবে গাণ্ডীবী, নয় আমি—একজন।
যদিও শেষের কথা নিত্য উঠে মনে,
তথাপি দেবতা-ত্রাস ভীষণ সমরে
করিব অর্জ্জুন সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা !
জন্ম সঙ্গে যে সম্পদ লয়ে—প্রিয়তমে,
এসেছি ভুবনে আমি—সে সর্ব্ব সম্পদে
একমাত্র অধিকারী নারায়ণ। কভু
মানবের বধ্য আমি নহি প্রিয়তমে।
বধ্য দেবতার ? এ কবচ, এ কুণ্ডল—না না
বেদ যদি সত্য হয়, ব্রহ্মর্ষি ভার্গব যদি
ন'ন মিথ্যাবাদী—

পদ্মা। দেবেরও অবধ্য তুমি !

কর্ণ। দেবের অবধ্য আমি। জলন্ত সঙ্কল্প
সেই হেতু নিত্য মোরে করে উত্তেজিত,
যুঝিতে দ্বৈরথ যুদ্ধে ধনঞ্জয় সনে।
এ হ'তে অধিক ভাগ্য চাহিনাকো আমি।
চাহিনাকো কর্ত্তৃত্ব বিশ্বের। বহুদিন
পরে আজি সেই শুভদিন সমাগত।

পদ্মা। হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ ?

কর্ণ। হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ।
সত্য যদি সঙ্কল্প আমার—সত্য,
দেবতাও এ যুদ্ধ নারিবে নিবারিতে।
ত্রয়োদশ বর্ষ পরে বিরাটনগরে
হইয়াছে পাণ্ডব প্রকট। পাঠায়েছে
ধর্ম্মরাজ দূত হস্তিনায়, অর্দ্ধরাজ্য
চাহি' অধিকার।
জীবিত থাকিতে আমি, সূচ্যগ্র প্রমাণ
ভূমি, দিতে নাহি দিব দুর্য্যোধনে। ফল—
যুদ্ধ—দেবতা-দানব-ত্রাস রণ। এক
দিকে একাদশ অক্ষৌহিণী—সপ্তমাত্র
অন্যদিকে। একদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—
অসংখ্য অসংখ্য মহারথী—

পদ্মা। অন্যদিকে একা ধনঞ্জয় ?

কর্ণ। ভয় পেলে পদ্মাবতী ?

পদ্মা। না প্রভু, সমস্ত বিশ্ব—সমস্ত মানব
যে যুদ্ধের ফল প্রতীক্ষায়, মুক্ত-চক্ষে
চেয়ে রবে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, দেখিতে সে
যুদ্ধ পরিণাম, কর্ণ-পত্নী পাবে ভয় ?
তবে প্রভু, অনুমতি দাও যদি, বলি।

কর্ণ। বল, কিন্তু কি বলিবে জানি প্রিয়তমে !

পদ্মা। কৌরব ম'রেছে বহুদিন।

কর্ণ। জানি—জানি। যেদিন কৌরব সভামাঝে
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর হ'য়েছে লাঞ্ছনা।

পদ্মা। সেদিন ম'রেছে ভীষ্ম, সেদিন ম'রেছে দ্রোণ।

কর্ণ। জানি—জানি। সেই সঙ্গে মরিয়াছি আমি।

পদ্মা। জানিয়া করিবে রণ?

কর্ণ। বড় প্রলোভন। প্রতিদ্বন্দ্বী ধনঞ্জয়।

পদ্মা। শুধু ধনঞ্জয়? পশ্চাতে তাহার—

কর্ণ। বল, বল—বাসুদেব?

পদ্মা। দুষ্ট-ধ্বংসকারী জনার্দ্দন।

কর্ণ। জনার্দ্দন আমারো পশ্চাতে প্রিয়তমে।

পদ্মা। বিভুরূপে থাকিতে পারেন তিনি।
এযে নররূপে প্রিয়তম!

কর্ণ। নররূপে বিভু নারায়ণ! বাসুদেব নারায়ণ?

পদ্মা। নারায়ণ।

কর্ণ। এই অতি অশ্রদ্ধেয় বাণী
কে তোমা' শুনাল পাগলিনী?

পদ্মা। ব'লেছেন ঋষিশ্রেষ্ঠ ব্যাস,
ব'লেছেন চির সত্যবাদী পিতামহ,
ব'লেছেন সর্ব্বার্থদর্শী মহাত্মা সঞ্জয়।

কর্ণ। ভাল, নারায়ণ অন্তর্য্যামী। বাসুদেব
যদি নারায়ণ—বাসুদেব অন্তর্য্যামী।
কর্ণের অন্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয়।
দ্বিগুণ উৎসাহে তবে, দ্বিগুণ আনন্দে
পদ্মাবতী, বাসুদেব-সখা ধনঞ্জয়ে
জীবন মরণ যুদ্ধে করিব আহ্বান!
লইব বিদায়—মহারাজ দুর্য্যোধন মোর
প্রতীক্ষায় প্রতিপল করিছে গণনা। প্রস্থানোদ্যত

পদ্মা। পুনরাগমন প্রতীক্ষায় প্রতিপল
আমিও রহিব রাজা সোদ্বিগ্ন অন্তরে।

প্রস্থানোদ্যতা

কর্ণ। (ফিরিয়া) পদ্মাবতী! আমিও শুনেছি ঋষিমুখে
ধনঞ্জয়-বাসুদেব নর-নারায়ণ।
বিশ্বাস না করি, প্রীতি করি। আন্তরিক--
শ্রদ্ধা-বিজড়িত প্রীতি করি দুইজনে।
তথাপি তোমারে বলি, শুন পদ্মাবতী,
সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন,
অধিরথ যদি মোর পিতা, শুনে রাখো—
নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পরাস্ত করিব
রণে নর-নারায়ণে।

প্রস্থান

পদ্মা। এ কেন সন্দেহ!
"হই যদি রাধার নন্দন", "অধিরথ
যদি মোর পিতা।" অন্তর-আকুল করা
সহসা জাগিয়া-ওঠা একি এ সন্দেহ!
সূতপুত্র নহ কি, নহ কি নাথ তুমি!
ওই সে অপূর্ব্ব স্নেহ—বাৎসল্য অপূর্ব্ব--
তুল্য যাহা কেবল—কেবল যশোদার!
যশোদার? কেন—কেন এ পাপ সন্দেহ?
সূতপুত্র—প্রিয়তম, সূতপুত্র তুমি।

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—কক্ষান্তর

কর্ণ

বৃষকেতুর প্রবেশ

কর্ণ। কি সংবাদ প্রিয়তম ?

বৃষ। নিজে মহারাজ,
সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা আর মাতুল শকুনি !

কর্ণ। শীঘ্র—শীঘ্র যাও, এই স্থানে লয়ে এস।

বৃষকেতুর প্রস্থান

কেন অসময়ে ? বাধা কি পড়িল যুদ্ধে ?
ভীষ্ম বিদুরের বাক্যে শঙ্কিত হইয়া
অন্ধ রাজা মোর অসাক্ষাতে, পাণ্ডবে কি
তবে—অর্দ্ধরাজ্য দানে করিল স্বীকার !

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনির প্রবেশ

কর্ণ। স্বাগত, স্বাগত সখা, স্বাগত মাতুল !

শকুনি। কেমন আছ হে অঙ্গরাজ ? ভীমরতি ভীষ্মের কথায় ক্রোধ ক'রে সভাস্থল ছেড়ে চ'লে এলে ! আমাদের কি অবস্থায় ফেলে এলে, সেটা একবার ভেবেও দেখ্‌লে না !

কর্ণ। অনুতপ্ত, মাতুল। সে জন্য সপ্তাহ আমি নিদ্রাশূন্য।

দুঃশা। আমরাও আপনার অভাবে অঙ্গরাজ !

শকুনি। তুমি ত কেবল মাত্র নিদ্রাশূন্য—আর আমি ? আমার অবস্থাটা কি হ'য়েছে বুঝেছ—এই সারা সপ্তাহটা তোমার অভাবে ? নিদ্রা-শূন্য—জাগরণ-শূন্য—উত্থান-শূন্য—পতন-শূন্য ! ওঃ ! সে যে কি—কি একটা বিরাট শূন্য—

কর্ণ। জীবনে ওরূপ ক্রুদ্ধ কদাচ হ'য়েছি। সভাস্থল ত্যাগের পরই আমার মনে হ'ল, আমি তোমার অনিষ্ট ক'রে ফেলেছি।

দুর্য্যো। কিছু অনিষ্ট করনি সখা! যতদিন তুমি আছ, ততদিন যেখানেই থাক—কৌরব সভায় কিম্বা গৃহে—আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছি। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ—ওদের আমি সহায় মধ্যেই গণ্য করি না।

দুঃশা। আপনি যেখানে আছেন, সেইখানেই আমাদের সভা।

শকুনি। তবে, ওই ধর্ম্মধ্বজীদের কথায় মস্তিষ্কটাকে বিকৃত না ক'রে তুমি চ'লে এসেছ, সেটা ভালই করেছ। আমার কিন্তু ভাগিনেয়, ওই আক্ষেপটা র'য়ে গেল—ক্রোধের উদ্রেকটা কখন হ'ল না। ওই মস্তিষ্কহীন বৃদ্ধগুলো—ওই ভীষ্ম, ওই দ্রোণ—ওই দাসীপুত্রটার সম্মুখে আমাকে তীব্র ভাষায় যখন গালি দেয়, তখন মনে হয়, একবার ক্রোধ করি; কিন্তু ক্রোধ ক'রতে গেলেই ওই ক'টাকে পাগল মনে ক'রে হা-হার সঙ্গে হো-হো যুক্ত হ'য়ে ক্রোধটা একটা অর্দ্ধ-বিরাট হাস্যে পরিণত হয়। অবশিষ্ট অর্দ্ধ পেটের ভিতরে একটা বিদ্রোহ তুলে বসে। তাতে নাক মুখকে এমন বক্র ভাবাপন্ন ক'রে ফেলে যে, দর্পণের কাছে গিয়ে নিজেকেই কিছুক্ষণ আমি চিনতে পারি না—

দুর্য্যো। যাক্, মাতুল, বৃথাবাক্যে আর সময় নষ্ট নয়।

শকুনি। তারপর, বারবার শ্যালক সম্বোধনে গণ্ডে চপেটাঘাত ক'রছে ক'রতে মুখ নাসিকা যখন আবার প্রকৃতিস্থ হয়, তখন বুঝতে পারি, আমি জগতে অজেয় ধৃতরাষ্ট্র-শ্যালক শকুনি।

কর্ণ। তারপর? বিশেষ কি প্রয়োজন সখা?

দুর্য্যো। প্রয়োজন? দারুণ সমস্যা অঙ্গরাজ!
মীমাংসায় অসমর্থ হয়ে স-মাতুল
এসেছি তোমার ল'তে বুদ্ধির শরণ।

শকুনি। সমস্যা?—সমস্যা—[হাস্য] আবার এ দগ্ধমুখে,

হাহা-যুক্ত—হোহো যুক্ত—হিহি-যুক্ত হাসি !
সমস্যার সমস্ত মীমাংসা এ মাতুল
ক'রে ত দিয়েছে বৎস, সমস্যার আগে।
এখনো সমস্যা ? বল না, বল না।

দুঃশা। আমাদের সঙ্গে শেষ সন্ধির চেষ্টায়
এসেছ স্বয়ং কৃষ্ণ হস্তিনা নগরে।

কর্ণ। [বিস্মিতভাবে] তারপর ?

দুর্য্যো। কল্য প্রাতে সভায় প্রস্তাব।

কর্ণ। মনোরম বাক্য শুনে তার, চাও রাজা
করিতে কি সমর-সঙ্কল্প পরিহার ?

দুর্য্যো। ভয় নাই, সেদিকে সমস্যা নয় সখা,
সেদিকে তোমার বন্ধু অচল, অটল—
চিরস্থির হিমাদ্রির মত।

কর্ণ। তাই বল। এ সমস্যা অন্যদিকে ?

দুর্য্যো। বলিতে কি পার,
সমপ্রাণ, কৃষ্ণের হস্তিনা আগমনে
মনের নিভৃত কোণে চির-লুকায়িত
কি বাসনা, সহসা উন্মত্ত হ'য়ে, আজি
আমাকে ক'রেছে আক্রমণ ?

কর্ণ। জানি আমি
হে রাজন্, সুযোগ্য আতিথ্য বাসুদেবে।

দুর্য্যো। এই, সখা—সুযোগ্য আতিথ্য। জানি আমি
এসেছে সে হস্তিনা নগরে, সভামধ্যে
সবার সাক্ষাতে কটূক্তি শুনাতে মোরে।
সে ধৃষ্টের অন্য কোন নাহি অভিপ্রায়।

কর্ণ। থাকিতেও পারে।

দুর্য্যো। কিছু না কিছু না সখা।
শুধু বাক্যে নিগৃহীত করিতে আমারে
সে শঠ এসেছে দৌত্যে হস্তিনা নগরে।
কি যোগ্য আতিথ্য কর স্থির।

দুঃশা। মাতুলের—

শকুনি। [দুঃশাসনের মুখে হস্ত দিয়া]
ব্যস্ত নয় ব্যস্ত নয় ভাগিনেয়।
শুন আগে, অঙ্গরাজ কি দেয় উত্তর।

কর্ণ। উত্তর—বন্ধন।

শকুনি। আলিঙ্গন, আলিঙ্গন—

কর্ণ। সুদৃঢ় বন্ধন—নিভৃত অন্ধতামস
হস্তিনার কারাগারে। তার পিতা, মাতা
যেরূপে আবদ্ধ ছিল কংসের ভবনে
মথুরায়।

শকুনি। আলিঙ্গন উপরে আবার—
মামার তৃতীয় আলিঙ্গন। কি বিচিত্র
বুদ্ধির মিলন দেখ দুর্য্যোধন, দেখ
দুঃশাসন। দুর্য্যোধন! মস্তক আঘ্রাণ—
মধুময় দুঃশাসন! শ্রীমুখ চুম্বন। যাও—
বিলম্ব ক'রনা—এখনি যাইয়া বাঁধ শঠে।

দুঃশা। বিস্মিত করিলে মামা।

শকুনি। শুধু মামা? মাতুল-আচার্য্য—যথা গুরু
দ্রোণ। তবে তিনি আচার্য্য অস্ত্রের, আর
আমি, রাজত্ব রক্ষায় শ্রেষ্ঠাস্ত্র—বুদ্ধির!

শুক্রাচার্য্য হ'ত মোর যোগ্য অভিধান,
যদি ঋষি ভাগ্যদোষে না হইত এক
চক্ষুহীন। সমবুদ্ধি প্রিয় অঙ্গরাজ,
আমিও ব'লেছি ওই কথা—ওই কথা
'ব' দন্ত্য-ন'য়ে 'ধ'য়ে, তাহাতে দন্ত্য-'ন' দিয়ে
খট্যার শ্রীপদ সঙ্গে শ্রীরজ্জু সংযোগে
সপ্রেমে জড়ায়ে রাখা শ্রীগোপী-বল্লভে।

কর্ণ। সঙ্গে? অনুচর?

দুর্য্যো। থাকুক অসংখ্য তার,
আমি সখা একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি।

কর্ণ। বন্ধন, বন্ধন রাজা—

শকুনি। বন্ধন—বন্ধন দুর্য্যোধন।

কর্ণ। এ শুভ সুযোগ রাজা, স্বপ্নেও কখনো
আসিবে না। কোথায় আছেন বাসুদেব?

দুর্য্যো। লজ্জা হয়, ঘৃণা হয় সে কথা বলিতে।
যোগ্যের অধিক সখা, করিয়াছিলাম
তার পূজা আয়োজন। ভারত সম্রাট
যে পূজার অধিকারী। সে সমস্ত করি' ত্যাগ,
অতিথি হইল শঠ বিদুরের গৃহে।

শকুনি। অভিপ্রায়—জানুক নগরবাসী
দুর্য্যোধন-দত্ত শ্রেষ্ঠ উপায়ন হ'তে
ভক্ত বিদুরের ক্ষুদ—অহো! কি অধিক
কি প্রচণ্ড প্রিয় মোর। শুধু শঠ নহে,
বৎস। বল সমস্ত শঠের শিরোমণি!

কর্ণ। বন্ধন—বন্ধন—এ শুভ সুযোগ সখা,

কিছুতে ক'র না ত্যাগ। যেমনি শুনিবে পঞ্চ
ভ্রাতা কেশব হ'য়েছে বদ্ধ হস্তিনার
কারাগারে, অমনি সকলে, ভগ্নদন্ত
ভুজঙ্গের মত, উৎসাহ-চেতনাহীন
লুণ্ঠিত হইবে ভূমিতলে।

শকুনি। শুন, শুন,
দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, এই ত তোমার
সর্ব্বদা মঙ্গলকামী সখা-যোগ্য কথা।

কর্ণ। বন্ধন—বন্ধন—অর্জ্জুনের হস্ত হ'তে
খসিবে গাণ্ডীব, হতাশ্বাস বৃকোদর
শৃগাল-দষ্টের মত, স্বদেহ-দংশনে,
আপনিই আপনারে করিবে নিধন।

শকুনি। শক্তি ও সহায়-শূন্য রাজা যুধিষ্ঠির,
ছোট দুটি ভাই আর দ্রৌপদীরে ত্যজি'
মুক্ত-কচ্ছ—আবার পলায়ে যাবে বনে।

দুর্যো। উপদেশ শিরোধার্য্য সখা। কল্য তুমি
শুনিবে সন্ধ্যায়, গাঙ্গেয়ের 'নারায়ণ'
হস্তপদে বাঁধা—হস্তিনার অন্ধকারায়
লয়েছে আশ্রয়।

কর্ণ। নিশ্চিন্ত ঘুমাতে পারি ?

দুর্যো। নিঃসন্দেহে—সুখে—নিশ্চিন্তে ঘুমাও সখা !
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন প্রভৃতির প্রস্থান

কর্ণ। একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন,
তদুপরি প্রকৃতি তাহার সবিশেষ

জ্ঞাত আছ তুমি। জানিয়াও আজ তুমি
এসেছ স্বয়ং দৌত্যে হস্তিনা নগরে
যদুপতি ! এ সাহস যার—কি বলিব—
হয় সে নিতান্ত জড়, নয়—নারায়ণ।
ছিল ইচ্ছা, শুনিতে তোমার বাণী ; ছিল
ইচ্ছা দেখিবার, আপন আয়ত্তে পেয়ে
ভীম শক্তিধর ওই দুরন্ত কৌরব
কেমনে তোমায় বন্দী করে। সভাস্থলে
যাব না তো, দেখা ত হ'ল না। বাসুদেব !
যদি তুমি অন্তর্যামী, তোমারে শুনায়ে
এই কথা, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চলি আমি।
এসো নিদ্রে ! একি দেবী, বলিতে বলিতে !
সপ্ত রজনীর অদর্শন—তাই কি ব্যথিতে,
সপ্ত রজনীর ভারে—আঁখির পলক—
করিতে আসিলে আক্রমণ ? আহা—আহা !

পর্য্যাঙ্কে উপবেশন

একি স্নিগ্ধ, একি শান্ত জ্যোতি ! চারিদিকে
জ্যোতির উৎসব যেন ! ওগো জ্যোতির্ম্ময়ী !
ওগো তন্দ্রা, নিশীথের গভীর গহ্বরে—
কোথায় লুকায়ে রেখেছিলে, এই সব—
চপলা-চঞ্চল দুরন্ত কিরণ-বালা ? (শয়ন)
কিসের লাগিয়া পলক ভেদিয়া মোর—
এ উল্লাসে সকলে মিলিয়া আজ তারা—
তারার উপরে নৃত্য করে ? তার মাঝে—

ওকি ও সুন্দর, ওকি মধু-রূপ-রেখা !
ওকি বর্ণ, নবীন নীরদ ! ওকি আঁখি—
আয়ত—মুখর ! বাসুদেব—বাসুদেব—
এমন—কিশোর—তুমি !

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। কাহার বন্ধন
প্রিয়তম ? শুনিলাম বৃষকেতু মুখে,
বন্ধনের কথা শুনে, বালক ব্যাকুল
হ'য়ে ছুটে গেছে, আমার নিকটে। বলে—
"মা, তুমি সত্বর যাও—পিতারে নিষেধ
কর।" কাহারে বাঁধিতে চাও প্রিয়তম ?

শয্যাপাশে আসিয়া দেখিল

ঘুমাও—ঘুমাও। সপ্তরাত্রি নিদ্রাহীন—
ঘুমাও—ঘুমাও প্রভু।

কর্ণ। মৃণাল-তন্তুর স্পর্শে

পদ্মাবতী ফিরিল

কম্পিত তোমার তনু—হে কঠোর !
এতই কোমল তুমি ! তোমারে বাঁধিবে !

পদ্মাবতী উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইল

কে বাঁধিবে ? কে বেঁধেছে—কবে ? সেকি ওই—

পদ্মাবতী উল্লসিতভাবে দাঁড়াইল

মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর, অহঙ্কার-
রজ্জুমূর্ত্তি দুর্য্যোধন ?

পদ্মা। (চলিতে চলিতে) ঘুমাও, ঘুমাও নাথ ! ওগো স্বপ্ন-রাজ্যে

গতিশীল স্বচ্ছন্দ পথিক, চলে যাও,
হ'ক দূর, যত দূর—ফিরাব না আমি। 　　প্রস্থান

ব্রাহ্মণ-বেশী সূর্য্যের প্রবেশ ও কর্ণের শিয়রে দাঁড়াইয়া

সূর্য্য। 　উত্তিষ্ঠ স্বপ্নের রাজ্যে, যোগনিদ্রা কর
আলম্বন। স্বপ্ন-চক্ষে দেখ মোরে। উঠ
হে ধীমান্, স্বপ্ন-কর্ণে শুন মোর কথা।

কর্ণ। 　কে আপনি?

সূর্য্য। 　চেয়ে দেখ। অপার মমতা-বশে, বৎস,
স্বমণ্ডল মধ্য হ'তে এই মর্ত্যভূমে
আসিয়াছি আমি। হে দাতার শিরোমণি
তোমার ব্রতের কথা, স্বভাব তোমার,
সারা বিশ্বে হ'য়েছে বিদিত। সারা বিশ্ব
শুনিয়াছে, কাহারও নিকটে তুমি ভিক্ষা
নাহি চাও, ভিক্ষার্থীরে রিক্তহস্তে কভু
না ফিরাও। শুনেছে দেবতা, শুনিয়াছে
সর্ব্বদেবতার পতি বাসব। শুনিয়া,
ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণবেশে আসিয়াছে তব গৃহে।

কর্ণ। 　কি উদ্দেশ্যে ভগবন্!

সূর্য্য। 　হিত-কামনায় পাণ্ডবের,
ভিক্ষা চাহিবেন তিনি কবচ কুণ্ডল

কর্ণ। 　বুঝিয়াছি। কে আপনি?

সূর্য্য। 　সবিতা।

কর্ণ। 　আমার ইষ্ট? প্রণতি—প্রণতি আপনারে।

সূর্য্য। 　পূর্ব্বাহ্নে হইয়া জ্ঞাত তাঁর
অভিপ্রায়, সাবধান করিতে তোমারে

এসেছি প্রবল স্নেহে। হে বৎস, তোমার
ওই কবচ-কুণ্ডল উদ্ভূত অমৃত
মধ্য হ'তে। যতদিন এ দু'টি তোমার
রবে, ত্রিভুবন মধ্যে কেহ না পারিবে
তোমারে করিতে পরাজিত। গাণ্ডীবীর
পশ্চাতে রহিয়া যদ্যপি দেবেন্দ্র করে
রণ, তাহারেও মানিতে হইবে
পরাভব। তাই বলি, যদি প্রিয়বর
জীবিত রহিতে থাকে বাসনা তোমার,
ইচ্ছা থাকে দ্বৈরথ সমরে, প্রতিযোদ্ধা
অর্জ্জুনে করিতে পরাজয়, হে মানদ!
দৃঢ় অনুরোধ মম, যেন কোন মতে
দিয়োনা বাসবে ওই কবচ-কুণ্ডল।

কর্ণ। জীবিত থাকিতে চাই, অর্জ্জুন-বিজয়
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
তথাপি হে ভগবান, কীর্ত্তিধ্বংসে, ব্রত-
ভঙ্গে, সত্যের আশ্রয় চ্যুত হ'য়ে, পল
মাত্র চাহি না বাঁচিতে, চাহি না অর্জ্জুনে
পরাজিতে।

সূর্য্য। কবচ-কুণ্ডল দিবে ?

কর্ণ। ভিক্ষা চান দেবরাজ যদি।

সূর্য্য। যেমনি চাহিবে ?

কর্ণ। না ব্রাহ্মণ, প্রথমে বিনয়—অনুনয়—
যা আছে আমার, সমস্ত চাহিব দিতে।
গ্রহণ না করেন বাসব দিব দান—কবচ-কুণ্ডল।

সূর্য্য। এসেছি সৌহার্দ্দ্য বশে—

কর্ণ। বুঝেছি তা ভগবন্।

সূর্য্য। স্নেহ বশে—

কর্ণ। এ দাস যে ভক্ত আপনার।

সূর্য্য। হে সন্তান মায়াবশে।

কর্ণ। মায়াবশে!

সূর্য্য। মায়া—তীব্র—অতি তীব্র—দেবতা-হৃদয়-জয়ী!
দৈবকৃত রহস্য সে, গোপনীয় অতি।
ত্রিভুবন মধ্যে জানে শুধু একজন
আর জানি আমি। বাসব জানে না তাহা।

কর্ণ। বলুন আমারে ভগবন্—বলুন—
ভক্ত আমি—দাস আমি—আত্মীয় স্বজন—
পত্নী পুত্র—অন্য কথা কিবা প্রয়োজন—
জীবন হইতে প্রভু প্রিয় যে আপনি,—
কি রহস্য—শুনান আমারে ভগবন্!

(নিদ্রাভঙ্গ ভাব)

সূর্য্য। শুনানো হ'ল না কর্ণ। উত্ত্যক্ত তোমার
নিদ্রা, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে জাগ্রতের
দেশে। শুনানো হ'ল না বৎস, যথাকালে
আপনি শুনিবে। এখন চলিব আমি!
চলিতে চলিতে পুনঃ বলি, স্থিরচিত্তে
শুন মতিমান, সর্ব্বস্ব করিয়া দান,
যদ্যপি রাখিতে পার কবচ-কুণ্ডল
রেখো কর্ণ, রেখো কর্ণ, রেখো কর্ণ—রেখো! প্রস্থান

কর্ণ। (উঠিয়া চক্ষু মার্জ্জিত করিতে করিতে) পদ্মাবতী! পদ্মাবতী!

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। কি প্রভু, কি প্রভু!

কর্ণ। অন্বেষণ—শীঘ্র কর অন্বেষণ!

পদ্মা। কারে?

কর্ণ। এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ!

পদ্মা। কই, কোথায়?

কর্ণ। এই গৃহমধ্যে—গৃহমধ্যে—

পদ্মা। (চারিদিকে খুঁজিয়া) কেহই ত নাই। রুদ্ধ সর্ব্বদ্বার—
কে ব্রাহ্মণ? গৃহমধ্যে কেমনে আসিবে?

কর্ণ। খোলো দ্বার—ধ'রে আন তারে। আছে আছে—
এখনো সে নিশ্চয় নিশ্চয় পুর মাঝে।
যদি না আসিতে চাহে, হাত ধ'রে তীব্র
অনুনয়ে—চরণে ধরিয়া, পদ্মাবতী। (পদ্মাবতীর প্রস্থান)
রহস্য রহস্য—সত্য যদি দেখে থাকি,
হে সবিতা, রহস্য শুনায়ে যাও মোরে।

ইন্দ্রকে লইয়া পদ্মাবতীর প্রবেশ

স্বাগত—স্বাগত! কিবা প্রয়োজনে প্রভু,
পবিত্র করিলে দীন-গৃহ?

ইন্দ্র। ভিক্ষার্থী এসেছি তব গৃহে অঙ্গরাজ।

কর্ণ। কি প্রার্থনা,
অসঙ্কোচে বলুন আমারে। অন্ন? বস্ত্র?
গোধন? কাঞ্চন? কি তবে? সঙ্কোচ কেন?
গো-শস্য-সম্পদ-পূর্ণ গ্রাম? তাও নয়?
সুবর্ণাভরণ-বিভূষিতা রূপসী ললনা?
তাও নয়? সঙ্কোচ কি হেতু এত দ্বিজ!

ইন্দ্র। ইচ্ছা নয় বলি তব পত্নীর সম্মুখে। পদ্মাবতীর প্রস্থান
যথার্থ-ই সত্যব্রত যদ্যপি আপনি,
কবচ-কুণ্ডল চাহি দান। অন্য নয়—
ওই সহজাত—লগ্ন যাহা তব দেহে।

কর্ণ। অদ্ভুত প্রার্থনা বিপ্র, প্রার্থনা নিষ্ঠুর।
কবচ-কুণ্ডল নহে—জীবন আমার।
না না—জীবনও অক্লেশে দিতে পারি—বুঝি
নাহি পারি কবচ-কুণ্ডল দিতে। এসো,
হে বিপ্র, জীবন লহ! প্রার্থনা আমার,
কবচ-কুণ্ডল তুমি ক'র না প্রার্থনা।

ইন্দ্র। তবে ফিরে যাই?

কর্ণ। সুবর্ণ? প্রমদা? ধেনু? সাম্রাজ্য? পৃথিবী?

ইন্দ্র। নাহি প্রয়োজন। চাহি কবচ-কুণ্ডল।
কবচ-কুণ্ডল মাত্র। দাও, থাকি। আর—
না দিতে সম্মত যদি—চ'লে যাই।

কর্ণ। পদ্মাবতী!

পদ্মাবতীর প্রবেশ

শাণিত ছুরিকা। (ছুরিকা আনিয়া পদ্মাবতী কর্ণকে দিল)
দেখিবে ছেদিতে ত্বক?

পদ্মা। তবে কি জীবন চায় ভিখারী নিষ্ঠুর?

কর্ণ। তাহ'তে অধিক দেবি,—কবচ-কুণ্ডল।
পারিবে কাটিতে? পারিবে দেখিতে?

কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া চক্ষে অঞ্চল দিয়া পদ্মাবতী প্রস্থান করিল, কর্ণ ছুরিকাযোগে কবচ-কুণ্ডল ছিন্ন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন

ইন্দ্র। ধন্য তুমি দাতৃ-শিরোমণি।

কর্ণ। সন্তুষ্ট বাসব ?

ইন্দ্র। বাসব ! চিনেছ তুমি মোরে ?

কর্ণ। পূর্ব্বেই জেনেছি দেব।

ইন্দ্র। ধন্য ধন্য তুমি মহাত্মন্, তব তুল্য
দাতা, বীর হয়নি, হবে না ত্রিভুবনে
বুঝিয়াছি—কেমনে, কাহার কাছে
মম আগমন-বার্ত্তা জানিয়াছ তুমি।
অগ্রাহ্য করিয়া তাঁর স্নেহ-উপদেশ—
এই তব দান ? হে মহান্,
দেবেন্দ্র তোমারে নতি করে।
অগ্রাহ্য করিয়া তব মহত্ত্ব অপূর্ব্ব—
চলিয়া যাইতে নারি আমি। লহ উপহার,
নহে দান—হৃদয়ের শ্রদ্ধার অঞ্জলি। (অস্ত্রদান)

কর্ণ। কি এ দেবরাজ ?

ইন্দ্র। 'একঘ্ন' ইহার নাম। যাহারে হানিবে,
সে যদি অমর হয়, তাহারও
তখনি মৃত্যু। লহ উপহার মহাত্মন্ !
আর মোর, আন্তরিক আশীর্ব্বাদ,
এই তব দেহচ্ছেদে
সৌম্য, সৌন্দর্য্য হানি হবে না তোমার।
সূর্য্য সম দীপ্তি ল'য়ে
লোকচক্ষে হবে তুমি আদিত্য-বিগ্রহ। (প্রস্থান)

কর্ণ। পদ্মাবতী—পদ্মাবতী !

পদ্মাবতীর প্রবেশ। তাহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া

স্নেহস্পর্শে মুছাও রক্তাক্ত কলেবর।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চারণীগণ

গীত

কোন্ বেণুতে ব্রজের কানু
জাগিয়েছিলে প্রেমের গান,
কোন্ বেণুতে হাসিয়েছিলে,
কোন্ বেণুতে কাঁদিয়েছিলে,
কোন্ বেণুতে নাচিয়েছিলে,
ব্রজ-বধুর কোমল প্রাণ ?
শরতে এসে কোন্ বেণুর কানু
গোকুলের পাগল ফুলের
মাতল রেণু
দিশাহারা ছুটতো তারা
শ্রীযমুনায় তুলত উজান বান ?
এখন তোমার এ কোন্ বেণুর সুর ?
হে গোবিন্দ ! এ কি ছন্দ
কাঁপে বিশ্বপুর ।
আকাশ পাতাল--সুরে মাতাল—
মত্ত করাল কাল—
হে গোবিন্দ, এ তোমার কোন্
দীপকের তান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হস্তিনা—সভামণ্ডপ

কৃষ্ণ, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, দুর্য্যোধন প্রভৃতি

কৃষ্ণ। আমার একান্ত ইচ্ছা, হে কৌরবপতি,
আবার মিলিত হয় কৌরব পাণ্ডব,
সন্ধি-সখ্যে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে
উভয় কুলের হয় পরম কল্যাণ—
অযথা না হয় এই বীর-কুলক্ষয়।
প্রার্থনা করিতে তাই
ভবৎ-সমীপে আসিয়াছি, মহারাজ।

ধৃত। শুন, দুর্য্যোধন, কেশবের হিতবাক্য।

দুর্য্যো। শুনিয়াছি পিতা, কিন্তু বুঝিতে অক্ষম,
কেমনে এ মিলন সম্ভব।

কৃষ্ণ। মহারাজ মনীষী-প্রধান—বুঝাইয়া
দিন পুত্রে এ মিলন সহজে সম্ভব।
সমুত্থিত বিষম আপন কুরুকুলে।
উপেক্ষা করেন যদি
কুরুকুল নাশ করি', এ ঘোর আপদ
পরিশেষে পৃথিবী করিবে নাশ।
আপনার ইচ্ছার উপরে
রক্ষা, ধ্বংস করিছে নির্ভর, মহাত্মন্,
আপনি করুন শান্ত নিজ পুত্রগণে,
আমি করি যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত পাণ্ডবে

ধৃত। শুনিতেছ দুর্য্যোধন?

দুর্য্যো। শুনিতেছি—শুনিতেছি,
আমার দুর্ভাগ্যবশে পিতা,
আরো কত কাল একথা শুনিতে হবে।

কৃষ্ণ। একদিকে বড় শুভদিন,
অন্যদিকে বড়ই দুর্দ্দিন।
হে মনীষী, কুরু ও পাণ্ডব,
ধর্ম্মার্থে রাখিয়া দৃষ্টি, যদ্যপি আবার
সম্মিলিত হয় পরস্পরে,
কুরু-পাণ্ডবের পতি ধৃতরাষ্ট্র
হইবেন রাজ রাজেশ্বর—
সর্ব্ব নৃপতির সেব্য অজেয় সম্রাট।

শকুনি। (জনান্তিকে) এখনি আছেন তিনি।

দুঃশা। (জনান্তিকে) সে জন্য মাতুল,
হবেনাকো নির্ভর করিতে তাঁরে,
পাণ্ডবের কৃপার উপরে।

ধৃত। ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন,
আমারো একান্ত ইচ্ছা, আমি চাই শান্তি—
শান্তি চিরস্থায়ী। অনর্থক বিষম বিগ্রহে
কৌরব পাণ্ডব কুল না হয় নির্ম্মূল!

কৃষ্ণ। একাদশ-অক্ষৌহিণী বল
হইবে নিষ্ফল, কোনো চেষ্টা, কোনো যত্নে
পরাজিত হবে না পাণ্ডব।
শান্তি—শান্তি। আদেশ করুন মহারাজ,
আপনার পুত্রগণে সন্ধির স্থাপনে।

ধৃত। কি উপায়ে হয় সন্ধি বল বাসুদেব?

কৃষ্ণ। ন্যায্য প্রাপ্য অর্দ্ধরাজ্য
ধর্ম্মরাজে সমর্পণ—সন্ধির উপায়।
অন্য কিছু বলিতে পারি না মহারাজ।
নিস্তব্ধ কি হেতু মহাত্মন্ ?
আদেশ করুন পুত্রে আমার সম্মুখে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর উপস্থিত
আছেন সভায়। আদেশ করুন পুত্রে
এই চারি মহাত্মা সম্মুখে।
কৌরবের পাণ্ডবের কল্যাণ বাঞ্ছায়
করিতেছি আবেদন। প্রমত্ত পুত্রের
মমতায় যে সব অকার্য্য পূর্ব্বে
ক'রেছেন রাজা, প্রতিকারের এসেছে সময়।
আমন্ত্রণ করি' ধর্ম্মরাজে, ফিরাইয়া
দিন তাঁরে অর্দ্ধরাজ্য, সঙ্গে তার
ইন্দ্রপ্রস্থ পুরী। অথবা যেরূপ অভিরুচি—
সন্ধি, যুদ্ধ—উভয়েই সম্মত পাণ্ডব।

ধৃত। সন্ধি—সন্ধি—একমাত্র অভিরুচি সন্ধি।
হিতকামী কেশবের আবেদন
নিষ্ফল ক'র না দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। অসম্ভব পিতা। সন্ধি-কথা মুখে,
অন্তরে বিগ্রহ-ইচ্ছা ল'য়ে
এসেছেন বাসুদেব আপনার কাছে।

ধৃত। না, না, একথা বলিতে নাই দুর্য্যোধন,
বাসুদেব সর্ব্বদা আমার হিতকামী।

দুর্য্যো। আমি নহি প্রমত্ত কেশব,

আমি চিরস্থির—প্রারম্ভে ব'লেছি যাহা,
এখনো তা বক্তব্য আমার। বাসুদেব,
প্রমত্ত যদ্যপি কেহ থাকে—
সে তোমার ঐ ধর্ম্মরাজ!

কৃষ্ণ। উত্তেজিত হইয়ো না ভ্রাতঃ!

দুর্য্যো। দ্যূতরণে পরাজিত,
সর্ব্বস্ব হারায়ে তার, আজি সে নির্লজ্জ,
হৃতরাজ্য ভিক্ষা চায় কৌরবের কাছে।
ভিক্ষাই যদ্যপি চায়, আসুক আপনি
দন্তে তৃণ করি', অঞ্জলি করিয়া বদ্ধ
মহাত্মা পিতার কাছে করুক প্রার্থনা।

ভীষ্ম। কুলঘ্ন, দুর্ব্বুদ্ধি, কাপুরুষ, কেশবের
ধর্ম্ম-সুসঙ্গত উপদেশ এখনও কর
প্রণিধান! কুমন্ত্রীর পরামর্শে
উত্তেজিত হ'য়ে ক'র না কৌরব কুল ক্ষয়।

দুর্য্যো। বিনাযুদ্ধে
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দিব না পাণ্ডবে।

দ্রোণ। হে রাজন্, কৃষ্ণের ক'র না অপমান,
হিতাকাঙ্ক্ষী গাঙ্গেয়ের শুভ উপদেশ
অগ্রাহ্য ক'র না মোহবশে।
বাসুদেব, ধনঞ্জয়ে দিয়ো না দিয়ো না
অবসর কবচ করিতে পরিধান।
দিয়ো না দিয়ো না নৃপ, প্রশান্ত অর্জ্জুনে
গাণ্ডীবে করিতে জ্যারোপণ।
ব্রহ্মর্ষি ভার্গব, ভীষ্ম, আমি—

পূর্ব্বে যে তোমার কাছে
করিয়াছি সে বীরের তেজের বর্ণনা,
তাহ'তে অনেক গুণে তেজস্বী অর্জ্জুন।
একবার যদি ক্রুদ্ধ হয়, দুর্য্যোধন,
তোমার সে একাদশ-অক্ষৌহিণী সেনা,
মুহূর্ত্তে বিলয় পাবে। কূট-পরামর্শ-দাতা,
সর্ব্বনাশকারী তব দুর্ব্বৃত্ত বান্ধব—
দুঃশাসন, রাধেয়, সৌবল—
একটিও রবে না জীবিত।

দুর্য্যো। ভীত হ'ন পিতামহ, ভীত হ'ন
আপনি আচার্য্য, আমি ভীত নহি।
ন্যায় যুদ্ধে যদ্যপি জীবন যায়,
লভিব ব্রাহ্মণ, স্বর্গ হ'তে সুখপ্রদ,
ক্ষত্রিয়ের নিত্য প্রার্থনীয় বীর-শয্যা!

কৃষ্ণ। তাহাই হইবে লাভ ভ্রাতঃ!

দুর্য্যো। তথাপি দিব না রাজ্য, পিতা মোর
জীবিত থাকিতে একজন রহিবে ভিখারী—
হয় যুধিষ্ঠির, নয় আমি।
এ ভারতে সম শক্তিধর
দুই রাজা পারে না থাকিতে।
উগ্রকর্ম্মে, ভীষণ বচনে ভীত হ'য়ে
হে আচার্য্য, পিতামহ, রাজা দুর্য্যোধন
বাসবেরো সন্নিধানে শির না করিবে নত।
ন্যায্য রাজ্য? ন্যায্য রাজ্য কার হে কেশব?
ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ ব'লে কর অভিমান

তুমি নিজে বল কৃষ্ণ ন্যায্য রাজ্য কার ?
পিতা মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবপ্রধান,
পাণ্ডু ছিল অনুজ তাঁহার। এই সব
হিতৈষী মিলিয়া আমারে বালক হেরি',
মহাত্মা পিতারে মোর বুঝিয়া দুর্ব্বল,
ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য
আমার পৈতৃক ধন হ'তে
নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে ক'রেছে বঞ্চিত।
সেই রাজ্য বিধির কৃপায়
আবার এসেছে ফিরে আয়ত্তে আমার।
যাও ফিরে বাসুদেব, বল যুধিষ্ঠিরে,
হয় সে মরিবে, নয় আমি। বিনাযুদ্ধে—
সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি—এক কথা—
দিব নাকো তারে ফিরাইয়া !

বিদুর। উন্মত্তের মত কথা ব'লনা ব'লনা,
দুর্য্যোধন, সর্ব্বদ্রষ্টা কেশব সম্মুখে।
উত্যক্ত করিয়া আবাহনে—
অনিচ্ছুক মৃত্যুরে আনিয়া
দিয়ো না কৌরব-কুল তাহার কবলে।
তুমি মর দুঃখ নাই, মরে দুঃশাসন
দুঃখ নাই। মরিবে শোকার্ত্ত তব পিতা,
জ্বলিবে বংশের শোকে জননী-গান্ধারী।
কেশবের সঙ্গে যাও আছেন যথায়
মহাত্মা পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ, সাদরে লইয়া
এসো তাঁরে হস্তিনায়। চারি ভ্রাতা,

মনস্বিনী দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে
আসুন তাঁহার। একশত পঞ্চ ভ্রাতৃ-
মিলন দেখিয়া ধন্য হ'ক ধরাবাসী।
জগতে পরম শান্তি হ'ক প্রতিষ্ঠিত।

ধৃত। এতক্ষণে বুঝিয়াছি আমি,
কেশব সত্যই হিতকামী। ইচ্ছা মোর,
তুমিও তা বুঝ দুর্য্যোধন। খুল্লতাত
ধর্ম্মাশ্রয়ী মহাত্মা বিদুর, যে আদেশ
করিল তোমারে, তাই কর। কেশবের
সঙ্গে যাও যথা আছে রাজা যুধিষ্ঠির,
মঙ্গল সংবাদ ল'য়ে পঞ্চ ভ্রাতা সাথে
ফিরে এসো হস্তিনায়।
বাসুদেবে করিয়া সহায়
প্রকৃত শান্তির লাভে এসেছে সময়,
অতিক্রম না করিযো প্রিয়তম।
কেশবের সন্ধির প্রার্থনা সুস্থ মনে
করহ পূরণ—করিয়ো না প্রত্যাখ্যান।
করিলে হইবে পরাজিত।

দুর্য্যো। নিশ্চিন্ত থাকুন পিতা,
কোন কালে কৌরব না হবে পরাজিত।
কখনো করি না গর্ব্ব পাণ্ডবের মত,
তথাপি এ সভাস্থলে সবারে শুনায়ে
গর্ব্বভরে বলিতেছি আজি, যদ্যপি অপর
কেহ না হয় সহায়, কর্ণ, আমি, দুঃশাসন,
পৃষ্ঠদেশে মাতুল শকুনি—এই চারিজন—

দেবেন্দ্র বিরোধী হয় যদি,
পিতা, তাহারেও পরাস্ত করিব যুদ্ধে।

দুঃশা। বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ আপনি,
কাকভূষণ্ডীর মত এই সব
সর্ব্বজ্ঞ বৃদ্ধের সঙ্গে কেন তবে বৃথা
তর্ক মহারাজ? এখনো কি বুঝিতে অক্ষম,
কি উদ্দেশ্যে কেশবের হেথা আগমন?
পাণ্ডবের সঙ্গে সন্ধি
না করেন যদ্যপি স্বেচ্ছায়, এই সব
অন্নভোক্তা আপনার, আপনাকে
কেশব সাহায্যে বন্দী করি,
যুধিষ্ঠির সন্নিকটে করিবে প্রেরণ।
বুঝিয়া সতর্ক হ'ন রাজা।

শকুনি। শুধুই কি দুর্য্যোধন?—
সেই সঙ্গে তুমি যাবে, কর্ণ যাবে—
আর যাবে হস্তপদে দৃঢ় বদ্ধ হয়ে
এইসব মহাত্মার চির চক্ষুশূল—
তোমাদের মাতুল শকুনি।

দুর্য্যো। সত্য বলিয়াছ ভাই, এতক্ষণে
বুঝিয়াছি আমি—ষড়যন্ত্র—ষড়যন্ত্র।

ক্রোধভরে প্রস্থান—দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির অনুসরণ

ভীষ্ম। আয়ুশেষ হ'য়েছে তোমার।

ধৃত। কি হ'ল, কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত?

ভীষ্ম। আরো শুন, মোহগ্রস্ত যে সব ভূপতি

এ অধর্ম্ম যুদ্ধে তব হইবে সহায়,
তাদেরও হ'য়েছে আয়ুশেষ।

ধৃত। কি হ'ল, কি হ'ল জ্যেষ্ঠতাত ?

দ্রোণ। গুরুজনে অতিক্রম করি',
সভাস্থল করি' পরিত্যাগ
পুত্র তব চলে গেল মহারাজ !

ধৃত। দুর্ব্বৃত্ত অবাধ্য পুত্র,
শুনে না আমার বাক্য, শুনে না কেশব।

কৃষ্ণ। অবশ্য শুনিবে—মহারাজ।
দুর্ব্বৃত্ত জানেন যদি,
অবাধ্য যদ্যপি তব বোধ,
অশক্ত আপনি যদি তাহার শাসনে,
আছেন এখানে বহু হিতৈষী বান্ধব,—
মহামতি পিতামহ, মহাত্মা আচার্য্য
দ্রোণ, কৃপ—প্রত্যেকে অতুল শক্তিধর।
সে সকলে অনুজ্ঞা করুন মহারাজ,
তাঁহারা করুন বাধ্য
আপনার মদমত্ত দুর্ব্বৃত্ত সন্তানে।
হে মহাত্মাগণ, এখন কর্ত্তব্য যাহা
নিবেদন করি সকলের কাছে—
সসম্ভ্রমে, বারবার করিয়া প্রণাম,
ওই দুরাচারে না করি' শাসন,
হ'তেছেন প্রত্যেকেই দুষ্কর্ম্মে তাহার
অন্ন ও বিত্তের অংশভাগী।
তাই নিবেদন—যা বলিল দুঃশাসন—

বাঁধি ওই চারি দুরাত্মারে,
পঞ্চপাণ্ডবের কাছে করুন প্রেরণ।

ভীষ্ম। কর্ত্তব্য তাহাই বাসুদেব,
কিন্তু হায় আমরা সকলে—
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি'
হইয়াছি ওই অন্ধ রাজার অধীন।

দ্রোণ। আদেশ করুন মহারাজ—
এখনি কেশব, ওই দুর্ব্বৃত্তে বাঁধিয়া
নিক্ষেপ করিয়া আসি—
মহারাজ যুধিষ্ঠির পদতলে।

কৃষ্ণ। অনুজ্ঞা করুন মহারাজ। এই শুভযোগ
রাজ্যরক্ষা, লোকরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা। এই
শুভযোগ—আদেশ আদেশ—মহামতি।
দ্রোণাচার্য্যে আদেশ করুন মহারাজ!

ধৃত। বিদুর—বিদুর—ভাই, সত্বর—সত্বর
যাও অন্তঃপুরে, লয়ে এস গান্ধারীরে।
সমবাক্য তাঁর—বিশ্বাস আমার
দুরাত্মার মতি ফিরাইবে। বিদুরের প্রস্থান

কৃপাচার্য্যের প্রবেশ

কৃপা। কেশব—কেশব!

কৃষ্ণ। কি আচার্য্য?

কৃপা। দুরাত্মারা আসিতেছে বাঁধিতে তোমারে!

কৃষ্ণ। আমারে আচার্য্য?

কৃপা। তোমারে কেশব। সঙ্গোপনে দুই ভাই—
পরামর্শদাতা ওই দুরাত্মা শকুনি,

দুষ্ট-বুদ্ধি কর্ণের সম্মতি—
রক্ষা কর—আত্মরক্ষা কর বাসুদেব।

কৃষ্ণ। ভয় নাই হে ব্রাহ্মণ—
ধর্ম্মতঃ দূতের কার্য্য করিতে এসেছি,
নিশ্চিন্ত দাঁড়াও প্রভু। পারিবে না—কেহ
পারিবে না নিগৃহীত করিতে আমারে!

ভীষ্ম। দুরাত্মারা সকলি করিতে পারে—
সকল অকার্য্য হে কেশব!

ধৃত। না—না—তা' কি হতে পারে!
এত কি সে মতিহীন হবে জ্যেষ্ঠতাত?

কৃষ্ণ। অবস্থানে যদি ইচ্ছা হয়,
অপেক্ষা করুন পিতামহ,
অথবা প্রণাম মোর করুন গ্রহণ।

ভীষ্ম। জানি আমি তোমার স্মরণে
ঘুচে যায় জীবের বন্ধন,
তথাপি—তথাপি তোমার বন্ধন-কথা
শুনিতে অশক্ত বাসুদেব!

দ্রোণ। আমিও অশক্ত কৃষ্ণ! ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রস্থান

কৃষ্ণ। শুনিলেন মহারাজ আপনার পুত্র
বাঁধিতে আসিছে মোরে! আপনি করুন
অনুমতি—দেখুন বসিয়া, কে কাহারে
আক্রমণ করে। একাকী আমাকে তারা
অথবা আমিই সে সবারে।
আমার সামর্থ্য আছে,
সে সামর্থ্যে একা আমি, নিগৃহীতে পারি

আপনার সমস্ত কৌরবে।
কিন্তু আমি—কম্পিত হয়ো না মহারাজ,
হেন অধর্ম্মের কার্য্য করিব না কভু।
জানি আমি, আমার নিগ্রহে—
হইবেন কৃতকার্য্য রাজা যুধিষ্ঠির।

কৃপা। কেশব—কেশব !

ধৃত। দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধন !

প্রহরী আদি লইয়া দুর্য্যোধনাদির প্রবেশ

দুর্য্যো। বাঁধ, বাঁধ, বাঁধ শঠে—

দুঃশা। বন্ধন—বন্ধন।

শকুনি। (কিঞ্চিৎ করুণাভাবে)—ধীরে—অতি ধীরে—
ওরে, নবনীত হ'তে
অতি যে কোমল অঙ্গ তার !

দুর্য্যো। বাঁধ—বাঁধ। বিলম্ব ক'র না।

দুঃশা। বাঁধ—বাঁধ।

ভীষ্মাদির প্রবেশ

ভীষ্ম। ক্ষান্তি দে—ক্ষান্তি দে—
ওরে ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন !

ধৃত। ওরে বৎস দুর্য্যোধন, এনোনা ও কথা,
আর মুখে—কৃষ্ণ আজি দূত।

বিদুরসহ গান্ধারীর প্রবেশ

গান্ধারী। ক'র না ক'র না বৎস, ক'র না ক'র না
এই নৃশংসের কাজ !

জগতের হিতকামী যিনি,
তাঁর প্রতি এরূপ উন্মত্ত আচরণে
ক'র না জগতে ক্ষুব্ধ!

দুর্য্যো। শুনিব না কারও কথা
শঠশ্রেষ্ঠে করিব বন্ধন।

গান্ধারী। পারিবি না, পারিবি না—
ওরে ও নির্লজ্জ, মতিহীন,
অহঙ্কার-পরবশ, মর্য্যাদা-ঘাতক!
পারিবি না—কেশবে বাঁধিতে পারিবি না।

কৃষ্ণ। একাকী দেখেছ মোরে, তাই বুঝি
বাঁধিতে আমারে অত্যন্ত সাহস ভরে
ছুটিয়া এসেছ দুর্য্যোধন,
কি ভ্রান্তি তোমার!
আমি একা, চিরস্থিতি, আপনারে ঘেরে,
আমি বহু—মুক্তিরূপ—জগতে বন্ধন
ভিতরে। আমি অণু—
বন্ধন আমারে কভু খুঁজিয়া না পায়,
আমি মহৎ—ব'সে আছি বন্ধন সীমায়।
যেথানে র'য়েছি আমি, র'য়েছে সেথানে
পাণ্ডব, অন্ধক, বৃষ্ণি—র'য়েছে সেথানে
রবি, রুদ্র, বসু, ঋষিগণ,
র'য়েছে সেথানে ব্রহ্মা, রয়েছে সেথানে—
এই দেখ—এই দেখ—দৃষ্টি থাকে,
দেখ দুর্য্যোধন, দেখে কর আমারে বন্ধন।

কৃষ্ণ উচ্চহাস্য করিলেন—দৃশ্যের পরিবর্ত্তন

ধৃতরাষ্ট্র! লোক অগোচরে ক্ষণেকের
তরে মুক্ত হ'ক নয়ন তোমার।
এই মম বিশ্বরূপ, করহ দর্শন।

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন

পটাবরণে দেবগীতি

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে— ইত্যাদি

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

গান্ধারী ও দুর্য্যোধন

গান্ধারী। এখনো সময় আছে, সন্তপ্ত মাতার
অনুরোধ—বাসুদেব-বাক্য রক্ষা কর
দুর্য্যোধন। এখনো আছেন তিনি
হস্তিনা নগরে, দেবর বিদুর গৃহে।

দুর্য্যো। কিবা প্রয়োজন?

গান্ধারী। না থাকে তোমার, পতিকুল-নাশ-ভীতা
আমার হ'য়েছে প্রয়োজন। বল বৎস
একবার, আমি নিজে ফিরাইয়া
আনি তাঁরে। সঙ্গোপনে তোমারে লইয়া
সন্ধির প্রস্তাব করি। নিরুত্তর কেন
বৎস? কথার উত্তর দিয়া
নিশ্চিন্ত করহ মোরে। নিশ্চিন্ত করহ তব

আতঙ্ক-ব্যাকুল অন্ধ নিরীহ পিতারে।
বাক্যহীন, স্পন্দহীন –
প্রাণহীন দেহ যেন ল'য়ে
র'য়েছেন কল্য হ'তে তিনি শয্যাগত।

দুর্য্যো। আশীর্ব্বাদ ক'রে মোরে ফিরে যাও মাতঃ,
কর গিয়া আশ্বস্ত তাঁহারে।
সান্ত্বনার কণ্ঠে তাঁরে দাও শুনাইয়া,
পুত্র তব জয়-লক্ষ্মী করিয়া বহন
শীঘ্র ফিরি' আপনারে দিবে উপহার।

গান্ধারী। মন যাহা বলিতে না চাহে, হেন কথা,—
কেমনে কহিব দুর্য্যোধন!
অন্ধ সে নৃপতি—পুত্রস্নেহে আত্মহারা,
স্তোকবাক্যে ভুলাইব কি হেতু তাঁহারে?

দুর্য্যো। স্তোকবাক্যে?

গান্ধারী। পুত্র-মমতায় হে সন্তান,
ধর্ম্মার্থ পারি না আমি দিতে বিসর্জ্জন—
অবিশ্বাস্য কথা শুনাইয়া।
হর্ষ-বিষাদের তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে
করিতে পারি না স্বামী-হত্যা।
কাম ও ক্রোধের বশে ত্রয়োদশ
সুদীর্ঘ বৎসর ক'রেছ যা পাণ্ডবগণের
অপকার, তোমাদের গর্ভে ধরি'
আমিও হ'য়েছি বৎস, সে পাপের ভাগী।
আমার কল্যাণ, তব পিতার কল্যাণ,
কুরুরাজ্য, কুরুবংশ—সবার কল্যাণে

অনুরোধ করে তব মাতা,
ধর্ম্মরাজে রাজ্য দিয়া সুখী কর তারে।
সুখী হও নিজে, আত্মীয় বান্ধব সঙ্গে
সুখী কর মাতারে পিতারে।

দুর্য্যো। আবার সে পুরাতন কথা! মা, মা!
নির্জ্জনে বসিয়া করিতেছি আমি
পাণ্ডবের বধের উপায়।
এ সময় অর্থহীন উপদেশে
বাধা দিতে এসো না আমারে।
যদি আশীর্ব্বাদে ইচ্ছা থাকে, কর।
নহে মাতা, গৃহে ফিরি' লওগে বিশ্রাম।
সমরে হইয়া জয়ী, যেদিন ফিরিব
মাতা—প্রণমিতে চরণে তোমার,
সেইদিন অর্থহীন যত বাক্য আছে
অভিধানে, একান্তে বসিয়া—
নিঃশেষে ঢালিও তুমি সন্তানের কানে!

গান্ধারী। কেমনে হইবে তুমি জয়ী?

দুর্য্যো। যেই দিন জয়-লক্ষ্মী মাথায় বহিয়া
বসাইব সম্মুখে তোমার,
সেইদিন জিজ্ঞাসিয়ো মাতা।

গান্ধারী। মনেও এনো না বৎস,
ভীষ্ম, দ্রোণ সহায় পাইয়া
সমরে করিবে তুমি পাণ্ডবে সংহার।

দুর্য্যো। একি অভিশাপ নাকি মাতা?

গান্ধারী। সত্য কথা, নহে অভিশাপ। সভাস্থলে

দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া আমার,—
শুধুই আমার কেন, তোমার পিতার—
তাঁহারেও করি' চক্ষুষ্মান্
গিয়াছেন শ্রীমধুসূদন।

দুর্য্যো। ওহো সেই ভীষণ কুহক!
চক্ষুষ্মতী করেনি তোমারে কৃষ্ণ, মাতা।
পিতারে দেখিয়া অন্ধ, মায়াজাল
করিয়া বিস্তার, তোমাদের অন্ধ ক'রে
চ'লে গেছে শঠ-শিরোমণি।
আমিও মা মায়াবলে
ভ্রমণ করিতে পারি আকাশ মণ্ডলে,
প্রবেশ করিতে পারি রসাতলে। যেতে পারি
ইন্দ্রপুরী অমরায়, ইচ্ছা যদি করি।
কুহকী কৃষ্ণের মত, আমারো শরীরে
অসংখ্য বিচিত্র রূপ করাতে পারি মা
প্রদর্শন। ইন্দ্রজাল, মায়া ও কুহক—
নারী তুমি—তোমাকে দেখাতে পারে ভয়,
গৃহীতাস্ত্র বীর আমি,
সে কুহকে লেশমাত্র ভীত নহি মাতঃ।
যাও মাতা স্বভবনে। শ্রীচরণে অনুরোধ —
জীবন থাকিতে যা পারিব না আমি,
সে কার্য্য হইতে মোরে
আর তুমি আসিও না নিরস্ত করিতে।
আগেই ক'রেছি আমি সমর ঘোষণা।
একপণ—হয় পঞ্চপাণ্ডব সংহার,

নয়, তব শত সন্তানের
বীরাশাস্ত রণাঙ্গন-ধূলিতে শয়ন।

গান্ধারী — তবে আর কি বলিব! তবে
ধর্ম্মানুমোদিত যুদ্ধ কর দুর্য্যোধন।

নেপথ্যে কলরব

দুর্য্যো — অবশ্য করিব মাতা।
হীন নহে সন্তান তোমার।

গান্ধারীর প্রস্থান

ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রবেশ

দুর্য্যো। — পিতামহ, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা
আপনার সৈনাপত্য করিয়া শ্রবণ
সিংহনাদে করিতেছে উল্লাস প্রকাশ!
সগর্ব্ব চরণক্ষেপে চ'লেছে তাহারা,
স-তরঙ্গ বিশাল নদীর মত,
কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী তীরে।
কেন গর্ব্ব? বুঝিয়াছে তারা—
গাঙ্গেয় নায়ক যাহাদের,
নর ত দূরের কথা—কিবা দেব, কিবা
দৈত্য, অথবা উভয় হ'তে এ জগতে
আরও কেহ যদি থাকে শক্তিমান, কোন
মতে পারিবে না তাদের করিতে পরাজয়।
আগে হ'তে জয়-স্বপ্ন সমস্ত রথীর
গতিশব্দে হতেছে মুখর।
তথাপি তথাপি—পিতামহ—কৌতূহল—
শুধু কৌতূহল—প্রশ্নের আমার
অপরাধ যদ্যপি না করেন গ্রহণ—

ভীষ্ম। বল বল—ভেবেছ কি মহারাজ,
কার্পণ্য করিব যুদ্ধে ?

দুর্য্যো। পাণ্ডব অত্যন্ত প্রিয় আপনার—

ভীষ্ম। প্রিয় কেন মহারাজ, প্রিয়তর হ'তে
প্রিয়তম। পাণ্ডব-প্রিয়তা মোর মোহ
নহে—ধর্ম্ম। তথাপি আশ্বস্ত হও রাজা।

কর্ণের প্রবেশ

এস, এস হে রাধেয়—
রণক্ষেত্রে গমনের আগে
হ'য়েছিল তোমারে দেখিতে অভিলাষ,
এসেছ সুযোগ্য কালে, দুর্য্যোধনে বলি—
তুমিও শুনিয়া যাও, শুন দুর্য্যোধন—
হ'ক প্রিয়, প্রিয় হতে প্রিয়,
অসীম প্রিয়তা-সেব্য সে পঞ্চপাণ্ডব,
যখন প্রতিজ্ঞা করি' লইয়াছি
তোমার সৈন্যের ভার,
কার্পণ্য করিয়া যুদ্ধ করিব না আমি।

দুর্য্যো। নাশিবেন পাণ্ডবে ?

ভীষ্ম। সমর্থ হই যদি।

দ্রোণ। সত্যব্রত গাঙ্গেয়ের উপযোগী কথা।

শকুনি। (দুঃশাসনকে ইঙ্গিত) আরে মূর্খ, এ সমস্ত বৃথা কথা !
সেই-সে কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে বল।

দুঃশাসন দুর্য্যোধনকে ইঙ্গিত করিল

দুর্য্যো। পিতামহ ! কৌতূহল—

ভীষ্ম। আবার কিসের কৌতূহল—

দুর্য্যো। অন্য নহে পিতামহ—

ভীষ্ম। বার বার কথায় সঙ্কোচে
আমার অবাধ গতি
নিরুদ্ধ ক'র না দুর্য্যোধন।

দুর্য্যো। ইচ্ছামৃত্যু আপনি মহান্—

ভীষ্ম। মৃত্যু-ইচ্ছা এখনো জাগেনি রাজা,
তবে, জীবন হ'য়েছে সুদুর্ভর।

দুর্য্যো। পাণ্ডবের সপ্ত অক্ষৌহিণী
কতদিনে নাশিতে পারেন পিতামহ?

ভীষ্ম। যোগ্য প্রশ্ন মহারাজ—এ প্রশ্ন করিতে
সঙ্কোচের কিছু নাহি ছিল প্রয়োজন।
অগ্রেই ব'লেছি—বলি পুনর্ব্বার,
যুদ্ধে না করিব কৃপণতা।
যদি নাহি মরি, এক মাসে
সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য করিব বিনাশ।

শকুনি। (জনান্তিকে) ওই গণ্ডগোল দুঃশাসন-
আশার ভিতরে একটা বিষম ছিদ্র
'যদি নাহি মরি।'

দুঃশা। ইচ্ছামৃত্যু পিতামহ,
মরণে যদ্যপি ইচ্ছা নাহি আপনার
কে বধিতে পারে আপনারে?

ভীষ্ম। রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীরে যদ্যপি দেখিতে
পাই, অস্ত্রত্যাগ করিব তখনি।
জীবন থাকিতে মহারাজ,
আর স্পর্শ করিব না তাহা। দুর্য্যোধনাদির হাস্য

দুর্য্যো। সেই নারীমূর্ত্তি বীর ?

শকুনি। শিখণ্ডী ? দ্রুপদ্-পুত্র ? (হাস্য) বৎস দুর্য্যোধন !
সেই অকল্যাণ-দৃষ্টি নারীমুখ রথীটার
বিনাশের ভার আমার উপরে দাও।

দুঃশা। আপনার সম্মুখে সে কোন কালে
উপস্থিত হইতে নারিবে পিতামহ।

ভীষ্ম। যদি পার সুবল-নন্দন,
যদি পার দুঃশাসন, রোধিতে তাহারে—
এক মাস মাত্র কালে,
ভূমিশায়ী হবে ওই সপ্ত অক্ষৌহিণী।

দুর্য্যো। আচার্য্য ?

দ্রোণ। আমারও ওই একমাস রাজা !
পঞ্চাশীতি বরষ বয়স—অতি বৃদ্ধ,—
তথাপি, তথাপি শুন রাজা,
জন্মে নাই হেন যোদ্ধা আজিও ভুবনে,
ন্যায় যুদ্ধে এই বৃদ্ধে বিনাশিতে পারে।

দুর্য্যো। পরম সন্তোষ মহাত্মন,
এ অপূর্ব্ব কথা—দৈববাণী মত
বিশ্বজয়ে করিছে আমারে উত্তেজিত।

দুঃশা। তুচ্ছ সে পাণ্ডব !

দুর্য্যো। তুচ্ছতম তাহাদের সহযোগী নৃপ।
মহাভাগ কৃপাচার্য্য ?

কৃপ। নিজ শক্তি শত্রু-শক্তি, সমর-গুরুত্ব
সমস্ত বিচারে, মম অনুমান রাজা,
আমি পারি দুই মাসে।

অশ্ব। দশদিনে আমি পারি রাজা।

কর্ণ। আমি কি বলিব মহারাজ ?

দুর্য্যো। বল সখা, এখনো নিশ্চিন্ত নহি আমি,

কর্ণ। আমি পারি পাঁচ দিনে। পঞ্চম দিবস-শেষে
একটিও প্রাণী জীবনের চিহ্ন ল'য়ে
অবস্থিত না রহিবে পাণ্ডব শিবিরে।

ভীষ্ম। আত্মশ্লাঘাকারী হীন-সূতের নন্দন,
এখনও দেখ নাই এক রথে
কেশব-অর্জ্জুনে। সহজ-দয়ালু রাধাসুত !
দেখিতেছি হারায়েছ কবচ-কুণ্ডল,
যে তাহা লইয়া গেছে, দেখিতেছি
সে তোমারি দয়া অস্ত্রে তোমারি ভবনে
তোমারে বধিয়া গেছে।
আর তুমি নহ অতিরথ, নহ রথী,
নহ অৰ্দ্ধরথী—তাই জেনো হে রাধেয়,
আর, রথীপদবাচ্য নহ তুমি।
শুন দুর্য্যোধন, কবচ-কুণ্ডলহারা
এই তব হতভাগ্য সখা,
কুসুম কোমল দেহ ল'য়ে,
রণস্থলে হীন সৈনিকের হীন
অস্ত্রমুখে দাঁড়াতে সমর্থ নহে আর।
কল্য ছিল যে অমর সম
আজি সে সহজ বধ্য।

কর্ণ। সত্য বটে পিতামহ,
সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী—ছিলাম অবধ্য

আমি মানবের। শুধুই মানব কেন!
মানব, দানব, দেবতার—
বিশ্বস্রষ্টা বিধি নহে গণ্যের বাহিরে।
কিন্তু আজ অমূল্য সে দু'টি বিনিময়ে
লভেছি সংহার-শক্তি। ইচ্ছামৃত্যু
শান্তনুনন্দন, আপনারো প্রাণ যদি
ল'তে ইচ্ছা করি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যু—
সেই দণ্ডে আচ্ছন্ন করিবে আপনারে।
এক রথে কেশব-অর্জ্জুন?
বিঁধিতে যদ্যপি চাই কেশব শরীর,
যদি বিঁধি কেশব-নির্ভর ধনঞ্জয়ে
আর চারি দিনে চারি ভ্রাতা।
পঞ্চম দিবস-শেষে তোমার কেশব
পঞ্চ পাণ্ডবের শোকে
অজস্র অশ্রুর ধারে রচিয়া তটিনী—
ভেসে ভেসে ফিরে যাবে দ্বারকায়।

ভীষ্ম। কি করিব বল দুর্য্যোধন।
যদি এই হীনসূত-প্রলাপে বিশ্বাসে
দিতে ইচ্ছা হয় তারে সৈনাপত্য ভার,
বল, অস্ত্র করি পরিত্যাগ।

কর্ণ। এত হীন নহি পিতামহ, আপনারে
করি' অতিক্রম, আমি হব সেনাপতি।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা যাহা, এখনো সে কথা মোর
জীবিত রবেন যতদিন গঙ্গাসুত,
রণক্ষেত্রে অস্ত্রে হাত দিব নাকো আমি।

ভীষ্ম। অনুজ্ঞা করহ রাজা, কুরুক্ষেত্রে চলি।

দুর্য্যো। আজ্ঞা আপনার পিতামহ। আজ্ঞাবহ
দাস আমি। আপনি যুদ্ধের নেতা—
আমরা সকলে অনুচর। ভীষ্ম, দ্রোণাদির প্রস্থান

দুর্য্যো। শিখণ্ডী বধের ভার লইলে মাতুল ?

শকুনি। নারীবধ 'ভার' বলা
বিরাট হাস্যের কথা রাজা। দুঃশাসন-সহ-প্রস্থান

কর্ণ। পিতামহ প্রতি ক্রোধে অস্ত্রত্যাগ করি
তোমার বিষম ক্ষতি করিয়াছি সখা।

দুর্য্যো। কেন—কেন সখা ?
মাতুল কি শিখণ্ডীরে রোধিতে নারিবে ?

কর্ণ। সংশয়—সংশয়—হবে অসম্ভব, যদি
ধনঞ্জয় বাসুদেব রক্ষা করে তারে !
কিন্তু আমি ? হায়, পাণ্ডব-বিজয়ে রাজা
অস্ত্র ধরা আমার না হ'ত প্রয়োজন।

দুর্য্যো। বুঝিতে যে অক্ষম রাধেয়—বল বল—
কেন সখা, একথা বলিলে তুমি ?
মাতুল কি পারিবে না ? দুঃশাসন ? আমি ?
জয়দ্রথ ? অশ্বত্থামা ? কৃপাচার্য্য ? দ্রোণ ?
কেহ পারিবে না ?

কর্ণ। 'হীন হীন' ব'লে নিত্য,
ক'রেছিল বৃদ্ধ মোর মস্তিষ্ক চঞ্চল !
কি এক অশুভক্ষণে আত্ম হারাইয়া
করিনু প্রতিজ্ঞা—অস্ত্রত্যাগ রণস্থলে।
তার ফলে—দেবের অবধ্য, মহাপ্রাজ্ঞ,

মহাধনুর্দ্ধর, মহাসত্ত্ব নরশ্রেষ্ঠ
ক্ষুদ্র বালকের বাণে হইবে নিহত !

দুর্য্যো। কেহ পারিবে না, আগম রোধিতে তার ?

কর্ণ। মনে লয় মহারাজ, আমি ভিন্ন আর
কোনও ধনুর্দ্ধর পারিবে না।

দুর্য্যো। কোন কালে—সংশয় করিনি সখা
তোমার বিক্রমে। তোমার অস্তিত্ব-গর্ব্বে
গর্ব্বান্বিত আমি। আজ একবার—
অনুরোধ—দাও বুঝাইয়া।

কর্ণ একঘাতিনীশক্তি বাহির করিল

অসংখ্য বিদ্যুৎ ধারামুখী।
ও-কি অদ্ভুত, অঙ্গরাজ ?

কর্ণ। কবচ-কুণ্ডল-বিনিময়ে লভিয়াছি
একবিঘাতিনী শক্তি—দিয়াছে বাসব।
উপক্রুতা পৃথিবী রক্ষায়—দানব সংহার
কালে—একবার হয় প্রয়োজন।
সমস্ত আকাশ-ভরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
হ'য়ে চূর্ণ, হত যদি সখা,
শিখণ্ডীর দেহ আবরণ,—
শক্তির আঘাত তারা রোধিতে নারিত।

দুর্য্যো। তুলে রাখ, তুলে রাখ সখা !

কর্ণ। তুলে রাখি ?

দুর্য্যো। রাখ—রাখ, করযোড়ে অনুরোধ—
হে আমার আত্ম হ'তে প্রিয়—
তুলে রাখ, যতদিন ভিক্ষা নাহি করি।

কেশবের দেহভেদ করি,'
একদিনে পাণ্ডব-সংহার নাহি চাই।
পাঁচদিনে পঞ্চভ্রাতা।

কর্ণ। এই উরস-পিঞ্জরে
রাখিলাম লুকাইয়া রাজা।

চতুর্থ দৃশ্য

কর্ণ-ভবন—কক্ষ

কর্ণ ও দুঃশাসন

দুঃশা। কি যে হ'ল, বুঝিতে নারিনু অঙ্গরাজ।

কর্ণ। সমস্ত বুঝেছি আমি। মোহিনী-মায়ায়
সবারে ক'রেছে অন্ধ, দেখায়েছে বাজি।
আগে হ'তে মুগ্ধ ভীষ্ম, মুগ্ধ সে বিদুর,
কৃষ্ণ যা দেখিতে বলে, তাই দেখে তারা।
পিতা তব চির অন্ধ—যা শুনেছে কানে,
অন্তর্দৃষ্টি নিয়া তাই ক'রেছে দর্শন।
সব মিথ্যা—মায়া সে মোহিনী—
সকল অস্তিত্ব-শূন্য—একমাত্র সত্য
সেথা, ছিল সে নিপুণ বাজিকর।

দুঃশা। বড়ই বিষণ্ণ আজি পিতা—
হেঁটমুণ্ডে চিন্তায় মগন।

কর্ণ। সত্বর চলিয়া যাও ভ্রাতঃ,
করিয়া আমার নাম—

বিষণ্ণ হইতে নিষেধ করহ তাঁরে।
কল্য প্রাতে ক'রে দাও সমর ঘোষণা।
কৃষ্ণের ওই বিশ্বরূপ বাজি,
সভাস্থলে সবারে শুনায়ে গেল—
হ'য়েছে আসন্ন-মৃত্যু সমস্ত পাণ্ডবের।

দুঃশা। তবে যাই ?

কর্ণ। এখনি—বিলম্ব নহে ক্ষণ। অদর্শন-
অবকাশে যদি সন্ধি ক'রে ফেলে রাজা !

দুঃশা। একি অঙ্গরাজ !

কর্ণ। দেখো না দেখো না অঙ্গ—হ'য়েছি হ'য়েছি,
সত্য—কবচ-কুণ্ডল বিনিময়ে
অমোঘ শক্তির অধিকারী।
দেখো না—দেখো না অঙ্গ মোর, চ'লে যাও—
রাজাকে আশ্বাস দাও, দেখো না—
মোরে—আমি অঙ্গরাজ। দুঃশাসনের প্রস্থান

পদ্মাবতীর প্রবেশ

কর্ণ। বিষণ্ণ কি হেতু প্রাণময়ী ? হারায়েছি
কবচ-কুণ্ডল ? দৃষ্টির প্রহার মোর
সহিতে অক্ষম যেবা, ভেবেছ কি
বধ্য আমি রণক্ষেত্রে সে বীরের কাছে ?

পদ্মা। পক্ষপাতী হইল দেবতা। নরে নরে
প্রতিদ্বন্দ্বী—দিবে রণে যে যার শক্তির
পরিচয়,—মাঝে হ'তে বাদী হ'ল
সব ! ধিক্ দেবতায়—
ধিক্ তার সুরপতি নামে।

নর প্রতি হীন-মায়া বশে
ভিখারী সাজিয়া কপট ভিক্ষার নামে,
জীবন লুঠিতে এলো গৃহে—সে তস্কর।

কর্ণ। ধিক্কার দিয়ো না তারে দেবী!
দেবেন্দ্র ক'রেছে দয়া—
করিয়া কবচ-শূন্য উরস আমার।
কবচ-কুণ্ডল গেছে—যাক্।
সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেছে মর্ম্মের পীড়ক
একটি অশান্তি মোর,—
নিত্য নিত্য নিশামানে,
নিভৃত চিন্তার এক নিষ্ঠুর প্রহার।
হীন বংশে জন্মিয়াছি আমি—
অভিজাত ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ—
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা—
অন্তরে বাহিরে করে ঘৃণা মোরে।
সর্ব্বদা সকলে মিলে কটূক্তি শুনায়
সভাস্থলে। সেই আমি চিরঘৃণ্য—
রাধার নন্দন, আমারে কি হেতু প্রিয়ে
দেবতা-দুর্লভ এই দান?
কেবা সে দেবতা! কেন সে দিয়াছে মোরে—
জন্মসঙ্গে এই মোর লজ্জা-অভিশাপ?
মিত্র নহে সে আমার, ক'রেছে শত্রুতা।
যদি আমি বধিতাম ধনঞ্জয়ে রণে,
পৃথিবী গাহিত—ওই সব অভিজাত
করিত চীৎকার—

আকাশে তুলিয়া প্রতিধ্বনি,
"হীনজাতি সূতপুত্র বধেনি অর্জ্জুনে,
বধেছে তাহার ওই কবচ-কুণ্ডল।"
কবচ-কুণ্ডল গেছে—যাক্—
আছে কর্ণ—আর তার উপাধি—রাধেয়।
এ যদি আমার থাকে, এখনো, এখনো
আমি ভুবনে অজেয় পদ্মাবতী।
রামের সর্ব্বস্ব ল'য়ে আসিয়াছি ঘরে,
এ জগতে এখনো এমন কেহ নাই
রাম-শিষ্যে করে অতিক্রম।

পদ্মা। তাই বল, তাই বল প্রভু,—
আবার উল্লাস আনি প্রাণে।

কর্ণ। উল্লাস—উল্লাস। কর্ণের গৃহিণী তুমি,
বিষাদের স্বরূপ কেমন,
এ জীবনে জানে না যে জন,
বিষণ্ণতা তোমারে দেখিতে আসি,'
হাসিতে হাসিতে যাক্ নিজগৃহে ফিরে।

পদ্মা। তথাপি সংশয়—

কর্ণ। সংশয়? কি হেতু প্রিয়ে?
সমরে আমার পরাজয়?

পদ্মা। কোথা হ'তে—কখন কেমন ক'রে আসে—
বুঝিতে না পারি। দূর ক'রে দিতে চাই—
এমন কঠিন ভাবে সময়ে সময়ে
আক্রমণ করে মোর মন—
কোন মতে পরাস্ত করিতে নারি তারে।

কর্ণ। 　কিসের সংশয় ? যখনি আসিবে সেটা
তোমারে করিতে আক্রমণ,
দৃঢ়স্বরে তখনি শুনাবে তারে,
স্বামী মোর মহীয়সী রাধার নন্দন।
পদ্মা। 　হায় ! তাই ত বলিতে যাই। কিন্তু নাথ,
বলিবার মুখে, শুনাইতে
দুরন্ত সংশয় কে যেন দু'কর দিয়ে
করে মোর ওষ্ঠ আচ্ছাদন। মনে হয়,
সংশয়ের মূল যেন নিহিত র'য়েছে,
প্রিয়তম, তোমার রাধেয়-পরিচয়ে।
মনে হয়, ওই পরিচয়-গর্ভে
তোমার সমস্ত শক্তি রয়েছে নিহিত।
শুধু কি সংশয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়—
থাকে থাকে হৃদয় দলিয়া উঠে জেগে।
মনে হয় দৈবের বিপাকে যদি নাথ,
একবার ভাঙ্গে পরিচয়, তোমার ওই
তেজরাশি, সঞ্চিত পারদ-খণ্ড মত
কণা হ'তে কণা হ'য়ে
পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে। আর তাহা
একত্র করিয়া এ শক্তি-ভাণ্ডার মধ্যে
(কর্ণের বক্ষে হস্ত দিয়া)
কেহ যেন পারিবে না প্রভু, সে অপূর্ব্ব
শক্তি রাশি পুনরায় করিতে সঞ্চিত।
কর্ণ। 　মিথ্যা নহে প্রাণময়ী।
পদ্মা। 　মিথ্যা নহে ? আশঙ্কা আমার তবে সত্য ?

কর্ণ। সত্য ! যত কিছু শক্তি মোর
সমস্ত নিহিত ওই 'রাধেয়' সংজ্ঞায়।

পদ্মা। তবে কি—তবে কি—

কর্ণ। সাবধান পদ্মাবতী, মনেও করো না
উচ্চারণ। কখনো কি দেখেছ জীবনে
সে অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ ? দূর হ'তে
তরুণ সন্তানে দরশনে বাৎসল্যে
গলিত অঙ্গ—সুধাধারে ক্ষীরের সঞ্চার—
অন্ধ আঁখি, বাহু সঙ্গে উন্মুক্ত করুণা !
তুমিও ত মাতা পদ্মাবতী,
সত্য বল—তুমি কি পেরেছ বর্ষিতে
সে অপূর্ব্ব স্নেহধারা অঙ্কস্থ সন্তানে ?

পদ্মা। পারি নাই, দেখি নাই, শুনিয়াছি প্রভু।

কর্ণ। কোথায়—কোথায় প্রিয়তমে ?

পদ্মা। বৃন্দাবনে, যশোদার স্নেহ—
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হ'ত গোপালের শিরে।

কর্ণ। সত্য—আমিও শুনেছি। আমি শুধু কেন,
বিশ্ববাসী শুনিয়াছে সে স্নেহের কথা !

পদ্মা। কিন্তু হায়, প্রিয়তম,
সেই কৃষ্ণ হ'ল শেষে দেবকী-নন্দন।

কর্ণ। জন্মেছে কি মৃত্যুভয় প্রিয়ে ?

পদ্মা। না—না !

কর্ণ। ভেবেছ কি, হীন যোদ্ধামত
জীবনে মানিব পরাভব ?

পদ্মা। না—না ! কথন ভাবি না প্রিয়তম।

কর্ণ। চ'লে যাও—নিশ্চিন্তে ঘুমাও প্রিয়তমে !
সকল পুরুষ কৃষ্ণ নয়,
সব নারী হয় না যশোদা।
নারী-শিরোমণি রাধা জননী আমার। পদ্মাবতীর প্রস্থান

বৃষকেতুর প্রবেশ

বৃষ। পিতা—পিতা !

কর্ণ। কি—কি প্রিয়তম ? বল—বল।
(বৃষকেতু কেবল নেপথ্যের দিকে চাহিল)
কি আছে, কে আছে হোথা বল প্রিয়তম।
উল্লাসে বলিতে এসে, এসে মূক মত,—
ওকি বৃষকেতু ? উল্লাস নয়নে ঝরে,
অধরোষ্ঠে নাচিছে উল্লাস—কারে দেখে ?
বল বৎস, কারে দেখে নিরুদ্ধ নিশ্বাস ?

(নেপথ্যে) কৃষ্ণ। যাও প্রতিহারী,
পাইয়াছি প্রভুরে তোমার।

কৃষ্ণের প্রবেশ

কর্ণ। (অগ্রগমন করিতে করি . .) পদ্মা—পদ্মাবতী !
কৃষ্ণ হস্ত তুলিয়াদি_
না—না—না—ছুটে যা, ছুটে যা বৃষকেতু,
ডেকে আন্ তোর জননীরে।
বল্ তারে এসেছে তাহার ঘরে
বিনা নিমন্ত্রণে তার নারায়ণ।
বৃষকেতু ছুটিয়া যাইতে কৃষ্ণ তাহাকে ধরিলেন

কৃষ্ণ। অপেক্ষ—অপেক্ষ প্রিয়তম।
যেয়ো পরে, আদেশ করিব যে সময়।

রহ দ্বারে, দ্বারীরূপে দ্বার আগুলিয়া।
অন্য প্রাণী কেহ যেন না পশে এ ঘরে।

বৃষ। যাকে বলিব না ?

কৃষ্ণ। না।

বৃষ। আমি থাকিব না ?

কৃষ্ণ। না।

বৃষ। মা যদি আসিতে চান ?

কৃষ্ণ। নিষেধ করিবে তাঁরে। বৃষকেতুর প্রস্থান

কর্ণ। তারপর ? একি সত্য
অথবা সে বিরাট স্বপন—
কল্য যাহা দেখায়েছ কৌরব সভায়—
একটি মধুর অংশ তার এই দিব্য
অপরূপ হীন জাতি সূত-পুত্র গৃহে ?

কৃষ্ণ। এসেছি আমার আগ্যে দিতে নমস্কার !

কর্ণ। হে ঐন্দ্রজালিক !
করিতে এসো না মোরে মন্ত্রমুগ্ধ !
আমি কর্ণ, হীন সূত—রাধার নন্দন।

কৃষ্ণ। নহেন আপনি আর্য্য !

কর্ণ। নহি আমি ?
সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল ক'র না বাসুদেব !

কৃষ্ণ। কথায় কি হ'ল অবিশ্বাস ?

কর্ণ। সত্য-আবির্ভাব তুমি—মধুর হইতে
সুমধুর ! মুগ্ধ নর বলে—নারায়ণ।
কিন্তু হে কেশব, ঐ সত্য তোমার আজি
ব্রহ্মাস্ত্রের বলে—

আমার এ মুক্তবক্ষে করিল প্রহার।
বধ্য আজি যেন সবাকার।
আর একবার—শুনাও আমারে বাসুদেব,
নিশ্চিন্ত নিশ্বাসে মরিতে প্রস্তুত হই—
নহি—নহি কি রাধেয় আমি ?

কৃষ্ণ। না, আপনি কৌন্তেয়। *কর্ণ বসিয়া পড়িলেন*
সত্য বটে মতিমান,
অতি এ বিস্ময়কর কথা।
কিন্তু সত্য—যথা আমি আপন সম্মুখে।
পিতৃস্বসা-গর্ভে তুমি জন্মেছ ধীমান্,
কন্যাকালে জননীর—আদিত্য ঔরসে।

কর্ণ। (উঠিয়া) তারপর ? জানিয়া পরম শত্রু মোরে
বধিতে কি এলে কৃষ্ণ ? হেসো না—হেসো না—
এ হ'তে সুতীক্ষ্ণ নয় গাণ্ডীবীর বাণ।

কৃষ্ণ। নহে আর্য্য, লইতে এসেছি আপনারে !

কর্ণ। কোথায়—কোথায় কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। যেই স্থানে অনুতপ্তা জননী তোমার,
ব'সে আছে তোমার মিলন প্রতীক্ষায়।
মতিমান সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ তুমি—
শাস্ত্রমতে পাণ্ডুর তনয়—বৃষ্ণিকুলে
আমি তব ভ্রাতা। সত্যসন্ধ দাতৃশ্রেষ্ঠ
করুণা-নিধান ! তাই আমি আসিয়াছি
নিমন্ত্রণ করিতে তোমারে।
হে আর্য্য, মিনতি মোর—
ফিরে এসো নিজ গৃহে। অধিকার কর

তব— হে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব, ধর্ম্মানুমোদিত
সিংহাসন। যুধিষ্ঠির হ'ন যুবরাজ।
ভীমসেন শ্বেতছত্র ধরুন মস্তকে।
হ'ক ধনঞ্জয় তব রথের সারথি।
প্রতি দিবসের ষষ্ঠ ভাগে
আসুন দ্রৌপদী তব করিতে অর্চনা।
দু'টি মাদ্রীসুত তব হ'ক অনুচর।

কর্ণ। এত পুরস্কার-প্রলোভন, হে কেশব,
ইষ্ট কোন কালে ধরেনি সম্মুখে!
প্রতিদানে লহ কৃষ্ণ, লহ প্রিয়তম,
এ দীন ভ্রাতার আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)
চূর্ণ করি' মর্ম্মস্থল ফুটিয়া উঠিল
যেই স্বপ্নহারা স্নেহ, হে কিশোর,
হে মধুর, কৃতার্থ করিতে মোরে
ধর শ্রীঅধরে! (চুম্বন) পদ্মাবতী!

কৃষ্ণ। (হস্ত উত্তোলন) যাবে না, যাবে না দাদা!

কর্ণ। শুনেছ আমার কথা, দেখেছো আমারে!
হে সর্ব্বজ্ঞ নরোত্তম প্রকৃতি আমার
এখনো কি তোমার অজ্ঞাত—

কৃষ্ণ। পিতৃষ্বস্য প্রেরিত হইয়া
করজোড়ে আপনারে করি আবাহন।

কর্ণ। জেনেছে কি ধর্ম্মরাজ?
শুনেছে কি মা'র মুখে এ মত্ত কাহিনী?

কৃষ্ণ। শুনিয়াছি আমি। আর এক অন্তরঙ্গ—
শুনেছে বিদুর মহামতি।

কর্ণ। অনুরোধ—যতদিন নাহি মরি আমি,
এ নিষ্ঠুর ইতিহাস শুনায়ো না তাঁরে।
শুনিলে সর্ব্বস্ব ত্যজি', আসিবেন
গলবস্ত্রে পূজিতে আমারে যুধিষ্ঠির।
ঠেলিলাম বাসুদেব, তব অনুরোধ—
পারিব না উপেক্ষা করিতে তাঁরে।
চির-লোভনীয় সঙ্গ যার—
সে যে আজ অনুজ আমার বাসুদেব।
হইবে সঙ্কল্পে মোর প্রচণ্ড আঘাত,
ভয়—কৃষ্ণ, চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

কৃষ্ণ। পৃথ্বীর সংহার দশা এনো না কৌন্তেয়,
বাক্য মম কর প্রণিধান।

কর্ণ। রাধেয়—রাধেয় বল ভাই।
হে অদ্ভুত, হে অনন্ত অন্ধকার হ'তে
চক্ষুর নিমেষহারী রূপোচ্ছ্বাস ল'য়ে
ক্ষণ-প্রকটিত দীপ্ত আত্মার আলোক!
বিয়োগান্ত এ অপূর্ব্ব প্রথম মিলনে
এই লও কৌন্তেয়ের শেষ আলিঙ্গন। (আলিঙ্গন)
আবার রাধেয় আমি।
পৃথ্বীর সংহার দশা বলিতেছ তুমি?
রসাতলে কবে সে যাইবে বাসুদেব?
নিষ্ঠুর জননী-ত্যক্ত, সদ্যোজাত শিশু,
অজ্ঞানে অবস্থা বুঝে ভূমিতে পড়িয়া
যে সময় তারস্বরে করিল ক্রন্দন,
বিদীর্ণ হইয়া পৃথ্বী—সীতারে যেমন—

কেন তারে সে সময় লুকালো না কোলে ?
বাসুদেব ! ব'ল না কৌন্তেয় আর মোরে ।
আবার রাধেয় আমি ।

কৃষ্ণ । জেনেছি যখন ভাই, রাধেয় বলিব
কোন্ মুখে ? মনঃক্ষোভ ল'য়ে
ফিরিয়া চলিনু আর্য্য, দেহ অনুমতি ।

কর্ণ । মনঃক্ষোভ ? হ'তেছে তোমার ? কি রূপ সে
প্রিয়তম ? বল কৃষ্ণ, বল ভাই,
কিরূপ তীব্রতা তার ?
স্বর্গ মূল্যহীন-করা উপহার —
ভ্রাতৃত্ব তোমার লইতে অশক্ত আমি ।
প্রতিযোদ্ধা জ্ঞানে, এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায় কল্পনা —
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস—
আজ সে আমার কৃষ্ণ, কনিষ্ঠ সোদর ।
দূর হ'তে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে.
হে প্রিয়, হে প্রিয়তম—এক হস্ত
বক্ষে দিয়া, অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্ম্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সেই ধনঞ্জয়ে !
মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা । বাসুদেব !
মর্ম্ম-ভাঙা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি',
শুনাতে আসিলে তুমি মনঃক্ষোভ কথা ।

কৃষ্ণ। আর শুনাব না মহাত্মন্। সদাব্রত, দানব্রত
আদিত্য-নন্দন, রাধার বাৎসল্য স্মরি',
এই যে করিলে তুমি ত্যাগ—পৃথিবীর আধিপত্য,
আভিজাত্য—অস্তিত্ব তোমার এই যে হে
নিক্ষেপ করিলে তুমি চির অন্ধকারে—
হে আর্য্য, প্রণতি করি' বলি আপনারে,
আজি হ'তে দান বাক্য
চিরদিন সংযুক্ত রহিবে তব নামে।

কর্ণ। আবাহন করিবারে, হে বৃষ্ণী-কুঞ্জর,
কোন কালে ছিল না সাহস—
সেই তুমি বিনা নিমন্ত্রণে সূত-গৃহে—

কৃষ্ণ। না আর্য্য, না আর্য্য—আসিয়াছি নিজগৃহে।

কর্ণ। বৃষকেতু!—বাসুদেব সূতপুত্র আমি—
কিন্তু ওই অজ্ঞান বালক?

কৃষ্ণ। সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র—যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন
মাদ্রীর তনয়—পিতৃব্য তাহার হে পাণ্ডব!

বৃষকেতুর প্রবেশ

কর্ণ। (বৃষকেতু বল গিয়া মাতারে তোমার—
এসেছে অপূর্ব্ব এক অতিথি তাহার
ঘরে। আবাহন নাহি তার, নাহি বিসর্জ্জন।)
গৃহস্বামী বলিলে অতিথি—অতিথি বলিলে
গৃহস্বামী।—লয়ে যাও। (মৃদুস্বরে) ভাল কথা!
যখন যাইবে কৃষ্ণ ফিরে, জানায়ো প্রণাম
(ভ্রাতঃ মৃত্যুরূপা মাতারে আমার।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব শিবির

কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী

দ্রৌপদী। দুরাত্মার বন্ধনের ভয়ে,
তুমি নাকি, জনার্দ্দন,
বিরাট হইয়াছিলে কৌরব সভায় ?

কৃষ্ণ। তারা বলে—প্রিয়সখী !

দ্রৌপদী। তারা বলে ! তুমি বুঝি ক'রেছ শ্রবণ,
তাহাদেরি মুখ হ'তে ?
ভীত-চিত্ত দেখিয়া বিরাটে
সলজ্জ হইয়া চির-নির্লজ্জ কৌরব,
সঙ্কুচিত করিল কি বাঁধনের দড়ি ?

কৃষ্ণ। কোন মতে হতভাগ্য সর্ব্বনাশ হ'তে
নিরস্ত হ'ল না প্রিয়সখী।

দ্রৌপদী। কি হেতু কেশব—পার কি বলিতে তুমি ?
মুখে মোর নাহি লেখা, সে ত সখা
দিবে না উত্তর। চোখে মোর আসে অশ্রু-
সাগ্রহে উত্তর তারা করে আচ্ছাদন,
নয়নে কি দেখিছ কেশব ?
দুই ওষ্ঠে কথার ভিতর দিয়া
আমার প্রাণের কথা রেখেছি গোপনে,

প্রাণময়, পড়িতে কি শিখ নাই
সখীর প্রাণের লেখা ?

কৃষ্ণ। তুমি বল, আমি শুনি—বহুকাল পরে
দেখিতেছি তব মুখে পূর্ণ প্রফুল্লতা !
দেখে, ভারে ভারে কি জানি যে কেন সখী,
আসে ধারায় ধারায় অশ্রু।
তোমার লোচন-বিন্দু প্রহরী ব'সেছে
মর্ম্মদ্বারে, আমার রোধিছে দৃষ্টি—বল
প্রাণসখী, শুনি আমি। পারিব না আমি
বহুক্ষণ অবস্থিতি করিতে এখানে—
এখনি রাজার দেবী, আসিবে আহ্বান।

দ্রৌপদী। আগে তুমি বল—বল, বল—
বলিতেই হবে প্রাণসখা !
কি প্রকার সে বিরাট ? কোন্ জগতের
কিরূপ মাটিতে গঠিত হ'য়েছে তাহা ?
গোপীর শাসন ভয়ে ভীতি-বিকম্পিত,
যেই দুটি চাহিত হে সর্ব্বদা সশঙ্ক
চারিধারে, সেই, এই দু'টি চল চল
আঁখি, বল ননীচোর, কতবড়
হ'য়েছিল ? বহিয়া নন্দের বাধা,
যে কোমল শির-শীর্ষে চিহ্ন পড়েছিল,
বলহে গোপাল, সে মাথা তোমার,
কত দূরে উঠেছিল ? সকলে বলিছে—
বিশেষতঃ জনার্দ্দন, তোমার প্রাণের সখা—

কৃষ্ণ। সখা কি ব'লেছে সখী ?

দ্রৌপদী। বলে—ভাগ্যবান ধৃতরাষ্ট্র, ভাগ্যবতী
জননী গান্ধারী—বিরাট দেখিল তারা।
যে ভাগ্য পাণ্ডব মধ্যে পাইল না কেহ।
এত তার প্রিয় যে পাঞ্চালী,
তারও ভাগ্যে হ'ল' না দর্শন।

কৃষ্ণ। দেখিতে কি আছে অভিলাষ?

দ্রৌপদী। বলে—বিস্ময়কে বিস্মিত করিয়া
সহসা জাগিল মূর্ত্তি। সহস্র মস্তক,
সহস্র সহস্র হস্তপদ,
সর্ব্ব দিকে চক্ষু তার,—কর্ণ সর্ব্ব দিকে—
অপূর্ব্ব পুরুষ এক,—কি বিরাট—
স্বদেহে সমস্ত বিশ্ব আক্রমণ করি',
দাঁড়াইল— ঊর্দ্ধে—ঊর্দ্ধে—উঠে গেল শির,
আরও ঊর্দ্ধে, বিশ্বের বাহিরে দশাঙ্গুলি।

কৃষ্ণ। দেখিতে কি ইচ্ছা কর সখী?

দ্রৌপদী। কখন না, কখন না— বাসুদেব, এই
ক্ষুদ্র মর্ম্মস্থল, কত কষ্টে ধ'রে আছি
ওই দু'টি চরণ কমল।
সহস্র সহস্র পদ ওই বিরাটের
রাখিবার স্থান কোথা সখা!
ক্ষুদ্র নারী, মুগ্ধ-দৃষ্টি, বিজ্ঞতা বিহীন—
তোমারে দেখার সঙ্গে, আনন্দ-পরশে
মুগ্ধ-প্রাণে পশে মাদকতা। রুক্মিণী-বল্লভ,
তোমার বিরাটে আমার কি প্রয়োজন?
ক্ষুদ্র ঘট, স্বল্প জলে তৃপ্তি করি লাভ,

তৃষ্ণা নিবারণে সখা,
কি হেতু যাইব মহাসাগরের তীরে ?

কৃষ্ণ। আমি ত সর্ব্বদা সখী, কিঙ্করের মত
নিযুক্ত হইয়া থাকি তোমার সেবায়।
কিঙ্করীর মত সত্যভামা সখী তব
তুষিতে তোমারে চেষ্টা করে !

দ্রৌপদী। হে পাণ্ডব-নাথ, তুমি জান কেবা তুমি,
তুমি জান আমি কে তোমার। কিন্তু আমি
চিরদিন অগ্নিমন্ত্রে রেখেছি স্মরণে—
সেই দিন। যে বিষম দুর্দ্দিনে আমার
হ'য়েছিল হস্তিনায় ঘৃণিত-লাঞ্ছনা।
কিন্তু সে দুর্দ্দিন কি অপূর্ব্ব স্বস্তি শুভ
এনেছিল ঘনকৃষ্ণ উষ্ণীষে বাঁধিয়া !
হে মধুসূদন, সেই দিন ক'রে গেছে,
তোমাতে আমাতে কি মধুর, কি প্রাণদ,
সম্বন্ধ স্থাপন ! হেঁটমুণ্ডে পঞ্চ স্বামী,
হেঁটমুণ্ডে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ।
পাপহস্তে বস্ত্রাঞ্চলে তীব্র আকর্ষণ,
উৎফুল্ল নয়নে চেয়ে পাপ দুর্য্যোধন,
পার্শ্বে তার দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ ও শকুনি।
কর্ণের সে কুটিল নয়ন
বলিতে লাগিল যেন বিষাক্ত ভাষায়,
"কি পাঞ্চালি, সূতপুত্রে বরিবে না ব'লে
দম্ভ যে দেখালে স্বয়ম্বর সভাস্থলে,
হে পঞ্চ স্বামীর আদরিণী,

সে দম্ভ কোথায় রেখে এলে ?
আজ তুমি কোথা ?
কোন্ দাসে করিতে এসেছ ভাগ্যবান্ ?"
তখন চাহিয়া দেখি, সব শূন্য—
সর্ব্ব দৃশ্য পলায়েছে দৃষ্টিসীমা হ'তে।
পঞ্চ সিংহ দেহরক্ষী যার,
সে আজ জগতে অসহায়া—একাকিনী !

কৃষ্ণ। সে দারুণ ইতিহাস পুনরুচ্চারণে
কর না কাতর মোরে প্রিয়সখী ! শুনে
কৌরব-বিনাশে, উত্তেজনা বশে
সুদর্শনে হাত দিতে হয় অভিলাষ।

দ্রৌপদী। তাই যে আমার বাঞ্ছা সখা !
পূর্ব্ব ইতিহাস কথা তুলে, তোমারে যে
কাতর করিতে আমি চাই।
সেই দিনে সম্বন্ধ নির্ণয়—
তুমি কেবা, আমি কে তোমার।
ডাকিলাম—হে বিশ্ব-আত্মন, এসো এসো,
রক্ষা কর, কৌরব-সাগরে ডুবে মরি—
কেহ আসিল না। এস কৃষ্ণ জনার্দ্দন,—
আসিবার চিহ্ন আসিল না।
এসো এসো হে গোপীবল্লভ !
কেবা যেন আসিতে আসিতে ফিরে গেল !
শ্যাম-প্রেম বিলাসিনী—
শুদ্ধ শ্যাম-সুখের কামিনী
গোপী আমি নহি যে কেশব !

আমারে অপরিচিত দেখে বুঝি সখা,
আসিতে আসিতে এলো না সে।
ডাকিলাম, দীনবন্ধু বিপদ-বারণ !
আরো তীব্র আকর্ষণ—
বস্ত্রাঞ্চল চ'লে গেলো দুরাত্মার করে।
অবশিষ্ট মাত্র মোর লজ্জা আবরণ ?
ডাকিলাম, কোথা আছ লজ্জা-নিবারণ ?
পূর্ব্বমত, কেহ না আসিল বাসুদেব !
ত্রস্ত হ'ল কটির বসন,
গেল লজ্জা, গেল ধর্ম্ম, সতীত্ব মর্য্যাদা
গেল !—দুই করে তখন আবরি' চক্ষু
উঠিনু ডাকিয়া তারস্বরে,
এলে না—এলে না তুমি, হে পাণ্ডব-সখা ?
"এই যে এসেছি সখি,
চেয়ে দেখ এই যে সম্মুখে আমি।"
চেয়ে দেখি সত্য—এই হাসি, এই আঁখি,
এই গণ্ড, এইমত তাহে অশ্রুধার।
কিন্তু শান্ত, কি সৌম্য, মধুর !
অত মধু সহিতে নারিল দৃষ্টি মোর,
আবার সে লুকাইল পলক ভিতরে।
ফিরিল বাহ্যজ্ঞান, চেয়ে দেখি—
স্তূপাকার নানাবর্ণ বসনের রাশি
আচ্ছন্ন ক'রেছে সভাস্থল।

কৃষ্ণ। এখন বুঝিনু কৃষ্ণে, তোমারি নিশ্বাস—
সন্ধির সকল চেষ্টা ক'রেছে নিষ্ফল।

দ্রৌপদী। নিশ্বাস- নিশ্বাস—সত্যই ব'লেছ সখা
অগ্নি-শেল-জ্বালাভরা আমার নিশ্বাস !
বুঝিতে কি পার নাই জনার্দ্দন,
রুদ্রক্রোধে উন্মত্তের মত সে নিশ্বাস
এখনো ভ্রমিছে সভাস্থলে ?
তারি স্পর্শভয়ে সখা তোমার বিরাট
কোন্ বনে বিরাট গহ্বরে লুকায়েছে।

কৃষ্ণ। এখন বুঝেছি সখি,
সর্ব্বদোষ-পরিমুক্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি রাজা
এত যে করিল চেষ্টা নিরস্ত হইতে
জ্ঞাতিবধে, কোন্ শক্তি সে সমস্ত পণ্ড
ক'রে দিল। বিধাতা সহিতে পারে—
দানব-মানব কৃত সর্ব্ব উপদ্রব,
সহিতে পারে না শুধু—অনাথ ক্রন্দন,
অনশনে জাতির মরণ,
আর পারে না পারে না—কোনমতে—
কার্য্যে, বাক্যে, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা।

অর্জ্জুনের প্রবেশ

অর্জ্জুন। একি ! নারী সঙ্গে নিরালায়
এখনো এত কি মর্ম্মকথা !
চ'লে গেছে শেষ অক্ষৌহিণী, অভিমন্যু
অবশিষ্ট ছিল, পঞ্চভ্রাতা সঙ্গে ল'য়ে,
লইয়া রাজার আশীর্ব্বাদ, ক্ষণপূর্ব্বে

সেও গেল চ'লে। সর্ব্ব-অবশিষ্ট
তুমি আর আমি। ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্ব সেনাপতি,
তথাপি আদেশ—আমাকে হইবে হবে
বাহিনীর সর্ব্বপ্রান্তে জাগ্রত প্রহরী।
চ'লে এসো, চ'লে এসো। সখা আসিবে
ফিরে পাণ্ডবে করিয়া জয়দান
অবশিষ্ট মর্ম্মকথা নির্জ্জনে বসিয়া
শুনাইও প্রাণের সখীরে। যাজ্ঞসেনী
রাজার ইচ্ছায় তোমারে জানাই আমি,
যতদিন মহারণ নাহি হয় শেষ,
ততদিন দাস দাসী ল'য়ে,
এই উপপ্লব্য নগর-প্রাসাদে ক'র অবস্থান।

দ্রৌপদী। সমাচার ?

কৃষ্ণ। যবে যোগ্য হবে শুনাইতে
হেথায় বসিয়া সমস্ত শুনিবে সখি।

অর্জ্জুন। রণস্থল দেখিতে বাসনা আছে ?

কৃষ্ণ। সখা! সখীর হইয়া আমি বলি—আছে।

অর্জ্জুন। ভাল কর্ণ সঙ্গে যেইদিন
হইবে দ্বৈরথ যুদ্ধ মোর, সেইদিন
সখা এসে রাজার শিবিরে
তোমারে লইয়া যাবে, পাঞ্চাল-নন্দিনী।

যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

যুধি। ধনঞ্জয় (সকলে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল)

অর্জ্জুন। মহারাজ!

যুধি। এই যে এই যে—তুমিও এখানে কৃষ্ণ আছ ?
কৃষ্ণ। কিবা আজ্ঞা মহারাজ ?
যুধি। সুনিপুণ চর পাঠায়েছিলাম আমি
কৌরব সৈন্যের মধ্যে। অদ্য প্রাতঃকালে
সংবাদ বহন করি' ফিরেছে তাহারা।
কৃষ্ণ। কি সংবাদ মহারাজ ?
যুধি। ভীতিকর।
অর্জ্জুন। কেশবে বলুন মহারাজ।
যুধি। প্রশ্ন ক'রেছিল দুর্য্যোধন পিতামহে,
দ্রোণাচার্য্যে, কৃপাচার্য্যে আচার্য্য-নন্দনে,
সর্ব্বশেষে কর্ণে—করিতে পারেন তাঁরা
কতদিনে আমার সমস্ত সৈন্য নাশ।
ভীষ্ম ব'লেছেন—একমাসে। গুরু দ্রোণ
এই একমাসে। দুই মাসে কৃপ।
আচার্য-নন্দন—দশ দিনে। কিন্তু কৃষ্ণ,
ব'লেছে রাধেয়, আমি পারি পাঁচ দিনে।
অর্জ্জুন। মিথ্যা কহে নাই মহারাজ।
যুধি। বাসুদেব ?
কৃষ্ণ। মিথ্যা কহে নাই মহারাজ।
যুধি। পাঁচ দিনে ?
কৃষ্ণ। দৈব যদি না হয় বিরূপ,
পারে এক দিনে। মহারাজ, পাঁচ দিনে
কি হেতু বলিল কর্ণ বুঝিতে না পারি।
অর্জ্জুন। শিক্ষিতাস্ত্র, চিত্রযোধী মহাত্মা সকলে,
কার্পণ্য যদ্যপি তাঁরা না করেন রণে,

পারেন নাশিতে সৈন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে।
কিন্তু একথা শুনিয়া
বিচিন্তিত কি হেতু আপনি ধর্ম্মরাজ ?

যুধি। তুমি পার কত দিনে ?

অর্জ্জুন। কেশব যদ্যপি ইচ্ছা করে,
একদণ্ডে পারি মহারাজ। তাই কেন,
চক্ষুর নিমিষে। শুধু কি কৌরব-সৈন্য ?
স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিলোক নাশিতে পারি।
সত্য—সত্য—জনার্দ্দন যদি ইচ্ছা করে—
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান
ত্রিকাল বিনাশে, হে আর্য্য, সমর্থ আমি।

কৃষ্ণ। সখা মিথ্যা কহে নাই, মহারাজ !

অর্জ্জুন। শঙ্কর—কিরাতবেশী—দ্বন্দ্বযুদ্ধ কালে,
মোর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এক শস্ত্র
দিয়াছেন মোরে জগতে ভীষণতম।
যুগান্ত সময়ে, যেইক্ষণ
সর্ব্বভূত সংহারের হয় প্রয়োজন,
করিতেন সেই অস্ত্র প্রয়োগ সংহারী।
জানেন না পিতামহ, জানেন না গুরু,
মনে হয়, সেই অস্ত্র-কথা—
সূতপুত্র স্বপ্নেও শোনেনি মহারাজ।

যুধি। যাও ধনঞ্জয়, বাসুদেবে সঙ্গে ল'য়ে—

দ্রৌপদী। অধীনার নিবেদন, আপনারে স্মরি'
নিশ্চিন্ত হউন মহারাজ।
ধর্ম্মরাজে ধর্ম্ম উপদেশ—

দুরন্ত ক্ষিপ্রতা। তথাপি আদেশ ল'য়ে
এক কথা চাই নিবেদিতে।

যুধি। বল কৃষ্ণে !

দ্রৌপদী। একথা আমার নয়, ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ
দেবর্ষির কথা। ভাগ্যবশে শুনিয়াছি।
বলিয়াছিলেন ঋষিরাজ, হোক তোমাদের জয়—
পাণ্ডুর তনয়, যাঁহাদের পক্ষে জনার্দ্দন।
'যেখানে কৃষ্ণের স্থিতি, সেখানে ধর্ম্মের স্থিতি।
যেখানে ধর্ম্মের স্থিতি, জয় সেই স্থানে।'

অর্জ্জুন। কতদিনে পারি আমি নাশিতে কৌরবে,
আমারেই কি হেতু এ প্রশ্ন মহারাজ ?
এ প্রশ্ন করুন আপনাকে। আপনি কি
আছেন দাঁড়ায়ে আমার পৌরুষে দিয়া
ভর ? প্রকট ধর্ম্মের মূর্ত্তি হে নরপ্রধান,
আপনি যে নিজ বীর্য্য বলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য,
রসাতল চক্ষুর নিমেষে,
উৎসন্ন করিতে শক্তিমান !

যুধি। ভীতি-অপগত ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। ওই শান্ত করুন দর্শন কখনো যদ্যপি,
মহারাজ, পড়ে কোনো ভাগ্যহীন 'পরে,
তখনি করিতে হবে তারে
জীবনের আশা পরিত্যাগ।

কৃষ্ণ। আমারও ওই কথা মহারাজ। আমি
আরো বলি, সে যদি অমর হয়, ওই রুষ্ট
দৃষ্টির প্রহারে তারেও মরিতে হবে।

যুধি। 　　নিশ্চিন্ত হয়েছি ভ্রাতঃ ! 　　　　প্রস্থানোদ্যত

দ্রৌপদী। 　আপনি নিশ্চিন্ত।
দাসীরে নিশ্চিন্ত করি' যান মহারাজ।

যুধি। 　　কিরূপে করিব যাজ্ঞসেনী ?

দ্রৌপদী। 　একবার ক্রোধ, ন্যায্য ক্রোধ—কর রাজা,
ওই সব দুরাত্মা উপরে।

যুধিষ্ঠির মৃদু হাসিয়া চলিতে—দ্রৌপদী পথরোধ করিল

দ্রৌপদী। 　তবে রাজা আমার উপরে।

যুধি। 　　কি হেতু পাঞ্চালী ?

দ্রৌপদী। 　আছে সাক্ষী বৃকোদর—মিথ্যা নহে,
ধর্ম্মরাজ, কতবার অসাক্ষাতে,
রূঢ়বাক্য প্রয়োগ ক'রেছি আপনারে।
একবার হীন জয়দ্রথ-অপমানে,
একবার কীচকের নীচ আক্রমণে,
কতবার, কি আর বলিব মহারাজ,
যতবার মর্য্যাদায় পেয়েছি আঘাত—
ততবার মনে, বাক্যে সুতীব্র ভাষায়
এ অপূর্ব্ব ধর্ম্মের আপনার
হে রাজন্, দিয়েছি ধিক্কার।
তাই বলি, ধর্ম্ম-অবতার দয়া করি'
করুন—করুন ক্রোধ, ভিক্ষা এ আমার—
একটি বারের তরে, সর্ব্বভাবে
আপনার অযোগ্যা এ জায়ার উপরে।

যুধি। 　　ক্রোধ যদি করি, প্রথম করিতে হয়

আমারি উপরে যাজ্ঞসেনী। রাজধর্ম্ম,
ক্ষাত্রধর্ম্ম করিতে পালন প্রতিদ্বন্দ্বী
রাজার আহ্বানে, ক'রেছিনু দ্যূতরণ।
পরাস্ত হইয়া যুদ্ধে হারায়েছিলাম,
কৃষ্ণে, সর্ব্বস্ব আমার। সে সর্ব্বস্ব মধ্যে ছিল—
প্রাণাধিক চারিভ্রাতা,
আর ছিলে সেই পঞ্চ প্রাণের বন্ধনী,
ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান,
মূলভিত্তি, মূলশক্তি—তুমি। দ্যূতরণে
আমিই ক'রেছি কৃষ্ণে তোমার লাঞ্ছনা।
যদি বল যাজ্ঞসেনী
এ পঞ্চ প্রাণের তুমি নহ গো বন্ধনী,
আছে তব সখা বাসুদেব,
আর তার প্রিয়সখা—প্রিয় ধনঞ্জয়—
এই দুই প্রিয় হ'তে প্রিয়ের সম্মুখে
একবার ক্রোধ করি নিজের উপরে।

দ্রৌপদী। (পদস্পর্শ) মহারাজ, জ্ঞানহীনা, মতিহীনা—
সত্যই অযোগ্যা আপনার।

যুধি। ওই দেখ কেশবের আঁখি ছল-ছল,
ওই দেখ বিবর্ণ হ'য়েছে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণার্জ্জুন দু'টির কল্যাণে
ক্রোধ যে করিতে আমি পারিনা পাঞ্চালী। প্রস্থান।

অর্জ্জুন। মুগ্ধে!
কি কার্য্য করিয়াছিলে বুঝেছ কি তুমি!

কৃষ্ণ। সখী, শীঘ্র যাও, রণ-অভিযান মুখে

শীঘ্র কর চণ্ডিকার পূজা আয়োজন—
সংক্ষুব্ধ হ'য়েছে ধর্ম্ম।

অর্জ্জুন। ধর্ম্ম যদি হন ক্রুদ্ধ নিজের উপরে,
তখনি ভাঙিয়া যাবে ধর্ম্মকায়া তাঁর।
সঙ্গে সঙ্গে হবে চূর্ণ— কৃষ্ণকে দেখাইয়া
বাক্য যে আমার মুখে আসে না পাঞ্চালী—
এ চারু-নির্ম্মাণ কায়া—এই সুঠাম সুন্দর
তনু—সঙ্গে সঙ্গে—চূর্ণ হ'য়ে যাবে।
যে উদ্দেশ্যে কেশবের আগমন,
হ'য়ে যাবে মুহূর্ত্তে নিষ্ফল।

দ্রৌপদী। হে মধুসূদন!

কৃষ্ণ। হাত ধর সখি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

শিবির-কক্ষ

কর্ণ

কর্ণ। পারিলে না তুমি, যে কার্য্য তোমার পক্ষে
কেবল সম্ভব—অর্জ্জুনের পরাভব—
সেই কার্য্য কোনমতে পারিলে না তুমি।
হে মহান্, সত্যপূর্ণ প্রচেষ্টা তোমার,
তোমার দেবতা-ত্রাস অস্ত্রের প্রহার,
সমস্ত আদর হ'ল অর্জ্জুনের কাছে।
বাৎসল্য তোমার অতি তীক্ষ্ণ অস্ত্রমুখে

তোমারেও যেন লুকাইয়া,
আঘাতের ছলে, শুধুই করিল যেন
গাণ্ডীবীর গণ্ডস্থলে অজস্র চুম্বন !
আর তুমি ? হে বিশ্বে অজেয় মহাবীর,
এক ক্ষুদ্র বালকের পুষ্পের প্রহারে
আনন্দে হইলে যেন শরশয্যাশায়ী ।
যাক্—যুদ্ধ-নাম অভিনয়ে
পড়েছে প্রথম যবনিকা । (এইবারে
দ্রোণাচার্য্য । একদিকে বার্দ্ধক্যে, দাসত্বে
নিত্য মৃত্যুকামী দ্বিজ, অন্যদিকে
পুত্র হ'তে প্রিয়, তীব্র তেজস্বী ক্ষত্রিয় ।
এবারে দ্বিতীয় যবনিকা । (মধ্যে তার
রঙ্গমঞ্চ-ভরা শুদ্ধমাত্র কৌরবের
উত্তপ্ত নিশ্বাস । তারপর ? ভীষ্ম যাহা
পারিল না, দ্রোণ যাহা পারিবে না,
সেই কার্য্য—অর্জ্জুন-বিনাশ—আমি কি পারিব ?)
নিশ্চয় পারিব । সেখানে মমতা শুধু
কল্পনায়—দ্রোণাচার্য্য গুরু, দেবব্রত
পিতামহ-ভ্রাতা । এখানে মমতা হায়,
বিধাতা দিয়াছে বেঁধে রক্তের বন্ধনে !
তথাপি পারিব । কেন না পারিব ? হীন—
অতি হীন সূতপুত্র রাধেয় যে আমি ।
এই যে বধিয়া এল সপ্তরথী মিলে,
অর্জ্জুনের সর্ব্বস্নেহাধার অভিমন্যু ।
ভূমিস্থ ষোড়শকলা-পূর্ণ শশধর,

শৌর্য্যে, তেজে গাণ্ডীবী হইতে গরীয়ান—
এইত সে মধুর বালকে, অসঙ্কোচে
করিয়া আসিনু ধরাশায়ী।
পুত্রে যদি বধিতে পারিনু,
কেন না পারিব আমি বধিতে পিতারে ?
নিশ্চয় পারিব। কেবা সে অর্জ্জুন ? সে যে
রাজপুত্র—অভিজাত। আমি হীন জাতি—
তার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? (নিশ্চয়—নিশ্চয়—
নিশ্চয় বধিব আমি তারে ! শুন ওগো
বাসবপ্রদত্তা শক্তি—এক-বিঘাতিনী !
তুমি যদি কার্য্যকালে, আমারে না কর
প্রতারণা, তোমারি সাহায্য ল'য়ে
নিশ্চয়, নিশ্চয় আমি বধিব অর্জ্জুনে।)

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। আবার যে ধনুঃশর হাতে ? নিশাকালে
আবার হইল নাকি যুদ্ধ প্রয়োজন ?

কর্ণ। শুনিলে না কোলাহল—
ছুটে আসে ভীমোচ্ছ্বাসে রণক্ষেত্র হ'তে ?

পদ্মা। কে করিল প্রিয়তম ? অভিমন্যু-বধকালে
কৌরব ? পাণ্ডব ? অভিমন্যু-বধকালে
শুনেছিনু একবার কৌরব-উল্লাস।
বাত্যাক্ষুব্ধ সাগরের মত—আত্মহারা,
কি উচ্চ—কি মত্ত কোলাহল ! তারপর,
আজি সন্ধ্যাকালে। শুনে মনে হ'ল, যেন
উঠিল পাণ্ডবপক্ষ হ'তে। কিন্তু শুনে

বুঝিতে নারিনু, কাহারা করিল,
কেন বা করিল। দেখিলাম মুখ তব
বড়ই গম্ভীর। ভয়ে আমি জিজ্ঞাসিতে
পারি নাই রাজা।

কর্ণ। পাণ্ডবের সে উল্লাস।

পদ্মা। কি হেতু?

কর্ণ। মরিয়াছে জয়দ্রথ।

পদ্মা। তার বধে—
এমন উল্লাস করিতে পারিল তারা?
শ্রেষ্ঠ রত্ন বিনিময়ে, ওই হীন, ওই
নীচ, ওই পশু-সম ক্ষত্রিয়ের প্রাণ—
উল্লাস আসিল পাণ্ডবের? তবে বুঝি
রোদন শুনেছি?

কর্ণ। না, উল্লাস শুনেছ। তবে জয়দ্রথ-বধে
নয়, জীবন রক্ষায় অর্জ্জুনের।

পদ্মা। কিরূপ, কিরূপ প্রিয়তম?
এত বড় বীর জয়দ্রথ, যার যুদ্ধে
বিপন্ন হইয়াছিল অর্জ্জুনের প্রাণ?

কর্ণ। তার সঙ্গে যুদ্ধে নয়, নিজেই গাণ্ডীবী—
বিপন্ন করিয়াছিল আপনার প্রাণ।
প্রিয় পুত্ররত্ন-শোকে অতি মত্ততায়
করেছিল পণ—"সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যদি
জয়দ্রথে বধিতে না পারি, যেথা হবে
অস্ত সূর্য্য, সেথা দাঁড়াইয়া অগ্নি-কুণ্ডে
করিব প্রবেশ।"

পদ্মা। বুঝেছি রাজন্, জয়দ্রথ-জীবন-বিনাশে
পাণ্ডবের আজি, সর্ব্বশক্তি সংগ্রহের
হ'য়েছিল প্রয়োজন।

কর্ণ। তা'তেও হ'ত না পদ্মাবতী। সূচীব্যূহ—
আচার্য্যের অদ্ভুত রচনা, তার মধ্যে
লুক্কায়িত, অষ্ট দ্বারে দিক্‌পাল সম
অষ্ট-সেনানী-রক্ষিত জয়দ্রথ।
প্রাণপণ ক'রে চারি ধারে সর্ব্ব-সৈন্য-
দুর্ভেদ্য—প্রাচীর। উদ্দেশ্য—সন্ধান তার
দিবা মধ্যে কোন মতে না পায় পাণ্ডব।

পদ্মা। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত ?

কর্ণ। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত।
অর্জ্জুনের বিনাশের এমন প্রকৃষ্ট
আয়োজন, আর কোনোদিন হয় নাই,
হইবে না, হইতে পারে না পদ্মাবতী।
সিন্ধুরাজে অন্বেষিতে দেবতা আসিত
যদি, দেবতা পারিত না একদিনে।
তারপর যুদ্ধ। তারপর যদি পারে,
বিনাশ তাহার। সেই জয়দ্রথ হ'ল হত।

পদ্মা। কেমন করিয়া, বলিতে কি আছে বাধা ?

কর্ণ। (হাস্য) বিলক্ষণ বাধা। আমি বলি, আর,
সাষ্টাঙ্গ প্রণত হ'য়ে তুমি বাসুদেবে,—
'নারায়ণ নারায়ণ' ব'লে বারংবার
ভূমিতে করিতে থাক মস্তক প্রহার।

পদ্মা। করিব না, বলুন আপনি মহাশয় !

কর্ণ। সারাদিন হ'ল যুদ্ধ—ব্যূহভেদ করি'
আচার্য্যকে করি' অতিক্রম, যে সময়
ব্যূহ-কেন্দ্রে উপস্থিত হ'ল ধনঞ্জয়,
সে সময় দণ্ডমাত্র বেলা অবশেষ।
যেখানে র'য়েছে জয়দ্রথ, জগতের
কোন শক্তি সেই স্বল্প কাল ব্যবধানে,
তার কাছে ল'য়ে যেতে নারিত অর্জ্জুনে।
আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল রাজা দুর্য্যোধন,
উৎফুল্ল হইল দুঃশাসন। মত্তভাবে
করিতে লাগিল নৃত্য মাতুল শকুনি।
দেখিতে দেখিতে এলো সন্ধ্যা। সূর্য্য যেন
অস্ত গেল। আমি দেখিয়াছি, দেখেছেন
দ্রোণাচার্য্য। কৃপাচার্য্য ক'রেছে দর্শন।
তাই কেন, সমস্ত কৌরব দেখিয়াছে—
লোহিতবরণ দিনমণি ধীরে ধীরে
অস্তাচল-অন্তরালে ঢাকিল বদন!
কাঁদিয়া উঠিল দ্রোণ, কাঁদিয়া উঠিল
কৃপ! মনে হয়, আমারো আসিল চোখে
জল! মনে হয়, পদ্মাবতী, শোকে ক্ষোভে
আমিও হইনু আত্মহারা। বন-মধ্যে
একাকিনী মহিয়সী পাণ্ডব-মহিষী—
আতিথ্য লইতে গিয়ে যেই নরাধম,
অসঙ্কোচে ক'রেছিল তারে আক্রমণ,
সেই পশু—তার বধে অশক্ত হইয়া
সত্যই কি অনলে পুড়িবে আজি বাসুদেব-

প্রিয়সখা—নরশ্রেষ্ঠ বীর ধনঞ্জয় !
কিন্তু সত্য, পদ্মাবতী, সাক্ষী কোটী নর—
এলো সন্ধ্যা। বহ্নিকুণ্ডে করিবে প্রবেশ
ধনঞ্জয়, সকলে দেখিতে গেলো ছুটে।
গেলো দুর্য্যোধন, দুঃশাসন। হতভাগ্য
সিন্ধুরাজ কৌতূহল না রিল বারিতে।
অর্জ্জুনের মরণ দেখিতে সেও গেলো ছুটে।

পদ্মা। তুমি ?

কর্ণ। ছি !—এ তোমার জিজ্ঞাসা পদ্মাবতী !

পদ্মাবতী পদধারণ করিল·

সমস্ত ভুবনে যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র
প্রতিদ্বন্দ্বী যেবা, আমি কি দেখিতে পারি
সেই শোচনীয় মৃত্যু তার ? কিন্তু, কিন্তু—
সাবধান পদ্মাবতী, বলিব আশ্চর্য্য
কথা, শুনে উতলা হয়ো না যেন।

পদ্মা। বল, বল তুমি। অথবা তোমার ইচ্ছা।
আমি আছি স্থির।

কর্ণ। চারিদিকে উৎফুল্ল কৌরব—
উল্লাস-মত্ততা শুধু আঁখিতে বাঁধিয়া
অগ্নিকুণ্ডে ঘেরিয়া দাঁড়াল। কাল-হত
সিন্ধুরাজ, নিঃসন্দেহ পার্থের মরণ
দেখিতে যেমন এলো কুণ্ডের সমীপে,
অমনি—আশ্চর্য্য—পুনঃ সূর্য্যের প্রকাশ !
আর কোথা যাবে সিন্ধুরাজ ? সেই অষ্ট
দিক্‌পাল সম অষ্ট রথীর সম্মুখে,

সবার সামর্থ্য করি' ভেদ,
ধনঞ্জয় জয়দ্রথে করিল বিনাশ।

পদ্মা। অত্যাশ্চর্য্য কথা বটে !

কর্ণ। কেহ বলে—উল্কার প্রবাহ রবি-
রশ্মি-আগমন-পথ রোধ ক'রেছিল !
কেহ বলে—অস্তমুখে রাহু-আক্রমণ !
কিন্তু অনেকেই বলে, সূর্য্যে ঢেকেছিল
সুদর্শন।

পদ্মা। আমিও তাহাই বলি প্রভু—
ঢেকেছিল সুদর্শন।

কর্ণ। ঢাকুক, তথাপি
নর তোমার কেশব ! সত্য যতদিন,
নিজে নাহি উপলব্ধি করি, ততদিন,
বিধাতাও দিলে সাক্ষী, মানব বলিব
বাসুদেবে ! মানব, মানব—তবে রাণী,
মুক্তকণ্ঠে বলি আমি—অপূর্ব্ব মানব !
ধরণীতে বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
সৃষ্টি হ'তে আজিও পর্য্যন্ত এমনটি
আসে নাই আর—এই পূর্ণ মানবতা।

পদ্মা। তিনিই ত নারায়ণ।

কর্ণ। বেশ প্রিয়তমে, তোমার সে নারায়ণে
প্রণাম করিয়া এবারে বিদায় যাচি আমি।

পদ্মা। (সহাস্যে) ওকি নাথ ! নিজে সত্য না করি নির্ণয়,
শুদ্ধমাত্র নারীর কথায়, তাঁরে
নারায়ণ বলি মস্তক করিলে অবনত !

কর্ণ। প্রিয়তমে, এ প্রশ্নের উত্তর যদ্যপি
হয় দিতে, পোহাইয়া যাবে রাত্রি।
আজ যদি জীবন লইয়া ফিরে আসি,
শুনাইব কালি।

পদ্মা। একি কথা হে রাজন্!

কর্ণ। শুনিলে না—কোলাহল?—না—না, ওতো নহে
কোলাহল! ও যে আর্ত্তনাদ! শুন, ওই
পদ্মাবতী, কৌরবের মরণ চীৎকার—
কুরুসৈন্য ছত্রভঙ্গ যেন!

পদ্মা। সত্যই ত আর্ত্তনাদ!
কেবা যেন মহারণী পড়েছে, ঝঞ্ঝার
মত, কৌরব সৈন্যের মাঝে! কে পড়িল
নরনাথ? কার মহাশক্তি করিতেছে
বিহ্বল কৌরবে?

কর্ণ। (বুঝিতে নারিলে নারী?
আপনি অর্জ্জুন। বধ করি জয়দ্রথে,
হয় নাই কিছুমাত্র ক্রোধের নির্ব্বাণ
তার। তাই, মহাপ্রলয়ের মূর্ত্তি ধরি',
কৌরবের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ ক'রেচে
ধনঞ্জয়। আর্ত্তনাদ—আর্ত্তনাদ! শুধু
মৃত্যু যেন কহিছে কাহিনী! বুঝিছ না
পদ্মাবতী, বাহিনী মথিয়া ধনঞ্জয়
রণক্ষেত্রে খুঁজিছে আমারে? রহ রাত্রি
অপেক্ষায়। থাকে যদি জীবন আমার,
প্রভাতে হইবে দেখা। ওকি পদ্মাবতী,

ওকি প্রিয়তমে, মরণের আশঙ্কায়
মোর, এইমত বিষণ্ণ হইলে তুমি !
ছি—ছি, ওকি কর পদ্মাবতী ! আমি কর্ণ,
তুমি কর্ণ-জায়া, মূর্ত্তিমতী দয়া ! তুমি
দানশক্তি রূপ ধ'রে করেছ আমার
এই হৃদয় আশ্রয়। তোমার সেই ইষ্ট
নারায়ণে—যদি আজ প্রাণ মোর দিই
উপহার, তুমি কি সামান্যা নারীমত
স্বামী-শোকে বিলুণ্ঠিতা হইবে ভূতলে ?
না—না পদ্মাবতী আমারে আশ্বাস দাও।

পদ্মা। তোমার যে পরাজয়, কল্পনায় আমি
আনিতে পারি না প্রভু !

কর্ণ। আনিতে পার না তুমি,
আনিতে পারি না আমি। কিন্তু রাণী,
নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত। তাই বলি—
শুনি বিস্মিত হয়ো না, বিপন্ন হয়ো না—
যদি মরি আমি, হৃদয়ের সর্ব্বজ্বালা
মুখের হাসির তলে রেখ লুকাইয়া।
আর, যদি মরে ধনঞ্জয়—পদ্মাবতী,
অধিক সম্ভব তাহা। এই রাত্রিকালে
সত্য যদি সেই আসি' থাকে রণস্থলে,
জীবিত পার্থের মুখে আর প্রাতঃসূর্য্য
করিবে না কিরণ বর্ষণ—থাক্ সঙ্গে
জনার্দ্দন তার, থাক্ তার চারিধারে

দেবতা-প্রাকার। সত্য, এ আমার মিথ্যা
দম্ভ নহে প্রিয়তমে!

পদ্মা। আর, যদি হন ধনঞ্জয় রণশায়ী?

কর্ণ। বড়ই কঠিন সে উত্তর! প্রতি শব্দ
তার মর্ম্মভেদী! (তুমি নির্জ্জনে বসিয়া,
দেবতা, মানবে লুকাইয়া, এমন কি
সন্তানে তোমার, অজস্র অশ্রুর ধারা
দিয়ে কৌন্তেয়ের করিও তর্পণ।)
বড় প্রহেলিকা—নহে প্রিয়তমে?

পদ্মা। বড় প্রহেলিকা প্রিয়তম।

কর্ণ। দেখিতেছ?　　অস্ত্র বাহির

পদ্মা। ও কি অদ্ভুত অস্ত্র?

কর্ণ। নাম এক-বিঘাতিনী শক্তি, বাসব দিয়াছে
উপহার। অর্জ্জুনের বধে এই শক্তি
সর্ব্বস্ব আমার। যে দিন হইতে আমি
গ্রহণ ক'রেছি অস্ত্র, সেই দিন হ'তে
প্রতি রাত্রিকালে, মনে করি, পদ্মাবতী,
এই অস্ত্র সঙ্গে ল'য়ে যাব রণস্থলে,
বধিতে অর্জ্জুনে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য রাণী,
শয্যাত্যাগ কালে যেমনি করিতে যাই
ইষ্টের স্মরণ, অমনি কেমন ক'রে
তোমার কেশব আসি' সম্মুখে দাঁড়ায়।
নবীন-নীরদ-শ্যাম সেই আবরণে,
ইষ্ট দিবাকর পড়ে যেন, দূরে, দূরে—
সুদূর পশ্চাতে। অমনি এ অস্ত্র-কথা

মুছে যায় স্মৃতি হ'তে। আজ পাছে ভুলি,
তাই পদ্মাবতী, আগে হ'তে এই অস্ত্র
বক্ষের পঞ্জর সঙ্গে ক'রেছি বন্ধন।
কি দেখিছ চারিদিকে রাণী? আজ আর
তোমার কেশব আসিবে না।
যদি আসে, সখার মরণ তার
নিরোধ করিতে পারিবে না।

পদ্মা। (অর্জ্জুনের মৃত্যুর কল্পনা যদ্যপি আনিল
হাসি তব মুখে, তবে মরণে তাঁহার
কাঁদিতে আদেশ কেন করিলে রাজন্?)

কর্ণ। হাসি! যা দেখিলে প্রিয়তমে,
এ হাসি আমার নয়। হাসিল নিয়তি
আমার মুখের মধ্য দিয়া!

পদ্মা। আবার সে প্রহেলিকা!

কর্ণ। আর তোমা চলে না গোপন,
বলিবার আর বুঝি হবে না আমারো
অবসর। প্রিয়তমে, নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শুন—ধনঞ্জয় দেবর তোমার।

পদ্মা। একি বল প্রিয়তম!
উন্মত্ত কি হ'লে তুমি?

কর্ণ। বিমাতার গর্ভজাত নহে প্রিয়তমে,
আমার অনুজ—সহোদর। দ্রৌপদীর
মত, পাণ্ডুরাজ-স্নুষা তুমি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডব-মহিষী।

পদ্মা। (নহ—নহ—নহ তুমি—)

কর্ণ। কুন্তী-পুত্র আমি !

পদ্মাবতীর মূর্চ্ছিতবৎ ভূমিতে শয়ন, নেপথ্যে দূরে আর্ত্তনাদ

কে আছ বাহিরে ? বৃষকেতু, বৎস বৃষকেতু !

বৃষকেতুর প্রবেশ

শীঘ্র কর মায়ের শুশ্রূষা।

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। অঙ্গরাজ, অঙ্গরাজ !

কর্ণ নিস্তব্ধ হইতে ইঙ্গিত করিল

রজনী প্রভাতে, একটিও প্রাণী বুঝি
না রহে জীবিত কৌরবের। রণক্ষেত্রে
সাক্ষাৎ পশেছে বুঝি কাল।—একি একি !

কর্ণ। অসুস্থ হ'য়েছে রাণী, চল দুঃশাসন,
ওদিকে দেখো না আর। আর্ত্তনাদ শুনে,
অগ্রেই প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়ায়েছি আমি।

দুঃশা। এ সঙ্কটে এসো পরিত্রাতা। জ্ঞানশূন্য
মহারাজ, বুদ্ধিহারা সর্ব্ব সেনাপতি।

কর্ণ। ভয় নাই ভাই, সত্য যদি কাল আসে,
অদ্য রাত্রে এই হস্তে কালের সংহার।
বৃষকেতু, মায়ের শুশ্রূষা কর। চল—
নিশ্চিন্তে আমার সঙ্গে চল দুঃশাসন। উভয়ের প্রস্থান

বৃষ। মা—মা !

পদ্মা। (উঠিয়া) হাঁরে বৃষকেতু, যাইবার কালে,
গিয়াছিল—কি তোরে বলিয়া জনার্দ্দন ?

বৃষ। ব'লেছি ত তোমারে জননী !

পদ্মা। ভুলে গেছি, বল্ শুনি আর একবার।

বৃষ। "সুনিদ্রিতা মাতা তব, বৎস,
প্রবুদ্ধ ক'র না তাঁরে। জাগিবেন যবে
তিনি, বলিয়ো তাঁহারে, সাক্ষাৎ করিতে
সঙ্গে তাঁর, প্রতিশ্রুত রহিলাম আমি।"

পদ্মা। তোরে কি বলিয়া গেল ?

বৃষ। বলিলেন মোরে—
"জগতে দাতার শ্রেষ্ঠ তোমার জনক,
দক্ষিণার লোভে আমি অতিথি হইনু
তাঁর ঘরে। রিক্ত হস্তে চলিনু ফিরিয়া।
প্রতিশোধ ল'তে তাই শুন বৃষকেতু,
লইলাম তোমারে দক্ষিণা। আজি হ'তে
জেনে রাখ, যেখানেই কর অবস্থান,
আমার—আমার বস্তু তুমি।"

পদ্মা। প্রাণাধিক, এখনো কাঁপিছে অঙ্গ,
ল'য়ে চল মোরে, শয্যায় বসিয়া,
শুনাব তোমারে আমি এক গল্পকথা—
এক শ্রেষ্ঠ কুহকীর।

তৃতীয় দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—একপার্শ্ব

দুর্য্যোধন ও দ্রোণ

দুর্য্যো। মূর্ত্তিমান ধনুর্ব্বেদ—আপনি থাকিতে
সেনাপতি, দুরন্ত রাক্ষস ঘটোৎকচ
আমার সমস্ত সৈন্য করিবে নির্ম্মূল ?

দ্রোণ। কি করিতে বল মহারাজ ?

দুর্য্যো। কি করিতে বলি আমি ?
হায়, কুক্ষণে করিয়াছিনু,
আপনি ও পিতামহ—দুই বৃদ্ধ 'পরে
সমস্ত—সমস্ত মোর শক্তির নির্ভর।

দ্রোণ। ধিক্ দুর্য্যোধন, অথবা আমারে ধিক্,
দাসত্ব ক'রেছি কৌরবের। দুর্য্যোধন পদ ধরিল
যাহা কেহ আনিতে পারে না কল্পনায়,
তোমার তুষ্টির জন্য তাহাও ক'রেছি
আমি। চক্রব্যূহ করিয়া রচনা—জালে
ঘিরে বধিয়াছি সিংহশিশু—তার
জনক হ'তে বুঝি, রাজা, বহুগুণে
শক্তিমান সে বালক অভিমন্যু। আর,
অদ্য দিবাভাগে, পূর্ণরূপে করিলাম
অর্জ্জুনের বধের ব্যবস্থা। হতভাগ্য
জয়দ্রথ, আলোক-পিপাসী পতঙ্গের

মত, উন্মত্ত ছুটিয়া স্বেচ্ছায় অনলে
দিল ঝাঁপ। পণ্ড হ'ল প্রয়াস আমার,
তব ভাগ্যদোষে রাজা।

দুর্যো। ক্ষমা—ক্ষমা, গুরু,
ঘটোৎকচ-উপদ্রবে বুদ্ধিহীন আমি।
বলুন উপায়, নহে আজি রাত্রিশেষে
একটিও সৈন্য মোর রবে না জীবিত।
বলুন বলুন মহাত্মন, কি উপায়ে
সে রাক্ষসে করি প্রাণহীন।

দ্রোণ। কামাচারী নিশাচর,
আমাদের রাত্রি তার দিন। কোথা হ'তে
কোথা যায়, কোথায় মিলায়—সুবিশাল
কুরুক্ষেত্রে অন্বেষিয়া তারে, বধ তার,
এ বৃদ্ধের পক্ষে সম্ভব কি মহারাজ?

দুর্যো। বুঝিয়াছি। কিন্তু বুঝেও বুঝিতে আমি
সাহস করিতে নারি গুরু। তা হ'লে কি
কৌরব নির্ম্মূল হবে?

দ্রোণ। বুঝিয়াছি রাজা,
এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য তোমার! পড়ে যদি,
হিড়িম্বা-নন্দন সম্মুখে আমার জেনো,
তখনি হইবে তার লীলা অবসান!
জানে সে আমারে। জানে—সম্মুখ-সংগ্রামে,
আমার বাণের মুখে, মায়াবী রাক্ষস
কোন মায়া লুকাতে নারিবে। সেই হেতু,
সযত্নে সে আমারে করিয়া পরিহার,

ঘুরিতেছে রণক্ষেত্রে আমা হ'তে দূরে,
দিক হ'তে দিগন্তরে।

দুর্য্যোধন মস্তকে হস্ত দিয়া বসিলেন

কি করিব রাজা,
আশ্বস্ত করিতে আমি পারি না তোমারে।
যুধিষ্ঠির নিরোধ ক'রেছে মোর পথ,
সঙ্গে তাঁর ভীম ও নকুল—সহদেব
বিনাশ অথবা রাজা পরাস্ত না করি'
চারিজনে, চোরমত আমি ত পারি না
যেতে, বধিতে সে হিড়িম্বা-নন্দনে!

দুর্য্যো। আশা শেষ!

দ্রোণ। কেন? সব রথী একত্র হইয়া—
অভিমন্যু-বধকালে যেরূপ ক'রেছ—
কর তারে আক্রমণ।

দুর্য্যো। করিয়াছিলাম গুরু।

দ্রোণ। করহ আবার। পার্থ-পুত্র-বধ-
কালে ক'রেছিলে সপ্তবার, ভীম-পুত্র-
বধে কর তিনবার।

দুর্য্যো। তারপর গুরু?

দ্রোণ। তারপর? সর্ব্বশক্তি করিয়া সংগ্রহ
বধিব সে দুরাত্মা রাক্ষসে।

দুর্য্যো। যদি গুরু, আসে সে সম্মুখে!
যদি নাহি আসে? যদি সে দুরাত্মা,
এখন যেমন, আপনার
বাণের প্রক্ষেপ হ'তে দূরে দূরে ফেরে?

দ্রোণ। যেখানে দাঁড়ায়ে তুমি, এই স্থান হ'তে,
দিব্যাস্ত্র প্রয়োগে, তাহার সমস্ত
মায়া ক'রে দিব ভস্মে পরিণত। রাজা,
তখন যে কেহ, তুমিও অক্লেশে তারে
পারিবে বধিতে।

দুর্য্যো। গুরুদেব, কৃপা,—কৃপা—
এ অধম শিষ্যে কর কৃপা।

দ্রোণ। কি বলিতে চাও?

দুর্য্যো। (উঠিয়া) আর কি বলিব? এখনি—এখনি এই স্থান
হ'তে গুরু, করুন সংহার দুরাত্মারে।

দ্রোণ। কোনমতে পারি না তা' রাজা!
রণ-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞানে রাখি অভিমান,
নীতি-বিগর্হিত যুদ্ধ কর না প্রত্যাশা
মোর কাছে। যাও, বলিলাম যা তোমারে,
স্থিরচিত্তে করি' প্রণিধান, কর তাহা।
তৃতীয় বারের যুদ্ধে, বিফল যদ্যপি
হও রাজা, প্রতিশ্রুতি রহিল আমার,
যে কোন উপায়ে তারে, করিব বিনাশ।

দ্রোণের প্রস্থান—দুর্য্যোধনের উপবেশন

শকুনির প্রবেশ

শকুনি। ওই সব বক-ধার্ম্মিকের কথা শুনে,
নিরাশ কি হেতু দুর্য্যোধন। ওঠো—ওঠো
পাঁজিতে যাদের ধর্ম্ম ভরা, কোন কালে
তাহাদের দিয়া হয় কি ভারতযুদ্ধ
জয়? আজি অশ্লেষা, কাল সে ভীষণ

মঘা—তেরোস্পর্শ তার পরদিন। ওই
ওখানে দাঁড়ায়ে যুধিষ্ঠির, সেইখানে
কোদাল-দন্ত-বারকরা ভীম—এই সব
করি' অতিক্রম, কখন কি যেতে আছে—
ভীমের সে ধর্ম্মপত্নী হিড়িম্বা পুত্রের
সঙ্গে করিতে সংগ্রাম! আরে ছি ছি, যদি
জানিতাম, এই সব ভক্তবিটলগুলা,—
আচার্য্য বামুন, এ যুদ্ধে নায়ক হবে,
তা'হলে কি বাপের সে কয়খানা হাড়
অতি তেজে মাটিতে নিক্ষেপ করি? নাও!
ওঠো বৎস, সমস্ত তোমার চিন্তা-ভার
আমার উপর দাও—আমি নিজে থাকি
ব'সে, এইখানে গালে হাত দিয়া। শুধু
চিন্তাবাণ ছুড়ে, এইখানে ব'সে ব'সে—
সাত অক্ষৌহিণী, আর সকৃষ্ণ-পাণ্ডব,
এবং তাদের বংশ, যেখানে যে আছে—
পাঠাব যমের বাড়ী। ওঠো বৎস, ওঠো—
আবার কিসের চিন্তা? করিয়া এসেছি
সে দুরাত্মা রাক্ষসের বধের ব্যবস্থা।

দুর্য্যো। সত্য হে মাতুল—সত্য? (উঠিলেন)

শকুনি। তুমি কি আমার
রহস্যের বস্তু প্রিয়তমে! আসিতেছে
অঙ্গরাজ, সঙ্গে ল'য়ে একঘ্ন সে বাণ!

দুর্য্যো। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত!

শকুনি। কিন্তু বৎস সাবধান,

পাঠিয়েছিলাম দুঃশাসনে। সত্যকথা—
কাহারে করিতে হবে বধ—ব'লেছিনু
অঙ্গরাজে করিতে গোপন। জান তুমি
সঙ্কল্প তাহার, সেই একঘ্ন সায়কে
বধিবে সে ধনঞ্জয়ে। কথায় কৌশলে
তাই, শিখায়ে দিয়েছি দুঃশাসনে, যেন
কোনমতে প্রকাশ না করে তার কাছে
হীন রাক্ষসের নাম। তাই বলি,
সাবধান, আগে হ'তে ঘটোৎকচ-নামে
নিরুৎসাহ ক'র না তাহারে।

দুর্য্যো। বুঝিয়াছি, কিন্তু হে মাতুল, তারপর ?

শকুনি। (হাস্য) তারপর—
সে প্রশ্ন প্রভাতে—যদি এই রাত্রিকালে
তুমি আমি বাঁচি। এখানে লুকায়ে আছ,
ভেবেছ কি আছ তুমি, সে অর্দ্ধ-রাক্ষস
মায়াবীর দৃষ্টি-অগোচরে ? ওদিকের
কাজ শেষ ক'রে ধরিবে তোমার স্কন্ধ,
কথাটা বুঝেছ দুর্য্যোধন ? ওই—ওই—
আর্ত্তনাদ যেন এইদিকে আসে ছুটে।
ওদিকের কাজ বুঝি—বুঝেছ, —বুঝেছ—
বৎস দুর্য্যোধন ! বুঝি কেন, আর্ত্তনাদ
ভেদ ক'রে ওই যে আসিছে হুহুঙ্কার—
আর, বুঝি কেন, ওদিক নিঃশেষ—যাক্
ভয় নাই—আসে কর্ণ—যাহা বলিবার
বল তারে এইবার।

কর্ণের প্রবেশ

কর্ণ। আসিয়াছি সখা।

দুর্য্যো। সখা অঙ্গরাজ, দক্ষিণ বিপন্ন আজি।
রণ-যজ্ঞ আরম্ভ হইতে, একদিন
একটি ক্ষণেরও তরে, এমন বিপদ
আসে নাই কৌরবের।

কর্ণ। বুঝিয়াছি রাজা, বিপদ যে নিদারুণ,
ব'লেছে আমারে দুঃশাসন।

দুর্য্যো। সবারে অভয় দাও সখা!

কর্ণ। সর্ব্বঅস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি।

দুর্য্যো। তথাপি অভয়—বল সখা, সে দুরন্ত
শত্রুকে না করিয়া নিধন, ফিরিবে না?

কর্ণ। কি হেতু তোমার কথা বুঝিতে না পারি
আজ সখা? স্পষ্ট বল, কাহারে বধিতে
হবে?

শকুনি। স্পষ্ট বল, স্পষ্ট বল দুর্য্যোধন! যে যেথানে
আছে হে তোমার আপনার, সে সবার
হতে আরো আপনার ওই মহামতি।

দুর্য্যো। ঘটোৎকচে।

কর্ণ। ঘটোৎকচে! নহে—ধনঞ্জয়?

দুর্য্যো। নহে ধনঞ্জয়।

কর্ণ। মহারাজ,
আমি যে তাহারি বধ সঙ্কল্প করিয়া
পত্নীর নিকট হ'তে লয়েছি বিদায়!

দুর্য্যো। দুর্দ্ধর্ষ যে রাক্ষসের তুলনায় তুচ্ছ

ধনঞ্জয়, তুচ্ছ ভীম, নগণ্য নগণ্য
অন্য পাণ্ডবের রথী। ভীমার্জ্জুনে নাহি
ভয়, আমিই তাদের সমর্থ করিতে
পরাজয়।

কর্ণ। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) চল মহারাজ।

দুর্য্যো। চল, রক্ষা কর মোরে সখা।

কর্ণ। এই যে প্রস্তুত রাজা!
তোমারে তুষ্টির তরে সমস্ত দিয়াছি।
অবশিষ্ট যা আছে আমার, তাহা আজি
নিঃশেষে তোমারে দিব দান। কর্ণ ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান

শকুনি। (হাস্য) "নিঃশেষে তোমারে দিব দান।" তাহ'লেই এখন নিঃশ্বেস ফেলে বাঁচি। আজকের রাতটা ত কোন রকমে কাটুক, তারপর কালকের চিন্তা কাল।

বিকর্ণের প্রবেশ—তাহাকে দেখিয়া শকুনির
ভীতিব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ

বিকর্ণ। ভয় নেই মামা, আমি বিকর্ণ।

শকুনি। আরে রাম রাম, গেল কর্ণ, এলো বিকর্ণ। তুমি যে এখানে হঠাৎ? কি মনে ক'রে বৎস?

বিকর্ণ। বিশেষ কিছু মনে ক'রে নয় মামা, তুমিও যেভাবে এখানে উপস্থিত হ'য়েছ, আমিও সেইভাবে উপস্থিত—প্রাণভয়ে পলায়ন। দেখলুম এই পলায়ন ভিন্ন সেই ভীষণ রাক্ষসের হাত থেকে নিস্তার পাবার কোনও উপায় নেই।

শকুনি। যা ব'লেছ বৎস বিকর্ণ, আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আত্মরক্ষার যত অস্ত্র আবিষ্কৃত হ'য়েছে এই পলায়ন-অস্ত্রের তুল্য আর কোনটাই

নয়। তা—তা—হাঁ, দেখ বৎস বিকর্ণ, তোমাকে একটি কাজ ক'রতে হবে।

বিকর্ণ। বল মামা!

শকুনি। তুমি তোমার ভায়েদের মধ্যে সবার চেয়ে ধার্ম্মিক কিনা, তাই তোমাকে ব'লছি।

বিকর্ণ। বল।

শকুনি। উত্তম, তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রহরীর কার্য্য কর তো, আমি একবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হই। তারপর তোমাকে ব'লছি।

বিকর্ণ। সেটা শিবিরে গিয়ে হও মামা। এখানে মগ্ন হ'লে সে দুর্দ্দান্ত রাক্ষস চুলের মুঠি ধ'রে তোমাকে ভাসিয়ে তুলবে। শুনলুম, সে তোমাকে অন্বেষণ ক'রছে।

শকুনি। সত্য? বিকর্ণ, একথাটাতে কি মিথ্যার কিঞ্চিৎ সংযোগ নেই?

বিকর্ণ। এ জীবন-সঙ্কটে মিথ্যা বলবার প্রয়োজন কি মামা!—শুনলুম, সে ব'লেছে, তুমি আর কর্ণ—এই দুইজন হ'তেই পাণ্ডবদের যত দুর্দ্দশা। সুতরাং তোমাদের দুইজনকে বধ না করে সে যুদ্ধ হ'তে নিরস্ত হ'চ্ছে না।

শকুনি। তবেই ত গোলটা একটু বিশেষ চক্রাকারেই বাধালে—সেই অসভ্য বর্ব্বর অর্দ্ধ-রাক্ষস! তবে, বৎস! আগে কাকে?

বিকর্ণ। আগে তুমি, তারপর কর্ণ।

শকুনি। তাহ'লে আত্মরক্ষার অস্ত্রটা একটু দ্রুত ভাবেই প্রয়োগ ক'রতে হ'ল দেখছি।

বিকর্ণ। অত দ্রুত নয় মাতুল, অত দ্রুত নয়। আত্মরক্ষার এত আগ্রহ যে, আমাকে চোখের নিমেষেই ভুলে গেলে!

শকুনি। আরে এসো, তুমিও এসো। আমি প্রৌঢ়, তুমি যুবা। তার উপর আমি চিন্তাসাগরে ভাসমান। সত্যই যদি সে আমাকে আগে হত্যা করবার প্রতিজ্ঞা ক'রে থাকে বিকর্ণ?

বিকর্ণ। এতই যদি মৃত্যু-ভয়, তবে বাপের সেই ক'খানা হাড়ে এ ভেল্‌কি লাগিয়ে দিয়েছিলে কেন মামা?

শকুনি। হ'য়েছে—হ'য়েছে। দীর্ঘজীবী বিকর্ণ—দীর্ঘজীবী হও! ওরে ও কৌরব-কুল! নির্ভয়—নির্ভয়। কি স্মরণ করালি রে বিকর্ণ, কি ব'ললি!

বিকর্ণ। হঠাৎ এ বিপরীত উচ্ছ্বাস কি হেতু মামা?

শকুনি। বাপের এই ক'খানা হাড়কে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম রে বিকর্ণ। চিন্তাসাগরে ভাসমান হ'য়েও এটাকে মনে আন্‌তে পারছিলুম না। শীঘ্র চল বৎস, দেখিয়ে দেবে আমাকে কোথায় কর্ণ। আবার এরই সাহায্যে ভারত-যুদ্ধ জয়। ঘটোৎকচকে তার বধ করতে হবে না। সে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী ক'রে দিক। আবার তার সঙ্গে ছ'-তিন্‌-নয়। অমনি যুদ্ধ-জয়—নির্ভয় নির্ভয়—আবার পাণ্ডবেরা বারো বৎসর! চ'লে এসো বিকর্ণ, চ'লে এসো।

বিকর্ণ। এত দেখে জন্মিল না জ্ঞান? হে মাতুল, এখনো এমন মত্ত তুমি?

শকুনি। উপদেশ রেখে ভক্তবিটেল—ভাগিনেয়, চ'লে এসো—চ'লে এসো।

চতুর্থ দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—অপরাংশ

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন

অর্জ্জুন। নিরুৎসাহ মত, রণে ভঙ্গ দিয়া
এই পথে কোথায়, কি হেতু মহারাজ ?

যুধিঃ। রণে ভঙ্গ সত্য ধনঞ্জয়। তোমারেই
করিতেছি অন্বেষণ। সমর অঙ্গনে
রাধাসুত প্রবেশ করিয়া একেবারে
দলিতেছে সমস্ত আমার সৈন্য। ভ্রাতঃ
কিছুদূর অগ্রে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া
এস, মহা ধনুর্দ্ধর কর্ণ, আজিকার
ভীম রজনীতে প্রখর ভাস্কর মত
দীপ্ত-মূর্ত্তি, দাঁড়ায়েছে আপনার তেজে।
কখনো এরূপ মূর্ত্তি দেখি নাই তার !
এত যে তাহার শক্তি, আনিতে পারিনি
কল্পনায় ! ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাজিত, ছাড়ি'
রণস্থল পলায়িত। সোমক পাঞ্চাল—
তোমার আত্মীয়গণ, বিদ্রাবিত হ'য়ে
কর্ণ-শরে, অনাথের মত করিতেছে
আর্ত্তনাদ। সত্য ভ্রাতঃ, অনাথের মত-
যেন এ জগতে তারা আশ্রয় বিহীন।
কখন যে করে কর্ণ শরের সন্ধান,
কখন নিক্ষেপ—উল্কা-রাশি মত, তার

শরজাল, কখন যে কোথা হ'তে আসে,
সৈন্যধ্বংস করি," আবার কোথায় যায়,
কেহই বুঝিতে নাহি পারে। তাই আমি
তোমারে বলিতে আসিয়াছি। কালোচিত
কার্য্য ক'রে স্থির, সত্বর যাহাতে মরে
রাধার নন্দন, শীঘ্র কর সম্পাদন।

অর্জ্জুন। কেশবে জিজ্ঞাসি', এখনি উত্তর আমি
দিব মহারাজ। ততক্ষণ ফিরে যান
রণস্থলে। সংগ্রামে নায়ক-শূন্য সেনা
কর্য্যশূন্য জড়সম—মরিবে নিষ্ঠুর
ভাবে শত্রু-শরে। বিজয়ের মুখে হবে
বিধ্বস্ত পাণ্ডব।

যুধি। তোমার আশ্বাস-বাক্যে ফিরিলাম ভ্রাতঃ। প্রস্থান

কৃষ্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুন। কেশব—কেশব!—

কৃষ্ণ। সখা, দেখেছি—বুঝেছি। বুঝে,
ছুটিয়া এসেছি নির্ভয় করিতে ধর্ম্মরাজে।

নকুল ও সহদেবের প্রবেশ

যাও ভাই,
তোমরা দু'জনে করিয়া জীবন পণ
পৃষ্ঠরক্ষা করিবে রাজার।

নকুল। (জনান্তিকে) সহদেব! 'করিয়া জীবন পণ?'

সহ। শুনিয়াছি ভাই
বুঝেছি, সঙ্কুল যুদ্ধ আজি। নকুল ও সহদেবের প্রস্থান

কৃষ্ণ। এইবারে সখা,
সর্ব্বভাবে নিশ্চিন্ত হইনু আমি।

ভীমের প্রবেশ

দাদা বৃকোদর! রাক্ষস সে অলায়ুধ—
বধিয়া এসেছ তারে?

ভীম। আমি বধি নাই বাসুদেব।
বধিয়াছে তারে ঘটোৎকচ—
বধিয়া—সে রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু হ'তে
আমারে ক'রেছে রক্ষা।

কৃষ্ণ। এক কথা দাদা,
তুমি কিংবা তোমার সন্তান। শক্তি তার
উদ্ভূত ত তোমা হতে। যাক, এইবারে
নিবেদন—বড়ই কি ক্লান্ত তুমি?

ভীম। সব ক্লান্তি গেছে চলে,
তোমারে দেখিয়া বাসুদেব।

কৃষ্ণ। তবে মোর অনুরোধ—গিয়াছে বালক
দু'টি রাজার পশ্চাতে। সে সখার ভার,
দিতেছি মধ্যম দাদা আপনার পরে।

ভীম। চলিলাম বাসুদেব। প্রস্থান

অর্জ্জুন। একি জনার্দ্দন, কি করিলে?
আমার যে কাঁপিতেছে প্রাণ! কর্ণ সঙ্গে
প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে পাঠাইলে ধর্ম্মরাজে!

কৃষ্ণ। শুধু ধর্ম্মরাজ কই সখা?
তার সঙ্গে আর তিন ভ্রাতা।

অর্জ্জুন। বাসুদেব,

কথনো তোমার কার্য্যে করিনি সন্দেহ।
তোমার ইচ্ছায় সখা, কার্য্য করি আমি।

কৃষ্ণ। জানি আমি সখা। তুমিও শুনিয়া রাখ,
আজ তুমি একদিকে—আর পত্নী, পুত্র,
সমস্ত বান্ধব অন্য দিকে—তুলাদণ্ডে
পরিমাণে, হে বিজয়, তুমি গুরুতর।

সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। হে আর্য্য, অদ্ভুত সংগ্রাম লীলা আজি।
স্বচক্ষে দেখিয়া, উভয়ে সংবাদ দিতে
আসিতেছি আমি। কর্ণের অদ্ভুত যুদ্ধ—
কোথা হ'তে, কেমনে আসিছে শররাজি,
ধারায় ধারায়—জলপ্রপাতের মত—
চলে যেন, বিদ্যুতের বেগে, ভাসাইয়া
পাণ্ডব-বাহিনী স্রোত-মুখে। মধ্যে তার
পড়িয়াছে ধর্ম্মরাজ!

অর্জ্জুন। কেশব—কেশব!

কৃষ্ণ। অপেক্ষা—অপেক্ষা। হে সাত্যকি, আজ্ঞা নহে—
এ আমার অনুরোধ। একদিন ছিল
দুর্য্যোধন, তব সখা প্রাণ হ'তে প্রিয়—
তোমার সে বাল্যের সখারে, বাণপুষ্প
উপহারে, তোমারে করিতে হবে আজি
এমন তর্পণ, যেন কোন মতে রাজা
সূর্য্যোদয় পূর্ব্বে নাহি পারে সূতপুত্রে
সাহায্য করিতে। যাও, মুহূর্ত্ত সময়
না করি' অপেক্ষা হেথা, চ'লে যাও।—

সাত্যকি। যথা আজ্ঞা। তবে চলিতে চলিতে পড়ে
গেল মনে প্রভু, সূতপুত্র আজি
ধনঞ্জয়ে কেবল করিছে অন্বেষণ।

কৃষ্ণ। সে ব্যবস্থা শীঘ্রই করিব প্রিয়তম।
যে রথের সারথ্য ল'য়েছি আমি,
শীঘ্রই সাত্যকি, সখার সে কপিধ্বজ
দেখা'বে স্বমূর্ত্তি ওই বীরের সম্মুখে। সাত্যকির প্রস্থান

অর্জ্জুন। দেখাবে কেন, বাসুদেব,
এখনি দেখাও। কর্ণে বধ করি'
ধর্ম্মরাজে নিশ্চিন্ত করিয়া দিই আমি।

কৃষ্ণ। ব্যাকুল হ'য়ো না সখা, সত্বর পূরাব
আমি সে ইচ্ছা তোমার।—এসো বৎস
ঘটোৎকচ।

ঘটোৎকচের প্রবেশ

ব্যাকুল দৃষ্টিতে আছি আমি
দাঁড়াইয়া তোমায় দেখার প্রতীক্ষায়।

ঘটোৎ। (প্রণাম) আজ্ঞা করুন—দাস উপস্থিত। কৌরব বেটাদের একদিক খেয়ে এসেছি। হ-অ-অ।

কৃষ্ণ। দেখেছি বৎস।

ঘটোৎ। আলায়ুধ বেটাকে মেরে বাবাকে রক্ষা ক'রেছি। হ-অ-অ। সময়ে উপস্থিত না হ'লে বাবাকে বেটা মেরে ফেলেছিল।

কৃষ্ণ। তাও শুনেছি।

ঘটোৎ। হ-অ-অ! তাও শুনেছেন? এরই মধ্যে আপনাকে কে শোনালো প্রভু?

কৃষ্ণ। তোমার পিতাই শুনিয়েছেন বৎস।

অর্জ্জুন। পূর্ব্ব হ'তেই তুমি প্রিয় আছ, তোমার পিতার জীবন রক্ষা ক'রে তুমি আমাদের প্রাণের বস্তু হ'লে বৎস।

ঘটোৎ। হ-অ-অ! এইবারে শকুনি বেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই বেটা হ'তেই বাবাদের যত কষ্ট ভোগ ক'র্‌তে হ'য়েছে।

কৃষ্ণ। শুধু শকুনি? আর কর্ণ?

ঘটোৎ। ঠিক ঠিক! তা হ'লে শকুনিকে মেরে আবার কর্ণকে মারতে হবে। হ-অ-অ!

কৃষ্ণ। না বৎস, আগে—নাশ ক'রতে হবে কর্ণকে। তোমার পিতৃ-পিতৃব্যদের দুর্দ্দশার সেই হ'চ্ছে প্রধান কারণ।

ঘটোৎ। বটে, বটে!

কৃষ্ণ। শকুনিকে বধ ক'রতে তোমার মত বীরের প্রয়োজন হবে না। কর্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করাই তোমার মত বীরের কর্ত্তব্য। যদি তাকে বধ করতে পার, তা হ'লে তুমি জগতে শ্রেষ্ঠ বীর ব'লে গণ্য হবে।

ঘটোৎ। বটে বটে! তাহ'লে আগেই কর্ণ। হ-অ-অ!

কৃষ্ণ। সর্ব্বাগ্রেই কর্ণ। কর্ণ বিপুল তেজে আমাদের সৈন্য আক্রমণ ক'রেছে। যত শীঘ্র পার তার গতিরোধ কর। ঘটোৎকচ, আমি যা ব'লছি, তা শোন। এই যুদ্ধে তোমারই বিক্রম প্রকাশের উপযুক্ত সময় এসেছে।

ঘটোৎকচ অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিল

অর্জ্জুন। আমার মতের আর প্রতীক্ষা করতে হবে না বৎস। সমুদয় পাণ্ডব-সৈন্য মধ্যে তুমি, সাত্যকি, আর ভীমসেন—এই তিন জনই আমার মতে এখন সর্ব্ব-প্রধান। তাঁরা দুই জনেই আবদ্ধ! তা হ'লে, যখন বাসুদেবের ইচ্ছা, তখন তুমিই এই রজনীতে কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

ঘটোৎ। কর্ণ-কর্ণ-কর্ণ। হ-অ-অ! শুনুন—আপনারা সন্তানের নিবেদন। আপনাদের বংশে জন্মেছি, তবু যখন শত্রুরা আমাকে রাক্ষস ভিন্ন বলে না, তখন আজকার যুদ্ধে রাক্ষসের মতই ব্যবহার ক'রবো। যে বীর তাকেও মারব, যে ভয়ে হাত জোড় ক'রবে তাকেও মারব। কাউকেও ছেড়ে দেবো না। আর কর্ণের সঙ্গে এমন যুদ্ধ ক'রবো যে, চিরকার বড় বড় অক্ষরে আপনাদের পুঁথিতে আমার এই ঘটোৎকচ নামটি লেখা থাকবে। হ-অ-অ-! 　　প্রস্থান

অর্জ্জুন। করিলে কি বাসুদেব?

কৃষ্ণ। কর্ত্তব্য বুঝেছি যাহা, করিয়াছি সখা।
এ ভারত-যুদ্ধে গৌরব করিতে লাভ,
সকলেরি আছে সম অধিকার সখা।

অর্জ্জুন। তারপর—আমি?

কৃষ্ণ। আছে গুরুতর কার্য্য তব। ভুলেছ কি
মতিমান্ সেই দিন, রাজা দুর্য্যোধন—
যে দিন তোমার সঙ্গে বরিতে আমারে
রণযজ্ঞে, গিয়াছিল দ্বারকায়?
তুমি বরিয়া লইলে সারথিরে।
কুরুরাজ লইল আমার নারায়ণী
সেনা। তারা আমারি শক্তিতে, শক্তিমান—
তুমি ভিন্ন অবধ্য অন্যের।

অর্জ্জুন। চল, বুঝিয়াছি বাসুদেব।

পঞ্চম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র—অপর পার্শ্ব

কর্ণ, সম্মুখে নতমস্তকে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব—
দূরে নতমস্তকে একান্তে উপবিষ্ট ভীম

কর্ণ। সার্থক ধারণ মোর শর-শরাসন,
যার ফলে চারিভ্রাতা সম্মুখে আমার।
লজ্জা কি, লজ্জা কি সহদেব? রণশাস্ত্রে
এখনো নিতান্ত অজ্ঞ তুমি। হে নকুল,
তুমি বা কি হেতু নতশির?—মাথা তুলি'
দেখ মোরে। হে প্রচণ্ড অভিমানী, যদি
প্রকাশ্যে জাগেছে লজ্জা আমারে করিতে
নমস্কার, কর মনে মনে। আর, কর
সেই সঙ্গে সুদৃঢ় সঙ্কল্প, ওই তব
অল্প বিদ্যা ল'য়ে, আর কভু দাঁড়াবে না
মম সম সুপ্রবীণ যোদ্ধার সম্মুখে।
হীন আভিজাত্য-গর্ব্ব, কখন প্রকৃত
কার্য্যে কোন কালে সাহায্য করে না, এই
জ্ঞান ল'য়ে জ্যেষ্ঠের ধরিয়া কর, যাও,
হে বালক, শিবিরে ফিরিয়া। চ'লে যাও,
যুধিষ্ঠির, তোমারে দিলাম অব্যাহতি।
আনন্দ হইত পূর্ণ, যদি ধনঞ্জয়
সাহস করিত আজি তোমাদের মত
করিতে আমার সঙ্গে দ্বৈরথ-সংগ্রাম।
আত্মশ্লাঘাকারী ভীরু, আমার নিন্দর

হন্তে নিধনের ভয়ে রোধিতে আমার
গতি, তোমাদের করেছে প্রেরণ। আর
নিজে, যুদ্ধ-ছল করি', পলাইয়া গেছে
এ বিশাল কুরুক্ষেত্রে, কোন্ দূর দেশে।
চ'লে যাও ধর্ম্মরাজ। যদি ইচ্ছা হয়, এই
হীন সূতপুত্রে করি' নমস্কার, দিয়ে
যাও তারে, বিজয়ীর প্রাপ্য অধিকার।

নমস্কার করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান, নমস্কার না করিয়া
নকুল প্রস্থান করিতেছিল

অশিষ্ট নকুল !

নকুল। আমি নহি ধর্ম্মরাজ। যাক প্রাণ, হীন
সূতপুত্রের সম্মুখে শির না করিব নত।

কর্ণ। (হাস্য) যাও, তোমার প্রণাম,
আমার নিকটে মূল্যহীন। — নকুলের প্রস্থান
তুমি কি করিবে সহদেব ?

সহ। নিজে ধর্ম্মরাজ প্রণাম করিলা যারে,
হ'ক সে অধম শূদ্র — সূত — আমি তাঁরে
করিনু প্রণাম। (প্রণাম)

কর্ণ। (শশব্যস্তে) যাও ভাই, শীঘ্র যাও—
তুলে লও ধর্ম্মরাজে নিজ-রথে। ভগ্নরথ,
নিরস্ত্র তোমার জ্যেষ্ঠ। যদি দেখে রাজা
দুর্য্যোধন, তখনি করিবে বন্দী—যাও !
রাজ্যলোভে সংগ্রামের এত যে ক'রেছ
আয়োজন, সমস্তই পণ্ড হবে। — সহদেবের প্রস্থান

আর তুমি ?
—কি করিবে বৃথা গর্ব্বী বৃকোদর ?
মনে আছে ? যে দিন প্রথম তোমাদের
রঙ্গস্থলে করিয়া প্রবেশ, ক্রীড়াযুদ্ধে,—
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপের সম্মুখে—
করিয়াছিলাম আমি অর্জ্জুনে আহ্বান !
পাইয়া আমার পরিচয়, দুর্ব্বাক্য
ব'লেছিলে মোরে—"ওরে হীন সূতপুত্র,
অস্ত্র ধরা কার্য্য তোর নয়—অস্ত্র ফেলে
বল্‌গা ধর্ হাতে"—মনে আছে ? বুঝেছ কি
এইবার, সেই হীন সূতপুত্র কত
শক্তিধর ? বুঝেছ কি মহাশক্তিশালী
ভীমসেন, তোমারে যে দলিত করিয়া
জড়মত নিশ্চেষ্ট করিতে পারে, তার
হস্তে বল্‌গা কিংবা অস্ত্র পায় শোভা ?
বল ধুরন্ধর।

ভীম। যে কথা ব'লেছি, হীন সূত,
মৃত্যু-ভয়ে করিব কি তার প্রত্যাহার ?
হীন হ'তে আরো হীন তুই। যুদ্ধে করি'
অধর্ম্ম আশ্রয়, আমারে স্তম্ভন বাণে
নিশ্চেষ্ট করিলি।

কর্ণ। ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম যুদ্ধ,
ধর্ম্মবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরে করিও জিজ্ঞাসা।
স্থূলবুদ্ধি উদর-সর্ব্বস্ব বৃকোদর,
তুমি কি বুঝিবে ? শরমুখে করিয়াছি

স্নেহের আরোপ। হতভাগ্য বুঝিলে না,
জীবন্ত পরশ তার শিথিল করিয়া
অঙ্গ তব, করিয়াছে নিশ্চেষ্ট তোমারে?

ভীমের গলদেশে ধনু প্রবেশ করাইয়া আকর্ষণ।

অশিষ্ট ক্ষত্রিয়, উঠে যাও। হীন প্রাণ
লইয়া তোমার, কিছুমাত্র গর্ব্ব নাহি
মোর। যাও, তোমারেও দিনু অব্যাহতি!

ভীম। এ হ'তে অধিক নয় মৃত্যুর যন্ত্রণা!
দেরে, হীন সূত, মৃত্যু দে—মৃত্যু দে মোরে।

কর্ণ। তা হ'তে অধিক দিব যন্ত্রণা তোমায়!
হে দাম্ভিক ক্ষত্রিয়-নন্দন,—এই নাও—

ভীমের গণ্ডে চুম্বন করিলেন

তাইত, তাইত ভীমসেন। বজ্রসম
করেছ কঠোর দেহ, কিন্তু গণ্ড
তব এত সুকোমল! যাও এইবার।
আভিজাত্য-গর্ব্বে তব দিলাম আক্ষেপ-
চিহ্ন! যতদিন জীবিত রহিবে, রেখো
অনন্ত স্মৃতিতে তুলে। নতমস্তকে ভীমের প্রস্থান
মা, মা। কোথা আছ?
একবার দেখা দিয়ে প্রফুল্ল কর মা
মোরে! মর্ম্মভেদী বাণ, ঘন বরষার
ধারামত, ছুঁড়েছি আকাশে। তারা ফিরে
আসি', তোমার এ মাতৃহারা সন্তানের
মুক্ত মর্ম্মে করিছে পীড়ন। তুমি ছাড়া

আর যে মা, পারিবে না কেহ, নিবাইতে
সে অনল-জ্বালা। আসিতে কি পারিবে না ?

কুন্তী-মূর্ত্তির আবির্ভাব

না—না—তুমি কেন ! তোমারে চাহি না আমি
দেখিতে—নিয়তিরূপা—ওগো চ'লে যাও।
চাহিয়া দেখিতে কৃতজ্ঞতা, পথরোধ
ক'রে তাঁর—যাঁহার বাৎসল্যে পুষ্ট আমি—
দাঁড়ায়ো না—দাঁড়ায়ো না—ওগো—মাতা !

মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান

মাতা ? মাতা—মৃত্যু-মূর্ত্তি—সে আমার মাতা ?

দুঃশাসনের প্রবেশ

দুঃশা। অঙ্গরাজ !
কর্ণ। এই যে সম্মুখে তব ভ্রাতঃ।
দুঃশা। আসিতেছে ঘটোৎকচ বধিতে আমারে।
কর্ণ। ভুলে গিয়েছিনু আমি—বধিতে এসেছি
ঘটোৎকচে, ভুলে গিয়েছিনু দুঃশাসন। উভয়ের প্রস্থান

শকুনি ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ

শকুনি। ওই যায়—ওই যায়—যাও দুর্য্যোধন,
ওই—ওই দেখিছ না ? ওই চ'লে যায়
যুধিষ্ঠির ? রথ-শূন্য—অস্ত্র-শূন্য। হেন
শুভযোগ—আর কি কখন পাবে ? যাও, যাও।—
দুর্য্যো। সত্য হে মাতুল, এমন সুযোগ
আর ত কখন আসিবে না !

শকুনি। যাও যাও বৃথাবাক্যে বিলম্ব ক'র না।
সহদেব-রথে যদি একবার করে
আরোহণ, আর তারে পাইবে না।
দুর্য্যো। কিন্তু হে মাতুল—
শকুনি। বল বল—শীঘ্র বল।
দুর্য্যো। বেঁধে যদি আনি তারে,
তারপর কি করিব?
শকুনি। এনে দিবে আমার নিকটে।
আবার করিব—মূর্খ ভাগিনেয়,
বুঝিছ না—আবার করিব পাশা-ক্রীড়া।
দুর্য্যো। বুঝিয়াছি, আবার পাঠাবে তারে বনে।
শকুনি। দুর্য্যোধন, আবার যদ্যপি
তারে পাই, যাবৎ-জীবন দেশান্তর।
দুর্য্যো। অপেক্ষা—অপেক্ষা—হে মাতুল, জেনো স্থির,
বন্দী করি' আনিয়াছি যুধিষ্ঠিরে।　　　　প্রস্থান
শকুনি।　　　　ধর্ম্মরাজ (হুঁ)
বটে তুমি যুধিষ্ঠির! একটি বারের
তরে, দুর্য্যোধন-মুখ হ'তে, বহির্গত
হ'ল না ত তোমার নিধন-কথা। যাক্,
যদি হয় পূর্ণকাম দুর্য্যোধন—যদি
ধর্ম্মরাজ, সে তোমারে বাঁধিয়া আনিতে
পারে, এ ভারত-যুদ্ধে, সর্ব্বজয়ী হব
আমি। আবার খেলিব পাশা—রাজা,
আবার পাঠাবো তোমা' বনে।
(নেপথ্যে চাহিয়া) ওকি হ'ল?

ও কে আসে দুর্য্যোধনে নিরুদ্ধ করিতে !
ওরে পাশা, বৃথা আশা, হ'ল না পাণ্ডব
পরাজয়। দূর ছাই—দশ-ছয় ষোল !
তবে সব গেল—ষোল কলা পূর্ণ হ'ল !
পিতৃ-অস্থি, এতদিন পরে তোর
গেল প্রয়োজন। চল্ এইবারে তোরে
নিক্ষেপ করিয়া আসি হিরণ্বতী জলে। প্রস্থান

যুদ্ধ করিতে করিতে দুর্য্যোধন ও সাত্যকির প্রবেশ

সাত্যকি। এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলে সখা,
এমন সুলভ ন'ন রাজা যুধিষ্ঠির ?
নিরস্ত্র দেখিয়া তাঁরে, প্রমত্ত-উল্লাসে
ছুটেছিলে তাঁহারে করিতে বন্দী ! কই,
সে মহাপুরুষ কোথা আর, কোথা তুমি ?
বুঝ নাই হতভাগ্য, অলক্ষ্যে তাঁহার—
কতশত অনুচর, ধর্ম্মের নিদ্দেশে,
তাঁহার জীবন রক্ষা করে ?

দুর্য্যো। হে সখে সাত্যকি, ধিক্
ক্ষাত্র-ধর্ম্মে, ক্ষাত্র-পরাক্রমে। একদিন
ছিলে যে আমার তুমি প্রাণ হ'তে প্রিয়।
আমিও ছিলাম বুঝি তাই—

সাত্যকি। বুঝি কেন, তাই ছিলে সখা—
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম।

দুর্য্যো। লোভে, মোহে আজি সেই
তোমাতে আমাতে এ বৈরিতা।

সাত্যকি। বিচিত্র! কিন্তু সখা সত্য যদি
তোমারে বলিতে হয়, বৈরিতা পশেছে
শুধু বাণে—নহে মনে।
দুর্য্যো। যাই হ'ক শুনি'
আনন্দে বিদায়-মুখে দিতেছি তোমারে
শর-পুষ্প উপহার। শর নিক্ষেপ
সাত্যকি। আমিও দিতেছি লহ—প্রতিদান। শর নিক্ষেপ

—দৃশ্যান্তর—

মৃত ঘটোৎকচ—পার্শ্বে কর্ণ

কর্ণ। চ'লে গেলি এক-বিঘাতিনী? এক ক্ষুদ্র
নগণ্য, বর্ব্বর রথী—তারে বধ ক'রে
বধের রহস্য ক'রে গেলি? স্বপ্নে দেখা,
আলোকের মত, বন্ধ চোখে দিয়ে দেখা,
মুক্ত চোখে আঁধারে মিলালি? দিয়েছিলি
কি আশ্বাস, শৈল-বিদারণ-শক্তিধরী,
ক'রে গেলি কি নিরাশ, বল্মীকের পিণ্ড
চূর্ণ করি'। এই জীর্ণ-স্তূপ অন্তরালে,
দেখে যেন সে শৈল মহান—মুখে হাসি—
বুঝেছে সে আজ নিরাপদ। মহাশত্রু
আমি তার, অতি তুচ্ছ তৃণ উৎপাটিতে,

ক'রেছি এ বজ্রবাহু ক্ষত। (চোখে আসে
জল!) কেন আসে? আসে কি বিষাদে? না না,
কখনো যা আসে নাই, কি হেতু আসিবে
তাহা আজি? উল্লাস—উল্লাস! ওই শৈল-
অন্তরালে, ওই যে অপূর্ব্ব দুটি আঁখি—
ওই যে কারুণ্যপূর্ণ—ভাসায়ে তুলেছে
অন্ধকারে, যুগ যুগান্তের আত্মীয়তা—
কত কথা বিশ্রব্ধ আলাপে—মধু-ভরা
সম্পর্কের কত ইতিহাস—ওই বটে।
কাঁদানো পরশ নিয়ে—ওই বটে—আসিয়াছে
বিকল করিতে মোরে! উল্লাস—উল্লাস।) প্রস্থান

দুঃশাসন প্রভৃতির প্রবেশ

দুঃশা। ম'রেছে—ম'রেছে—ম'রেছে।

সকলে। (উল্লাস করিতে করিতে) ধন্য বীর অঙ্গরাজ।

দুঃশা। চল, তাঁকে আজ কাঁধে ক'রে আমাদের নৃত্য ক'রতে হবে। ঘটোৎকচ মরেছে।

সকলে। ঠিক—ঠিক! চল, নৃত্য ক'রতে হবে—তাঁকে কাঁধে ক'রে, চল—চল।

দুঃশা। মামা—মামা, ম'রেছে—ম'রেছে।

শকুনি। আগে আমাকে কাঁধে ক'রে নৃত্য কর্ বেটারা। মেরেছে কে? রাগে আমি বাপের গোহাড় ক'খানা জলাঞ্জলি দিয়ে এলুম—মাথায় হাত দিয়ে, পাকা একটি দণ্ড এই রাক্ষসটার বধোপায় চিন্তা ক'রলুম—ও কি আর বাঁচতে পারে!

সকলে। তবে মামাকেও কাঁধে কর্—

শকুনি। আরে না—না—রহস্য ক'রছিলুম—রহস্য। নে—নে, এখন ছুটে চল্—সৈন্য মধ্যে সংবাদ দে—রাজাকে সংবাদ দে। ওরে, এত উল্লাস—মনে হচ্ছে নিজেই যেন আমাকে কাঁধে ক'রেছি।

সকলের প্রস্থান . নেপথ্যে উল্লাস

অর্জ্জুনের প্রবেশ, পশ্চাতে কৃষ্ণ

অর্জ্জুন। এ কিরূপ বাসুদেব? কি হেতু কৌরব
সহসা করিল এই প্রমত্ত উল্লাস?
একি—একি—হে কেশব একি সর্ব্বনাশ!
ঘটোৎকচ নিহত সমরে!

কৃষ্ণ। (সোল্লাসে) সত্য কথা? মরিয়াছে ঘটোৎকচ?

অর্জ্জুন। ওই যে সম্মুখে তব, সখা!
কি হ'ল কেশব—কি দুর্দ্দৈব
ঘেরিল পাণ্ডবে! কাল গেল অভিমন্যু,
আজ ঘটোৎকচ। অসহ্য, কৃষ্ণ,
শোকের উপরে শোক উন্মত্ত করিল
মোরে। কে বধিল মহাবীরে বল কৃষ্ণ,
অভিমন্যু-বধে বধিয়াছি যেই মত
জয়দ্রথ—ঘটোৎকচ-বধে, সেইমত
বধ করি দুরাত্মারে!

কৃষ্ণ। অপেক্ষা—অপেক্ষা প্রিয় সখা—
সর্ব্বাগ্রে আনন্দ করি, পরে
বলিব তোমাকে, কে বধেছে ঘটোৎকচে।

শঙ্খধ্বনি

অর্জ্জুন। (সবিস্ময়ে) ওকি কর!

কৃষ্ণ। এই যে দেখ না, করিতেছি শঙ্খধ্বনি।
কি দেখিছ বিস্মিত নয়নে ধনঞ্জয়!
উল্লাসে চরণ রহে না রহে না স্থির—
অপেক্ষা—প্রাণের সখা, ক্ষণেক নাচিয়া
লই আমি।

অর্জ্জুন। বাসুদেব, নিশ্চয় প্রমত্ত আজ তুমি।

কৃষ্ণ। প্রমত্ত—প্রমত্ত—আনন্দের
প্রমত্ত উচ্ছ্বাস সখা, প্রমত্ত ক'রেছে
মোরে। ঘটোৎকচ মরিয়াছে। বধিয়াছে
তারে কর্ণ। নিদ্রাশূন্য এত কাল গেছে
মোর নিশা। আজ আমি নিশ্চিন্ত ঘুমাব।

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন, তব কার্য্যে করিয়া সন্দেহ
হইয়াছি অপরাধী আমি। তবু সখা,
বল মোরে—বড় কৌতূহল—পুত্রবধ
দেখে, কি কারণে উল্লাস তোমার?

কৃষ্ণ। আজ নিজ প্রাণ
দিয়ে কর্ণ-শরে ক'রে গেছে
হিড়িম্বানন্দন তোমার জীবন রক্ষা।

অর্জ্জুন। আমার জীবন রক্ষা।

কৃষ্ণ। তাই কেন সখা—তোমার—আমার।
অঙ্গরাজ যে ভীষণ অস্ত্রবলে ছিল
বলীয়ান, সে অস্ত্রের প্রহার সহিতে,
ত্রিজগতে নাহি ছিল নাহি ছিল শক্তিমান্।
সে যদি করিত ইচ্ছা বধিতে আমারে,
হইত আমার মৃত্যু—বধিতে তোমারে,

হইত তোমার মৃত্যু। গাণ্ডীব দূরের
কথা, রক্ষিতে নারিত সুদর্শন।

অৰ্জ্জুন। এত বড় বীর কর্ণ ?

কৃষ্ণ। ছিল, আর নহে —
এইবারে বধ্য সে তোমার।
এত বড় বীর পূর্ব্বে আসেনি ধরায়।
সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী—ছিল
নররূপে সে অমর। কেবল—কেবল—
দানে দাতৃশিরোমণি নিঃস্ব করিয়াছে
আপনারে। তথাপি—তথাপি—একমাত্র
বধ্য সে তোমার। তাও সখা, যোগ্য কালে—
যখন তখন নয়। চল, বলিতে বলিতে
ইতিহাস, শিবিরে ফিরিয়া, অবশিষ্ট
রাত্রিকাল নিশ্চিন্ত বিশ্রাম লই সখা।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পাণ্ডব-শিবির

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী

(যুধিষ্ঠির শয্যায় শয়ান, দ্রৌপদীর পদসেবা

যুধি। হ'ল না পাঞ্চালী! শুধু লাভ—মর্ম্মস্থলে
আঘাতের উপর আঘাত। কাল গেল
অভিমন্যু, আজ ঘটোৎকচ। দুই পার্শ্ব
হ'তে মোর, দুইটি পঞ্জর গেল খসি,
আর যে মস্তক আমি তুলিতে পারি না
যাজ্ঞসেনী।

দ্রৌপদী। মর্ম্মকথা বলি মহারাজ,
অভিমন্যু-মৃত্যু-কথা শুনে, দুই করে
বক্ষ ধ'রে, ছুটে গিয়েছিনু আমি, দিতে
সান্ত্বনা সুভদ্রা ভগিনীরে! ঘটোৎকচ
নিহত শুনিয়া মনে হ'ল ঠিক যেন
হারায়েছি গর্ভস্থ সন্তানে মহারাজ!
দ্বৈতবনে সেবা তার—ক্লান্ত মৃতপ্রায়
দেখে—আমারে বহন—করিতে আমার
তুষ্টি, রাশি রাশি উপায়ন আনয়ন—
জীবন থাকিতে ভুলিতে যে পারি না হে
মহারাজ! কোনো মাতা গর্ভস্থ সন্তান

হ'তে সেবার করে না প্রত্যাশা। সেই
অনুপম শক্তিধর সন্তান আমার—
আমারে ফেলিয়া গেছে চ'লে। দাঁড়াইলেন

যুধি। উঠিলে যে যাজ্ঞসেনী ?

দ্রৌপদী। আসিছেন ধনঞ্জয়—সঙ্গে বাসুদেব।

যুধি। পার্শ্ব-কক্ষে লওগে বিশ্রাম।

দ্রৌপদীর প্রস্থান

অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ

এস দেবকী পুত্র, এস ধনঞ্জয়। তোমাদের মঙ্গল ত ? বড় আনন্দ, বড় আনন্দ কেশব, বড় আনন্দ ধনঞ্জয়, তোমাদের দেখে। তোমরা অক্ষত শরীরে ফিরে এসেছ। ধনঞ্জয়, কর্ণকে কি বধ ক'রেছ ? বল—বল ভাই, নিরুত্তর থেকো না। বল বাসুদেব। আমি কর্ণ সংহারের ইতিহাস শোনবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে তোমাদের প্রতীক্ষা ক'রছি। বল—বল, মৌন থেকো না।

অর্জ্জুন। সূতপুত্রের সঙ্গে কি আপনার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল ?

যুধি। সাক্ষাৎ ? জীবনে যা কখন হয়নি, কর্ণের সম্মুখে পড়ে আজ আমার তাই হ'য়েছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ যা আমার ক'রতে পারেন নি, কর্ণ আমার তাই ক'রেছে। আমার রথধ্বজ ছিন্ন ক'রেছে, পাঞ্চি সারথি অশ্ব—সমস্ত হত্যা ক'রেছে। আর—আর বল্‌তে কষ্ট হচ্ছে ধনঞ্জয়, আমাকে ধ'রে আমার প্রতি এমন পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে যে, রণাঙ্গনে আমার মৃত্যু হয়নি ব'লে আমি আক্ষেপ ক'রছি। শুধু আমি নয় ধনঞ্জয়—আমি, ভীম, নকুল, সহদেব—

অর্জ্জুন। চার জনকেই পরাস্ত ক'রেছে ?

যুধি। পরাস্ত কেন ধনঞ্জয়, বন্দী। তারাও যে যার শিবিরে শুয়ে, আমারই মত মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ ক'রছে।

কৃষ্ণ। শুনে কিন্তু আশ্চর্য্য হ'চ্ছি মহারাজ, আপনাদের আয়ত্তে পেয়ে কর্ণ আপনাদের বধ ক'রলে না কেন ?

যুধি। কেন ক'রলে না বাসুদেব ? যেদিন ক্রীড়াযুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে প্রথম তাকে রঙ্গস্থলে প্রবেশ ক'রতে দেখেছিলুম, সেইদিন থেকেই তার ভয়ে আমি অস্থির ভাবে জীবন অতিবাহিত ক'রছি। তার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর আমি নিদ্রিত বা সুখী হ'তে পারিনি। বিনিদ্রিত অবস্থাতেই আমি তার স্বপ্ন দেখেছি। তার ভয়ে ভীত হ'য়ে আমি যেখানে যেতুম, সেই স্থানেই দেখতে পেতুম, সে যেন আমার অগ্রে চ'লেছে। তাকে দেখলেই মনে হ'ত, এত বড় ধনুর্দ্ধর আর পৃথিবীতে আসে নাই।

কৃষ্ণ। আপনার অনুমানে ভ্রম ছিল না মহারাজ।

যুধি। ছিল না—ছিল না, না বাসুদেব ? কিন্তু দুর্য্যোধনের সেই নিতান্ত মিত্র সূতপুত্র আমাদের আয়ত্তে পেয়ে বিনাশ ক'রলে না কেন ?

কৃষ্ণ। তাতে কি আপনি দুঃখিত ?

যুধি। দুঃখিত ? বল কি কৃষ্ণ! সূতপুত্রের কৃপায় প্রদত্ত জীবন বহন ক'রছি—এর অপেক্ষা দুঃখ কি আর হ'তে পারে ? অসহ্য, বাসুদেব, জীবন অসহ্য হ'য়ে পড়েছে। কখন তার প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু আজ হ'য়েছে। তার মৃত্যুর ইতিহাস না শুনে আর আমি শান্তি পাব না। বল ধনঞ্জয়, বিলম্ব ক'র না, কেমন করে তুমি তাকে বধ ক'রলে। শুনলুম, রণক্ষেত্রে তোমাকেই কেবল সে অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছিল। তোমাকে পাবার জন্য সে প্রদর্শককে হস্তী, অশ্ব, গো, সুবর্ণময় রথ পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা ক'রেছিল। আমাকে শুনিয়ে তোমার প্রতিও সে পরুষ বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে। এইবারে বিশ্রাম নিতে নিতে আমাকে বল, সে সর্ব্ব-যুদ্ধ-বিশারদ ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য মহারথকে কেমন ক'রে তুমি বিনাশ ক'রলে।

অর্জ্জুন। এখনো পর্য্যন্ত তাকে বিনাশ করতে পারিনি মহারাজ!

যুধি। কি ব'ললে গাণ্ডীবী?

অর্জ্জুন। এখনো পর্য্যন্ত তাকে বিনাশ করবার সময় পাইনি। আমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলুম।

যুধি। তবে কি নিমিত্ত তুমি আমাকে দেখতে এলে?

অর্জ্জুন। শুনলুম, কর্ণের অদ্ভুত পরাক্রমে আমাদের বহু সৈন্য আজ বিনষ্ট হ'য়েছে। আমাদের কোনও যোদ্ধা তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি! শুনলুম, আপনিও তার বাণে জর্জ্জরিত হ'য়ে তাকে পরিত্যাগ করে শিবিরে ফিরে এসেছেন। তাই, যুদ্ধে ক্ষান্তি দিয়ে আপনাকে দেখতে এসেছি।

যুধি। তোমাকে ধিক্ ধনঞ্জয়। দ্বৈতবনে তুমি আমার কাছে সত্য ক'রে বলেছিলে না, "আমি একাকীই কর্ণকে বধ ক'রব!"

অর্জ্জুন। এখনো ত সত্যভ্রষ্ট হইনি মহারাজ! কর্ণ কর্তৃক পরাজিত হ'য়ে ত আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসিনি?

যুধি। নিশ্চয় পরাজিত। মৃত্যু-ভয়ে যখন রণক্ষেত্রে আজ তার সম্মুখে তুমি উপস্থিত হ'তে পারনি, তখন তুমি পরাজিত নও ত কি? তার সঙ্গে যুদ্ধে যদি তুমি সমকক্ষ নও জানতে, তখন সে কথা পূর্ব্বে বলনি কেন? আমি কর্ণ-বধের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ক'রতুম।

অর্জ্জুন। সমকক্ষ নই, এরই মধ্যে আপনি জানলেন কেমন ক'রে? আজ রাত্রি-প্রভাতে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ব স্থির ক'রেছি। আপনি আসুন, রণস্থলে আমাদের উভয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করুন। সূতপুত্রকে যদি আমি বিনাশ না করতে পারি, তা'হলে মিথ্যা অঙ্গীকারকারীদের যে হীন গতি, তাই আমার লাভ হবে।

যুধি। এখনো সেই অসারগর্ভ মূল্যহীন বাক্য-বিন্যাস! ধিক্, ধিক্—শত ধিক্ তোমাকে। আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করা তোমার নিতান্ত অন্যায় হ'য়েছে।

অর্জ্জুন। কি হেতু আপনি আজ এরূপ উত্তেজিত মহারাজ? আমি যে বুঝতে পার্‌ছি না!

যুধি। উত্তেজনা? কর্ণ সমস্ত রণক্ষেত্রে তোমাকে অন্বেষণ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তুমি আমাকে দেখবার ছল ক'রে, তার ভয়ে সমর-ক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে এলে! আবার বল্‌ছ, কি হেতু আমি উত্তেজিত? যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পলায়ন অপেক্ষা, পঞ্চমমাসে গর্ভে বিনষ্ট হওয়া কিম্বা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করাই তোমার উচিত ছিল! যাও, যদি বুঝে থাক—কর্ণকে বধ ক'রতে তুমি অপারগ, তাহ'লে তোমার অপেক্ষা সুনিপুণ অন্য কোনও বীরকে গাণ্ডীব প্রদান কর।

অর্জ্জুন। (শিহরিল) কেশব—কেশব!

যুধি। তোমার গাণ্ডীবকে ধিক্, তোমার বাহুবলকে ধিক্, তোমার ওই অগ্নিদেব-প্রদত্ত কপিধ্বজ রথকেও ধিক্। যুধিষ্ঠির প্রস্থান

কৃষ্ণ। ধর্ম্মরাজ—ধর্ম্মরাজ— কৃষ্ণের প্রস্থান

অর্জ্জুন ক্ষণেক নিস্তব্ধ রহিয়া প্রস্থান করিলেন। অস্ত্র হস্তে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেন।
দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া পশ্চাৎ হইতে তাঁর অস্ত্র ধারণ করিলেন।

অর্জ্জুন। কর পরিত্যাগ, নহিলে মর্য্যাদা যাবে।

দ্রৌপদী। বাসুদেব—বাসুদেব!

কৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

কৃষ্ণ। কি কি সখী?
যাও কৃষ্ণে, তুষ্ট কর ধর্ম্মরাজে তুমি। দ্রৌপদীর প্রস্থান
একি সখা ধনঞ্জয়, এই অসময়ে
খড়্গ কেন করিলে গ্রহণ? প্রতিদ্বন্দ্বী
এখন তোমার এখানে ত কেহ নাই!
একি, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস, বহ্নিকণা

বিচ্ছুরিত রক্ত দৃষ্টি হ'তে ! ধর্ম্মরাজ-
তিরস্কারে, হে মানদ, মনে কি তোমার
সত্যই উঠেছে জেগে তীব্র অভিমান ?

অর্জ্জুন। হে কেশব, জান তুমি আমার উপাংশু
ব্রত—যে মোরে বলিবে, ত্যজিয়া গাণ্ডীব
অন্য হস্তে দিতে, বিনাশ করিব তারে!

কৃষ্ণ। চলিয়াছ তাই ইষ্ট জ্যেষ্ঠেরে নাশিতে !

অর্জ্জুন। সত্য হ'তে ভ্রষ্ট হ'ব ?

কৃষ্ণ। ধিক্ ধিক্ সখা,
ধিক্কার তোমারে শতবার। দেখিয়া তোমারে
এতাদৃশ রোষ-পরবশ, মনে হয়,
যথাকালে জ্ঞানবৃদ্ধ-নিকট হইতে
পাও নাই কভু উপদেশ। সত্য বটে
ধর্ম্মভীরু তুমি, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত
তত্ত্ব নহ অবগত। ধর্ম্মনাশ-ভয়ে
করিতে ছুটিয়াছিলে, ধর্ম্ম-বিগর্হিত
হেন কার্য্য ধনঞ্জয়, পৃথিবীতে—
একমাত্র তুমি যার হইতে উপমা !

অর্জ্জুন। হে সর্ব্বতত্ত্বের দ্রষ্টা, এখনো ত আমি
বুঝিতে নারিনু কিবা তব উপদেশ !
আমারে কি সত্যভ্রষ্ট হ'তে বল তুমি ?

কৃষ্ণ। তা কেন বলিব ? তবে কিনা ধনঞ্জয়,
সত্য-তত্ত্ব বড়ই দুজ্ঞের্য়। এ জগতে
অনেক অসত্য নিত্য সত্য মূর্ত্তি ধরি'
মানবে করিছে প্রতারিত। আত্মজ্ঞান

বিনা, কেহ না করিতে পারে হে পাণ্ডব—
সত্যের নির্ণয়। মিথ্যা যদি সত্য মূর্ত্তি
ধরে, সেখানে করিতে হয়, মিথ্যা দিয়া
মিথ্যার বিনাশ। গাণ্ডীব-ধারণ সঙ্গে
সত্য ক'রেছিলে যেই দিন, বল দেখি
সত্যাশ্রয়ী, স্বপ্নেও কি ভেবেছিলে তুমি
এ নিষ্ঠুর বাক্য—ধর্ম্মরাজ-মুখ হ'তে
হইবে বাহির? স্মরণ করহ বীর।
যদি না ভাবিয়া থাক, মিথ্যা হয়েছিল
ভাই প্রতিজ্ঞা তোমার। যদি ভেবে থাক,
এখনি বধহ ধর্ম্মরাজে।

অর্জ্জুন। বাসুদেব, বাসুদেব,
পাণ্ডবের পিতা মাতা তুমি, আমাদের
গতি ও আশ্রয়। এইবারে রক্ষা কর
ধর্ম্মরাজে, আমারে, তোমারে—জানো যদি
আমার মরণ সঙ্গে, তোমারো এ
চারু দেহ লয়। যাও সখা, বুঝিয়াছি—
মিথ্যা ব্রত গ্রহণ করিয়াছিনু আমি।
প্রতিজ্ঞার কালে, সত্য, উঠে নাই মনে,
তাই কেন, কোন কালে ভ্রমেও জাগেনি
মনে, এ নিষ্ঠুর তীব্র বাক্য ধর্ম্মরাজ-
মুখ হ'তে হইবে বাহির।

কৃষ্ণ। কখনো যা করনি জীবনে, তাই কর—
ধর্ম্মরাজে কর অপমান। অশ্রদ্ধার
বাক্যের প্রয়োগে মৃতকল্প ক'রে দাও

তাঁরে। দেহ নাশে ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু নহে,
মৃত্যু অপমানে। ওই আনিয়াছেন তিনি,
কর্ণ-কৃত অপমান, অসহ্য হয়েছে
তাঁর, দেখিছ না—এখনও শান্তি-চিহ্ন
ফুটে নাই মুখে? প্রথমে উত্যক্ত কর
বাক্য-বাণে, তারপর দুইজনে মিলি'
চরণ ধারণ! তোমার প্রতিজ্ঞা তাতে
রক্ষা হবে সখা।

দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ

দ্রৌপদী। অনর্থক আপনার
দুঃখ মহারাজ! না করিয়া তিরস্কার
তৃতীয় পাণ্ডবে, আদেশ করুন তাঁরে।
বলুন রাজন "যতক্ষণ কর্ণে তুমি
করিতে নারিবে ধরাশায়ী, ততক্ষণ
এ শিবিরে দেখিতে আমারে আসিও না।
আর, যদ্যপি অশক্ত হও তুমি,
ওমুখ আমারে আর দেখায়ো না।"

অর্জ্জুন। আমি—আমি
কেন আসিব না যাজ্ঞসেনী! সূতপুত্রে
বধ, ইচ্ছা সে আমার। ওই দুর্ব্বলতা-ভরা
নারী-বুদ্ধি রাজার আদেশ অশ্রদ্ধেয়
বুঝিতেছি আজি। হে দুর্ব্বল-প্রকৃতিক,
যত অনর্থের মূল তুমি। তোমা হ'তে
দ্রৌপদী-লাঞ্ছনা, তোমা হ'তে রাজ্য-নাশ—

এ মহা ভারত-যুদ্ধ, এই সব গুরুজন,
এই সব আত্মীয়-বিনাশ—একমাত্র
তুমিই কারণ তার। না দেখে নিজের দোষ,
রণক্ষেত্র হ'তে পলাইয়া, দ্রৌপদীর
শয্যায় বসিয়া নির্লজ্জের মত তুমি
আমারে করিলে তিরস্কার! ধিক্ তোমা'—
অত্যন্ত নিষ্ঠুর তুমি, তোমার নিকটে
অবস্থানে, আমরা কেহই নহি সুখী।

দ্রৌপদী। একি কথা শুনি—কার মুখে! কৃষ্ণ-সখা
ধনঞ্জয় তুমি! আর তুমি? সত্য কি
দাঁড়ায়ে সম্মুখে মোর দেবকী-নন্দন?
একজন করে গুরু-অপমান, অন্য
জন সে দুর্ব্বাক্য স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া
শুনে! অবনত মস্তকে ভূপতিত হইলেন

যুধি। সংক্ষুব্ধা হ'য়ো না প্রিয়তমে! সত্য
বলিয়াছে ধনঞ্জয়। সত্য—সত্য, যত
অনর্থের মূল আমি। হে অর্জ্জুন, এক
বর্ণ মিথ্যা নাই উক্তিতে তোমার। সত্য,
অত্যন্ত অসৎকার্য্য করিয়াছি আমি।
একমাত্র আমি, তোমাদের সকলের
দুঃখের কারণ। নিতান্ত ব্যসনাসক্ত,
আমি মূঢ়, ভীরু, অলস ও কাপুরুষ।
আমাদের কুলনাশে আমিই কারণ!
অতএব ওই খড়্গে এখনি আমার
কর মস্তক ছেদন। কিম্বা যাই চ'লে

বনে। কি হেতু তোমরা আর থাকিবে হে
অধীন আমার ? সুখী হও তুমি। রাজা
হ'ক ভীমসেন ; কিন্তু ভ্রাতঃ, আর তুমি
তীব্র বাক্য ব'ল না আমারে। সহ্য আমি
করিতে নারিব আর। প্রস্থানোদ্যত

দ্রৌপদী। কোথা যান মহারাজ ? বনে ?
আমি সঙ্গে যাব প্রভু—সঙ্গে লও,—
দাসীরে তোমার সঙ্গে লও। এই সব
ধর্ম্মবেত্তা মহাত্মার কাছে, আমিও যে
থাকিতে অশক্ত মহারাজ ! প্রস্থানোদ্যত

কৃষ্ণ। আর কেন প্রাণহীন মত দাঁড়াইয়া
সখা, এসো,—দুইজনে দুইটি চরণ
ধরি' আনি ফিরাইয়া মহাত্মায়।

উভয় কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের পদধারণ

ফিরিয়া আসুন মহারাজ !

অর্জ্জুন। আসুন ফিরিয়া মহারাজ !
হে ইষ্ট, রক্ষিতে ধর্ম্ম, দুর্ব্বাক্য ব'লেছি
আপনারে। দাস প্রতি প্রসন্ন হইয়া
করুন—করুন তারে ক্ষমা।

যুধি। বাসুদেব, ওঠো !
ধনঞ্জয় ওঠো ! প্রসন্ন হ'য়েছি আমি।

কৃষ্ণ। আমারি ইচ্ছায় মহারাজ, সখা
তীব্র বাক্য প্রয়োগ ক'রেছে আপনারে।
অবিদিত নহে আপনার, গাণ্ডীবীর
সে উপাংশু ব্রত, যে বলিবে তারে

গাণ্ডীব অন্যের হস্তে করিতে প্রদান,
তখনি সে তাহারে বধিবে।

যুধি। এতক্ষণে
বুঝিয়াছি প্রিয়তম, কর্ণ-অপমানে
সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিনু আমি।
উঠ প্রিয়, উঠ প্রাণাধিক, সত্যই যে
বধ্য আমি! কৃপা করি, কেশব আমার
করিয়াছে, তাই এই মৃত্যুর বিধান।

কৃষ্ণ। করিয়া গুরুর অপমান, অনুতাপে
আত্মহত্যা ইচ্ছা যদি জাগে মনে, সখা,
নিজের প্রশংসা কর রাজার সম্মুখে।
গুরুজন-অপমান মৃত্যুর সমান।
সেই মত স্বগুণ-কীর্ত্তন—আত্মহত্যা
হ'তে ভিন্ন নহে। করিয়াছ গুরু-বধ,
এইবার আত্মহত্যা কর ধনঞ্জয়।

অর্জ্জুন। কেশব আদেশে বলি, করুন শ্রবণ—
মহরাজ, এক পিনাকী শঙ্কর ভিন্ন
মম তুল্য ধনুর্দ্ধর কেহ নাহি আর।

যুধি। বলিতে হবে না আর প্রিয়। বলিতেছি,
কেশব-সম্মুখে, নিষ্পাপ—নিষ্পাপ তুমি।

কৃষ্ণ। উভয়েই শ্রীচরণে অপরাধী মোরা—
প্রসন্ন হইয়া, হে আর্য্য, করুন ক্ষমা।

যুধিষ্ঠিরের উভয়কে আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ

অর্জ্জুন। এইবারে অনুমতি চাহি মহারাজ,
নিশা-শেষে কর্ণ-বধে করিব প্রয়াণ।

প্রতিজ্ঞা আমার—রণে—কর্ণকে না করি'
নিপাতিত, কবচ না করিব মোচন
দেহ হ'তে।

কৃষ্ণ। আমারো প্রতিজ্ঞা মহারাজ,
পৃথিবী করিবে অন্ত কর্ণ-রক্ত পান।

যুধি। আয়ু-বৃদ্ধি অরাতি-বিনাশ, শোক-ক্ষয়—
হ'ক জয় লাভ। দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান

অর্জ্জুন। আর কেন বাসুদেব ?
আবার প্রস্তুত কর রথ।

কৃষ্ণ। অগ্রসর হও না সখা।

অর্জ্জুনের প্রস্থান, বাসুদেব প্রস্থানোদ্যত, পশ্চাৎ হইতে দ্রৌপদী প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণের হস্ত ধরিলেন

দ্রৌপদী। বাসুদেব !

কৃষ্ণ। বল, প্রিয়সখী।

দ্রৌপদী। এ কি দৃশ্য দেখিলাম আজি ! এখনো যে
বিস্ময়ে আতঙ্কে অবসন্ন হৃদিস্থল !
দেখি নাই কখন ত হেন যুধিষ্ঠির,
স্বপ্নেও দেখিতে সাহস নাই, হেন
ধনঞ্জয়। এও কি তোমার কোন লীলা ?

কৃষ্ণ। জিজ্ঞাসিলে যদি, তবে শুন ! আজ যারে
বধিতে হইবে রণস্থলে, তার তুল্য
ধনুর্দ্ধর আসেনি ধরায়। শুধু তাই
কেন, শুধু ধনুর্দ্ধর কেন সখী, কর্ণ
ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, তপস্বী-প্রধান,
শত্রুর (ও) উপরে দয়াবান।

দ্রৌপদী। এতাদৃশ সূতপুত্র ?

কৃষ্ণ। এতাদৃশ কর্ণ। ইহা হ'তে
আরো সখি আশ্চর্য্যের কথা, একমাত্র
আমি ভিন্ন,—অবশ্য আমারে যদি তুমি
মনে-মুখে বল অন্তর্য্যামী—

দ্রৌপদী। অন্তর্য্যামী তুমি নারায়ণ !

কৃষ্ণ। আমি ভিন্ন এ জগতে
আর কেহ নাই, বাহির দেখিয়া তার
অন্তর বুঝিতে পারে। দৃষ্টি অন্ধ-কারী
জ্যোতিষ্ক-প্রধান সবিতার বক্ষস্থলে
কেয়ূর-কুণ্ডল বাণ শঙ্খ চক্রধারী
লুক্কায়িত মহাপুরুষের মত, ওই
অপূর্ব্ব পুরুষ, সকলের দৃষ্টি 'পরে
ভ্রমিতেছে আপনারে লুকাইয়া। আজি,
রণস্থলে সেই মহাবীরের সংহার।
একমাত্র বধ্য কর্ণ অর্জ্জুনের বাণে—
তাও যদি সখা মোর কায়ে, বাক্যে, মনে,
সত্যের আশ্রয় করে। কণামাত্র মিথ্যা
যদি লুক্কায়িত থাকিত অন্তরে তার,
গাণ্ডীবের শত আকর্ষণে, কৃষ্ণে, ওই
মহাপুরুষের অঙ্গ হইত না ক্ষত।
ধর্ম্মরাজ-আচরণে, তোমারি মতন
সখি, মাঝে মাঝে সখার হৃদয়মাঝে
জাগিত বিদ্বেষ, কিন্তু প্রকাশ করিতে
কোনকালে সাহস আসেনি তার। আজ

জ্যেষ্ঠের কৃপায়, মুক্ত পার্থ সেই পাপ
হ'তে। তার ফলে, আজ—কি তোমারে বলি
যাজ্ঞসেনী—(সমাধিস্থ হইলেন)

দ্রৌপদী। ও-কি—ও-কি! জনার্দ্দন, হীন নারী,—
এ সংক্ষোভ বুঝিতে না পারি—শুনিবার
নয় যদি শুনিতে না চাই।
কোথা গেলে তুমি? .ফিরে এসো—ফিরে এসো!
চরণে দুলিছে বসুন্ধরা—কাঁপে তারা,
কাঁপে তীব্র জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী—ছুটে বায়ু
মত্ত ঝঞ্ঝামত—আকাশ দুলিছে ওই—
ফিরে এসো নারায়ণ!—এ বিশ্ব জগৎ
যেন লুকাইছে নিজের উদরে। এই ভীম
বিশালতা মাঝে, আমি একা—হে গোবিন্দ,
ফিরে এসো—ফিরে এসো। স্তব্ধ গম্ভীরতা
ল'য়ে আসিতেছে আমারে ঘেরিতে মৃত্যু।
ফিরে এসো সখা, ফিরে এসো আপনাতে।

কৃষ্ণ। (মুদ্রিতচক্ষে) এসেছি, এসেছি আমি। এই যে সম্মুখে—
মাথা তোলো, খোল চক্ষু—হে অভিমানিনী!

দ্রৌপদী। আমাকে নয় ত সম্বোধন! কেবা তুমি
ওগো ভাগ্যবতী? কোথা তব ঘর? কোন্
অজ্ঞাত প্রদেশ হ'তে, পরম-পুরুষে
তুমি, এমন করিলে আকর্ষণ? আমি
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পলক-বিহীন চোখে
খুঁজিয়া না পাই তাঁরে। এত ভালবাসা—
তবু আমি বিনিক্ষিপ্তা সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে?

কৃষ্ণ। কিছুই না চাও ? হে মানদে,
তবে কেন এ আগ্রহে আমারে করিলে
আকর্ষণ ? যা চাহিবে—আজ,
যে প্রার্থনা উঠিবে তোমার মনে।—বল !
পারিলে না ? তবে লহ মোর নমস্কার।
নমস্কার ! জান না কি নমস্যা আমার
তুমি ? তবে ? আবার নমস্কার।—(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)
(বুত্থিত হইয়া) ওই ওঠে শঙ্খধ্বনি সখি—ডাকে সখা
ব্যাকুল আহ্বানে। আর কথা কহিব না,
চলিলাম কর্ণবধে ; বলিবার যদি
কিছু থাকে, কর্ণের জীবন শেষ করি'
নির্জ্জনে বসিয়া তোমারে শুনাব সখি।
এখন চঞ্চল আমি—বিদায়, বিদায়। প্রস্থান

দ্রৌপদী। আর কথা শুনিতে সাহস কোথা মোর ?
কর্ণ-বধ পূর্ব্বে সখা, আমাকেও বধি'
গেলে তুমি। মৃত আজ ধর্ম্মরাজ, মৃত
ধনঞ্জয়—সেই সঙ্গে মরিল পাঞ্চালী।
স্বয়ম্বর সভাস্থলে—তোমারি সম্মুখে
ওই পুরুষ-প্রধানে হীন সূত ব'লে
করিয়াছি অপমান আমি। বুঝিয়াছি
কোথা গিয়েছিলে কৃষ্ণ। ওগো ভাগ্যবতী
সূত-কন্যা, ওগো নরশ্রেষ্ঠের ঘরণী,
প্রণিপাত করি আমি তোমার উদ্দেশে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কর্ণ-শিবির

বৃষকেতু

গীত

আমার নয়ন জলে ভাসছে দু'টি রাঙ্গা পা।
আমার দেখা দেখি আমি
পরের দেখা দেখবো না ॥
দেখছি আমি ওই যে নাচে
যাচ্ছে দূরে, আসছে কাছে—
সোনার ছবি ভাঙ্গে পাছে
নয়ন জল আর মুছবো না।
পাগল আমায় বলুক লোকে কারো কথা শুনবো না।

প্রস্থান

পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। বলে কিনা—"মাথা তোল হে অভিমানিনী।"
কি হেতু তুলিব মাথা? কেন না হইবে
অভিমান? শ্রেষ্ঠরথী, গরিষ্ঠ তাপস,
সত্যাশ্রয়ী, দাতার অগ্রণী—তাই কেন?
নাইবা হইল স্বামী তপস্বী-প্রধান,
নাইবা হইল শ্রেষ্ঠদাতা—নরদেহে,
হে মায়া-মানুষরূপী, স্বামী যে আমার
মানব-সম্পর্কে সদা নমস্য তোমার!
জ্ঞানমূর্ত্তি, হে বিধিজ্ঞ, হে পাণ্ডব-সখা,
এ কথা কি তোমারে বুঝাতে হবে? তুমি—
সেই তুমি ওগো—নিত্য স্বরূপে প্রকাশ,

দিলে কিনা তব জ্যেষ্ঠে—গরিষ্ঠ পাণ্ডবে
এতকাল সম্পর্ক-গোপন উপহার !
ক'রেছিনু সত্য—সত্য অভিমান। কেন ?
ধর্ম্মরাজ, ভীমার্জ্জুন না জানুক তারা,
তুমিত' জানিতে প্রেমময়। ওই সত্য—
স্বামীরে আমার যদ্যপি বলিতে ছিল
বাধা, আমারে বলিতে কি দোষ ছিল হে
বাসুদেব ! আমিতো—তুমিতো জানো, সদা
সর্ব্বক্ষণ তোমার মিলনাকাঙ্ক্ষী দীনা
ভ্রাতৃজায়া ! 'কি চাই মানদে !' কি চাহিব ?
হে কপট, সত্যই কি ভেবেছিলে তুমি,
তোমার নিকটে ভিক্ষা মেগে লব আমি
দেবরের পরাজয় ?

বৃষকেতুর প্রবেশ

আয় বৃষকেতু,
আয় কাছে, আরো কাছে, বক্ষের ভিতরে
প্রাণাধিক ! কি হেতু বিষন্ন ওরে শিশু ?

বৃষ। মা, মা ! প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলো, কই, কোথা
তোমারে মা দেখা দিতে এলো বাসুদেব ?

পদ্মা। বাসুদেব-বাক্য মিথ্যা কভু হয় না রে !
দেখিতে কি ব্যাকুল হইলি বৃষকেতু ?

বৃষ। ব্যাকুল হ'য়েছি মাতা। হ'তেছে সঙ্কুল
যুদ্ধ। দূর হ'তে শুনিলাম আমি, পিতা
এমন করিছেন রণ, পাণ্ডব-কটকে

উঠিয়াছে আর্ত্তনাদ—"বাসুদেব ! রক্ষা
কর তোমার পাণ্ডবে !"

পদ্মা। বলুক—বলুক—তারা,
শোন্ বৃষকেতু, বলি তোর কানে কানে।
দেবতা না শুনে—আরো কাছে—ওরে
আরো কাছে—তুইও বল্‌রে শিশু ঊর্দ্ধে
চেয়ে, যুক্তকরে "বাসুদেব ! রক্ষা কর
তোমার পাণ্ডবে !"

বৃষ। উন্মাদিনী হ'লে মাতা !

পদ্মা। না রে বৎস, পাণ্ডব-গৃহিণী আমি, কেন
হব উন্মাদিনী ? পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ—
সে যে সখা তোর, সখা মোর, সখা তোর
মহাত্মা পিতার !

বৃষ। একি বল—একি বল—
প্রবল আতঙ্কে কাঁপে হৃদয় আমার—

পদ্মা। বৃষকেতু ! এসেছিল !

বৃষ। কে মা—বাসুদেব ?

পদ্মা। কুহকী—কুহকী—এসেছিল বৃষকেতু,
বেঁধে গেল ঘনিষ্ঠ বন্ধনে।

বৃষ। ওকি—ওকি—কোলাহল—মাতা—

পদ্মা। উঠুক—উঠুক বৎস।
উঠুক সে প্রবল গর্জ্জনে—শোন্—শোন্
ওরে প্রাণাধিক। পাণ্ডবের সুত তুমি !
ভয় কি—ভয় কি !—পাণ্ডব-উল্লাস-সঙ্গে
উল্লাসে উঠুক নেচে হৃদয় তোমার।

ওরে বৎস, পিতা তব ত্রি-জগৎ মাঝে
যেখানে যা ছিল তার, সমস্ত করিয়া
গেছে দান। অবশিষ্ট একমাত্র তুমি।
আমি তোরে আগে হ'তে করিয়াছি কৃষ্ণে
সমর্পণ। উঠুক উঠুক ধ্বনি। কার
জয়—কার পরাজয়? আয়, দেখে আসি—
মৃত্যু যেথা জীবনে করিছে আলিঙ্গন!

তৃতীয় দৃশ্য

রণস্থল

মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ

কর্ণ। কেন মরিল না, কেন মরিল না, কেন
মরিল না ধনঞ্জয়? মিথ্যা কি আমার
শিক্ষা? মিথ্যা কি ঋষির বাক্য? মৃত্যু নিজে
পরশিতে ধনঞ্জয়ে হ'ল কি শঙ্কিত?
না—না—ওকি দৃশ্য—অদ্ভুত—অচিন্ত্য!
আর ত মানব বলা চলে না তোমায়
বাসুদেব! দেবের (ও) যা' সাধ্য বহির্ভূত,
ওই নমনীয় দেহে ধ'রে কি বিশ্বের
ভার, হে কৃষ্ণ, করিলে তুমি কপিধ্বজে
ভূতলে প্রোথিত! নহে জীবন-মরণ-

সন্ধিক্ষণে, কে রক্ষা করিল ধনঞ্জয়ে ?
তুমি—নিষ্ফল করিয়া—তুমি, হে কেশব ;
আমার সন্ধান মৃত্যু-বাণ। স্পর্শে যার—
দেবেন্দ্র লুটাতো ভূমি তলে, বায়ুস্পর্শে
মরিত মানব—সেই বাসুকী-প্রদত্তা
শক্তি—জ্বালাময়ী নাগের নিশ্বাসে—গেলো
ভৈরব হুঙ্কারে শূন্যে ছুটে, ফিরে এলো
শুদ্ধ মাত্র কিরীটির কিরীট কাটিয়া !
প্রয়োগে বিভ্রম নয়, শৈলেন্দ্র-হৃদয়
মত লক্ষ্য মোর স্থির, সোদর-মমতা
পারে নাই করাঙ্গুলি করিতে কম্পিত !
মহাশক্তি—নাগদত্ত—রামমন্ত্র-বলে
নিয়তি-প্রেরণামত চির জাগরিত—
তথাপি না মরিল অর্জ্জুন। পরিবর্ত্তে
মরিলাম আমি। কে আমি ? কিরূপ আমি !
মৃত্যু ও আমার মধ্যে ছিল কি অলঙ্ঘ্য
ব্যবধান !—কোন্ ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া
আমারে করিল মৃত্যু গ্রাস ?—জন্ম—জন্ম।
অছিদ্র আম্রের মধ্যে লুক্কায়িত কীট-
ভ্রূণমত—জন্ম—জন্ম ! এক বালিকার
ভুল—মত্ত কৌতূহল এক দেবতার,
কিশোরীর কৌতূহলে নির্লজ্জ লালসা !
জন্ম—জন্ম—একমাত্র রন্ধ্রপথ ছিল
ওইখানে ! তাই আজ ওরে ও মরণ !
মগ্ন-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত ভুলিয়া

ব'সে আছি। ওরে ও মরণ—বিস্মরণে
জন্ম তোর! তুই এলি—জন্মের লাঞ্ছনা-
স্মৃতি মুছাতে নারিলি! চারিদিকে শূন্য—
মধ্যে আমি। আমার অন্তরে প্রবেশিয়া
ব্যঙ্গ ক'রে বিরাট শূন্যতা! বাসুদেব!
পার কিহে তুমি এই মর্ম্মহীন, ঘন,
স্তব্ধ শূন্যে বিদলিতে? পার কি করিতে
পূর্ণ তারে? যদি পার—

কৃষ্ণের প্রবেশ

কে তুমি? এসেছ—এসেছ জনার্দ্দন?

কৃষ্ণ। জনার্দ্দন নহি আমি ভাই—
আমি কুন্তী-ভ্রাতা বসুদেব-সুত কৃষ্ণ।

কর্ণ। সঙ্গে?

কৃষ্ণ। কেহ নাই।

কর্ণ। তব সখা ধনঞ্জয়?

কৃষ্ণ। আমি আসিতে দিইনি তারে।

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রথীর এ পতন লাঞ্ছনা—
এখানে আসিয়া দেখা হ'ত কি উচিত
আর্য্য?

কর্ণ। তুমি ত এসেছ কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। আমি—আমি—কাঁদিতে এসেছি!

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ, মগ্ন-রথ
বীর উপাধান, মিভূতল—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

শয্যায় শয়ান, ভূলুণ্ঠিত দেহ ল'য়ে
অমর আত্মীয় চারিধারে—এত বড়
আনন্দের দীর্ঘ রাত্রি সম্মুখে আমার—
এ অপূর্ব্ব শুভক্ষণে আসিলে কেশব
ভ্রাতারে কপট অশ্রু দিতে উপহার !

কৃষ্ণ। বীরত্বের, অভিমানী কর্ণের মরণ
দেখিতে, ফেলিতে চক্ষুজল, আসি নাই
ভ্রাতঃ ! পৃথিবীর দৈন্য দেখে ঝরিতেছে
আঁখি। আজি দাতাকর্ণ চ'লে যায় নিঃস্ব
ক'রে তাঁরে।

কর্ণ। কি বলিয়া করিব তোমারে
সম্বোধন।—ভগবান ?

কৃষ্ণ। তব স্নেহাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা।

কর্ণ। তুমি ভগবান।

কৃষ্ণ। ওকি কথা ভাই !
মানুষ কি হয় ভগবান।

কর্ণ। ভগবান হয় ভগবান।
কিন্তু ভাই, ভগবান ইচ্ছা যদি করে, (অধরে হস্তদান)
এই মত—প্রাণাধিক, ঠিক এই মত
মূর্ত্তি ধরে। এই মত নবীন নীরদ বর্ণ,
এই মত চির-চঞ্চলতা মাঝে স্থির
নীরজ-আয়ত দু'টি আঁখি—কিন্তু কই,
কোথা বনমালা বনমালী ?

কৃষ্ণ। প্রেমস্পর্শ দাও ভাই বুকে,
হ'ক মুণ্ডমালা বনমালা।

কর্ণ। (আলিঙ্গন) এই লহ
ভাই স্পর্শ—এ ইচ্ছা তোমার। অষ্টাদশ
অক্ষৌহিণী সম্মুখে আমার, মাথা দিয়া
পড়িয়াছে ধর্ম্মের দুয়ারে, কুরুক্ষেত্র
হ'ক পুষ্পোদ্যান—প্রফুল্ল কুসুমমাল্য
তোমারে করুক আলিঙ্গন।

কৃষ্ণ। ভাই—ভাই !

কর্ণ। কেন কৃষ্ণ ? কোথা তুমি ? সহসা উঠিলে
কি কারণ ?

কৃষ্ণ। আসিছেন রুদ্রমূর্ত্তি লয়ে ভীমসেন।

কর্ণ। আসিতেছে ? বুঝিয়াছি কেন
আসিতেছে। যদ্যপি জীবিত দেখে মোরে,
অজ্ঞান নিষ্ঠুর বাক্য অজস্র শুনাবে।
শুনা কি কর্ত্তব্য কৃষ্ণ ?

কৃষ্ণ। না আর্য্য, না ভাই, কদাচ কর্ত্তব্য নয় !
সে যে মাত্র জানে আপনারে,
হীন সূত—রাধার নন্দন—দুর্য্যোধন
হ'তে তুমি যে অধিক শত্রু তার !

কর্ণ। দাও ভাই কর-পদ্ম শীঘ্র দাও—
হৃষীকেশ ! এতকাল প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম্ম
অধিকারে, যা' ক'রেছি, যা' বলেছি, যাহা
কিছু ক'রেছি স্মরণ, সমস্ত, সমস্ত—
আমার সমস্ত ল'য়ে, আমাকে তোমার
করে দিলাম সঁপিয়া।

কৃষ্ণ। দাও ভাই দাও—

আদিত্যমণ্ডল হ'তে তোমারে হারায়ে
অপূর্ণ ছিলাম সখা। কে চির-গোপন!
অন্তরে তোমারে পেয়ে আজি, পরিপূর্ণ—
পরিপূর্ণ আমি।

কর্ণের সমাধি, ভীমের প্রবেশ

ভীম। কই কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ। এই যে সম্মুখে আপনার।

ভীম। বটে, বটে— সত্যই ত এই যে সম্মুখে তুমি।
কৃষ্ণ, অত্যন্ত উল্লাসে ঘটেছে দৃষ্টির হানি!
হীন-রাধা-পুত্র আজ পড়েছে সমরে।
দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, যদি দেখে থাকো,
কোথা সেই নীচাত্মার ভূলুণ্ঠিত দেহ।

কৃষ্ণ। মরেছে যখন "হীন সূত", দেহ দেখে
তার, লাভ কি কৌন্তেয় আপনার?

ভীম। আছে—
আছে লাভ। জান না, জান না ভাই তুমি,
সে দুরাত্মা করেছে আমার কি লাঞ্ছনা।
আকর্ষিয়া— গলে দিয়া ধনুকের ছিলা,
গণ্ডে মোর ক'রেছে চুম্বন। অপবিত্র
ওষ্ঠের পরশ মাখায়ে দিয়াছে সেথা
অসংখ্য বৃশ্চিক-জ্বালা। এখনো সে জ্বলে।
দুঃশাসন-বক্ষ-রক্ত দিয়াছি প্রলেপ,
তবু, কৃষ্ণ, উগ্র তাপে এখনো সে জ্বলে।
দেখাও দেখাও কৃষ্ণ, বিষ দিয়া করি

বিষক্ষয়—সে দুরাত্মার রক্ত দিয়া
মুছে লই জ্বালা।

কৃষ্ণ। ওই যে সম্মুখে ভ্রাতঃ—মগ্ন-চক্র রথে
পৃষ্ঠ দিয়া, স্খলিচ্যুত শররাজি
আসন করিয়া, উদ্ধনেত্র, সমাধিতে
মগ্ন ওই—ওই যে ওই যে মহাযোগী।

ভীম। একি কৃষ্ণ, জল ভারাক্রান্ত
কেন আঁখি! কি আশ্চর্য্য! কার শোকে? ওই
পাণ্ডবের চিরশত্রু রাধার নন্দন
কাতর কি করিল তোমারে।

সহদেবের প্রবেশ

সহ। দাদা, দাদা! সত্বর শিবিরে এস ফিরে।

ভীম। কেন—কেন সহদেব?

সহ। ঘটিয়াছে দুর্ব্বোধ্য ঘটনা—
কর্ণের নিধন-বার্ত্তা শুনি মূর্চ্ছাগতা—
ভূপতিতা মাতা! কোন মতে ফিরিছে না
জ্ঞান? ভাসিছে পাঞ্চালী নয়নের জলে,
হেঁটমুণ্ডে ধর্ম্মরাজ ব'সে পদতলে,
পার্শ্বে তাঁর দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ধনঞ্জয়।

নকুলের প্রবেশ

ভীম। নকুল—নকুল! মৃতা কি জীবিতা মাতা?

নকুল। হ'লে মৃতা হ'তেন জীবিতা। জীবনের
সঙ্গে গাঁথিয়া মরণ জেগেছে জননী।
আসিছেন ধর্ম্মরাজ, পাঠালেন মোরে

পূর্ব্বে তার সাবধান করিতে তোমারে।
হে আর্য্য, রাজার আজ্ঞা—কোন মতে যেন
অশ্রদ্ধার বাণী বহির্গত নাহি হয় কর্ণের উদ্দেশে।

ভীম। কি রহস্য বাসুদেব ?

যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের প্রবেশ, যুধিষ্ঠির কর্ণের পদতলে বসিলেন

যুধি। হে অগ্রজ, হে রাজর্ষি, হে শ্রেষ্ঠ পাণ্ডব,
পঞ্চানুজ পঞ্চদাস তব পদতলে,
একবার নিম্ন কর আঁখি।

ভীম। কে অগ্রজ, কে অগ্রজ ?
পাণ্ডব-অগ্রজ—রাধাসুত !

কৃষ্ণ। কৌন্তেয় কৌন্তেয়, বৃকোদর ! দাও শ্রদ্ধা—
কর প্রণিপাত পদতলে !

সকলে কর্ণের পদতলে বসিলেন, কর্ণ বুথিত হইলেন

কর্ণ। সারা বিশ্ব পশ্চাতে রাখিয়া, একবার
দাঁড়াও সম্মুখে ভীমসেন। একবার
স্নিগ্ধ নেত্রে চাহ মোর পানে। মনে কর
দৃঢ় ধারণায়, এ জগতে আছ মাত্র
তুমি আর আমি। ধরাত্যাগ-মুখে, ইচ্ছা
শুনা'তে তোমারে এক বিচিত্র কাহিনী।
কাহিনী বিচিত্র—কাহিনী বিষাদ-পূর্ণ।
সেই বিষণ্ণতা কেবল কৌন্তেয়-ভোগ্য।
অবশ্যই রাখিয়াছ জ্বলন্ত স্মরণে
সেই দিন—যে দিন আমার সঙ্গে যুদ্ধে,
হে অতুল-বীর্য্য-অভিমানী, হ'য়েছিল

মর্ম্মচ্ছেদী দুর্দ্দশা তোমার ! মর্ম্মচ্ছেদী —
মনে হয় যন্ত্রণায় তার, তুমি মৃত্যুদাতা
দেবতার কাছে বারংবার ক'রেছিলে
মরণ কামনা ! মর্ম্মচ্ছেদী সে দুর্দ্দশা —
ভগ্ন-রথ, ভগ্ন-ধনু হতাশ্ব-সারথি,
হস্তচ্যুত,চূর্ণীত, দূর-ক্ষিপ্ত গদা—
মগ্ন-আঁখি আলেখ্য-নিশ্চল—সর্ব্বশক্তি
রুদ্ধ দেব-গৃহে অস্তিত্ব-প্রকাশ শক্তি
ছিল মাত্র মুক্ত দীর্ঘ নিশ্বাসের পথে !
সে নিশ্বাস মৃত্যুদাতা দেবতার কাছে
কেবল চেয়েছে মৃত্যু । তথাপি জানিতে
তুমি, তোমার জীবন—শুধু কি তোমার ?—
থাকুক সে কথা—ওই তোমার জীবন
এই বজ্র-মুষ্টি মধ্যে ছিল অবস্থিত ।
নিশ্চয় জানিতে তুমি সামান্য পেষণে—
পিপীলিকা-বিনাশ-ইঙ্গিত মত, অতি
ক্ষীণ অঙ্গুলি প্রহারে আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু
আসি' নিঃশব্দে করিত তোমা' গ্রাস । কিন্তু
বৃকোদর, মৃত্যু আসিল না । হে প্রচণ্ড
রাধেয়-বিদ্বেষী, মরণের পরিবর্ত্তে
পড়িল তোমার গণ্ডে নিয়তি-রহস্য
আবরিয়া, দেবতা মানবে লুকাইয়া—
পড়িল তোমার গণ্ডে পিপাসা-রচিত
এক স্নেহের প্রহার । রাধেয়-বিদ্বেষে
নষ্ট-বুদ্ধি বৃকোদর, মধুর মাধুর্য্য

তার বুঝিতে অক্ষম হ'লে তুমি। তীব্র
রাধেয়-বিদ্বেষ ফুৎকারে—ফুৎকারে
সে অমৃতে, সে মর্ম্ম-মথিত স্নেহরসে—
সেই অধর-পরশে করিল যন্ত্রণা-
ভরা বিষে পরিণত। শুনহে পাণ্ডব,
এইবার সে অধর-স্পর্শ ইতিহাস।
এক কুমারীর এক মুহূর্ত্তের ভ্রমে
ক'রেছিল এক শিশু ধরণী আশ্রয়!
নিষ্ঠুর সমাজ-ভয়ে, জননী তাহার
পারিল না তুলিতে তাহারে অঙ্কে—দিল
বিসর্জ্জন। বুঝি সে তটিনী, ভীমসেন,
জন্ম ল'য়েছিল তার নয়নের জলে।
সেই জল-স্রোতে ভাসিয়া চলিল শিশু।
তীরে দাঁড়াইয়া ওই অভাগিনী মাতা,
ভেসে যায় সম্মুখে তাহার নবোদিত
মাতার মমতা—'কোথা আছ কে, দেবতা
রক্ষা কর সন্তানে আমার',—ভীমসেন,
মুগ্ধা জননীর সেই তীব্র কাতরতা
আশীর্ব্বাদ রূপ ধ'রে বালকে করিল
মৃত্যুঞ্জয়ী! ভেসে ভেসে চলিল সে, ভেসে
ভেসে উঠিল সে আর এক জননীর
অনন্ত-বাৎসল্য ভরা কোলে! হ'য়েছিল
সে অজেয়, হ'য়েছিল সে অমর সম।
কিন্তু ভাই, কর্ম্মপথে চলিতে চলিতে
অকস্মাৎ দেখিল সে, জীবন-মরণ

যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে, তীক্ষ্ণ বাণ
ধরিয়াছে—বিদীর্ণ করিতে বক্ষ মত্ত-
প্রতিজ্ঞায়—তাহার অনুজ সহোদর !
মনুষ্যত্ব তথাপি করিল উত্তেজনা,
অভিমান ভ্রাতৃবধে করিল প্রেরণা।
কিন্তু ভাই, অমরত্বে করিয়া আশ্রয়
যতবার তুলিতে গেছে সে মৃত্যুশর,
অমনি তাহারে দিতে বাধা—ওই ওই—
আবার আকাশে প্রিয়তম—ওই সেই
দরবিগলিত আঁখি, ম্লানতা-রূপিণী,
ভিক্ষার অঞ্জলি-ধরা, যেন কত চৌর্য্য-
অপরাধ-কুণ্ঠা, আমার কৌমার্য্যময়ী
মাতা। ওই—ওই তীব্র মাতৃ আবির্ভাবে
অমরত্ব বিলায়েছি, অস্তিত্ব সযত্নে
লুকায়েছি, এ অন্তরে বিস্মৃতি ঢেলেছি
ভারে ভার ! তার ফলে ক্ষুধার্ত্ত মেদিনী-
গ্রস্ত-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত সঁপিয়া—
কই ? বাসুদেব—বাসুদেব,
একবার সম্মুখে দাঁড়াও নর !
সম্মুখে দাঁড়াও নারায়ণ !

যবনিকা

টীকা

'নর-নারায়ণ' নাটকে প্রথমে সংগীতের মাধ্যমে প্রস্তাবনা এবং সংলাপের মাধ্যমে নাটকের সূচনা দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় নাটকের মূল মর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে—

দৈব কিম্বা পুরুষকার
বিশ্ব-রাজ্য কোন্ রাজার
কাহার বিরাট, কাহার স্বরাট,
কাহার প্রকাশ সঙ্গোপন ?—

সংগীতে আরও প্রশ্ন করা হয়েছে যে, 'কর্মসাক্ষী' বিজয়-লক্ষ্মী 'কোন্ মহানে করে বরণ' ? স্বভাবত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অন্যতম নায়ক কর্ণকে নিয়ে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, বিশ্বরাজ্যে দৈব অথবা পুরুষকার, কার প্রাধান্য বেশী, বিজয়-লক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত কাকে বরণ করে থাকেন—দৈব অথবা পুরুষকার, 'নিদান, বিধান, কোন্ রাজার ?' নর-নারায়ণ নাটকে কৃষ্ণ নায়ক, কিন্তু প্রতিনায়করূপে আমরা কর্ণকে পাই। কৃষ্ণ যদিও প্রধান চরিত্র, তিনি নর-দেহধারী নারায়ণ ও মায়াতিমানব। তথাপি নাটকের মুখ্য চরিত্র (Protagonist) হলেন কর্ণ। তাঁকে নিয়ে প্রস্তাবনায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে যে, মানুষের জীবনে দৈব ও পুরুষকারের মধ্যে অপ্রতিহত প্রাধান্য কার। নাটকে ঘটনার আলোকে চরিত্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে। নাটকের প্রস্তাবনা রচিত হয়েছে রহস্যময় প্রশ্নের উত্থাপনে। বাংলা নাটকে গ্রীক নাটকের ন্যায় কোরাস চরিত্র মঞ্চে আগাগোড়া উপস্থিত থাকবার কোনো রীতি নেই। তাই মনে হয় যে, এই সংগীতটি নেপথ্য থেকে গীত হোতো। নাটকের মর্ম-ব্যাখ্যায় এই গীতির বিশেষ মূল্য আছে।

নাটকের সূচনা অংশে আমরা কর্ণের পরিচয় পাই। তিনি শব্দভেদী বাণ ভুল প্রয়োগ করবার ফলে তাপসের ধেনু মৃগভ্রমে বধ করেন। তাপস-কন্যা সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণের জ্যোতির্ময় সুঠাম সুন্দর রূপ দর্শনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর পিতাকে কর্ণের ভ্রম ক্ষমা করবার অনুরোধ জানায়। কর্ণও তাঁকে একমাত্র ধেনুর পরিবর্তে রত্নস্বর্ণ-ভার সহস্র ধেনু দান করতে প্রতিশ্রুতি দেন। তাপস তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি ভগবান রামের নিকটে ধনুর্বেদ শিক্ষা করতে এসেছেন, এর অতিরিক্ত, কোনো কিছু জানাতে অসম্মত হন। তাপস কর্ণকে প্রত্যক্ষ করে মন্তব্য করেন যে, বিশ্ব-বিধাতা কি উদ্দেশ্যে এই কাঞ্চনমন্দিরতুল্য দেহ চূর্ণ করবার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তা তাঁর অজ্ঞাত। মনে হয়, কোনো শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরকে পরাভূত করবার জন্য তিনি সঙ্গোপনে বিচিত্র বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত ভাগ্যহীন, তাই নিয়তিপ্রেরিত কর্ম তাঁর সর্বশক্তিকে আজ নিষ্ফল করেছে। তিনি যাকে তাঁর প্রতি-যোদ্ধারূপে রণাঙ্গনে দ্বৈরথ সমরের জন্য স্থির করেছেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধকালে তাঁর রথচক্র মেদিনী গ্রাস করবে। যেমন ভাবে তিনি তাঁর নিষ্ঠুর বাণে কন্যা সদৃশ গাভী বধ করেছেন, তিনিও তেমনি 'ছিন্ন কণ্ঠ, মুক্ত-আঁখি, নির্ম্মম মেদিনী-কোলে লইবে আশ্রয়'। গোধন শোকে আত্মহারা তাপস যদি তাঁকে মোহাচ্ছন্ন হয়ে অভিশাপ দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না। উপরন্তু গাণ্ডীবীর দেহরক্ষী স্বয়ং নারায়ণ, একথা অশ্রদ্ধেয়।

ক্লান্ত পরশুরাম তাঁর প্রিয় শিষ্য কর্ণের জানুতে মস্তক রক্ষা করে নিদ্রাভিভূত হলেন। কিন্তু এক বজ্রকীটের দংশনে কর্ণ বিচলিত হলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে নীরবে তা সহ্য করেছেন। পরশুরাম সেই কীটের দংষ্ট্রার স্পর্শে জেগে উঠেছেন। তিনি কর্ণকে তাঁর পরিচয় দিতে আদেশ করলেন। ব্রাহ্মণ-পরিচয় তাঁর মিথ্যা, কেননা ক্ষত্রিয়ের মতো ব্রাহ্মণের সহিষ্ণুতা নেই। কর্ণ তাঁর কাছে

সূতপুত্ররূপে পরিচয় দিলেও ক্রুদ্ধ পরশুরাম তাঁকে অভিশাপ দেন। যে গুহ্যাস্ত্র তিনি শিক্ষা দিয়ে তাঁকে অজেয় করে তুলেছেন, সংকটকালে বিনাশের প্রাক্কালে তিনি অস্ত্রের কথা বিস্মৃত হবেন। তবে সত্যই যদি তিনি সূতপুত্র হন তবে অভিশাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না। কর্ণের দৃঢ় প্রতীতি হলো 'সত্য —সত্য—যথা ব্রহ্ম সূতপুত্র আমি।'

যে অসীম আকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায় নিয়ে কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয়দানে অর্জুনের সংগে যুদ্ধের নিমিত্ত অস্ত্র শিক্ষা করেছেন, তাপস ও পরশুরামের অভিশাপে তাঁর সকল প্রয়াস ব্যর্থ হতে চলেছে। তাঁর জীবনে দৈব কিংবা পুরুষকার কার প্রতাপ সমধিক তার উত্তর অভিশাপের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে।

প্রথম অংক

আরিস্টটল নাটককে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন—একটি নাট্যাংশ ও অপরটি সংগীতাংশ। নাট্যাংশের মধ্যে আছে তিনটি অংশ। তারা হলো যথাক্রমে প্রলোগস, এপিসোডিয়া ও এক্সোডস। সংগীতাংশ যেহেতু নাট্যাংশের অঙ্গীভূত, তাদের পর্যায় হলো প্যারোড, স্টাসিমন এবং কম্মোস।

শেক্সপীরীয় নাটকে সেনেকার প্রভাবে নাটক পঞ্চমাংকে বিভক্ত হয়েছে। এদের নাম যথাক্রমে ছিল, এক্সপোজিন, রাইজিং এ্যাকশন, ক্লাইম্যাক্স, ডিনাওমেন্ট বা ফলিং এ্যাকশন এবং ক্যাটাসস্ট্রোফি। সংস্কৃত নাটক নাট্যবিভাগ পঞ্চমাংককে অতিক্রম করে শকুন্তলা নাটকে সপ্তমাংকে শেষ হয়েছে। নাটকে গীতিধর্মিতার অবকাশ থাকায় সেখানে সংহতি অপেক্ষা ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। রসসৃষ্টি ছিল নাটকের মূল অভিপ্রায়। এই রস স্বপ্রকাশ, চিন্ময় ও বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য। রসমাত্রেই চিত্তের বিস্তার ঘটে।

সংস্কৃত নাটকে পঞ্চসন্ধির দিকটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণে পঞ্চসন্ধিরূপে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ বা উপসংহৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রথম অংকে থাকে মুখসন্ধির পরিচয়—

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখান্ পরিকীর্তিতম্॥

যেখানে আরম্ভ নামক অবস্থার সংগে সংযুক্ত হয়ে নানা বৃত্তান্ত ও রস-সম্ভাবনা যুক্ত বীজের উৎপত্তি হয়, তাকে মুখসন্ধি বলে।

প্রথম দৃশ্য—স্থান হস্তিনার সভামণ্ডপ। সঞ্জয় এসে রাজসভায় পাণ্ডবদের বক্তব্য নিবেদন করেছেন। অর্জুন বলেছেন যে, কৌরবগণের মধ্যে যাঁরা পাণ্ডবগণের সংগে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত তাঁদের আয়ু শেষ হয়েছে বলে বিবেচনা করতে হবে। দুর্যোধন যেন যুদ্ধ না চান, কারণ তাতে জ্ঞাতির ধ্বংস সুনিশ্চিত। ভীষ্ম রাজসভায়, বিশেষত দুর্যোধনের উদ্দেশ্যে জানালেন যে, ধনঞ্জয়-বাসুদেব মায়াতিমানব। পূর্বদেহে তাঁরা দুই ঋষি নর-নারায়ণ। এক আত্মা-দ্বিধাভূত ভিন্নরূপে দুষ্কৃতের ধ্বংস ও ধর্মরক্ষায় যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। কর্ণ একে অশ্রদ্ধেয় প্রলাপবাক্য বলে সমালোচনা করলে ভীষ্ম ক্রুদ্ধ হয়ে জানালেন যে, দুর্যোধন যদি সূতপুত্র, শকুনি এবং দুঃশাসনের পরামর্শে চলেন তবে তাঁর বিপর্যয় অনিবার্য। কর্ণ আত্ম-শ্লাঘার সুরে জানালেন যে, তিনি পাণ্ডবগণকে ধ্বংস করবেন। ভীষ্ম তাঁর এই অহংকারকে ধিক্কার দিলেন। ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের নিকট আত্মীয়-স্বজন নাশের ভীতির কথা বললেন। তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, বিনা যুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি দান করবেন না। কর্ণ তাঁর শপথ বাক্য সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে জানালেন যে, পিতামহ যতদিন জীবিত থাকবেন, ততদিন তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না। উপরন্তু তিনি কোনো প্রার্থীর যাচ্ঞা ব্যর্থ করবেন না। তিনি নিশ্চিত যে, তাঁর বাণের প্রহারে গাণ্ডীবীর মৃত্যু হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পাণ্ডব শিবিরে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী এবং সাত্যকি উপস্থিত আছেন। কৃষ্ণ শেষবারের মত সন্ধির প্রচেষ্টায় কৌরবসভায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সহদেব ব্যতীত অপর চারজন পাণ্ডবভ্রাতা তাঁর কার্য সমর্থন করলেন। সহদেব তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশ করে বললেন যে, কৃষ্ণ যেন কোনো মতে সন্ধি না করেন। যুদ্ধই হবে পাণ্ডবগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাত্যকিও ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান ও দুর্যোধনের উরু ভঙ্গের কথা উল্লেখ করে জানালেন যে, এই কার্যসমূহ না ঘটলে তিনি শান্তি লাভ করবেন না। দ্রৌপদী শান্তিপ্রিয় যুদ্ধভীত দ্বিতীয় পাণ্ডব এবং কৃষ্ণসখা তৃতীয় পাণ্ডবকে ব্যঙ্গ করে জানালেন যে, ত্রয়োদশ বর্ষ ধরে তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশে মুক্ত কেশরাশি বহন করে চলেছেন। যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস না হলে তাঁর অন্তরের জ্বালা নির্বাপিত হবে না। অগ্নিশিখা শিরে তাঁর জন্ম, সুতরাং উত্তাপ ভিক্ষায় তিনি কোন্ দীপশিখার মুখে হস্ত প্রসারিত করবেন। যুদ্ধভীত তাঁর পঞ্চস্বামী নিশ্চেষ্ট হলে তিনি অভিমন্যু ও তাঁর পঞ্চসন্তান সহ যুদ্ধে প্রবেশ করবেন।

তৃতীয় দৃশ্য—কর্ণ ও তাঁর মহিষী পদ্মাবতীকে নিয়ে এই দৃশ্যটি রচিত হয়েছে। কর্ণ তাঁর স্বগতোক্তির মাধ্যমে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, যদি সত্যই তিনি নরদেহধারী নারায়ণ হন তবে এ কথা তাঁর সুবিদিত যে, তিনি নরের অবধ্য, এমন কি তাঁরও অবধ্য। তথাপি যদি তিনি অর্জুনের বাণে নিহত হন, তবে মৃত্যুমুখে তাঁকে নারায়ণ বলে নমস্কার করবেন। মহিষীর নিকটে কর্ণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা দিয়ে জানালেন যে, যুধিষ্ঠিরের মুখ থেকে উচ্চারিত আক্ষেপ-উক্তি গ্রহণ করে দ্রৌপদী প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, তিনি সূতপুত্রকে গ্রহণ করবেন না। পদ্মাবতী কৌরবসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কথা উল্লেখ করলে কর্ণ প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে অপরাধী বলে অভিযুক্ত করেন। 'কৌরব মরেছে বহুদিন'—একথায় কর্ণ স্বীকার করেন যে, ভীষ্ম-দ্রোণের সংগে তিনিও মারা গিয়েছেন। তাঁরা সকলে নারী লাঞ্ছনার জন্য

দায়ী। পদ্মাবতী বাসুদেব নারায়ণের কথা উল্লেখ করলে, তিনি বলেন যে, নারায়ণের নর অবতারকে বিশ্বাস না করলেও তিনি উভয়কে শ্রদ্ধা ও প্রীতি করেন। তথাপি যুদ্ধে অর্জুনবধে তিনি সাফল্য লাভ করবেন। তবে তাঁর একটি কথা হলো, ('সত্য আমি হই যদি রাধার নন্দন')

চতুর্থ দৃশ্য—এই দৃশ্যের স্থান কর্ণের ভবন। তাঁর গৃহে এসেছেন দুর্যোধন, দুঃশাসন এবং মাতুল শকুনি। দুর্যোধন গভীর সমস্যায় পীড়িত হয়ে অঙ্গরাজের নিকটে পরামর্শের জন্য এসেছেন। আগামী কল্য প্রাতে কৃষ্ণ হস্তিনার রাজসভায় সন্ধির প্রস্তাব করবেন। দুর্যোধনের বিশ্বাস যে, ধৃষ্ট কৃষ্ণের কটূক্তি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। তাঁকে আতিথ্য দানের প্রশ্নে কর্ণ তাঁকে হস্তিনার কারাগারে নিক্ষেপ করবার পরামর্শ দিলেন। শকুনি, তাঁর ন্যায় অনুরূপ পরামর্শ দানের জন্য অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলেন। দুর্যোধন আরও জানালেন যে, কৃষ্ণ রাজ-আতিথ্য পরিহার করে বিদুরের গৃহে অতিথি হয়েছেন। কর্ণের পরামর্শ হলো যে, কৃষ্ণকে বন্দী করতে পারলে পঞ্চপাণ্ডব ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গের ন্যায় উৎসাহহীন ও চেতনাহীন হয়ে পড়বে। (দুর্যোধন প্রভৃতি প্রস্থান করবার পরে কর্ণ কৃষ্ণের আগমনে স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, দুর্যোধনের প্রকৃতি জানা সত্ত্বেও যখন তিনি কৌরবসভায় এসেছেন, তখন হয় তিনি জড়বুদ্ধিসম্পন্ন, না হয় সত্যই নারায়ণ।)

সপ্তরাত্রির অনিদ্রার পরে কর্ণকে নিদ্রাভিভূত দেখে পদ্মাবতী তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন। নিদ্রায় কর্ণ কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বললেন যে, মৃণাল তন্তুর স্পর্শে তাঁর তনু কম্পিত। আপাতদৃষ্টিতে যিনি এত কঠোর, তিনিই আবার এত কোমল। মত্ততার গ্রন্থিতে কঠোর অহংকারের প্রতিমূর্তি দুর্যোধন তাঁকে বাঁধবার প্রয়াস করেছেন, কিন্তু কে কবে তাঁকে বাঁধতে পেরেছেন। (ব্রাহ্মণবেশী সূর্য প্রবেশ করে তাঁর কথা স্বপ্ন-কর্ণে শোনাবার কথা বললেন।) তিনি জানালেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র

ভিখারী ব্রাহ্মণবেশে তাঁর গৃহে এসেছেন। তিনি তাঁর সহজাত কবচ-কুণ্ডল প্রার্থনা করবেন। সূর্য তাঁর পরিচয় দিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি শুধু তাঁর হিতকামী নন, এসেছেন তিনি সন্তানের প্রতি দেবতা-হৃদয় জয়ী মায়াবশে। যতদিন কর্ণ-দেহে কবচ-কুণ্ডল থাকবে ততদিন গাণ্ডীবীর পশ্চাতে স্বয়ং দেবেন্দ্র যুদ্ধ করলেও তাঁকে পরাজয় মানতে হবে। সূর্য তাঁকে কবচ-কুণ্ডল দান করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু কর্ণ সত্যের আশ্রয়চ্যুত হয়ে কীর্তি ধ্বংসে বেঁচে থাকতে চান না।

ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষার্থীরূপে কর্ণের নিকটে আগমন করেন। কর্ণ তাঁর প্রার্থিত কবচ-কুণ্ডলের পরিবর্তে পৃথিবীর প্রভূত ঐশ্বর্য, সুবর্ণ, প্রমদা, ধেনু, সাম্রাজ্য ও পৃথিবী দান করতে চাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কবচ-কুণ্ডল ব্যতীত অপর কিছু চান না। কর্ণ তাঁর দেহ-সংলগ্ন কবচ-কুণ্ডল ছিন্ন করে ইন্দ্রকে দান করলেন। তাঁর আগমনবার্তা ও পরিচয় কর্ণ পূর্বেই শুনেছেন, এই কথা জেনে বিস্মিত ও শ্রদ্ধাভিভূত ইন্দ্র আন্তরিক আশীর্বাদের বিনিময়ে তাঁকে একাঘ্নী নামে শক্তি দান করেন। এর আঘাতে অমরেরও মৃত্যু অনিবার্যভাবে ঘটবে। কবচ-কুণ্ডলের জন্য কর্ণের দেহের সৌন্দর্যের হানি হবে না,—'লোক চক্ষে হবে তুমি আদিত্য বিগ্রহ'।

(আরিস্টটল যে প্রস্তাবনাকে বলেছেন প্রলোগস, ও যাকে শেক্সপীরীয় নাটক অনুযায়ী বলা হয়েছে এক্সপোজিশন, সংস্কৃত আলংকারিকগণ তাকে মুখসন্ধি বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ এখানে রস-সম্ভাবনা যুক্ত বীজের উৎপত্তি হয়ে থাকে।)

দ্বিতীয় অংক

ইংরেজী নাটকে দ্বিতীয় অংক থেকে ঘটনার ধারা গতিলাভ করে। এবং সেই গতি চরমোৎকর্ষের দিকে ধাবিত হয়। এই কারণে একে রাইজিং অ্যাকশনরূপে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয় অংককে বিকাশ পর্ব নামে অভিহিত

করা হয়, কারণ এখানে ঘটনাপ্রবাহ আবর্তসংকুল হয়ে ওঠে। সাহিত্যদর্পণে এই সন্ধিকে বলা হয়েছে প্রতিমুখ।

ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।
লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখং চ তৎ ॥

মুখসন্ধিতে মুখ্য ফললাভের উপায় কিছুটা লক্ষিত হয় ও কিছুটা অলক্ষিত হয়ে যেখানে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাকে প্রতিমুখ সন্ধি বলে।

চতুর্থ অংকের চারটি দৃশ্য আছে। এই অংকে বর্ণিত মুখ্য বিষয় হলো কৃষ্ণ কর্তৃক কৌরবসভায় সন্ধির কথা উত্থাপন, এবং দুর্যোধন কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করবার বৃথা প্রয়াস করেছেন। দুর্যোধন ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে কৃষ্ণকে বন্ধন করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চান। সেই সময় তিনি তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। গান্ধারীও দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরের সংগে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করতে বললেন, কিন্তু দুর্যোধন তাঁর সংকল্পে অটল। ভীষ্ম কৌরবপক্ষের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন যে, শিখণ্ডীকে দর্শন করলে তিনি অস্ত্র পরিহার করবেন। কর্ণকে ভীষ্ম রথীরূপে স্বীকৃতি দিতে চান না, কিন্তু কর্ণ তাঁকে বলেছেন যে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে ইচ্ছামৃত্যু দেবব্রতের প্রাণ বিনষ্ট করতে পারেন। কর্ণগৃহে কৃষ্ণ এসেছেন, এবং তিনি কর্ণের নিকটে তাঁর জন্মরহস্য প্রকাশিত করেছেন। তিনি তাঁকে পাণ্ডবপক্ষে যোগদানের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু কর্ণ অনায়াসে, পৃথিবীর আধিপত্য ও আভিজাত্য উপেক্ষা করলেন। সুতরাং দ্বিতীয় অংক কৌরবসভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন এবং কর্ণের জন্মরহস্য অবগত হবার কাহিনী দিয়ে শেষ হয়েছে। এই অংকটি নাট্য-তাৎপর্যে পূর্ণ।

প্রথম দৃশ্য—এই দৃশ্যটি শুধু চারণীগণের গীতের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণ হস্তিনায় এসেছেন, তাই চারণীগণ তাঁর বৃন্দাবনলীলার কথা সংগীতে উল্লেখ করেছেন। আবার তিনি এখন যে তাঁর বেণুতে সুর সৃষ্টি করেছেন, তাতে

বিশ্বজগৎ কম্পিত হয়ে উঠেছে। দীপকের তান সকলের মনে আতংকের বিহ্বলতা সৃষ্টি করেছে। একদা বৃন্দাবনে তাঁর বেণুর সুরে যমুনায় উজান সৃষ্টি হতো এবং দিশাহারা হয়ে নদী ছুটে চলত বেগবান প্রবাহে। কিন্তু আজ আবার আকাশ পাতাল সুরে প্রমত্ত হয়েছে। এই দীপকের তান অনুধাবন করা কঠিন।

দ্বিতীয় দৃশ্য—হস্তিনার সভামণ্ডপে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্যোধন, কৃষ্ণ প্রভৃতি সমাসীন। কৃষ্ণের সন্ধির প্রস্তাবে দুর্যোধন ঘোরতর আপত্তি প্রকাশ করেছেন, তাঁর অভিযোগ হলো বাসুদেব অন্তরে বিগ্রহের ইচ্ছা নিয়ে কৌরব-সভায় এসেছেন। দুর্যোধন ভীষ্ম-দ্রোণাদির হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করে বলেছেন যে, তিনি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি পাণ্ডবদের দান করবেন না। দ্রোণাচার্য অর্জুনের অপরাজেয় বীরত্বের কথা উল্লেখ করলে দুর্যোধন উত্তর দেন যে, যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি বহু আকাঙ্ক্ষিত, ক্ষত্রিয়ের ঈপ্সিত স্বর্গলোকে প্রয়াণ করবেন।

ধৃতরাষ্ট্র বৃথা দুর্যোধনকে শান্তিস্থাপনের কথা বলেছেন। ক্রুদ্ধ দুর্যোধন সভাকক্ষ ত্যাগ করে যান। পুনর্বার প্রহরীদের নিয়ে তিনি সভায় প্রবেশ করে কৃষ্ণকে বন্ধন করবার নির্দেশ দেন। তিনি পিতা বা মাতার কথা উপেক্ষা করেছেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। ধৃতরাষ্ট্রকেও তিনি লোক-অগোচরে এই রূপদর্শনের জন্য দৃষ্টিদান করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বিশ্বরূপ সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে এটি অলীক উপন্যাস। কৃষ্ণ ঐশী শক্তির দ্বারা নয়, মানুষী শক্তির দ্বারা তাঁর সকল কার্য সম্পন্ন করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য—এই দৃশ্যে গান্ধারী দুর্যোধনকে বিদুরের গৃহে গমন করে বাসুদেবকে সন্ধি স্থাপনের অভিলাষ ব্যক্ত করতে উপদেশ দেন। তিনি বারংবার ধৃতরাষ্ট্রের অসহায়তার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করে শয্যাগত হয়েছেন। গান্ধারী পুত্রস্নেহে

আত্মহারা নৃপতিকে কোনো মিথ্যা স্তোকবাক্য দিতে চান না। তিনি সকলের কল্যাণ, পিতা, কুরুরাজ্য ও কুরুবংশের কল্যাণের জন্য ধর্মরাজকে রাজ্যদানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু দুর্যোধন অর্থহীন কথা শোনবার জন্য তাঁর সময় ব্যয় করতে চান না, তাঁর মতে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন মায়াজালের কুহক মাত্র। তিনি কোনো কুহকে ভীত নন। তিনি জননীকে জানান যে, তিনি পূর্বেই পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

একাদশ অক্ষৌহিণীর সৈনাপত্যের ভার পিতামহ ভীষ্মের উপরে অর্পিত হয়েছে। ভীষ্মের যদিও পাণ্ডব-প্রিয়তা আছে, তথাপি ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য ও আনুগত্য তিনি পরিহার করবেন না। পাণ্ডবদের সপ্ত-অক্ষৌহিণী তিনি কতদিনে জয় করতে পারেন, এই প্রশ্নে প্রথমে ভীষ্ম, পরে দ্রোণাচার্য বলেছেন যে, তাঁরা একমাসে পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস করতে পারেন। কৃপাচার্য দুইমাসে, অশ্বত্থামা দশদিনে, এবং কর্ণ পাঁচদিনে পাণ্ডবগণকে নির্মূল করতে পারেন। ভীষ্ম কর্ণের আত্মশ্লাঘায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে জানান যে, কবচ-কুণ্ডল-হারা কর্ণ আর রথী পদবাচ্য নন। কর্ণ তাঁর সংহার শক্তির কথা উল্লেখ করে সগর্বে জানালেন যে, তিনি ইচ্ছামৃত্যু পিতামহেরও প্রাণ বিনষ্ট করতে পারেন। তবে কর্ণ তাঁকে জানান যে, পিতামহ জীবিত থাকতে তিনি রণক্ষেত্রে অস্ত্রে আর হাত দেবেন না। ভীষ্ম জানালেন যে, শিখণ্ডীকে রণক্ষেত্রে দেখতে পেলে তিনি অস্ত্রত্যাগ করবেন। মাতুল-শকুনির পক্ষে শিখণ্ডী বধ সহজ বলে মনে হলেও কর্ণ উপলব্ধি করলেন যে, তিনি ব্যতীত শিখণ্ডীকে বাধা দেবার মতো যোদ্ধা আর কেউ নেই। কিন্তু যেহেতু তিনি অস্ত্রত্যাগ করেছেন, তার জন্য মহাধনুর্ধর, মহাসত্ত্ব, নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ক্ষুদ্র বালকের বাণে নিহত হবেন। কর্ণ দুর্যোধনকে বাসবপ্রদত্ত একাঘ্নী অস্ত্র প্রদর্শন করলেন। দুর্যোধন জানালেন যে, যতদিন ভিক্ষা না চান, ততদিন কর্ণ যেন সযত্নে এই শক্তি রক্ষা করেন।

চতুর্থ দৃশ্য—কৌরবসভায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে হতবুদ্ধি দুঃশাসন প্রকৃত

কারণ জিজ্ঞাসা করায় কর্ণ তাঁকে বলেছেন যে, তিনি মোহিনী মায়ায় সকলকে মোহিত করে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করেছেন। ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রতি এত ভক্তিতে অনুগত যে, কৃষ্ণ তাঁদের যা দেখতে বলেন, তা-ই তাঁরা দেখেন। ধৃতরাষ্ট্র চিরঅন্ধ, তিনি যা শুনেছেন, তা-ই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দর্শন করেছেন। কৃষ্ণ প্রদর্শিত বিশ্বরূপ মোহিনী-মায়া মাত্র। কর্ণকে কবচ-কুণ্ডল-হারা দেখে দুঃশাসন বিস্মিত হয়েছেন।

পদ্মাবতী দেবতার পক্ষপাতিত্বের নিন্দা করেছেন। বাসব, নরের প্রতি হীন মায়াবশে ভিখারী সেজে কপট ভিক্ষার নামে জীবন লুণ্ঠন করতে এসেছিলেন। কর্ণ তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে, দেবতা-দুর্লভ ধন হারিয়ে তিনি দুঃখিত নন। কেননা, ধনঞ্জয়কে যুদ্ধে পরাজিত করলে অভিজাতগণ ঘোষণা করত যে, সুতপুত্র কর্ণকে বধ করেনি, কবচ-কুণ্ডল অর্জুনের মৃত্যুর কারণ। পদ্মাবতীর সংশয় হলো যে, তাঁর রাধেয় পরিচয়ের মধ্যে দুর্বলতা আছে। যদি এই পরিচয় মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তবে কর্ণের সমস্ত শক্তি 'কণা হতে কণা হয়ে পরিক্ষিপ্ত হইবে ভূতলে'। কর্ণের মনেও এই সংশয় আছে। পদ্মাবতী তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, যশোদা-দুলাল কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত দেবকী-নন্দনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

অনাহুত হয়ে কৃষ্ণ কর্ণ-গৃহে এসেছেন। কর্ণ আনন্দে অভিভূত হয়ে পদ্মাবতীকে আহ্বান করতে চাইলে কৃষ্ণ তাঁকে বাধা দিয়েছেন। তিনি তাঁকে বলেছেন যে, পিতৃষসা-গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছে। আদিত্য ঔরসে জননীর কন্যাকালে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁকে জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবরূপে তাঁর অধিকার গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। যুধিষ্ঠির হবেন যুবরাজ, ভীমসেন মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করবেন, ধনঞ্জয় হবেন রথের সারথি, এবং দ্রৌপদী দিবসের ষষ্ঠ ভাগে তাঁকে অর্চনা করবেন। কর্ণ কৃষ্ণকে দীন-ভ্রাতার আলিঙ্গন দান করলেন। কর্ণ কৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন যে, তাঁর ইতিহাস যেন যুধিষ্ঠির শুনতে না পান। 'শুনিলে সর্বস্ব ত্যজি, আসিতেন গলবস্ত্রে পূজিতে আমাকে

যুধিষ্ঠির'। কৃষ্ণ তাঁকে অনুরোধ করে জানালেন, 'পৃথ্বীর সংহার দশা এনো না কৌন্তেয়'। কিন্তু কর্ণ সেই পৃথ্বীর সংহার দশা আকাঙ্ক্ষা করেছেন, কারণ যেদিন জননী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে সদ্যোজাত শিশু ভূমিতে পড়ে ক্রন্দন করেছিলেন, তখন ধরিত্রী মাতা তাঁকে আশ্রয় দেননি। কর্ণের জীবনে মানসিক সংঘাত হলো যে, এতদিন পর্যন্ত তিনি যাঁকে প্রতিযোদ্ধারূপে জ্ঞান করেছেন, অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর। তাঁর কঠিন মানসিক দ্বন্দ্ব হলো যে, অর্জুনের সংগে যুদ্ধে হৃদয় পরাজয় কামনা করে, সত্য চায় জয় এবং মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা। সুতরাং কৃষ্ণ মর্মভাঙা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরে তাঁকে মর্মবিদারী ক্ষোভের কথা বলতে এসেছেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে কর্ণকে কৃষ্ণ তার প্রণতি জানালেন, তাঁর নামের সংগে চিরদিন দান-বাক্য সংযুক্ত থাকবে। কর্ণ তাঁকে অনুরোধ করলেন, যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন তিনি যেন তাঁর প্রণাম মৃত্যুরূপা মাতাকে নিবেদন করেন।

তৃতীয় অংক

নাটকের তৃতীয় অংক চরমোৎকর্ষরূপে পরিচিত। সাহিত্যদর্পণে একে বলা হয়েছে গর্ভসন্ধি।

ফল প্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।
গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষবানমুহুঃ॥

যেখানে মুখ্য ফলোপায়ের পুনঃপুনঃ হ্রাস ও অন্বেষণযুক্ত অভিব্যক্তি হয় সেখানে গর্ভসন্ধি হয়। পাশ্চাত্য নাটকের তাৎপর্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ তৃতীয় অংকের ক্লাইম্যাক্স রূপে অভিহিত করা হয়, কারণ দ্বিতীয় অংকে বর্ণিত ঘটনাসমূহ এখানে সূচীমুখ সৃষ্টি করে এক বিরাট সংঘাতের পরিচয় দেয়।

তৃতীয় অংক পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত হয়েছে। বিভিন্ন দৃশ্যের বক্তব্য ও তার উপস্থাপনা রীতি মূল কাহিনীকে পরিপুষ্ট করে তুলেছে।

প্রথম দৃশ্য—দ্রৌপদী কৃষ্ণের সঙ্গে কথোপকথনকালে কৌরবসভায় তাঁর লাঞ্ছনার কথা বিবৃত করেছেন। কৃষ্ণ উত্তর দিয়েছেন যে, বিধাতা সকল উপদ্রব সহ্য করতে পারেন, কিন্তু অনাথের ক্রন্দন, অনশনে জাতির মরণ, এবং কার্যে, বাক্যে, কল্পনায় নারীর লাঞ্ছনা কোনো মতে সহ্য করতে পারেন না। এই নারীর লাঞ্ছনাকে কেন্দ্র করে—'গান্ধারীর আবেদন' নামক নাট্যকাব্যে লোকমাতা গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে দুর্যোধনকে ত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। অর্জুন এবং পরে যুধিষ্ঠির প্রবেশ করায় তাঁদের মধ্যে উভয় পক্ষের সেনাপতিগণের বলবীর্য নিয়ে কথা উঠল। ভীষ্ম ও দ্রোণ এক মাসে, কৃপাচার্য দুমাসে এবং কর্ণ পাঁচদিনে পাণ্ডবসৈন্য সংহারের কথা জানিয়েছেন। যুধিষ্ঠির এতে ভয় পেয়েছেন। কিন্তু অর্জুন তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, যদি কৃষ্ণ ইচ্ছা করেন, তবে তিনি একদণ্ডে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোক ধ্বংস করতে পারেন। তিনি কিরাতবেশী মহাদেবের নিকট থেকে যে শর পেয়েছেন তা যুগান্ত সময়ে সর্বভূত সংহারের কালে প্রয়োজন হয়। কৃষ্ণ তাঁকে জানান যে, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি সহ্য করবার ক্ষমতা কারুর নেই। দ্রৌপদী তাঁর উপরে ক্রোধ প্রকাশ করবার কথা বললে তিনি তাঁকে বলেন যে, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি এবং মূল শক্তি তিনি। তিনিই তাঁর লাঞ্ছনা করেছেন। সুতরাং ক্রোধ যদি করতে হয়, তবে তাঁর নিজের উপরে করা কর্তব্য। (কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে জানালেন যে, ধর্ম সংক্ষুব্ধ, দ্রৌপদীর কর্তব্য হলো চণ্ডিকার পূজার আয়োজন করা। অর্জুনও জানালেন যে, ধর্ম যদি ক্রুদ্ধ হন ধর্মকায়া ভেঙে পড়বে ও কৃষ্ণের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—ভীষ্মের মৃত্যুর পরে কর্ণ বিলাপ করে বলেছেন যে, পিতামহ ভীষ্মের নিকটে অস্ত্রের প্রহার অপেক্ষা বাৎসল্য রসের আকর্ষণ ছিল বেশী। তাই তাঁর শরসমূহ গাণ্ডীবীকে বিদ্ধ না করে তাঁর গণ্ডস্থলকে যেন স্নেহে অভিষিক্ত করেছে। সর্বোপরি তিনি এক বালকের পুষ্পের

প্রহারে শরশয্যা গ্রহণ করেছেন। এর পরে সেনাপতি হবেন দ্রোণাচার্য। কিন্তু তিনি একদিকে বার্ধক্যে ও দাসত্বে নিত্য মৃত্যুকামী। অন্যদিকে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে, পুত্র অপেক্ষা প্রিয় পাণ্ডবগণের সঙ্গে। এর পর কর্ণকে গ্রহণ করতে হবে অর্জুন বিনাশের দায়িত্ব। অর্জুনের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ তিনি হীন জাতি। যদি ইন্দ্রপ্রদত্ত একাঘ্নী শর বিশ্বাসঘাতকতা না করে; তবে নিশ্চয় তিনি অর্জুনকে বধ করবেন। পদ্মাবতীর প্রশ্নে কর্ণ জয়দ্রথ বধের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সূর্য অস্ত যাবার সংগে সংগে অর্জুন প্রজ্বলিত অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবেন। পদ্মাবতীর প্রশ্নে কর্ণ উত্তর দেন যে, অর্জুন তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং তাঁর পক্ষে অর্জুনের শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করা চলে না। যাই হোক, কারও মতে উল্কার প্রবাহ রবির আলোক পথ রুদ্ধ করেছিল, কারও মতে অস্তমুখে রাহুর আক্রমণ ঘটেছিল। কিন্তু অনেকের মতে সুদর্শন সূর্যকে আচ্ছন্ন করেছিল। কর্ণ কৃষ্ণকে নারায়ণ বলে না মেনে নিলেও মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, তিনি অপূর্ব মানব। সৃষ্টি থেকে আজও পর্যন্ত এমন পূর্ণ মানবতা প্রত্যক্ষ করা যায়নি।

কর্ণ পদ্মাবতীকে জানালেন যে, বাসবপ্রদত্ত এক-বিঘাতিনী শক্তি অর্জুন-বধের নিমিত্ত তিনি রেখে দিয়েছেন। কিন্তু শয্যাত্যাগের পরে যখন তিনি তাঁর ইষ্টের কথা স্মরণ করেন, তখন কেশব এসে সম্মুখে দাঁড়ান, তখন তিনি ভুলে যান তাঁর অস্ত্রের কথা। পদ্মাবতীর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে, কর্ণ তাঁকে জানালেন যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বজ্যেষ্ঠ পাণ্ডব-মহিষী। তিনি কুন্তীপুত্র। দুঃশাসনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন। এই অংকে পদ্মাবতীর কর্ণ-জীবনের রহস্য পরিজ্ঞাত হওয়া এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। সকল কিছুর মূলে আছে এক শ্রেষ্ঠ কুহকীর ছলনা।

তৃতীয় দৃশ্য—ঘটোৎকচের আক্রমণে কৌরবপক্ষ ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে। সে কিন্তু দ্রোণাচার্যের শরের মুখে আবির্ভূত হয় না। দ্রোণাচার্য নীতি-বিগর্হিত

যুদ্ধে যোগদান করবেন না। তবে তৃতীয় বারের যুদ্ধে যদি তাঁরা অর্থাৎ কৌরবগণ ঘটোৎকচকে বধ করতে না পারেন, তবে তিনি তাঁর বিনাশের ভার গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে শকুনির পরামর্শে দুঃশাসন দুর্যোধনের নাম করে কর্ণকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করে এনেছেন। সংগে সংগে তিনি যেন নিয়ে যান তাঁর সেই একাঘ্নী বাণ। দুর্যোধন কর্ণের নিকটে ঘটোৎকচের কথা ব্যক্ত করায় কর্ণ আশাহত হলেন। কারণ তিনি অর্জুনবধের সংকল্প করে পত্নীর নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। দুর্যোধনের বক্তব্য হলো এই রাক্ষসের তুলনায় অর্জুন, ভীম প্রভৃতি অতি তুচ্ছ। কর্ণ দুর্যোধনের তুষ্টির জন্য অনায়াসে তাঁর শেষ সম্পদ নিবেদন করলেন। বিকর্ণের নিকট থেকে মাতুল শকুনি তাঁর বিপদের সম্ভাবনার কথা জানতে পেরে পলায়ন নামক আত্মরক্ষার অস্ত্রটি ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলেন।

চতুর্থ দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের অপরাংশে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়িত যুধিষ্ঠিরকে দেখে অর্জুন তাঁকে প্রশ্ন করেছেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের বীরত্বের কথা তাঁর নিকটে ব্যক্ত করলেন। কর্ণ যেন প্রখর ভাস্করের ন্যায় দীপ্তরূপ ধারণ করেছেন। বাস্তবিক কর্ণের শরাঘাত সহ্য করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অর্জুনকে তাই তাঁর বক্তব্য হলো যে, তিনি যেন শীঘ্র রাধেয়কে বিনাশ করেন। অর্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে যথাযথ উত্তরদানের কথা বলায় যুধিষ্ঠির আশ্বস্ত হয়ে রণক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করলেন। কৃষ্ণ এসে নকুল ও সহদেবকে এবং তার পরে ভীম ও সাত্যকিকে ধর্মরাজকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। কৃষ্ণ ঘটোৎকচকে নির্দেশ দিলেন, সেই রাত্রে কর্ণের সংগে দ্বৈরথ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে। অর্জুনকে তিনি নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য নিয়ে গেলেন।

পঞ্চম দৃশ্য—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডব ভ্রাতৃচতুষ্টয় কর্ণের নিকটে পরাজিত ও বন্দী হয়েছেন। একমাত্র ধনঞ্জয় অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় কর্ণের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারেননি। যুধিষ্ঠির কর্ণের শ্লেষ বাক্য শুনেও তাঁকে নমস্কার করে

প্রস্থান করলেন। কিন্তু নকুল সূতপুত্রের নিকটে মস্তক নত করবেন না, একথা জানালে কর্ণ সহাস্যে উত্তর দেন যে, তাঁর প্রণাম তাঁর নিকটে মূল্যহীন। কিন্তু সহদেব ধর্মরাজের রীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা করলেন না। ভীম একদা কর্ণকে শ্লেষ বাক্যে বিদ্ধ করে বলেছিলেন যে, সূতপুত্ররূপে তাঁর উচিত বল্‌গা ধরা। কিন্তু ভীমসেনকে তিনি অনায়াসে জড়বৎ নিশ্চেষ্ট করতে পারেন, প্রশ্ন করলেন যে, তাঁর পক্ষে অস্ত্রধারণ না বল্‌গা ধারণ কোন্‌টি ভীমের নিকটে স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কর্ণ ভীমের গলদেশে ধনু প্রবেশ করিয়ে তাঁকে আকর্ষণ করলেন ও গণ্ডদেশ চুম্বন করলেন। ভীম তাঁর নিকটে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা জানালে, কর্ণ উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁর আভিজাত্য গর্বে আক্ষেপ-চিহ্ন এঁকে দিলেন। কর্ণ আকুল হয়ে তাঁর স্নেহময়ী যশোদা জননীর আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা জানালেন। (নিয়তিরূপা কুন্তী এসে আবির্ভূতা হলেন। কিন্তু এই মৃত্যুরূপা জননীর নিকটে তাঁর কোনো প্রার্থনা নেই। দুঃশাসন এসে কর্ণকে ঘটোৎকচ বধের জন্য নিয়ে গেলে শকুনি দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করবার নির্দেশ দেন। শকুনি যদি তাঁকে পান, তবে তিনি পুনর্বার পাশাখেলায় তাঁকে পরাভূত করে বনে পাঠাবেন। শকুনি ধর্মরাজের প্রশংসা করে জানালেন যে, দুর্যোধনের মুখ থেকে কদাপি যুধিষ্ঠির বধের কথা উচ্চারিত হলো না। সাত্যকি এবং দুর্যোধনের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ শুরু হলো। একদা উভয়ের মধ্যে ছিল গভীর সম্প্রীতি, কিন্তু লোভে মোহে তাঁদের মধ্যে বৈরিতা দেখা দিয়েছে।

পঞ্চম দৃশ্যের একটি দৃশ্যান্তর সংযোজিত হয়েছে। মৃত ঘটোৎকচের পাশে কর্ণ বসে গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করছেন। দুর্যোধন প্রভৃতি ঘটোৎকচের বধের জন্য আনন্দে আত্মহারা হয়। কৃষ্ণও এই কথা শ্রবণ করে রথের উপরে শঙ্খধ্বনি করলেন, এবং নৃত্যে মত্ত হলেন। কৃষ্ণ জানালেন যে, দীর্ঘকাল তিনি নিদ্রাশূন্য। আজ তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন। কৃষ্ণ আরও জানালেন যে, ঘটোৎকচ তাঁর জীবনের বিনিময়ে অর্জুনের জীবনকে রক্ষা করেছে। কর্ণের

হস্তে যে অস্ত্র ছিল তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা সুদর্শনেরও ছিল না। কর্ণের ন্যায় বীর পৃথিবীতে কদাপি আসেনি, তবুও তিনি দানে নিজেকে নিঃস্ব করেছেন। কর্ণ একমাত্র অর্জুনের বধ্য, কিন্তু তা-ও যথাকালে।

চতুর্থ অংক

নাটকের চতুর্থ অংককে ইংরেজী নাটকে Denouement বা অবরোহ-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে নাট্য ঘটনাসমূহ চরমোৎকর্ষে উপনীত হয়ে ধীরে ধীরে অবতরণ করে। স্বভাবত চতুর্থ অংক অন্যান্য অংকের তুলনায় কিছুটা স্তিমিত ও শিথিল হয়ে পড়ে। শেক্সপীয়র চতুর্থ অংকের আকর্ষণ সক্রিয় রাখবার জন্য এমন দু-একটি ঘটনা চতুর্থ অংকে বর্ণনা করেন, যা নাটকের আকর্ষণকে স্তিমিত হতে দেয় না। ম্যাক্‌বেথ নাটকে লেডি ম্যাকডাফ ও তাঁর পরিবারের উপরে নিষ্ঠুর আক্রমণ স্ত্রীলোক ও বালকগণের নির্বিচারে হত্যাকাহিনী আমাদের মনে নাট্য আকর্ষণ সক্রিয় রেখেছে।

সংস্কৃত নাটকে পঞ্চসন্ধির এই অংশ বিমর্ষ নামে পরিচিত।—

যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।
শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ॥

যেখানে মুখ্যফলের উপায় গর্ভসন্ধি থেকে অধিক বিকশিত অথচ—শাপ প্রভৃতির দ্বারা বাধাযুক্ত হয়, তথায় বিমর্ষ সন্ধি হয়।

এই নাটকে চতুর্থ অংকেই কাহিনী শেষ হয়েছে। স্বভাবত চতুর্থ অংকের অথবা নির্বহন সন্ধির কোনো স্বাধীন অবকাশ নেই। এর পরিবর্তে আমরা পাই পরিণতি-পর্ব বা সংস্কৃত সন্ধি অনুযায়ী নির্বহন বা উপসংহৃতি।

এই নাটকেও চতুর্থ অংক থেকে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত গতিতে পরিণামের দিকে সকল বাহুল্য বর্জন করে ধাবিত হয়েছে।

প্রথম দৃশ্য—ঘটোৎকচের মৃত্যুতে যুধিষ্ঠির মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর পক্ষে যে মস্তক উন্নত রাখা সম্ভব নয় একথা তিনি যাজ্ঞসেনীকে জানালে তিনি শোকে অভিভূত হন। অভিমন্যু ও ঘটোৎকোচ এই উভয়ের মৃত্যু তাঁদের পক্ষে বেদনাদায়ক। কৃষ্ণ ও অর্জুন প্রবেশ করলে, যুধিষ্ঠির অর্জুনকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁরা কর্ণকে নিহত করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসছেন কিনা। যুধিষ্ঠির কর্ণের হস্তে পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের নিগ্রহের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কর্ণ সম্পর্কে তাঁর ভীতি দীর্ঘকালের। তাঁকে দেখলে যুধিষ্ঠিরের মনে হতো যে, কর্ণের ন্যায় ধনুর্ধর এ পৃথিবীতে আসেনি। যুধিষ্ঠির সুতপুত্রের প্রদর্শিত কৃপায় জীবন বহন করছেন, এর চাইতে বড় দুঃখ আর কি হতে পারে। তিনি কৃষ্ণার্জুনের নিকট জানতে চান যে, তারা কিভাবে কর্ণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধরকে বিনাশ করেছেন। অর্জুন রাত্রি প্রভাতে তার সংগে যুদ্ধের সংকল্প ঘোষণা করলে যুধিষ্ঠির তাঁকে তিরস্কার করে বলেন যে, আর্যা কুন্তীর গর্ভে তার জন্মগ্রহণ অন্যায় হয়েছে। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে গাণ্ডীব ত্যাগ করবার কথা বলেন। অর্জুন উপাংশুব্রতের কথা স্মরণ করে যুধিষ্ঠিরকে বধ করবার উদ্যম করলে কৃষ্ণ তাঁকে ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দেন। তিনি অর্জুনকে যুধিষ্ঠিরের বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধার বাক্য ব্যবহার করবার কথা বলেন, কারণ ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু দেহের বিনাশে নয়, মৃত্যু হলো অপমানে। অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। যুধিষ্ঠিরও সখেদে কুলনাশের জন্য নিজেকে দায়ী করেন। সেই সময় কৃষ্ণের কথায় অর্জুন কৃষ্ণ সহ জ্যেষ্ঠের পদযুগল ধারণ করেন, এবং তাঁকে উপাংশুব্রতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এর পরে কৃষ্ণের কথায় অর্জুন গুরুবধের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে আত্ম-প্রশংসার মাধ্যমে আত্মহত্যা করেন। যুধিষ্ঠির প্রীত হয়ে প্রস্থান করেন। দ্রৌপদীকে কৃষ্ণ জানান যে, কর্ণের ন্যায় সাত্ত্বিক গুণাবলীসম্পন্ন কোনো ধনুর্ধর

থিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি। একমাত্র তিনি অর্জুনের বধ্য তবুও যদি তিনি মনোবাক্য সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দ্রৌপদীর সঙ্গে কথোপকথন লে অকস্মাৎ কৃষ্ণ পদ্মাবতীর আহ্বানে যোগবলে তাঁর নিকটে যান। দ্রৌপদী লব্ধি করেছেন যে, সুতকন্যা পদ্মাবতীর তুলনায় তিনি কৃষ্ণের ভালবাসা থেকে বিনিক্ষিপ্তা, তিনি তাই পদ্মাবতীর উদ্দেশ্যে তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পদ্মাবতীর মুখে আমরা তাঁর অভিমানের কথা জানতে পারি। তাঁর অভিযোগ হলো যে, কৃষ্ণ তাঁর কাছে কর্ণের জন্মরহস্যের কথা ব্যক্ত করেননি। অথচ তিনি তাঁকে তাঁর হৃদয়ের প্রার্থনা জানাতে বলেছিলেন। কিন্তু কোনো ভাবে দেবরের পরাশ্রয় যাচঞা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। পুত্র বৃষকেতুকে ডেকে তিনি বলেছেন যে, পাণ্ডবদের বিজয় গৌরব তাকে উল্লসিত করুক। তিনি তাঁকে কৃষ্ণের হস্তে পূর্বেই সমর্পণ করেছেন। তাঁর পিতা তাঁর সকল কিছু দান করে গিয়েছেন। অবশিষ্ট একমাত্র হলো পুত্র বৃষকেতু। তাকে তিনি কৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্য—যুদ্ধক্ষেত্রে মগ্নরথে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করে উপবিষ্ট কর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে, গুরুর শিক্ষা কখন মিথ্যা নয়, ঋষির বাক্য মিথ্যা নয়, তথাপি মৃত্যু যেন অর্জুনকে স্পর্শ করতে দ্বিধাবোধ করেছে। কৃষ্ণকে আর মানব বলা চলে না, কারণ তিনি তাঁর নমনীয় দেহভারে অর্জুনের কপিধ্বজকে ভূতলে প্রোথিত করে নিশ্চিত মৃত্যুর হস্ত থেকে তাঁকে রক্ষা করেছেন। অথচ বাসুকী-প্রদত্তা শক্তির হস্ত থেকে রক্ষা পাওয়া অর্জুনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও তাঁর নিক্ষিপ্ত শক্তি শুধুমাত্র কিরীটির কিরীট কেটে ফিরে এসেছে। অর্জুনের পরিবর্তে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হলো। জন্মের রন্ধ্রপথ দিয়ে মৃত্যু এসে তাঁকে গ্রাস করলো। মৃত্যুও তাঁর জন্মের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিতে পারল না। কৃষ্ণ এসে কর্ণকে জানালেন যে, দাতা কর্ণের মৃত্যুতে পৃথিবীর দৈন্য দশা দেখে তিনি অশ্রুবর্ষণ করতে এসেছেন। কর্ণের

অনুরোধে কৃষ্ণ তাকে প্রেমস্পর্শ দান করলেন, মুণ্ডমালা পরিণত হলো বনমালায়। রুদ্রমূর্তি নিয়ে ভীমসেন প্রবেশ করলে কৃষ্ণের কথায় কর্ণ তাঁর উদ্দেশ্যে বর্ষিত কটুবাক্য শ্রবণ করা কর্তব্য বলে মনে করলেন না। কিন্তু মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি তাঁর প্রাণ-বুদ্ধি-ধর্ম সমস্তকিছু নারায়ণকে নিবেদন করলেন। আদিত্যমণ্ডল থেকে তাঁকে হারিয়ে কৃষ্ণ ছিলেন অপূর্ণ। তাঁকে পেয়ে আজ তিনি পরিপূর্ণ। ভীমসেন এসে রাধেয় বিদ্বেষে তাঁর ঈর্ষা প্রকাশ করলে কৃষ্ণ তাঁকে স্তব্ধ হতে অনুরোধ করেন। কারণ মহাযোগী সমাধিতে মগ্ন। কিন্তু পাণ্ডবের চিরশত্রু কর্ণের জন্য কৃষ্ণকে কাতর দেখে ভীমসেন বিস্মিত হলেন। সহদেব এসে কর্ণের নিধনবার্তায় কুন্তীর মূর্চ্ছাগতা হবার কথা এসে জানালেন। নকুল এসে জানালেন যে, ধর্মরাজের আদেশ যে, কর্ণের বিরুদ্ধে ভীমসেন যেন কোনো অশ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণ না করেন। তাঁকে অগ্রজ কর্ণের উদ্দেশ্যে প্রণিপাত জানাতে বললেন। পাণ্ডব ভ্রাতৃগণ সকলে কর্ণের পদতলে উপবিষ্ট হলেন। যোগনিদ্রা থেকে উত্থিত কর্ণ ভীমসেনের নিকটে তাঁর জন্ম ইতিহাসের কথা ব্যক্ত করলেন।

ভ্রাতৃবধের সংকল্প নিয়ে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু যতবার তিনি মৃত্যুশর তাঁর ধনুতে যোজনা করতে চেয়েছেন, ততবার দরবিগলিত আঁখি ম্লানতারূপিণী ভিক্ষার অঞ্জলি ধরা তাঁর কৌমার্যময়ী মাতা আবির্ভূতা হয়ে বাধা দিয়েছেন। সেই মাতৃ আবির্ভাবে তিনি তাঁর অমরত্ব দান করেছেন, এবং অন্তরে বিস্মৃতি ঢেলেছেন। মৃত্যু সন্নিকটে জেনে কর্ণ নর-নারায়ণকে তাঁর সম্মুখে একবার দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করেছেন "আমার সমস্ত লয়ে, আমাকে তোমার করে দিলাম সঁপিয়া"।